অর্থাৎ

যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি; আরব্য, পারস্য, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার চলিত শব্দ ও তাহাদের অর্থ, প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসংপ্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস, মনুষ্যতত্ত্ব এবং আর্য্য ও অনার্য্য জাতীয় বৃত্তান্ত; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ; বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, ন্যায়, জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, অ্যালোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক, ও হকিমী মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা, শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান

ষোড়শ ভাগ।

যু—রোচা

১৪ নং তেলিপাড়া লেন, শ্যামপুকুর, বিশ্বকোষ-কার্য্যালয় হইতে

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও

প্রকাশিত।

কলিকাতা

৫ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর, বিশ্বকোষ প্রেসে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১২

অর্থাৎ নির্ব্বিকার, এবং যাহার নিকট মৃৎভাণ্ড, পাষাণ ও স্বর্ণ একই প্রকার এবং যে যোগী যোগারূঢ় অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগাদির অনুষ্ঠান করেন, তাহাকে যুক্ত কহে।

৪ রৈবত মনুর পুত্র। (হরিবংশ ৭।২৮) ৫ মিলিত সংলগ্ন। ৬ নিযুক্ত। ৭ অবশিষ্ট। ৮ আসক্ত। ৯ ব্যাপৃত। (ক্লী) ১০ হস্তচতুষ্টয়। (মেদিনী)

যুক্তকারিন্ (ত্রি) যুক্তং উচিতং করোতীতি কৃ ণিনি। উপযুক্ত কার্য্যকারী, যিনি ন্যায্য কার্য্য করেন।

যুক্তকৃৎ (ত্রি) যুক্তং করোতীতি কৃ কিপ্ তুক্চ। উপযুক্তকার্য্যকারী।

যুক্তগ্রাবন্ (ত্রি) উদ্যত প্রস্তর।

যুক্তত্ব (ক্লী) যুক্তস্য ভাবঃ, 'ত্বতলৌ ভাবে' ইতি ত্ব। উপযুক্তত্ব, যুক্তের ভাব বা ধর্ম্ম।

যুক্তদণ্ড (ত্রি) উপযুক্ত রূপ দণ্ড।

"নহি সর্ব্বস্য লোকস্য যুক্তদণ্ডতয়া মনঃ।" (রঘু ৪।৮)

যুক্তমনস্ (ত্রি) যুক্তং মনো যস্য। যোগী, যাহার মন যোগযুক্ত হইয়াছে। সংযুক্তচিত্ত।

যুক্তরথ (পুং) নিরূহবস্তিভেদ। ইহার লক্ষণ—

"এরণ্ডমূলনিকাথো মধুতৈলং সসৈন্ধবম্।
এষ যুক্তরথো বস্তিঃ সবচা পিপ্পলীফলঃ॥" (ভাবপ্র॰ মধ্য খ॰)

এরণ্ডমূলের কাথ, মধু, তৈল, সৈন্ধব, বচ এবং পিপ্পলী এই সকল একত্র করিয়া তদ্দ্বারা যে বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে যুক্তরথবস্তি কহে।

যুক্তরসা (স্ত্রী) যুক্তঃ রসোহস্যাঃ। ১ গন্ধরাস্না। ২ সামান্য রাস্না, চলিত কাঁটা আমরুলী।

"রাস্না যুক্তরসা রস্যা সুবহা রসনা রসা।
এলাপর্ণী চ সুরসা সুগন্ধা শ্রেয়সীতথা॥" (ভাবপ্র॰)

যুক্তরূপ (ত্রি) উপযুক্ত।

যুক্তবৎ (অব্য॰) যুক্ত-ইবার্থে বৎ। যুক্ততুল্য।

যুক্তশ্রেয়সী (স্ত্রী) গন্ধরাস্না। (রাজনি॰)

যুক্তসেন (ত্রি) যুক্তা সেনা যস্য। যাহাদের সেনা যুদ্ধকার্য্যে গমনোদ্যুক্ত।

যুক্তাক্ষর (ক্লী) যুক্তমক্ষরম্। যুক্ত অক্ষর। যুক্ত বর্ণ।

যুক্তা (স্ত্রী) যুক্ত-টাপ্। বৃক্ষবিশেষ, চলিত এলানী। ২ রাস্না।

যুক্তায়স্ (ক্লী) লৌহাস্ত্রভেদ।

যুক্তার্থ (ত্রি) উপযুক্তার্থ। ২ জ্ঞানী।

যুক্তাশ্ব (ত্রি) অশ্বসহিত। (ঋক্ ৫।৪৩।৫)

যুক্তি (স্ত্রী) যুজ্যতে ইতি যুজ-ক্তিন্। ১ ন্যায়। (মেদিনী) ২ মিলন। ৩ রীতি।

"তত্র তদ্বচনং শ্রুত্বা ধর্ম্মযুক্তিসমন্বিতম্।
উপগম্য ততো হৃষ্টঃ কপোতঃ প্রাহ লুব্ধকম্॥"
(পঞ্চতন্ত্র ৩।১৬৭)

৪ লোকব্যবহার। ৫ অনুমান। ৬ কারণ। ৭ নাট্যালঙ্কার বিশেষ। ইহার লক্ষণ—"যুক্তিরর্থাবধারণং" (সাহিত্যদ॰ ৬।৫০১)

যে স্থলে অর্থযুক্ত বাক্যের অবধারণ হয়, তাহাকে যুক্তি কহে। নাটকে এই যুক্তি প্রদর্শন করা আবশ্যক। উদাহরণ—

"যদি সমরমপাস্য নাস্তি মৃত্যো-
র্ভয়মিতি যুক্তমিতোঽন্যতঃ প্রযাতুং।
অথ মরণমবশ্যমেব জন্তোঃ
কিমিতি মুধা মলিনং যশঃ কুরুধ্বং॥" (সাহিত্যদ॰)

যদি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া মৃত্যুর হাত এড়াইতে পার, তাহা হইলে এই পলায়ন উচিত, কিন্তু জীবের যখন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তখন বৃথা কেন যশ মলিন কর।

"সম্প্রধারণমর্থানাং যুক্তিঃ" (সাহিত্যদ॰ ৬।৩৪৩)

অর্থের সম্প্রধারণ অর্থাৎ নিশ্চয়ের নাম যুক্তি।

৮ উপায়। ৯ ভোগ।

"ত্রিচতুঃকর্ণযুক্ত্যাপ্তাস্তে দ্বিয়াত্রিজ্যয়া হৃতাঃ।
স্ফুটাঃ স্বকর্ণস্তিথ্যাপ্তা ভবেয়ুর্মানলিপ্তিকাঃ॥" (সূর্য্যসি॰ ৭।১৪)

১০ প্রমাণবিশেষ।

"অসম্যাদিপ্রযুক্তানাং বাক্যানাং প্রতিষেধনম্।
স্ববাক্যসিদ্ধিরপি চ ক্রিয়তে তন্ত্রযুক্তিতঃ॥"
(সুশ্রুত উত্তরত॰ ৬৫ অ॰)

যুক্তিকর (ত্রি) যুক্তিযুক্ত।

যুক্তিজ্ঞ (ত্রি) যুক্তিং জানাতি জ্ঞা-ক। যিনি যুক্তি অবগত আছেন, যুক্তিকুশল।

যুক্তিমৎ (ত্রি) যুক্তিঃ বিদ্যতেঽস্য, যুক্তি-মতুপ্। ১ যুক্তিবিশিষ্ট। ২ যুক্তিযুক্ত।

যুক্তিযুক্ত (ত্রি) যুক্ত্যা যুক্তং। যুক্তিদ্বারা উপযুক্ত, যুক্তিবিশিষ্ট।

যুক্তিশাস্ত্র (ক্লী) যুক্তিপ্রধানং শাস্ত্রং মধ্যপদলোপি কর্ম্মধা॰। যুক্তিপ্রধান শাস্ত্র, প্রমাণশাস্ত্র, যে শাস্ত্রে প্রধান অবলম্বন যুক্তি।

যুগ, যুগি যুগ ধাতু বর্জ্জনে। ভ্বাদি॰ পরস্মৈ॰ সক॰ সেট্। লট্ যুঙ্গতি। লোট্ যুঙ্গতু। লিট্ যুযুঙ্গ। লুট্ যুঙ্গিতা। লুঙ্ অযুঙ্গীৎ।

যুগ (ক্লী) যুজ্যতে ইতি যুজ-ঘঞ্, কুত্বং, ন গুণঃ। [illegible] [illegible] নিপাতনাৎ [illegible] বিশাবিষয়ে চ [illegible] নিপাত্যতে। [illegible]

অন্ন যোগ এব অর্থাদি" (কাশিকা ১।২।১২৫)। ১ যুক্ত, যুগল, জোড়া। ২ বৃদ্ধি ও ঋদ্ধি নামক ঔষধ। ৩ হস্তচতুষ্ক, চারিহাত।

"যে দ্বিজত্বাং কথা হস্তো ত্রাত্যাতীর্থাদিবেষ্টনম্।
চতুর্বিংশ দ্বঙ্গুলত্বো নাড়িকা যুগমেব চ॥" (মার্কং পুং ৪৯।৩৯)

৪ কৃতাদি কালচতুষ্টয়, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ।

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" (গীতা ৪।৮)

যখন পাপের বৃদ্ধি এবং ধর্মের হ্রাস হইতে থাকে, তখন ভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম সংস্থাপন করেন। ইহাই সকল শাস্ত্রের মত।

ঋগ্বেদে (১।১৫৮।৬) দীর্ঘতমা "দশম যুগে" জরাগ্রস্ত হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে, এই 'যুগ' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ একমত হইতে পারেন নাই, কেহ কেহ "যুগ" অর্থে ৫ বৎসর বলিয়া অনুমান করেন। 'বেদাঙ্গ জ্যোতিষে' যুগ সংজ্ঞাকে পঞ্চবর্ষপরিমিত কালবোধক শব্দ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। পিটার্স্‌বর্গে প্রকাশিত অভিধানের মতে ঋগ্বেদে ব্যবহৃত 'যুগ' শব্দের অর্থ কালবাচক নহে,—উহা বংশ বা পুরুষবাচক, গ্রাসমান সাহেব এই মত সমর্থন করিয়াছেন। ইহাঁদের মতে "দশম যুগ" অর্থ 'দশম পুরুষ' তাহার দ্বারা কি বুঝা যায়—তৎসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই।

"যুগ" শব্দ ঋগ্বেদের সময়ও কালবাচক ছিল, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। অন্ততঃ এই শব্দের একটী অর্থ কালবাচক ছিল, এ কথা মানিতেই হইবে। পিটার্সবর্গের অভিধানেও অথর্ব্ববেদে (৮।২।২১) উল্লিখিত যুগ শব্দের কালবাচক অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শুধু ঋগ্বেদের প্রয়োগে যুগ "বংশ বা পুরুষানুক্রমিক" অর্থে ব্যবহৃত—উক্ত অভিধান এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ঋগ্বেদে 'মানুষা যুগা' বা 'মনুষ্যা যুগানি' শব্দ যেখানে যেখানে ব্যবহৃত হইয়াছে, পিটার্স্‌বর্গের অভিধান সে সকল স্থানে ইহার অর্থ করিয়াছেন, 'মনুষ্যবংশ'। এই অর্থ পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ সকলেই সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু সায়ণ ও মহীধর এইস্থানেও যুগ অর্থে কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—ইহাঁদের মতে, মনুষ্যযুগ অর্থ মনুষ্যসম্বন্ধীয় কাল। আবার কোন কোন স্থানে (১।১২৪।২, ১।১৪৪।৪,) সায়ণ "যুগ" অর্থ "দ্বন্দ্ব" বা "যুগল" বলিয়া গ্রহণ করিতেও অনিচ্ছুক নহেন, মনুষ্যযুগ অর্থ তাহা হইলে "মনুষ্যদ্বয়" বা "মনুষ্যযুগল" হয়। সায়ণকৃত ঐ ব্যাখ্যা হইতেই সম্ভবতঃ পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ তাঁহাদের অর্থ খুঁজিয়া পাইয়াছেন। যুগ শব্দের যাবৎ নিম্নলিখিত রূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে,—১, রাত্রি এবং দিন—এই যুগ। ২, মাস যুগ—ঋতু, ৩, দুই পক্ষ বা সূর্য্য ও চন্দ্রের যোগ অর্থাৎ এক মাস। কলিযুগের প্রারম্ভে সূর্য্য এবং গ্রহগণের যোগ ঘটিয়াছিল বলিয়া কথিত আছে, এজন্য এই কালকে যুগ আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং, 'যুগ' অর্থ—'যোগ' 'দ্বন্দ্ব' অথবা 'একপুরুষ' ইহাদের কোন একটি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ ঋগ্বেদে ব্যবহৃত 'যুগ' শব্দের অর্থ কালবাচক বলিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, পাছে তাহা হইলে সত্য ত্রেতা প্রভৃতি যুগকল্পনার আভাস ঋগ্বেদে ছিল ইহা মানিয়া লইতে হয়। তদ্রূপ যুগকল্পনা পরবর্ত্তী সময়ের বলিয়া তাঁহারা সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

ঋগ্বেদে "যুগে যুগে" শব্দ অন্ততঃ ছয়বার প্রাপ্ত হওয়া যায়, (৩।২৬।৩, ৬।১৫।৮, ১০।৯৪।১২ ইত্যাদি), ইহার প্রত্যেক স্থলেই সায়ণ ইহার অর্থ কালবাচক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঋগ্বেদের ৩।৩৩।৮, ১০।১০।১০ এবং ১০।৭২।১ এই সকল স্থলে "উত্তরযুগানি" ও "উত্তরযুগে" এই দুইটি প্রয়োগ পাওয়া যায়, ইহার অর্থ "পরবর্ত্তীকাল।" পরবর্ত্তীকাল ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না; সুতরাং পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত স্থির থাকে না। ১০।৭২।২ এবং ১০।৭২।৩ এই দুই স্থলে আমরা পুনরায় "দেবানাং পূর্ব্ব্যে যুগে" এবং "দেবানাং প্রথমে যুগে" এই দুইটি প্রয়োগ দেখিতে পাই, "দেবানাং" শব্দ বহুবচনান্ত এবং যুগশব্দ একবচনান্ত। শুধু এখানে যুগ শব্দের "পুরুষ" অর্থ কল্পনা করা যায় না, বিশেষতঃ সমগ্র স্থানটির অর্থ গ্রহণ করিয়া চিন্তা করিলে দেখা যায়, সৃষ্টি এবং দেবগণের জন্মের কথাই ঐ সূক্তের প্রতিপাদ্য, সুতরাং উক্ত স্থানগুলিতে যুগ শব্দের কালবাচক অর্থ না হইয়া যায় না। এখন "দেবানাং যুগম্" কথার অর্থ যদি "দেবতাদিগের কাল" বুঝিতে হয়, তবে "মনুষ্যাযুগানি" বা মনুষ্যযুগ বলিতে "মনুষ্য সম্বন্ধীয় কাল" এই অর্থ গ্রহণ করিতে আপত্তির কিছু মাত্র কারণ দেখা যায় না। তাহা ছাড়া ঋগ্বেদের কোন কোন স্থলে "মানুষে যুগ" শব্দের এরূপ ব্যবহার আছে—যে স্থানে যুগ শব্দের অর্থ "পুরুষ" হইতেই পারে না। দৃষ্টান্ত স্থলে ঋগ্বেদের ৫।৫২।৪ ঋকের "মানুষে যুগে" শব্দ পুরুষবোধক হইতেই পারে না। এই ঋক্‌টির সম্বন্ধে মোক্ষমূলর যুগ শব্দকে কষ্টকল্পনা দ্বারা 'পুরুষ বা বংশ' বাচকরূপে প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া একান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। গ্রিফিথ সাহেব এই ভ্রম অনুভব করিয়া "যুগ" শব্দের অর্থ প্রকারান্তরে কালবাচক বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ১০।১৪০।৬ ঋকেও "মানুষযুগে" শব্দ কালবাচক ব্যতীত কিছু হইতে পারে না।

এখন "মানুষযুগ" যদি কালবাচক করা হয়, তবে এক যুগের পরিমাণ কি তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজনীয়। অথর্ব-বেদে (৮।২।২১) একটী স্তোত্রে এই ভাবের প্রার্থনা আছে—"আমরা তোমার ১০০০০০০ বৎসর, ২।৩ অথবা ৪ যুগ পরিমিত জীবন কামনা করি।" এখানে যুগ শব্দের অর্থ অন্ততঃ দশ হাজার বৎসরব্যাপক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু ঋগ্বেদে যুগ শব্দের অর্থ অতি অল্পকালব্যাপক ছিল—তাহার অনেক প্রমাণ আছে। মহামতি বালগঙ্গাধর তিলক কৃত "the Arctic Home in the Vedas" নামক পুস্তকে ঋগ্বেদের ১।১১৩।৮, ১।১২৪।২; ৮।৭৬, ১০।৩৫।৪, ঋক্‌গুলি উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ঋগ্বেদের ব্যবহৃত যুগ শব্দের অর্থ এক বৎসর কালেরও ন্যূন সময়ব্যাপক ছিল। কোন কোন স্থলে "যুগ" শব্দ এক মাস কাল সময়ের অর্থেও ব্যবহৃত হইত। ক্রমে এই শব্দ দীর্ঘকালবাচক হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পুরাণবক্তা সৌতির নিকট ঋষিগণ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরীয় যুগ চতুষ্টয়ের বিবরণ জিজ্ঞাসা করায় সৌতি তদুত্তরে যুগ, যুগভেদ, যুগধর্ম্ম, যুগসন্ধি, যুগাংশ ও যুগসন্ধান, যুগসম্বন্ধীয় এই ছয় প্রকার বিবরণ ব্যক্ত করিয়াছেন।

যুগনিরূপণ।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অনুষঙ্গপাদে ৬১ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা ও মুহূর্ত্ত প্রভৃতি সময়সংজ্ঞক শব্দের মধ্যে একটী লঘু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যতটুকু কাল লাগে, তাহার নাম নিমেষ। পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত্ত এবং ত্রিশ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মানবীয় অহোরাত্রের বিধানকর্ত্তা সূর্য্য। ইহার মধ্যে দিবা কর্ম্মচেষ্টার জন্য এবং রাত্রি নিদ্রার জন্য কল্পিত। মানবীয় পরিমাণে এক মাসে পিতৃগণের এক অহোরাত্র হয়। তন্মধ্যে কৃষ্ণপক্ষ তাঁহাদের দিবা এবং শুক্লপক্ষ তাঁহাদের রাত্রি। মানুষমানের ত্রিশ মাসে পিতৃগণের এক মাস এবং উক্ত মানের ৩৬০ মাসে পিতৃগণের এক সম্বৎসর হইয়া থাকে। মানুষ মানের শত বর্ষে তাঁহাদের তিন বৎসর চারি মাস হয়। লৌকিক মানে যে অব্দ নির্দ্দেশ আছে, শাস্ত্রে তাহা দিব্য অহোরাত্র নামে উল্লিখিত। এই দিব্য রাত্রিদিনের বিভাগ এইরূপ;—উত্তরায়ণ দিবা ও দক্ষিণায়ন রাত্রি।

মানবীয় ত্রিশ বৎসরে দিব্য এক মাস এবং একশত বৎসরে দিব্য তিন মাস দশ দিন হয়। দৈব বৎসরাদি গণনার নিয়ম এইরূপেই জানিতে হইবে।

মানবীয় তিনশত ষাট বৎসরে দিব্য এক বৎসর এবং মানবমানের তিন হাজার ত্রিশ বৎসরে সপ্তর্ষিগণের এক বৎসর।

মানবমানের নয় হাজার নব্বই বৎসরে ক্রৌঞ্চ [illegible] এবং উক্ত মানের ছত্রিশ হাজার বৎসরে দিব্য এক [illegible]।

মনুষ্যের তিন নিযুত ষাটহাজার বৎসরে দিব্য এক [illegible] বৎসর। দিব্য প্রমাণ দ্বারা এইরূপই যুগ সংখ্যা নিরূপিত হইয়াছে। যুগসংখ্যার কল্পনা সর্ব্বত্রই দিব্য প্রমাণে স্থির হয়।

ভিন্ন ভিন্ন যুগ ও যুগসন্ধির মান।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলেন,—এই ভারতবর্ষে চারিটী যুগ নিরূপিত হইয়াছে, প্রথম কৃত বা সত্য, দ্বিতীয় ত্রেতা, তৃতীয় দ্বাপর এবং চতুর্থ কলি। এই চারি যুগের মধ্যে সত্য যুগের পরিমাণ চারি হাজার বৎসর। ইহার সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ উভয়ই চারিশত বৎসর। ত্রেতাযুগের পরিমাণ তিন হাজার বৎসর। সন্ধ্যা তিনশত ও সন্ধ্যাংশ তিনশত বর্ষ। দ্বাপর যুগের পরিমাণ দুই হাজার এবং সন্ধ্যা দুই শত ও সন্ধ্যাংশ দুইশত বর্ষ।

কলিযুগের পরিমাণ দুই হাজার বৎসর এবং সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ দুই শত বর্ষ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগচতুষ্টয়ের মোট দিব্য পরিমাণ বার হাজার বৎসর।

মনুষ্যমানে সত্যযুগের পরিমাণ ১৪৪০০০০ বর্ষ। অন্যান্য যুগেরও মানুষমান উক্ত অনুপাতে স্থির করিতে হইবে। মনুষ্যমানে চারিযুগের মোট পরিমাণ—৪৩২০,০০০ বর্ষ।

বিষ্ণুপুরাণে অভিহিত হইয়াছে, পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিংশৎ কলায় এক ঘটিকা, দুই ঘটিকায় এক মুহূর্ত্ত, ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র, ত্রিংশদ্ অহোরাত্রে শুক্ল কৃষ্ণপক্ষদ্বয়াত্মক মাস, ছয় মাসে এক অয়ন এবং দুই অয়নে এক বৎসর হয়। দক্ষিণ অয়ন দেবগণের রাত্রি এবং উত্তরায়ণ দিবা; সুতরাং মনুষ্যমানের এক বৎসরে দেবগণের এক দিবা ও রাত্রি। এইরূপ দেবমানের বার হাজার বৎসরে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগ হইয়া থাকে। সুতরাং তিন হাজার বর্ষে এক এক যুগ হয়। প্রতি যুগের পূর্ব্ব সন্ধ্যার পরিমাণ যথাক্রমে চারি, তিন, দুই ও একশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও তদ্রূপ। এইরূপ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি ইহার চারি সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন হয়। (বিষ্ণুপু০ ১।৩ অ০)

এই চারিযুগের মধ্যে সৃষ্টির প্রথমে সত্যযুগ, এবং তৎপরে ত্রেতা ও দ্বাপর এবং শেষে কলিযুগ হইয়া থাকে। প্রথম সত্যযুগে ব্রহ্মা ভূতসমূহের সৃষ্টি ও অন্তিম কলিযুগে অনন্ত সৃষ্টি উপসংহার করিয়া থাকেন। সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ, ত্রেতায় ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ এবং কলিতে একপাদ থাকিবে।

[illegible] কলিযুগের [illegible] জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন।

[illegible] বিদূষক হইবে, [illegible] যে জাতেই শাস্ত্র বলিয়া প্রচার করিবে, এবং আপন আপন অভিপ্রায়ানুসারে সকলে সকল দেবতারই উপাসনা করিবে এবং সকলে সকল আশ্রমে [illegible] ভাবে প্রবেশ করিবে। মনুষ্যগণ ধর্মের জন্য ব্যয় না করিয়া সুবর্ণনির্মাণ ও ভোগসুখে সর্বস্ব ব্যয় করিবে। স্ত্রীগণ নানাবিধ সৌন্দর্যে মোহিত হইয়া স্বেচ্ছাচারিণী হইবে। স্ত্রীর সুহৃদের প্রার্থনায় অণুমাত্রও স্বার্থক্ষতি করিবে না। শূদ্রগণ 'ব্রাহ্মণের সহিত আমাদের কোন বিশেষ নাই' ভাবিয়া গর্বিত হইবে। লোক সকল দুর্ভিক্ষ, রাজকর এবং ব্যাধিবাধা নিতান্ত পীড়িত, বৈদিক ক্রিয়াকলাপ লোপ, লোক সকল পাষণ্ড ও অল্পায়ু হইবে। এইযুগে অষ্টম, নবম এবং দশমবর্ষবয়স্ক পুরুষ সহবাসেই পঞ্চম, ষষ্ঠ বা সপ্তমবর্ষবয়স্কা বালিকারা সন্তান প্রসব করিবে। এই সময়ে ১২ বৎসরে বৃদ্ধ এবং ২০ বৎসরে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এইযুগে জীবের প্রজ্ঞা অল্প, ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি অতিকুৎসিত এবং অন্তঃকরণ অতি অপবিত্র হইবে। শ্বশুর ও শাশুড়ী এবং শ্যালক পূজ্য এবং তাহাদের অনুগত হইয়া পিতা মাতার প্রতি অবজ্ঞা করিবে। যাহার স্ত্রী সুন্দরী, তিনি সুহৃদ্ হইবেন। মেঘ সম্যক্‌বর্ষী না হওয়ায় ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইবে। যাহা কিছু দোষশব্দবাচ্য ও সাধুবিগর্হিত, সেই সমস্তই এই যুগে ধর্ম হইবে। কিন্তু কলিযুগের এই সকল দোষ থাকিলেও একটী মহৎগুণ এই যে, সত্যকালে কঠোর তপস্যা দ্বারা যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, কলিতে অতি অল্প পরিশ্রম করিলেই মনুষ্য তাহা অর্জ্জন করিতে পারিবে। (বিষ্ণুপু০ ৬।১-২অ০)

দেবী ভাগবতে লিখিত আছে যে, কলিযুগ প্রভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি জাতীয় আচার, সন্ধ্যাবন্দন ও যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিবে। চারিবর্ণই স্বকীয় শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছশাস্ত্র অধ্যয়ন ও ম্লেচ্ছাচারী হইবে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় শূদ্রের দাসত্ব, এবং তাহারা পাচক পত্রবাহক প্রভৃতি নিকৃষ্ট কর্ম করিবে। পৃথিবী শস্যহীনা, তরুসকল ফলহীন, স্ত্রীগণ পুত্রহীন ও গাভীসকল দুগ্ধশূন্য হইবে। দম্পতীর পরস্পর প্রীতি থাকিবে না। পুরুষ সকল সত্যহীন, রাজা প্রতাপশূন্য, প্রজা সকল করভারপীড়িত, নদ, নদী, দীর্ঘিকাদি জলশূন্য, [illegible] পুণ্যহীন হইবে। [illegible] স্ত্রী ও বালক [illegible] সর্ব্বদা [illegible] করিবে। কোন কোন [illegible] হইবে। [illegible]

[illegible] নাস্তিক, পুরোহিতগণ নিন্দুক, দয়াহীন ও মদ্যপায়ক হইবে। পুরুষ ও স্ত্রীসকল সর্ব্বদাই বিরত ব্যাধিযুক্ত ও খর্ব্বাকৃতি হইবে। মানব ১৬ বৎসরে জরাযুক্ত ও ২০ বৎসরে প্রাণত্যাগ করিবে। স্ত্রীগণ ৮ বৎসরেই ঋতুমতী এবং ১৬ বৎসরে বৃদ্ধা এবং অধিকাংশ স্ত্রীই বন্ধ্যা হইবে। চারিবর্ণই কন্যাদি বিক্রয় করিবে। মনুষ্যগণ প্রায়শঃ মাতা, পত্নী, পুত্রবধূ, ভগিনী ও কন্যা ইহাদের ব্যভিচারলব্ধ ধন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। হরিনাম বিক্রয় করিয়া মানব অর্থ সঞ্চয় করিবে, মানব কন্যা, পুত্রবধূ, ভগিনী প্রভৃতি সকল অগম্যাগমন করিবে, কেবল মাতৃযোনি পরিত্যাগ করিয়া সকল স্ত্রীর সহিতই বিহার করিবে, এবং পতিপত্নীর নির্ণয় থাকিবে না। বেশ্যা, রজস্বলা, বৃদ্ধা ও কুট্টিনী স্ত্রী বিপ্রগণের রন্ধনশালার পাচিকা হইবে। আহারাদির নির্ণয় ও যোনিবিচার কিছুই থাকিবে না। সমস্ত লোক স্ত্রীর বশীভূত এবং প্রতিগৃহেই স্ত্রীগণ বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিবে। গৃহিণীই গৃহের ঈশ্বরী হইবে। স্ত্রী কন্যাদি ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত সম্বন্ধ থাকিবে না। সহাধ্যায়িগণের সহিত সম্ভাষণাদিও থাকিবে না। পরিচয় মাত্রই লোকের বন্ধুতা হইবে অন্য কোনরূপ উপকারাদির সংস্রব পরস্পর থাকিবে না। স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত পুরুষ কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে না। এই যুগপ্রভাবে যখন জনসমাজের কোন মাত্র বিভেদ না থাকায় লোক সকল ম্লেচ্ছ হইয়া পড়িবে, তখন ভগবান্ বিষ্ণু কল্কি অবতার হইয়া ইহাদের ধ্বংস করিয়া পুনরায় সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত করিবেন।

এই সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হইলে ধর্ম পূর্ণ ভাবে বিরাজমান থাকিবেন। জগতে ব্রাহ্মণগণ তপস্বী ও ধার্ম্মিক হইয়া বেদাঙ্গ প্রভৃতি বিশেষরূপে অবগত হইবেন। প্রতিগৃহে স্ত্রীগণ পতিব্রতা ও ধর্ম্মিষ্ঠা হইবে। বিপ্রভক্ত ক্ষত্রিয়গণ রাজা, এবং তাহারা অত্যন্ত প্রতাপশালী, ধার্ম্মিক এবং সর্ব্বদা পুণ্যকার্য্যে রত থাকিবেন। বৈশ্য ও শূদ্র তাহারা স্ব স্ব ধর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিবে। কেহ কিঞ্চিন্মাত্রও পাপানুষ্ঠান করিবে না। সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মে নিযুক্ত এবং সকলেরই বুদ্ধি অতি নির্ম্মল হইবে। অধর্ম্মের লেশ মাত্রও থাকিবে না। ধর্ম ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ, সুতরাং অতি অল্পমাত্র অধর্মানুষ্ঠান করিবে। দ্বাপরে দ্বিপাদ এই জন্য তখনকার লোকের পাপপুণ্য মিশ্রিত হইবে।

এই রূপ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে ৩৬০ যুগ অতীত হইলে দেবগণের এক যুগ হয়। (দেবীভাগবত ১৮অ০)

বৃহৎপরাশরসংহিতায় যুগচতুষ্টয়ের ধর্ম এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে,—সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিযুগে [illegible] একমাত্র দান ধর্ম।

"তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুত্তমম্।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে ॥"
(বৃহৎপরাশর ১ অ০)

চারিযুগের সংহিতানির্ণয়বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে,
"কৃতে তু মানবো ধর্মস্ত্রেতায়াং গৌতম স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতঃ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ ॥"
(পরাশরস০ ১ অ০)

সত্যযুগে মনুসংহিতা ধর্ম্মশাস্ত্র, ত্রেতায় গৌতমসংহিতা, দ্বাপরে শঙ্খ ও লিখিতসংহিতা এবং কলিযুগে পরাশর সংহিতাই ধর্ম্মশাস্ত্র।

সত্যযুগে পতিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিলে পতিত হইতে হয়, ত্রেতায় পতিত স্পর্শে, দ্বাপরে পতিতান্ন ভক্ষণে এবং কলিযুগে কর্ম্মদ্বারাই পতিত হইতে হয়। সত্যযুগে যাহাকে দান করিতে হইবে, তাহার নিকট যাইয়া দান, ত্রেতায় আহ্বান করিয়া দান, দ্বাপরে প্রার্থনা করিলে দান এবং কলিকালে সেবা করিলে দান করা থাকে। এই সকল দানের মধ্যে যাহাকে দান করিতে হইবে, তাহার নিকট যাইয়া দানই উত্তম, আহূত দান মধ্যম, যাচমান দান অধম এবং সেবাদান নিষ্ফল। সত্যযুগে জীবের প্রাণ অস্থিগত, ত্রেতায় মাংসগত, দ্বাপরে রুধিরগত এবং কলিকালে অন্নগত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সত্যযুগে শাপ তৎক্ষণাৎ ফলবান্ হয়, ত্রেতায় দশ দিনে, দ্বাপরে একমাসে এবং কলিতে সম্বৎসরে শাপ ফলিয়া থাকে। কলিযুগে ধর্ম্ম, সত্য, ও আয়ু, চতুর্থাংশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রতিযুগেই যুগধর্ম্মে বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণ পূজ্য ও মাননীয়।

"কৃতে সম্ভাষ্য পতিতস্ত্রেতায়াং স্পর্শনেন চ।
দ্বাপরে ভক্ষণেনান্নং কলৌ পততি কর্ম্মণা ॥
অভিগম্য কৃতে দানং ত্রেতাস্বাহূয় দীয়তে।
দ্বাপরে যাচমানস্তু সেবয়া দীয়তে কলৌ ॥
অভিগম্যোত্তমং দানং আহূতঞ্চৈব মধ্যমম্।
অধমং যাচমানং স্যাৎ সেবাদানন্তু নিষ্ফলম্ ॥
কৃতে ত্বস্থিগতাঃ প্রাণাস্ত্রেতায়াং মাংসমেব চ।
দ্বাপরে রুধিরং যাবৎ কলৌ ত্বন্নাদ্যমেব চ ॥
কৃতে তাৎক্ষণিকঃ শাপস্ত্রেতায়াং দশভির্দিনৈঃ।
মাসেন দ্বাপরে জ্ঞেয়ঃ কলৌ সম্বৎসরেণ তু ॥
যুগে যুগেষু যে ধর্ম্মাস্তেষু ধর্ম্মেষু যে দ্বিজাঃ ॥
তে দ্বিজা নাবমন্তব্যা যুগরূপা হি তে দ্বিজোত্তমাঃ।
ধর্ম্মশ্চ সত্যমায়ুশ্চ চতুর্থাংশেন কলৌ যুগে ॥"
(বৃহৎপরাশর স০১ অ০)

মনুতে লিখিত আছে, যে, সত্যযুগে চারিশতবর্ষ পরমায়ু, ত্রেতায় তিনশত, দ্বাপরে দুইশত, এবং কলিতে একশতবর্ষ পরমায়ু। সত্যযুগে লোক সকল অরোগী এবং সকল বিষয়েই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। ত্রেতাদি যুগে এই সকল পাদপাদহীন জানিতে হইবে। শ্রুতিতে 'পুরুষ শতায়ুঃ' এইরূপ অভিহিত হইয়াছে, কিন্তু সত্যযুগে চারিশত, ও ত্রেতায় তিনশত বৎসর পরমায়ু হইবে, এইরূপ হইলে শ্রুতি বাক্যের সহিত বিরোধ হয়। কিন্তু শত শব্দের অর্থ কলিপর অর্থাৎ কলিযুগে জীবের শতবর্ষ পরমায়ু হইবে, কিন্তু বহুত্বপর এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে আর বিরোধ হয় না।

"অরোগাঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্ব্বর্ষশতায়ুষঃ।
কৃতে ত্রেতাদিষু হ্যেষামায়ুর্হ্রসতি পাদশঃ ॥" (মনু ১।৮৩)
'শতায়ুর্বৈপুরুষ ইত্যাদি শ্রুতৌ তু শতশব্দো বহুত্বপরঃ কলিপরো বা' (কুল্লূক)

এই যে আয়ুকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সুকৃতি বা দুষ্কৃতি বশে ইহারও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পুণ্যকর্ম্মার আয়ু বৃদ্ধি, এবং পাপীর আয়ুর হ্রাস হয়।

"তপঃপরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে ॥" (মনু ১।৮৬)

সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতাযুগে জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ, এবং কলিযুগে দানই একমাত্র পরম ধর্ম্ম।

"ধ্যানং পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমধ্বরঃ।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে ॥"
(কূর্ম্মপু০ ২৮ অ০)

সত্যযুগে ধ্যান যজ্ঞ, ত্রেতায় জ্ঞানযজ্ঞ, দ্বাপরে কর্ম্মযজ্ঞ এবং কলিযুগে এক মাত্র দানযজ্ঞই প্রধান ধর্ম্ম। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, ভগবান্ বিষ্ণু জগৎ রক্ষা করিবার জন্য চারি যুগে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি সত্যযুগে সর্ব্বভূতহিতার্থে মহর্ষি কপিলাদিরূপ অবলম্বন করিয়া সকল প্রাণীকে উৎকৃষ্ট সত্যজ্ঞান প্রদান করেন। ত্রেতাযুগে চক্রবর্ত্তী স্বরূপে দুষ্টগণের নিগ্রহ করিয়া জগৎ রক্ষা করেন। দ্বাপরে বেদব্যাসরূপ ধারণ করিয়া এক বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত ও পশ্চাৎ শত শাখায় বহুলীকৃত করেন, এবং পুনর্ব্বার উহাকে অনেক অংশে বিভাগ করিয়া দেন। কলিযুগের শেষে কল্কিরূপ গ্রহণ করিয়া দুর্বৃত্তদিগকে সৎপথে আনয়ন করেন। (বিষ্ণুপু০ ৩২ অ০)

বৃহৎসংহিতায় যুগের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,— প্রভবাদি ষষ্টিসম্বৎসরে ১২টী যুগ হয়, সুতরাং ৬০ বৎসরে ১২টী যুগ হইলে প্রতি পাঁচ বৎসর করিয়া এক একটী যুগ হইবে।

থাকে। এই সম্বৎসর যুগের দ্বাদশ জন অধিপতি আছেন। এই অধিপতিগণের নাম যথা—বিষ্ণু, সুরেজ্য, বলভিদ্‌, অগ্নি, ত্বষ্টা, উত্তরপ্রোষ্ঠপদ, পিতৃগণ, বিশ্ব, সোম, শক্রাগ্নি, অশ্বি ও ভগ। এই যুগাধিপতিগণের নামানুসারে যুগ সকলের নাম হয়। যথা নারায়ণযুগ, বৃহস্পতিযুগ, ইন্দ্রযুগ ইত্যাদি।

পাঁচ পাঁচ বৎসরে এক যুগ হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই যুগের অন্তর্বর্ত্তী পাঁচ পাঁচ বৎসরের আবার ৫টী করিয়া সংজ্ঞা আছে, ইহাদের, নাম যথা—১ সংবৎসর, ২ পরিবৎসর, ৩ ইদাবৎসর, ৪ অনুবৎসর, ৫ ইদ্বৎসর, অধিপতি যথা অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, প্রজাপতি, ও মহাদেব।

পূর্ব্বে যে ১২টী যুগের কথা বলা হইয়াছে, ইহার মধ্যে প্রথম চারিটী যুগ, যাহাদিগের অধিপতি বিষ্ণু, ইন্দ্র, প্রজাপতি ও অনল এই চারি যুগই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তৎপরবর্ত্তী চারিটী যুগ মধ্যম এবং শেষ চারিটী যুগ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। প্রথম বিষ্ণু যুগ। বৃহস্পতি যে সময় ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের প্রথমাংশ প্রাপ্ত হইয়া মাঘ মাসে উদিত হন, তখনই প্রভব নামক বৎসর আরম্ভ হয়। এই বৎসর প্রাণিগণের হিতকারক। দ্বিতীয় বর্ষের নাম বিভব, তৃতীয় শুক্ল, চতুর্থ প্রমোদ এবং পঞ্চম বৎসরের নাম প্রজাপতি। এই বৎসর সকল উত্তরোত্তর শুভপ্রদ। এই সকল বৎসর রাজগণ পৃথিবীকে এরূপভাবে শাসন করেন যে, তাঁহাদিগের শাসনগুণে পৃথিবী শালী, ইক্ষু, ও যবাদি শস্য সকলের নিষ্পাদনকারিণী এবং জনসমূহ ভয়শূন্য ও শত্রুতাবিহীন হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় যুগে অর্থাৎ বৃহস্পতি যুগে যে পাঁচটী বৎসর, তাহাদের নাম অঙ্গিরা, শ্রীমুখ, ভাব, যুবা ও ধাতা, তন্মধ্যে প্রথম তিনটী বৎসর অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। অপর দুইটী স্বভাবাপন্ন, অঙ্গিরা আদি তিনটী বর্ষে দেবগণ উত্তমরূপ সুবৃষ্টি করেন এবং লোকগণ নিরাতঙ্ক ও নির্ভয় হয়। শেষ দুইটী বৎসরে যদিও সমভাবে সুবৃষ্টি হয়, কিন্তু রোগ ও সমর হইয়া থাকে।

বৃহস্পতির বিচরণ বশে ঐন্দ্রনামক যে তৃতীয় যুগ প্রবৃত্ত হয়, তাহার প্রথম বর্ষের নাম ঈশ্বর, দ্বিতীয় বহুধান্য, তৃতীয় প্রমাথী, চতুর্থ বিক্রম, এবং পঞ্চম বৃষ। ইহার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ শুভপ্রদ, এমন কি প্রজাদিগের সম্বন্ধে যেন সত্যযুগের অনুকরণ করে। প্রমাথীবর্ষ অত্যন্ত পাপদায়ক। বিক্রম ও বৃষ নামক বর্ষ সুভিক্ষপ্রদ হইলেও এই বর্ষে রোগ ও ভয়াদি হইয়া থাকে।

চতুর্থ হুতাশ নামক যুগের প্রথম বর্ষের নাম চিত্রভানু, এই বৎসর উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ। দ্বিতীয় বর্ষের নাম সুভানু, ইহা মধ্যফলবিশিষ্ট। তৃতীয় বর্ষের নাম তারণ, ইহাতে অত্যন্ত বৃষ্টি হয়। চতুর্থ বৎসরের নাম পার্থিব, এই বৎসর পৃথিবী শস্যশালিনী হয়। পঞ্চম বর্ষের নাম ব্যয়, এই বর্ষে প্রাণিগণ কামোদ্দীপ্ত ও উৎসবাকুল হইয়া শোভা পায়।

ত্বাষ্ট্র নামক পঞ্চম যুগের প্রথম বর্ষের নাম সর্ব্বজিৎ, দ্বিতীয় সর্ব্বধারী, তৃতীয় বিরোধী, চতুর্থ বিকৃত, এবং পঞ্চম খর। এই পাঁচটীর মধ্যে দ্বিতীয় বর্ষটী মঙ্গলকারক, এবং অবশিষ্ট গুলি ভয়ের কারণ জানিতে হইবে।

প্রোষ্ঠপদ নামক ষষ্ঠ যুগে প্রথম বৎসরের নাম নন্দন, দ্বিতীয় বিজয়, তৃতীয় জয়, চতুর্থ মন্মথ এবং পঞ্চম দুর্ম্মুখ। এই পাঁচটী বৎসরের মধ্যে প্রথমাবধি তিনটী উৎকৃষ্ট, মন্মথ বৎসর সমফলী এবং পঞ্চম অত্যন্ত হেয়।

সপ্তম পিতৃযুগের প্রথমবর্ষ হেমলম্ব, দ্বিতীয় বিলম্বী, তৃতীয় বিকারী, চতুর্থ শর্ব্বরী এবং পঞ্চম প্লব, ইহার প্রথমবর্ষে ঈতিভয় ও ঝঞ্ঝাবিশিষ্ট বারিবর্ষণ, দ্বিতীয় বর্ষে শস্যবৃদ্ধি অল্প, তৃতীয়বর্ষে অতিশয় উদ্বেগ ও অত্যন্ত উৎপাত, চতুর্থবর্ষে দুর্ভিক্ষ ও ভয় এবং পঞ্চমে সুবৃষ্টি ও শুভ হইয়া থাকে।

অষ্টম বৈশ্বযুগের প্রথম বর্ষের নাম শোভকৃৎ, দ্বিতীয় শুভকৃৎ, তৃতীয় ক্রোধী, চতুর্থ বিশ্বাবসু এবং পঞ্চম পরাভব। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসর প্রজাদিগের প্রীতিকারক। তৃতীয় বৎসর বহুদোষপ্রদ, এবং অবশিষ্ট দুইটী বৎসর সমফলী, কিন্তু পরাভববর্ষে অগ্নি, শস্ত্র, রোগ, পীড়া এবং ব্রাহ্মণ ও গো সকলের ভয় হয়।

নবম সৌম্য যুগের প্রথম বৎসরের নাম প্লবঙ্গ, দ্বিতীয় কীলক, তৃতীয় সৌম্য, চতুর্থ সাধারণ, ও পঞ্চম রোধকৃৎ। ইহাদের মধ্যে কীলক ও সৌম্য বৎসর অত্যন্ত শুভপ্রদ। প্লবঙ্গ বৎসরে প্রজাদিগের অত্যন্ত কষ্ট, সাধারণ বৎসরে সামান্য বৃষ্টি ও ঈতিভয় হয়। রোধকৃৎ বৎসরে সুবৃষ্টি ও পৃথিবী শস্যশালিনী হইয়া থাকে।

দশম শক্রাগ্নিদৈবতযুগের প্রথম বৎসরের নাম পরিধাবী, ২য় প্রমাদী, ৩য় আনন্দ, ৪র্থ রাক্ষস এবং ৫ম অনল। তন্মধ্যে পরিধাবী নামক বৎসরে মধ্যদেশ নাশ, রাজার হানি, সামান্য বৃষ্টি ও অগ্নিভয় হয়। প্রমাদী বৎসরে লোক সকল অত্যন্ত অলস এবং নানাপ্রকার বিপ্লব ঘটে। আনন্দবর্ষ আনন্দদায়ক এবং রাক্ষস ও অনলবৎসর ভয়জনক।

একাদশ অশ্বিনামকযুগের প্রথমবৎসরের নাম পিঙ্গল, ২য় কালযুক্ত, ৩য় সিদ্ধার্থ, ৪র্থ রৌদ্র এবং ৫ম দুর্ম্মতি। ইহার প্রথমবর্ষে অত্যল্প বৃষ্টি, চোরভয়, শ্বাস [illegible]াস হয়। কালযুক্তবর্ষ অত্যন্ত দোষকারী, সিদ্ধার্থ বর্ষ শুভফলপ্রদ, রৌদ্র বৎসর অশুভফলপ্রদ, এবং দুর্ম্মতি বৎসর মধ্যফলী হইয়া থাকে।

দ্বাদশ ভগাধিদৈবতযুগের প্রথম বর্ষের নাম দুন্দুভি, ২য় উদ্গারী, ৩য় রক্তাক্ষ, ৪র্থ ক্রোধ এবং ৫ম ক্ষয়। ইহার মধ্যে প্রথম বর্ষ শুভফলপ্রদ, দ্বিতীয় বর্ষে রাজার ক্ষয় ও অসমান বৃষ্টি, তৃতীয় বৎসরে দংষ্ট্রিজন্ত ভয় ও রোগ, চতুর্থ বর্ষে যুদ্ধাদি দ্বারা রাজ্যনাশ, পঞ্চম ক্ষয় নামক বর্ষে ক্ষয় হয়, এই বৎসর ব্রাহ্মণদিগের ভীতিপ্রদ ও কৃষীবলের বৃদ্ধিকারী এবং পরধনাপহারী বৈশ্য ও শূদ্রগণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (বৃহৎসংহিত ৮অ০)

যুজ্যেতে বলীবর্দ্দৌ অস্মিন্নিতি। ৫ রথহলাদ্যঙ্গ। চলিত জোয়ালি। "নাবেব নঃ পারয়তং যুগেব" (ঋক্ ২।৩৯।৪) (সায়ণ) 'যুগা ইব যথা রথস্য যুগে নভ্যেব' যথা চ রথচক্রনাভি ফলকে। ধূর্য্যঙ্গগত যানাঙ্গ, রথ, শকট, লাঙ্গল প্রভৃতির অঙ্গবিশেষ।

যুগকীলক (পুং) যুগস্য কীলকঃ। যুগকাষ্ঠের কীলক। চলিত জোয়ালের খিল, পর্য্যায় শম্যা। (অমর)

যুগক্ষয় (পুং) যুগস্য ক্ষয়ঃ। যুগের ক্ষয়, যুগের নাশ।

যুগচ্ছদ (পুং) বৃক্ষবিশেষ, চলিত আপটাগাছ। (বৈদ্যকনি০)

যুগন্ধর (পুং) যুগং ধারয়তীতি ধারি (সংজ্ঞায়াং ভৃতৃবৃজিধারিসহিতপিদমঃ। পা ৩।২।৪৬) ইতি খচ্, ততো মুম্। কূবর, যুগকার্য্যে যে কাষ্ঠ সংলগ্ন থাকে, গাড়ীর বোম, লাঙ্গলের ঈষ প্রভৃতি। ২ পর্ব্বতবিশেষ।

"নিষধো মাল্যবান্ বিন্ধ্যো হেমকূটো যুগন্ধরঃ।"(শব্দরত্না০)

৩ তৃণিপুত্র, ইনি সাত্যকির পৌত্র। (হরিবংশ ১৬০।৩১)

যুগপ (পুং) গন্ধর্ব্ব। (ভারত ১।১৩৩।৫৩)

যুগপত্র (পুং) যুগং পত্রমস্য। ১ কোবিদারবৃক্ষ। (হেম) ২ যুগ্মপর্ণ বৃক্ষমাত্র। স্বার্থে-কন্।

যুগপত্রিকা (স্ত্রী) যুগং পত্রমস্যাঃ, কপ্-টাপ্, অকারস্যেত্বং। শিংশপাবৃক্ষ। (ত্রিকা০)

যুগপদ্ (অব্য০) যুগমিব পদ্যতে পদ্-কিপ্। একদা, এককালীন, একেবারে।

"কালসংজ্ঞাং তদা দেবীং বিভ্রচ্ছক্তিমুরুক্রমঃ।
ত্রয়োবিংশতত্ত্বানাং গণং যুগপদাবিশৎ ॥" (ভাগবত ৩৬।২)

যুগপার্শ্বগ (পুং) যুগস্য পার্শ্বং গচ্ছতীতি গম-ড। অভ্যাসার্থ লাঙ্গলপার্শ্ববদ্ধ গো, চলিত পাটে বাঁধা গরু।

যুগমাত্র (ক্লী) যুগং মাত্রা যস্য। যুগপরিমাণ, হস্তচতুষ্ক, চারিহস্ত পরিমাণ।

যুগল (ক্লী) যুজ্যেতে পরস্পরং সংগচ্ছেত ইতি যুজ, 'বৃষাদিভ্যঃ কলচ্' ভ্রস্বাদি[illegible]কুত্বং। যুগ্ম, জোড়া।

যুগলক (ক্লী) যুগ্মক। যে দুইটী শ্লোকে কোন বিষয়ের পূর্ণ অর্থ জ্ঞাপন করে।

যুগলমন্ত্র (পুং) যুগলাখ্যো মন্ত্রঃ শাকপার্থিববৎ সমাসঃ। লক্ষ্মীনারায়ণমন্ত্র।

"ইদং রহস্যং পরমং লক্ষ্মীনারায়ণাহ্বয়ম্।
রাজংস্তবাপি বক্ষ্যামি প্রপত্তিং শরণাগতিম্ ॥
যস্মাৎ পরতরো মন্ত্রো নাস্তি সত্যং ব্রবীমি তে।
যস্মাৎ পরতরো ধর্ম্মো নাস্তি লোকেষু কশ্চন ॥
সর্ব্বেষাং কৃষ্ণমন্ত্রাণাং মধ্যে যুগলসংজ্ঞকম্।
মন্ত্রং হি সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠং কৃষ্ণজপ্যমনুত্তমম্ ॥
সর্ব্বতো যুগলং মন্ত্রং কার্য্যং পরতরং নৃপ।
গুহ্যাদ্গুহ্যতমং জাতু জ্ঞেয়ং তত্ত্বদুপাসকৈঃ ॥"

(পাদ্মোত্তরখ০ ২৫ অ০)

যুগলাখ্য (পুং) যুগলমিব আখ্যা যস্য। বর্ব্বরকবৃক্ষ, চলিত বাবলাগাছ। (রাজনি০) (ত্রি) ২ যুগ্মনামক।

যুগবাহু (ত্রি) দীর্ঘবাহু। যুগবদায়ত বাহু।

যুগাংশক (পুং) যুগস্য অংশকঃ ক্ষুদ্রাংশ ইতি। ১ বৎসর। (হারাবলী) ২ যুগবিভাজক।

যুগাক্ষিগন্ধা (স্ত্রী) বৃদ্ধদারকলতা, বীজতাড়ক। (পর্য্যায়মুক্তা০)

যুগাদি (পুং) যুগের আদি। সৃষ্টির প্রারম্ভ।

যুগাদিকৃৎ (পুং) শিব।

যুগাদিজিন (পুং) যুগের আদিতে যে জিন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঋষভ।

যুগাদিজিন শ্রী, ঋষভদেবের নামান্তর।

যুগাদীশ (পুং) ঋষভদেব।

যুগাদ্যা (স্ত্রী) যুগস্য আদ্যা আদিভূতা। যুগারম্ভতিথি, যে তিথিতে প্রথম যুগারম্ভ হইয়াছিল, তাহাকে যুগাদ্যা কহে।

বৈশাখমাসের শুক্লা তৃতীয়াতে সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, অতএব ঐ তিথি যুগাদ্যা, এইরূপ কার্ত্তিকমাসের শুক্লা নবমীতে ত্রেতাযুগ, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাত্রয়োদশীতে দ্বাপরযুগ, এবং পৌষমাসের পূর্ণিমা তিথিতে কলিযুগ প্রবর্ত্তিত, সুতরাং এইসকল যুগপ্রবর্ত্তিকা তিথি যুগাদ্যা। এই তিথিতে তিথিকৃত্য বিষয়ে তিথি যুগ্মতা নাই, যে দিন এই তিথিতে রবি উদিত হইবে, সেই দিনই তিথিকৃত্য হইবে। এই তিথি অনন্তপুণ্যজনক, ইহাতে স্নান, দান ও শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করিলে অনন্ত ফলদায়ক হয় এবং পাপাদির অনুষ্ঠান করিলে তাহাও অনন্তফলপ্রদ হয়। অতএব এই তিথিতে কদাচ পাপাদির অনুষ্ঠান করিবে না।

"বৈশাখে শুক্লপক্ষেতু তৃতীয়ায়াং কৃতং যুগম্।
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু ত্রেতাথ নবমেঽহনি ॥
অথ ভাদ্রপদে কৃষ্ণত্রয়োদশ্যাস্তু দ্বাপরম্।
মাঘে চ পৌর্ণমাস্যাং বৈ ঘোরং কলিযুগং স্মৃতম্ ॥

যুগারম্ভান্তে তিথয়ো যুগাস্তান্তেন বিশ্রুতাঃ ॥
এতা যুগাদ্যাঃ কথিতাঃ পুরাণৈরনন্তপুণ্যাস্তিথয়শ্চতস্রঃ।
উপপ্লবে চন্দ্রমসো রবেশ্চ ত্রিষষ্টকাষ্ঠাপ্যয়নদ্বয়ে চ ॥
পানীয়মপ্যত্র তিলৈর্বিমিশ্রং দদ্যাৎ পিতৃভ্যঃ প্রথিতো মনুষ্যঃ।
শ্রাদ্ধং কৃতং তেন সমাঃ সহস্রং রহস্যমেতৎ পিতরো বদন্তি ॥
যুগাদ্যাবর্ষবৃদ্ধিশ্চ সপ্তমী পার্ব্বতী প্রিয়া।
রবেরুদয়মীক্ষান্তে ন তত্র তিথিযুগ্মতা ॥" (তিথিতত্ত্ব)

যুগাধ্যক্ষ (পুং) যুগস্য অধ্যক্ষঃ। ১ প্রজাপতি, যুগাধিপতি। ২ শিব।

যুগান্ত (পুং) যুগানামন্তো যত্র, যুগানামন্তো বা। ১ প্রলয়। প্রলয়ে যুগ ধ্বংস হয়, এইজন্ত উহাকে যুগান্ত কহে।
২ যুগশেষ।

যুগান্তক (পুং) যুগান্ত এব স্বার্থে কন্। প্রলয়কাল।

যুগান্তর (ক্লী) অন্তৎ যুগং যুগান্তরং। অপর যুগ, ভিন্ন যুগ।

যুগিন্ (ত্রি) দুইখানি।

যুগেশ (পুং) যুগস্য ঈশঃ। যুগের অধিপতি। (বৃহৎস° ৮।২৩)

যুগোরস্ক, সৈন্যসমাবেশভেদ। সেনা সাজাইবার প্রকারভেদ।

যুগ্ম (ক্লী) যুজ্যতে ইতি যুজ্ (যুজিরুচিতিজাং কুশ্চ। উণ্ ১।১৪৫) ইতি মক্। ১ দ্বয়, জোড়া। পর্য্যায়—দ্বন্দ্ব, যুগল, যুগ। (অমর) ২ মিলন, দুই দুই তিথির মিলনকে তিথিযুগ্ম কহে, তিথির ব্যবস্থা বিষয়ে প্রথমেই যুগ্মাদর দেখিয়া তিথির ব্যবস্থা স্থির করিতে হইবে, কোন তিথির সহিত কোন তিথির যুগ্মত্ব আছে, তাহার বিষয় তিথিতত্ত্বে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়া তিথির সহিত তৃতীয়া, এইরূপ চতুর্থীর সহিত পঞ্চমীর, ষষ্ঠীর সহিত সপ্তমীর, অষ্টমীর সহিত নবমীর, একাদশীর সহিত দ্বাদশীর, চতুর্দ্দশীর সহিত পৌর্ণমাসীর এবং প্রতিপদের সহিত অমাবস্যার যে মিলন, তাহাকে যুগ্ম কহে। এইরূপে তিথিযুগ্ম স্থির করিয়া তৎপরে তৎকৃত্যাদির বিষয় নির্ণয় করিতে হয়।

"যুগ্মাগ্নিকৃতভূতানি ষণ্মুন্যোর্বসুরন্ধ্রয়োঃ।
রুদ্রেণ দ্বাদশীযুক্তা চতুর্দ্দশ্যাথ পূর্ণিমা ॥
প্রতিপদাপ্যমাবাস্যা তিথ্যোর্যুগ্মং মহাফলম্।
এতদ্ব্যস্তং মহাঘোরং হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥"

'দ্বিতীয়াতৃতীয়য়োশ্চতুর্থীপঞ্চম্যোঃ ষষ্ঠীসপ্তম্যোঃ অষ্টমীনবম্যোরেকাদশীদ্বাদশ্যোঃ চতুর্দ্দশীপৌর্ণমাস্যোঃ প্রতিপদমাবাস্যয়োর্যুগ্মং মেলনং' (তিথিতত্ত্ব)

৩ দ্বয়বিশিষ্ট। (মনু ৩। ৪৮) ৪ মিথুনরাশি। ৫ দুই শ্লোকের সম্বন্ধ, যে স্থলে দুই শ্লোকে অন্বয় একত্র হয়, তাহাকে যুগ্ম কহে।

"বাভ্যাং যুগ্মমিতি প্রোক্তং ত্রিভিঃ শ্লোকৈর্বিশেষকম্।
কলাপকং চতুর্ভিঃ স্যাত্তদূর্দ্ধং কুলকং স্মৃতম্ ॥" (সাহিত্যদ°)

যুগ্মক (ত্রি) দুইটী শ্লোক, যাহার একটী ক্রিয়াপদের সহিত অন্বয় করা হইয়াছে।

যুগ্মকণ্টকা (স্ত্রী) বদরীবৃক্ষ, কুলগাছ। (মদনপাল)

যুগ্মজ (পুং) যুগ্মং জায়তে জন-ড। যুগ্মজাতি, যমজ।

যুগ্মৎ (ত্রি) সমান। (শতপথব্রা° ৯।৩।৩।৫)

যুগ্মধর্ম্মন্ (ত্রি) ১ মিলনশীল। ২ মিথুনধর্ম্মী।

যুগ্মন্ (ত্রি) যুগ্ম, জোড়া। (শতপথব্রা° ৯।৩।৩।৪)

যুগ্মপত্র (পুং) যুগ্মং পত্রমস্য। ১ রক্তকাঞ্চন বৃক্ষ। (রত্নমালা) ২ ভূর্জ্জবৃক্ষ। ৩ সপ্তপর্ণবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) (ক্লী) যুগ্মং পত্রং। ৪ যুগলপর্ণ। স্বার্থে-ক। যুগ্মপত্রক।

যুগ্মপত্রিকা (স্ত্রী) যুগ্মং পত্রমস্যাঃ (শেষাদ্বিভাষা। পা ৫।৪।১৫৪) ইতি কপ্, টাপি অত-ইত্বং। শিংশপাবৃক্ষ। (শব্দরত্না°)

যুগ্মপর্ণ (পুং) যুগ্মং পর্ণমস্য। ১ কোবিদারবৃক্ষ। ২ সপ্তপর্ণবৃক্ষ। (রাজনি°) স্ত্রিয়াং টাপ্। যুগ্মপর্ণা বৃশ্চিকালীক্ষুপ। (শব্দ° চি°) (ক্লী) যুগ্মং পর্ণং। ৩ যুগলপত্র।

যুগ্মফলা (স্ত্রী) যুগ্মং ফলমস্যাঃ। ১ ইন্দ্রচির্ভিটী, ইন্দীবরালতা। ২ বৃশ্চিকালীলতা, চলিত বিছুটীলতা। (রাজনি°) ৩ গন্ধিকা। (রত্নমালা)

যুগ্মফলিনী (স্ত্রী) দুগ্ধিকা, চলিত খিরুই। (পর্য্যায়মুক্তা°)

যুগ্মফলোত্তম (পুং) ফলভেদ (Asclepias Rosea)

যুগ্মবিপুলা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।

যুগ্মাঞ্জন (ক্লী) যুগ্মং অঞ্জনং কর্ম্মধা°। অঞ্জনদ্বয়। স্রোতোঞ্জন এবং সৌবীরাঞ্জন। (বাভট)

যুগ্মাদর (পুং) যুগ্মস্য আদরঃ। তিথিবিশেষ যোগ দ্বারা তিথিদ্বও বিশেষের আদর।

তিথির ব্যবস্থা স্থলে যুগ্মাদর দ্বারাই তিথির ব্যবস্থা স্থির করিতে হয়। যেরূপ দ্বিতীয়া তিথির সহিত তৃতীয়া তিথির যুগ্মত্ব আছে, কিন্তু প্রতিপদের সহিত দ্বিতীয়ার যুগ্মত্ব নাই, সুতরাং প্রতিপদযুক্তা দ্বিতীয়া আদরণীয়া নহে, কিন্তু দ্বিতীয়া যুক্তা তৃতীয়া আদরণীয়া, এইরূপ যে তিথির সহিত যে তিথির যুগ্মতা আছে, তাহাই গ্রহণীয়, এইজন্য উহাকে 'যুগ্মাদর' কহে। [যুগ্ম দেখ]

যুগ্মাদরণ (ক্লী) যুগ্মস্য আদরণং। যুগ্মতিথিপূজ্যতা।

"ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী যা তু সৈব পূজ্যা সদা তিথিঃ।
ন তত্র যুগ্মাদরণমন্যত্র হরিবাসরাৎ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

যুগ্মিন্ (ত্রি) যুগ্ম সম্বন্ধীয়।

যুগ্য (ক্লী) যুগায় হিতং যুগ (উগবাদিভ্যো যৎ। পা ৫।১।২)

ইতি যৎ, যুগমর্হতীতি বা 'দণ্ডাদিভ্যঃ যৎ, যদ্বা যুজ্যতে ইতি যুজ্ (যুগ্যঞ্চ পত্রে। পা ৩।১।১২১) ইতি ক্যবন্তো নিপাতিতঃ। ১ বাহন, যান।

"যত্রাপবর্ত্ততে যুগ্যং বৈগুণ্যাৎ প্রাজকস্য তু।
তত্র স্বামী ভবেদ্দণ্ড্যো হিংসায়াং দ্বিশতং দমম্ ॥"(মনু ৮।২৯০)

(পুং) যুগং বহতীতি যুগ (তদ্বহতি রথযুগপ্রাসঙ্গং। পা ৪।৪।৭৬) ইতি যৎ। ২ যুগবোড়া, যুগবাহী পশু।

যুগ্যবাহ (পুং) অশ্বচালক। গাড়োয়ান।

যুঙ্গিন্ (পুং) বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। গঙ্গাপুত্রের কন্যা এবং বেশধারীর ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

"গঙ্গাপুত্রস্য কন্যায়াঃ বীর্য্যেণ বেশধারিণঃ।
বভূব বেশধারী চ পুত্রো যুঙ্গী প্রকীর্ত্তিতঃ ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু৹ ব্রহ্মখ৹)

যুচ্ছ, প্রমাদ, অনবধানতা, ভ্বাদি৹ পরস্মৈ৹ অক৹ সেট্। লট্ যুচ্ছতি। লোট্ যুচ্ছতু। লিট্ যুযুচ্ছ। লুট্ যুচ্ছিতা। লুঙ্ অযুচ্ছীৎ।

যুজ্, যোগ, যুক্তি। রুধাদি৹ উভয়৹ সক৹ অনিট্। লট্ যুনক্তি, যুঙ্ক্তঃ, যুঞ্জন্তি। যুঙ্ক্তে। লোট্-হি যুঙ্গ্ধি। আনি যুনজানি। স্ব-যুঙ্ক্ষ। লিঙ্ যুঞ্জ্যাৎ, যুঞ্জীত। লঙ্ অযুনক্, অযুঙ্ক্ত, অযুঞ্জাতাং অযুঞ্জত। লিট্ যুযোজ, যুযুজে। লুট্ যোক্তা। লৃট্ যোক্ষ্যতি-তে। লুঙ্ অযুযৎ, অযৌক্ষীৎ, অযুক্ত। কর্ম্মণি লট্ যুজ্যতে। লুঙ্ অযোজি সন্ যুযুক্ষতি-তে যঙ্ যোযুজ্যতে। যঙ্লুক্ যোজুজীতি, যোযোক্তি।

যুজ—২ সংযম, বন্ধন চুরাদি৹ পক্ষে ভ্বাদি৹ পরস্মৈ৹ সক৹ সেট্। যোজয়তি, যোজতি। লুঙ্ অযূযুজৎ। অযোজীৎ। যুজ ৩ নিন্দা। চুরাদি৹ আত্মনে৹ সক৹ সেট্। যোজয়তে। যুজ ৪ সমাধি। দিবাদি৹ আত্মনে৹ অক৹ অনিট্। লট্ নিযুজ্যতে।

অনু+যুজ=অনুযোগ। প্রশ্ন। অভি+যুজ্=অভিযোগ। আ+যুজ=সংযমন। প্রশংসা। উদ্+যুজ=উদ্‌যোগ। উপ+যুজ=উপযোগ। ভোগ। সেবা। নি+যুজ=নিয়োগ। প্রেরণ। প্র+যুজ=প্রয়োগ, প্রেরণ। উল্লেখ। উদাহরণ। অর্পণ। অনুপ্র+যুজ=পশ্চাদ্‌প্রয়োগ। বিপ্র+যুজ=বিপ্র-যোগ। বিয়োগ। বি+যুজ=বিয়োগ। সন্+যুজ=সংযোগ।

যুজ্ (ত্রি) যুজ—যোগে কিন্। ১ যোগকর্ত্তা। মেলনকর্ত্তা।

"গুহায়াং নিরগাদ্বালী সিংহো মৃগমিব দ্রাবন্।
ভ্রাতরং যুঙ্ ভিয়ঃ সংখ্যে যোষেণাপূরয়ন্দিশঃ ॥" (ভট্টি ৬।১১৮)

যুজ্ শব্দের প্রথমায় একবচনে 'যুঙ্' এইরূপ পদ হয়। ২ যুগ্ম, জোড়া। ৩ সম, ইহা ছন্দের দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদরূপ।

"বিষমে যদি সৌ সলগা দলে ভৌ যুজি ভাদ্ গুরুকাবুপচিত্রং।"
(ছন্দোমঞ্জরী ৩।১)

(পুং) ৪ অশ্বিনীকুমারদ্বয়। এই অর্থে এই শব্দ নিত্য দ্বিবচনান্ত, 'যুজৌ' এইরূপ পদ হইবে। (ত্রিকা৹)

যুজ্য (ত্রি) ১ সংযুক্ত। ২ যোগ করার যোগ্য। ৩ সংযোগ। ৪ সামভেদ।

যুঞ্জক (ত্রি) যুক্ত। কার্য্যনিরত।

যুঞ্জন্দ (স্ত্রী) স্থানভেদ।

যুঞ্জবৎ (পুং) পর্ব্বতভেদ, পাঠান্তর মুঞ্জবান্। (মার্ক৹পু৹ ১৩০।১২)

যুঞ্জাতক (পুং) বৃক্ষবিশেষ। ইহার গুণ—বলকর, শীতল, গুরু, স্নিগ্ধ, তর্পণ, বৃংহণ, বাতপিত্তনাশক, স্বাদু ও বৃষ্য। (চরকসূ৹২৭অ৹)

যুঞ্জান (পুং) যুজ-শানচ্। ১ সারথি। ২ বিপ্র। (মেদিনী) ৩ যোগিবিশেষ। ভাষাপরিচ্ছেদে লিখিত আছে যে, যুক্ত ও যুঞ্জানভেদে যোগী দুই প্রকার। এই যুঞ্জান যোগী চিন্তা করিলে সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ইঁহারা সমাধি অবলম্বন করিয়া সকল বিষয় অবগত হইয়া থাকেন।

"যোগজো দ্বিবিধঃ প্রোক্তঃ যুক্তযুঞ্জানভেদতঃ।
যুক্তস্য সর্ব্বদা ভানং চিন্তাসহকৃতোঽপরঃ ॥" (ভাষাপরি৹ ৬৫)

'চিন্তা ধ্যানং তদেব কারণং তৎসহকারাৎ স্থূলসূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টান্ অর্থান্ মনঃ প্রত্যক্ষীকরোতি।' এই যুঞ্জান যোগী ধ্যানস্থ হইয়া সকল বিষয়ই অবগত হইতে পারেন, কিন্তু যুক্ত যোগীর আর ধ্যানের আবশ্যক করে না। [যুক্ত দেখ]

যুঞ্জানক (ত্রি) যোগীভেদ। [যুঞ্জান দেখ]

যুঝা (দেশজ) যুদ্ধ করা।

যুটি (দেশজ) পরস্পর একত্র মিলিত করা।

যুড়াই (দেশজ) শান্তি লাভ করি, আনন্দ লাভ করি।

যুড়ান (দেশজ) শান্তি লাভ করা, সুখ প্রাপ্ত হওয়া।

যুড়ি (দেশজ) ১ জোড়া, একত্র করা, সেলাইকরা। ২ যুগ্ম, যথা যুড়ি গাড়ী।

যুড়িয়াধান (দেশজ) ধান্যভেদ।

যুৎ (স্ত্রী) যুত্-ক্বিপ্। নিন্দা।

যুত, দীপ্তি। ভ্বাদি৹ আত্মনে৹ অক৹ সেট্। লট্ যোততে। লুঙ্ অযোতিষ্ট। ণিচ্ যোতয়তি। লুঙ্ অযোযুতৎ।

যুত (ত্রি) যু-ক্ত। ১ হস্তচতুষ্টয়। (মেদিনী) (ত্রি) ২ যুক্ত, অপৃথগ্‌ভূত, মিলিত।

"স্ত্রীভির্যুতান্যপ্সরসামিবৌঘৈঃ
মেরোঃ শিরাংসীব গৃহাণি যস্যাং।" (ভট্টি ২।৭)

৩ হস্তীতে পদাঘাত।

যুতক (ক্লী) যুত-ক। ১ সংশয়। ২ যুগ। ৩ নারীবস্ত্রাঞ্চল। ৪ কুক্ত। ৫ চলনাগ্র। ৬ যৌতুক। ৭ মৈত্রীকরণ। (শব্দরত্না॰) ৮ স্ত্রীবস্ত্রভেদ। (হেম) ৯ সংশ্রয়। ১০ শূর্পাগ্র।

যুতদ্বেষস্ (ত্রি) পৃথক্‌ভূতশত্রুক। (ঋক্ ১৷৫৩৷৩)

যুতবেধ (পুং) চন্দ্রের সহিত পাপগ্রহের যোগ হইলে তাহাকে যুতবেধ কহে। পাপগ্রহের সপ্তমে চন্দ্র থাকিলে অথবা চন্দ্র পাপযুক্ত হইলে যুতবেধ হয়, যুতবেধে বিবাহ ও যাত্রাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে। [যামিত্র শব্দ দেখ]

যুতা (হিন্দী) বিনামা।

যুতি (স্ত্রী) যু-ক্তি। যোগ, মিলন।

যুৎকার (ত্রি) যুদ্ধকারী। "জিষ্ণুন। যুৎকারেণ চ্যবনেন ধৃষ্ণুণা" (ঋক্ ১০৷১০৩৷২) 'যুৎকারেণ যুদ্ধকারিণা' (সায়ণ)

যুদ্ধ (ক্লী) যুধ্যতে ইতি যুধ ভাবে ক্ত। যোধন, চলিত লড়াই। পর্য্যায়—আয়োধন, জন্ম, প্রধন, প্রবিদারণ, মৃধ, আস্কন্দন, সংখ্য, সমীক, সাম্পরায়িক, সমর, অনীক, রণ, কলহ, বিগ্রহ, সংপ্রহার, অভিসম্পাত, কলি, সংস্ফোট, সংযুগ, অভ্যামর্দ, সমাঘাত, সংগ্রাম, অভ্যাগম, আহব, সমুদায়, সংযৎ, সমিতি, আজি, সমিৎ, যুধ, সংরাব, আনাহ, সম্পরায়ক, বিদার, দারণ, সংবিৎ, সম্পরায়, তীক্ষ্ণ, অম্বরীষ, বলজ, আনর্ত্ত, অভিমর, সমুদয়। (জটাধর)

বৈদিক পর্য্যায়—রণ, বিবাক্, বিখাদ, নদনু, ভর, আক্রন্দ, আহব, আজি, পৃতনাজ্য, অভীক, সমীক, মমসত্য, নেমধিতা, সঙ্ক, সমিতি, সমন, মীড়্‌বাহ, পৃতনা, স্পৃধ, মৃধ, পৃৎসু, সমৎসু, সমর্য্য, সমরণ, সমোহ, সমিথ, সঙ্খ, সঙ্গ, সংযুগ, সঙ্গথ, সঙ্গম, বৃত্রতূর্য্য, পৃক্ষ, আণি, শূরসাতি, সমনীক, খল, খজ, পৌংস্য, মহাধন, বাজ, অজ্ম (অজ্মন্), সদ্ম, সংযৎ, সংবত এই ৪৬টী যুদ্ধের পর্য্যায়। (বেদনি॰ ২৷১৭)

কবিকল্পলতায় লিখিত আছে, যুদ্ধে নিম্নোক্ত বিষয় সকল বর্ণনা করিতে হয়। যথা—চর্ম্ম, বর্ম্ম, বল, চর, ধূলি, তূর্য্যধ্বন, সিংহনাদ, শবমণ্ডল, রক্তনদী, ছিন্নছত্র, রথ, চামর, হস্তী, অশ্ব, কেতু, বিদীর্ণকুম্ভকহস্তিকুম্ভমুক্তা, ব্যূহরচনাবস্থিত সেনা ও সুরপুষ্পবৃষ্টি। (কবিকল্পলতা)

"অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈরিষ্ট্বা বিপুলদক্ষিণৈঃ।
নতৎফলমবাপ্নোতি সংগ্রামে যদবাপ্নুয়াৎ ॥
ইতি যজ্ঞবিদঃ প্রাহুর্যজ্ঞকর্ম্মবিশারদাঃ।
তস্মাত্তত্তে প্রবক্ষ্যামি যৎফলং শস্ত্রজীবিনাম্ ॥" (অগ্নিপু॰যুদ্ধপ্র॰)

প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞানুষ্ঠানে যে ফল লাভ না হয়, একমাত্র ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিলে তাদৃশ ফল লাভ হইয়া থাকে। পরসৈন্য ভেদ করিয়া যুদ্ধে মৃত্যু হইলে তাহার ধর্ম্ম, অর্থ ও যশোলাভ বিষ্ণুলোকে গতি এবং চারিটী অশ্বমেধযজ্ঞের ফল হয়।

"ধর্ম্মলাভোঽর্থলাভশ্চ যশোলাভস্তথৈব চ।
যঃ শূরো বধ্যতে যুদ্ধে বিমৃদন্ পরবাহিনীম্ ॥
বিষ্ণোঃ স্থানমবাপ্নোতি এবং যুধ্যন্ রণাজিরে।
অশ্বমেধানবাপ্নোতি চতুরস্তেন কর্ম্মণা ॥" (অগ্নি॰পু॰যুদ্ধপ্র॰)

যুক্তিকল্পতরুতে লিখিত আছে যে, সমতল স্থানে রথযুদ্ধ, বিষমক্ষেত্রে হস্তিযুদ্ধ, মরুভূমিতে অশ্বযুদ্ধ, দুর্গমস্থানে পত্তিযুদ্ধ, জলে নৌকাযুদ্ধ এবং বিপত্তিকালে সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধই বিধেয়। যুদ্ধকালে সেনাপতি সৈন্যদিগকে সূচীমুখ করিয়া রাখিবেন, কারণ ইহাতে অল্প সৈন্য বহু সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে।

"রথযুদ্ধং সমে দেশে বিষমে হস্তিসঙ্গরঃ।
অশ্বযুদ্ধং মরৌ দেশে পত্তিযুদ্ধঞ্চ দুর্গমে ॥
অত্যয়ে সর্ব্বযুদ্ধং স্যান্নৌকাযুদ্ধং জলপ্লুতে।
সংহত্য যোধয়েদল্পান্ কামং বিস্তারয়েদ্বহূন্ ॥
সূচীমুখমনীকং স্যাদল্পং হি বহুভিঃ সহ ॥" (যুক্তিকল্পতরু)

রাজাদিগের দুর্গই একমাত্র প্রধান বল। যদি রাজগণ অল্প বলবান্ হইয়াও দুর্গবলসম্পন্ন হন, তাহা হইলে তিনি স্থির বলবান্ হইয়া থাকেন। একজন ধনুর্দ্ধারী যোদ্ধা প্রাকারস্থ হইয়া শতসংখ্যক যোদ্ধৃপুরুষের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। শত দশ সহস্রের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ, সুতরাং দুর্গই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

"রাজ্ঞো বলং নহি বলং দুর্গমেব বলং বলম্।
অপ্যল্পবলবান্ রাজা স্থিরো দুর্গবলাদ্ ভবেৎ ॥
একঃ শতং যোধয়তি প্রাকারস্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
শতং দশসহস্রাণি তস্মাৎ দুর্গং বিশিষ্যতে ॥" (যুক্তিকল্পতরু)

দুর্গ কৃত্রিম ও অকৃত্রিম ভেদে দুই প্রকার। পর্ব্বত ও নদ্যাদি আশ্রয় করিয়া যে দুর্গ হয়, তাহা অকৃত্রিম, ইহা শত্রুনৃপতিগণের একপ্রকার অলঙ্ঘনীয়। প্রাকার, পরিখা ও অরণ্য আশ্রয় করিয়া যে দুর্গ হয় তাহা কৃত্রিম, ইহা শত্রুগণের লঙ্ঘ্য ও অলঙ্ঘ্য দুইই অর্থাৎ লঙ্ঘন করিতেও পারে, নাও পারে।

"অকৃত্রিমং কৃত্রিমঞ্চ তৎপুনর্দ্বিবিধং ভবেৎ।
যদ্দৈবমুচিতং দুর্গং গিরিনদ্যাদি সংশ্রিতম্ ॥
অকৃত্রিমমিদং জ্ঞেয়ং দুর্লঙ্ঘ্যমরিভূভুজাম্।
প্রাকারপরিখারণ্যসংশ্রয়ং যত্তবোদহ।
কৃত্রিমং নাম বিজ্ঞেয়ং লঙ্ঘ্যালঙ্ঘ্যন্তু বৈরিণাম্ ॥" (যুক্তিকল্পতরু)

মহাভারতে রাজধর্ম্মানুশাসন-পর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত হই-

রাছে,—সত্য, জীবিত, নিরপেক্ষতা, শিষ্টাচার ও কৌশল দ্বারাই যুদ্ধধর্ম্ম প্রতিপালিত হইয়া থাকে। সকলেরই সরল ও বক্র দুই প্রকার বুদ্ধি থাকা আবশ্যক। লোকে বক্রবুদ্ধি দ্বারা লোকের অনিষ্ট না করিয়া সমাগত বিপদ্ সমুদয় অবগত হইবে। অরাতিগণ রাজ্য মধ্যে ভেদ উৎপাদন করিয়া নরপতির সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ভূপতি বক্রবুদ্ধিসম্পন্ন হইলে তাহারা কখনই স্বার্থসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

যুদ্ধার্থী ভূপতিগণ গজ, চর্ম্ম, বৃষ, অজগরের অস্থি, ও কণ্টক, চামর, শাণিত অস্ত্র, পীত লোহিত বর্ম্ম, নানাবর্ণে রঞ্জিত ধ্বজ ও পতাকা, ঋষ্টি, তোমর, নিশিত খড়্গ, পরশু, ফলক, চর্ম্ম এবং কৃতনিশ্চয় যোধগণকে সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন, চৈত্র বা অগ্রহায়ণ মাসে যুদ্ধার্থ সেনাসংযোগ করাই উচিত। কারণ ঐ সময় পৃথিবী বারিপূর্ণা ও শস্যশালিনী হয় এবং শীত বা গ্রীষ্মের আতিশয্য থাকে না। অতএব ঐ দুইমাসই শত্রু-গণকে আক্রমণ করিবার উপযুক্ত সময়। শত্রুগণ ব্যসনাপন্ন হইলে যে কোন সময়ে হউক না কেন, তাহাদিগকে আক্রমণ করা যুক্তিসঙ্গত। অভিজ্ঞ কার্য্যদক্ষ চরগণের সুবিদিত স্থল-পথ বা জলপথ দিয়া যুদ্ধ যাত্রা করা উচিত। জয়ার্থী ভূপতি সেনাদিগকে উত্তম পথ দিয়া লইয়া যাইবেন। সৎকুলসম্ভূত মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণকেই সৈন্যগণের অগ্রণী করা বিধেয়। স্বীয় দুর্গ একদ্বারযুক্ত ও সলিলসম্পন্ন হইলে উহা আশ্রয় করিয়া সমাগত শত্রুগণকে অনায়াসে নিবারণ করা যায়। যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ বীরগণ শূন্যপ্রদেশ অপেক্ষা বনের নিকটস্থ ভূমি সৈন্য সংস্থাপনের উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অতএব সেই স্থানে সসৈন্যে অবতরণপূর্ব্বক পদাতিগণকে গোপনে রাখিয়া শত্রুগণ উপস্থিত হইবা মাত্র তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

সপ্তর্ষিগণকে পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া অচলের ন্যায় স্থিরচিত্তে যুদ্ধ করিলে দুর্জ্জয়শত্রুগণকেও পরাজয় করিতে পারা যায়। যুদ্ধজয়ে শুক্র অপেক্ষা সূর্য্য এবং সূর্য্যাপেক্ষা বায়ুর অনুকূলতা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

সংগ্রামনিপুণ বীরগণ বারিকর্দ্দমবিবর্জ্জিত লোষ্ট্রবিহীন প্রাকারাদি শূন্য প্রদেশকে অশ্বারোহীদিগের, উদকবিহীন কাশযুক্ত অবন্ধুর প্রদেশকে রথীদিগের, ক্ষুদ্রবৃক্ষাদি সঙ্কুল প্রদেশকে গজারোহীদিগের এবং পর্ব্বত, উপবন ও বেণুবেত্রসমাকুল বহু দুর্গ সমন্বিত প্রদেশ পদাতিকদিগের সংগ্রামোপযোগী বলিয়া বিবেচনা করেন। সৈন্য মধ্যে পদাতি-সংখ্যা অধিক হইলে উহা সুদৃঢ় বলিয়া পরিগণিত। নির্ম্মল দিনে রথাশ্ববহুল সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। বর্ষাকালে যুদ্ধ করিতে হইলে সৈন্য মধ্যে অধিক পরিমাণে হস্তী ও পদাতি সৈন্য রাখা আবশ্যক। যে ব্যক্তি দেশকাল বিবেচনা করিয়া এই সকল নিয়ম অনুসারে সুচারুরূপে সৈন্য সংযোজন-পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট তিথিনক্ষত্রে যুদ্ধ যাত্রা করেন, সতত তাহার জয়লাভ হইয়া থাকে। যুদ্ধকালে প্রসুপ্ত, তৃষিত, পরিশ্রান্ত, প্রচলিত, পান বা ভোজনে আসক্ত, নিহত, দৃঢ়তর আহত, নিবারিত, বিশস্ত, কার্য্যান্তরব্যাপৃত, তাপিত, বহির্গত, তৃণাদির আহরণকর্ত্তা, শিবিরে পলায়মান এবং রাজার বা অমাত্যের পরিচর্য্যানিরত অধ্যক্ষদিগকে আঘাত করা বিধেয় নহে।

রাজা যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে প্রধানানুসারে ক্রমে ক্রমে সমুদয় যোদ্ধাকে আহ্বান করিয়া কহিবেন যে, এক্ষণে জয়লাভার্থ সংগ্রামস্থলে গমন করিয়া পরস্পর কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিব না বলিয়া আমাদিগকে শপথ করিতে হইবে। এবং আমাদের মধ্যে যাহারা ভীরুস্বভাব আছেন, অথবা যাহারা নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আত্মপক্ষীয় প্রধান ব্যক্তির বধ সাধন করিবে, তাহারা যেন এই সময়েই ক্ষান্ত হয়। তাহারা যেন সমরাঙ্গণে গমন করিয়া আত্মীয়ের বিনাশ বা যুদ্ধ পরি-ত্যাগ করিয়া পলায়ন না করে। বীরপুরুষেরা আত্মপক্ষীয় সৈন্যগণকে রক্ষা করিয়া পরিশেষে বিপক্ষগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন। রণে পলায়ন করিলে অর্থনাশ, মৃত্যু ও ঘোরতর অপযশ হইয়া থাকে। অতএব আমরা নিরপেক্ষভাবে সংগ্রামে গমন করিয়া হয় জয়লাভ, না হয় বিপক্ষের হস্তে প্রাণ পরি-ত্যাগ করিয়া সদ্গতি লাভ করিব।

রাজা বা সেনাপতি এইরূপে সৈন্যগণকে উৎসাহ প্রদান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। যুদ্ধকালে খড়্গচর্ম্মধারি-পদাতি-সৈন্যগণকে অগ্রভাগে, ও শকটারোহী সৈন্যগণকে পশ্চাদ্ভাগে অবস্থাপন করিয়া মধ্যস্থলে অন্যান্য বীরগণকে সন্নিবেশিত করা কর্ত্তব্য। ঐ সময় যাহারা অগ্রবর্ত্তী থাকিবেন, তাঁহারা শত্রুবিনাশের নিমিত্ত পদাতিগণকে রক্ষা করিবেন। মনস্বি-গণ সর্ব্বাগ্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অন্যান্য সৈন্যগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া তাহাদের রক্ষাবিধানে যত্নবান্ হইবে। ভীরুদিগের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ যত্নসহকারে তাহাদিগের সমীপে অবস্থান করা বীরগণের অবশ্যকর্ত্তব্য। সেনাপতি সমরপ্রবৃত্ত অল্পসংখ্যক সৈন্যগণকে চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিয়া যুদ্ধ করিবেন। অধিক সৈন্যের সহিত অল্পসৈন্যের যুদ্ধ উপ-স্থিত হইলে সূচীমুখ ব্যূহ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। ঘোর-তর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে সেনাপতি সৈন্যদিগকে উৎসাহিত

করিবার জন্য কহিবেন, 'শত্রুপক্ষীয়েরা পলায়ন করিতেছে, এবং আমাদের মিত্রবল উপস্থিত হইয়াছে। তোমরা নির্ভীক-চিত্তে প্রহার কর' এবং সৈন্যগণের উৎসাহবর্দ্ধন শঙ্খ, বেণু, শৃঙ্গ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও পনব প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি সহকারে সিংহ-নাদ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। যুদ্ধস্থলে কুল ও দেশাচার-প্রচলিত শস্ত্র ও বাহন ব্যবহার করাই প্রশস্ত। বীর-পুরুষেরা ঐ নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

বর্ম্মধারী না হইয়া ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া ও একত্র হইয়া অনেক ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করা রাজার অকর্ত্তব্য। কোন ব্যক্তি যুদ্ধে অক্ষম হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। প্রতিদ্বন্দ্বী বর্ম্ম ধারণ করিয়া আগমন করিলে নর-পতি বর্ম্ম ধারণ এবং সৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন করিলে তাহার সৈন্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। বিপক্ষ যদি কপটতা আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করে, তাহা হইলে ভূপতিও কপট যুদ্ধ করিবেন। অশ্বারোহী হইয়া কদাপি রথীর অভিমুখে গমন করিবে না, রথারোহণ করিয়া রথীর অভিমুখী হওয়া উচিত। বিপন্ন, ভীত, বা পরাজিত ব্যক্তির প্রতি কদাচ অস্ত্রনিক্ষেপ করা উচিত নহে। বিষলিপ্ত বা কুটিল বাণ লইয়া যুদ্ধ করা নিতান্ত অনুচিত, দুর্ব্বল, অপত্য-হীন, শস্ত্ররহিত, বিপন্ন, ছিন্ন কার্ম্মুক ও হতবাহন ক্ষত্রিয়গণকে বধ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

স্বায়ম্ভুব মনু ধর্ম্ম যুদ্ধ করিতেই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সাধুদিগের সতত ধর্ম্ম আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম বিনষ্ট করা বিধেয় নহে। যিনি শঠতা সহকারে অধর্ম্ম যুদ্ধে জয়লাভ করেন, তিনি আপনি আপনার বিনাশের মূলীভূত হন। অধর্ম্ম যুদ্ধে জয় লাভ করা অপেক্ষা ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ পরম ধর্ম্ম। এইজন্য যুদ্ধকে যজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়গণ কবচধারণ-পূর্ব্বক সৈন্যসাগরে অবতীর্ণ হইলেই যুদ্ধ যজ্ঞে অধিকারী হইয়া থাকেন। কুঞ্জরগণ এই যুদ্ধযজ্ঞের ঋত্বিক্, অশ্বগণ অধ্বর্য্যু, অরাতির মাংস হবি, শোণিত আজ্য, এবং শৃগাল, গৃধ্র ও কাকগণ উহার সদস্য। ঐ সদস্যগণ ঐ যজ্ঞের আজ্যশেষ পান ও হবি ভক্ষণ করিয়া থাকে। শাণিত প্রাস, তোমর, খড়্গ, শক্তি ও পরশু ঐ যজ্ঞের স্রুক্ এবং শত্রুশরীরভেদী নিশিত সায়ক উহার স্রুব। শাণিত খড়্গ উহার স্ফ্যক্; প্রাশ, শক্তি, ঋষ্টি ও পরশুর আঘাত উহার ধনসম্পত্তি। বীরগণের পরস্পর আক্রমণ ও প্রহার নিবন্ধন যে রুধিরধারা নির্গত হয়, তাহাই ঐ যজ্ঞের সর্ব্বকামপ্রদ পূর্ণাহুতি। সৈন্যগণ মধ্যে 'মার কাট' প্রভৃতি যে সকল শব্দ শ্রবণগোচর হইয়া থাকে, উহা সামগান। শত্রু পক্ষীয়ের সেনামুখ উহার আজ্যস্থালী, হস্তী, অশ্ব এবং চর্ম্মধারী মনুষ্যও সমুদায় শ্যেনচিহ্ন বহ্নি। সংগ্র সৈন্য নিহত হইলে যে কবন্ধ উত্থিত হয়, উহা ঐ যজ্ঞের অষ্টকোণবিশিষ্ট খাদির যূপ, দুন্দুভি উহার উদ্গাথা। যে মহাবীর ভয়াবহ ঘোরতর শোণিত নদী প্রবাহিত করিতে পারেন, তিনিও যুদ্ধ যজ্ঞের অবভৃথ স্নানের উপযুক্ত পাত্র। যিনি নির্ভীকচিত্তে ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করেন, তাহার অশেষ প্রকার সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে। যে যোদ্ধা ভীতচিত্তে সমরপরাঙ্মুখ হইয়া বিপক্ষ শরে নিহত হয়, সে নিঃসন্দেহ নরকে গমন করে। (ভারত শান্তিপ০ ৯৪ ১০২ অ০)

মনুসংহিতা, নীতিময়ূখ, কামন্দকীয় নীতিসার, বৃদ্ধ শার্ঙ্গ-ধর, নীতিপ্রকাশিকা ও শুক্রনীতি প্রভৃতি গ্রন্থে যুদ্ধে ধর্ম্মা-ধর্ম্মের বিষয় সবিস্তর বর্ণিত আছে, সংক্ষিপ্তভাবে তাহার পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে।

"ন চ হন্যাৎ স্থলারূঢ়ং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিম্।
ন মুক্তকেশমাসীনং ন তবাস্মীতি বাদিনম॥
ন সুপ্তং ন বিসন্নাহং ন নগ্নং ন নিরায়ুধম্।
নায়ুধ্যমানং পশ্যন্তং ন পরেণ সমাগতম্।
ন ভীতং ন পরাবৃত্তং সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্॥"

(নীতিময়ূখধৃত মনু-বচন)

যুদ্ধ ক্ষেত্রে যিনি যান হইতে ভূমিতে অবতরণ করিয়া-ছেন, তাহাকে হনন করা বিধেয় নহে। ক্লীব, অঞ্জলিবদ্ধ, মুক্তকেশ এবং যে 'আমি আপনার শরণাগত' এই কথা বলে, তাহাদিগকে হনন করা অনুচিত। নিদ্রিত, যুদ্ধযোগ্য পরিচ্ছদবিহীন, নগ্ন ও নিরস্ত্র ব্যক্তিকেও আঘাত করিবে না। যিনি যুদ্ধ করিতেছেন না, কেবল মাত্র যুদ্ধ অবলোকন করিতেছেন, এবং যিনি অপরের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, যিনি বিহ্বল ও পলায়নপরায়ণ, এই সকল ব্যক্তিকে হনন করা, বিশেষ নিষিদ্ধ। ইহা ভিন্ন বৃদ্ধ, বালক, স্ত্রী, স্ত্রীবেশধারী, ব্রাহ্মণ, আয়ুধব্যসনপ্রাপ্ত, অর্থাৎ যাহার অস্ত্র ফুরাইয়াছে, মুখে তৃণকারী, ইহাদিগকেও হনন করিতে নাই। কূট আয়ুধ, বিষলিপ্ত অস্ত্র এবং অত্যুষ্ণ অস্ত্র ও বিবিধ যন্ত্রাস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করা বিধেয় নহে।

"ন কূটৈরায়ুধৈর্হন্যাৎ যুধ্যমানো রণে রিপূন্।
দিগ্ধৈরত্যুষ্ণৈরস্ত্রৈর্যন্ত্রৈশ্চৈব পৃথক্‌বিধৈঃ॥" (নীতিপ্রকাশিকা)

ধর্ম্মযুদ্ধে কূটাস্ত্রাদি ব্যবহার বিশেষ নিষিদ্ধ। বর্ত্তমান সময়ে কামানাদি দ্বারা যে যুদ্ধ হয়, উহা কূটাস্ত্র মধ্যে পরি-গণিত। সুতরাং কামানাদি দ্বারা যে যুদ্ধ তাহা ধর্ম্মবিগর্হিত।

ধর্ম্মযুদ্ধ বিষয়ে মনু বলিয়াছেন যে, প্রজাপালনকারী রাজা সমান, মধ্যম ও উত্তম ব্যক্তি কর্ত্তৃক যুদ্ধে আহূত হইয়া যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না। রাজগণ পরস্পর পরস্পরের বধেচ্ছু হইয়া সমধিক শক্তি অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিবেন। এই যুদ্ধে যিনি পরাঙ্মুখ না হন, তিনি স্বর্গগামী হইয়া থাকেন।

"সমোত্তমাধমৈ রাজা ত্বাহূতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ।
ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষত্রধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥
আহবেষু মিথোঽন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ।
যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ ॥" (মনু)

রাজা সৈন্যদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষিত করিবেন, বিধিপূর্ব্বক অস্ত্রাদির শিক্ষা শ্রমবিধি বলিয়া অভিহিত। যতদিন না অস্ত্র শিক্ষা সমাপ্ত হয়, ততদিন শ্রমবিধির অনুষ্ঠান করা আবশ্যক।' শ্রমক্রিয়া সুসিদ্ধ না হইলে ও অভ্যস্তাস্ত্র পাছে ভুলিয়া যায় সেই জন্য বৎসরের মধ্যে দুই মাস করিয়া শিক্ষিতাস্ত্রের পরিচালন করা বিধেয়। আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই দুই মাসই উহার পক্ষে প্রশস্ত। কিন্তু অন্য ঋতুতে ইহার পরিচালন করিতে নাই।

"এবং শ্রমবিধিং কুর্য্যাৎ যাবৎ সিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
শ্রমে সিদ্ধে চ বর্ষাসু নৈব গ্রাহ্যং ধনুঃ করে ॥
পূর্ব্বাভ্যাসস্য শস্ত্রাণামাবস্মরণহেতবে।
মাসদ্বয়ং শ্রমং কুর্য্যাৎ প্রতিবর্ষং শরদৃতৌ ॥" (শার্ঙ্গধর)

সেনা সকল পত্তি, সেনামুখ, গুল্ম, গণ, বাহিনী, পৃতনা, চমূ, অনীকিনী ও অক্ষৌহিণী এই কয়ভাগে বিভক্ত। ইহাদের সংখ্যাদির বিষয় নীতিপ্রকাশিকায় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট—

পত্তি—১ রথ, ১ হস্তী, ৫ পদাতি, ৩ অশ্বারোহী, এই সকল একত্র থাকিলে পত্তি নামে অভিহিত হয়।

সেনামুখ—৩০ রথী, ৩০ গজারোহী, ৩০০০০০ পদাতি ও ৩০০০ অশ্বারোহী একত্র মিলিত থাকিলে তাহাকে সেনামুখ কহে।

গুল্ম—৯ রথী, ৯০ গজারোহী, ৯০০০ অশ্বারোহী ও ৯০০০০০ পদাতি সৈন্য থাকিলে তাহাকে গুল্ম কহে।

গণ—২৭ রথী, ২৭০ হস্তী, ২৭০০০ অশ্ব, ও ২৭০০০০০ পদাতি এই সকল সমবেত হইলে তাহার নাম গণ।

বাহিনী—৮১ রথ, ৮১০ হস্তী, ৮১০০০ অশ্ব, ৮১০০০০০ পদাতি এই সকল মিলিতের নাম বাহিনী।

পৃতনা—২৪৩ রথ, ২৪৩০ হস্তী, ২৪৩০০০ অশ্ব, এবং ২৪৩০০০০০ পদাতি, থাকিলে পৃতনা বলে।

চমূ—১২৯ রথ, ১২৯০ হস্তী, ১২৯০০০ অশ্ব, ১২৯০০০০০ সৈন্য থাকিলে তাহাকে চমূ কহে।

অনীকিনী—২১৮৭ রথ, ২১৮৭০ হস্তী, ২১৮৭০০০ অশ্ব এবং এক বিংশতি কোটি সপ্তাশীতি লক্ষ পদাতি থাকিলে তাহাকে অনীকিনী কহে।

অক্ষৌহিণী—উক্ত অনীকিনীর দশ গুণ সৈন্য থাকিলে তাহাকে অক্ষৌহিণী কহে।*

শার্ঙ্গধরকৃত ধনুর্ব্বেদসংগ্রহে অক্ষৌহিণীর পরিমাণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে—এই অক্ষৌহিনী সৈন্যের মধ্যে ২১৮০০০ রথ, ৭০ সামন্ত রাজা, ৭০ হস্তী, ১০৯৩৫০ পদাতি, ৬৫১১০ অশ্ব থাকিবে।

রাজা এই সকল সেনার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের

---

* "একো রথো গজশ্চৈকো নরাঃ পঞ্চ হয়াস্ত্রয়ঃ।
যস্যাং সা পত্তিরেতেষাং সহায়ান্ প্রব্রুবেঽধুনা ॥
সেনামুখে তু গুণিতাস্ত্রয়শ্চৈব রথা গজাঃ।
ত্রিংশত্রিলক্ষপদগা স্ত্রিসহস্রং হি বাজিনঃ ॥
গুল্মে নব রথাঃ প্রোক্তা নাগানাং নবতিং বিদুঃ।
অশ্বানাং নবসাহস্রং নব লক্ষাঃ পদাতয়ঃ ॥
গণাখ্যেষু শতাঙ্গানাং বরাণাং সপ্তবিংশতিঃ।
স্তম্বেরমাণাং দ্বিশতং সপ্ততিং প্রাহুরার্য্যকাঃ ॥
সপ্তবিংশতিসাহস্রা গান্ধর্ব্বাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ
সপ্তবিংশতিলক্ষাস্তু স্মৃতাশ্চাত্র পদাতয়ঃ ॥
বাহিন্যাং স্যন্দনাং প্রোক্তা হ্যেকাশীত্যা নিয়োজিতাঃ।
দশোত্তরাষ্টশতকাঃ পাদ্মিনশ্চাত্র কীর্ত্তিতাঃ ॥
একাশীতিসহস্রাস্তু তুরঙ্গাঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ।
একাশীতিকলক্ষা বৈ বিখ্যাতাঃ পাদচারিনঃ ॥
ত্রয়শ্চ চত্বারিংশচ্চ দ্বিশতং পৃতনা রথাঃ।
চতুঃশতঞ্চ ত্রিংশচ্চ দ্বে সহস্রে চ দন্তিনাং ॥
তুরঙ্গাণাং সহস্রাণি ত্রিচত্বারিংশদেবঃ তু।
দ্বে লক্ষে চৈব রাজেন্দ্র দ্বে কোটী চ নৃপাঃ ভবেৎ ॥
চম্বাখ্যো সপ্তম ব্যূহে গণনাং বচ্মি বিস্তরাৎ ॥
চম্বাং সপ্তশতং চৈকন্যূনত্রিংশদ্রথাঃ স্মৃতাঃ ॥
সপ্তৈব চ সহস্রাণি দ্বেশতে নবতি স্তথা।
গজানাং সপ্ত লক্ষাণি চৈকোনত্রিংশদেব তু ॥
সহস্রাণি হয়ানাঞ্চ পদাতীনামথো শৃণু।
সপ্তকোট্যশ্চ চৈকোনত্রিংশলক্ষাণি ভূপতে ॥
অনীকিন্যাংস্তু দ্বে সহস্রে সপ্তাশীত্যধিকশতং।
রথানামথ নাগানাং গণনাং বচ্মি তেঽনঘ ॥
একবিংশৎসহস্রাণি তথাচাষ্ট শতং নৃপ।
সপ্ততিশ্চেতি অশ্বানাং সংখ্যাং শৃণু সমাহিতঃ ॥
একবিংশতিলক্ষাণি সপ্তাশীতিসহস্রকম্।
একবিংশতিকোট্যশ্চ পদাতীনাং নরাধিপ ॥
সপ্তাশীতিশ্চ লক্ষাণাং বিদ্ধি বুদ্ধিমতাং বর।
এতদ্দশগুণা যা স্যাৎ তামক্ষৌহিণীং শৃণু।" (নীতিপ্রকাশিকা)

পতাকাদি স্থাপন করিবেন। কারণ উহাতে তিনি নিজ বা পর পক্ষ স্থির করিতে পারিবেন। এই যে সকল সৈন্যের উল্লেখ করিয়াছি, রাজা ইহাদের উপর এক জন সেনাপতি নিযুক্ত করিবেন। এই সেনাপতি সৎকুলোদ্ভব, জিতেন্দ্রিয়, নানা বিদ্যায় ও যুদ্ধকার্য্যে পারদর্শী ও সুনিপুণ, সুন্দরাকৃতি, ইঙ্গিতবোদ্ধা, সৈন্যনীতিতে অভিজ্ঞ, দুর্দ্ধর্ষ, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদিগকে সান্ত্বনা করিতে সমর্থ ইত্যাদি গুণসম্পন্ন হইবেন।

যিনি সকল সেনার উপর আধিপত্য করিবেন, তাহাকে সেনাপতি, ইহা ভিন্ন অক্ষৌহিণীপতি, পত্তিপতি, সেনামুখনেতা, গুল্মনায়ক, গণনায়ক, অনীকিনীপতি, চমূপতি প্রভৃতি থাকিবে। এই সকল অধিপতি নিজ নিজ অধীনস্থ সৈন্যপরিচালনা করিবেন, কিন্তু ইহারা সকলেই প্রধান সেনাপতির অধীন থাকিবেন। রাজা সেনাপতির ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তিকে পত্তি, গুল্ম প্রভৃতির আধিপত্যে নিযুক্ত করিবেন। যাহারা সৈন্যদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে সমর্থ, তাদৃশ ব্যক্তিই সপ্তবিধ সেনাপতির উপযুক্ত পাত্র। কার্য্যবিশেষে দুই দুই বা তিন তিন সেনার উপর এক কিংবা ততোহধিক অধিপতি নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য।

যিনি যেরূপ সৈন্যের আধিপত্য গ্রহণ করেন, সেই সৈন্যের উপরই তাঁহার স্বাধীনতা থাকিবে, কিন্তু জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে অর্থাৎ তাহা অপেক্ষা কোন প্রধান সেনাপতি থাকিলে তিনি তাহারই অধীন হইয়া থাকিবেন।

পত্তি প্রভৃতি আটজন অঙ্গপতি আপন আপন জ্যেষ্ঠের অনুগত থাকিবেন। জ্যেষ্ঠানুসারী থাকিয়া স্ব স্ব সৈন্যদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। যিনি সর্ব্বসেনাপতি, তিনি সকলকে অনুগামী করিয়া সুনিয়মে অনুশাসন ও পরিচালনাদি করিবেন। পত্তি প্রভৃতি প্রত্যেক সৈন্যবিভাগে আবার তিন জন করিয়া অধিপতি নিযুক্ত করিবেন এই অধিপতি উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন ভাগে বিভক্ত। ইহারা সকলে আপন আপন প্রধানের অধীন থাকিবেন।

সেনাপতিগণ আপন আপন সৈন্যমধ্যে বিভাগ ক্রমে প্রতিদিন এক একটী করিয়া সঙ্কেত প্রচার করিবেন। ইহা কেবল তিনিই জ্ঞাত থাকিবেন। সেনাপতিগণ আপন আপন সেনাদিগকে একস্থানে রাখিবেন না, এবং প্রতিদিন তাহাদের পরিবর্ত্তন করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। কেননা সৈন্যগণ একস্থানে ও অপরিবর্ত্তিত থাকিলে শঙ্কার কারণ হইয়া উঠে।

সেনাপতি যুদ্ধকালে সৈন্যদিগকে ব্যূহাকারে রচিত করিয়া যুদ্ধ করিবেন। ব্যূহের বিষয় এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। নীতিময়ূখকার ছয় প্রকার ব্যূহের উল্লেখ করিয়াছেন, যদিও গরুড়পুরাণপ্রভৃতিতে অনেক প্রকার ব্যূহের উল্লেখ আছে, তাহা হইলেও তাঁহার মতে এই ৬ প্রকারের মধ্যে সকল ব্যূহ অন্তর্ভূত আছে।

"যত্তপ্যন্তে চ গরুড়াদয়ো ব্যূহভেদেনোক্তাস্তথাপ্যেতেষা-মন্তর্ভাবাং যোঢ়ৈব ব্যূহভেদা জ্ঞেয়াঃ। ব্যূহস্তু মকরশ্যেন-সূচীশকটবজ্রসর্ব্বতোভদ্রভেদাৎ যোঢ়া॥" (নীতিম০)

এই ছয় প্রকার ব্যূহ যথা—১ মকর, ২ শ্যেন, ৩ সূচী, ৪ শকট, ৫ বজ্র, ও ৬ সর্ব্বতোভদ্র। কোন স্থলে কিরূপ ব্যূহ নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহার বিষয়ে মহাভারতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যে স্থানে সম্মুখে ভয় থাকে, তথায় মকরব্যূহ, অথবা শ্যেন বা সূচীব্যূহ করিতে হয়। পশ্চাদ্ভাগে ভয় থাকিলে শকটব্যূহ, পার্শ্বদ্বয়ে ভয়কারণ থাকিলে বজ্রব্যূহ, এবং যে স্থলে সকল দিকেই ভয় সম্ভাবনা থাকে, তথায় সর্ব্বতোভদ্র ব্যূহ করিতে হয়। অগ্নিপুরাণে দশ প্রকার ব্যূহ প্রধান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন যুদ্ধকালে প্রাণীর অঙ্গের সাদৃশ্য লইয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের গঠন প্রকার অবলম্বন করিয়া বহুবিধ ব্যূহ রচিত হইয়া থাকে।

"গরুড়ো মকরব্যূহশ্চক্রঃ শ্যেনস্তথৈব চ।
অর্দ্ধচন্দ্রশ্চ বজ্রশ্চ শকটব্যূহ এব চ॥
মণ্ডলঃ সর্ব্বতোভদ্রঃ সূচীব্যূহস্তথৈব চ।
ব্যূহাঃ প্রাণ্যঙ্গরূপাশ্চ দ্রব্যরূপাশ্চ নৈকধা॥"

(অগ্নিপু০ রণদীক্ষাপ্রকরণাধ্যা০)

দশ প্রকার ব্যূহ যথা—গরুড়, মকর, চক্র, শ্যেন, অর্দ্ধচন্দ্র, বজ্র, শকট, মণ্ডল, সর্ব্বতোভদ্র ও সূচী।

সেনাপতি যুদ্ধস্থান অবলম্বন করিয়া শত্রুগণের অজ্ঞাতসারে আপনার সৈন্য রচনা করিবেন। অল্প সৈন্য সমবেত হইয়া বহুর সহিত, ইচ্ছা হইলে বহু অল্পের সহিত, আবশ্যক মতে বহু সৈন্যকেও বিস্তৃত করিয়া যুদ্ধ করিবেন। নীতিসার ও নীতিময়ূখ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেনাপতি ব্যূহ রচনা করিয়া তাহার সর্ব্বাগ্রভাগে অবস্থান করিবেন। অন্যান্য বীরপুরুষ তাহাকে বেষ্টন করিয়া যুদ্ধ করিবে। কিন্তু এই সকল সৈন্য সর্ব্বপ্রযত্নে অগ্রে সেনাপতিকে রক্ষা করিবেন। স্ত্রীলোক, অর্থ, রাজা, খাদ্য দ্রব্য ও তদ্রক্ষক এই সকল ব্যূহের মধ্যস্থলে রাখিতে হয়।

হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী, রথারোহী ও পদাতি এই চতুর্ব্বিধ সৈন্যই ব্যূহে বিন্যস্ত থাকে, তাহার মধ্যে নিম্নোক্ত প্রণালী অনুসারে ইহাদিগকে সাজাইতে হয়। যত প্রকার ব্যূহ আছে, সকল ব্যূহেই এক সাধারণ নিয়মানুসারে হস্ত্যাশ্বাদির সমাবেশ করিতে হয়।

প্রথমে ব্যূহ রচনা করিয়া তাহার উভয়পার্শ্বে অশ্বারোহী, অশ্বারোহীর পার্শ্বে রথারোহী, রথের পার্শ্বে হস্ত্যারোহী এবং হস্তীর পার্শ্বে পদাতিসৈন্য থাকিবে।

নীতিময়ূখকারের মতে প্রত্যেক ব্যূহে দুইজন করিয়া সেনাপতি থাকা প্রয়োজন, কারণ একজন সম্মুখভাগ আর একজন পশ্চাদ্‌ভাগ রক্ষা করিবেন। যুদ্ধকুশল সেনাপতি চতুরঙ্গবল অগ্রগামী করিয়া যুদ্ধোপকরণযুক্ত সৈন্যসমূহের পশ্চাদ্ভাগে গমন ও অবস্থান করিবেন এবং খেদপ্রাপ্ত, পলায়মান ও ভঙ্গাশ্রিত সৈন্যদিগকে আশ্বাস প্রদান করিবেন।

অগ্নিপুরাণে রণদীক্ষা অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, রাজা এককালে সকল সৈন্য ব্যূহে নিয়োজিত করিবেন না, তিনি সমস্ত সৈন্যকে পাঁচভাগে বিভাগ করিবেন। ইহার মধ্যে দুই ভাগ পক্ষে এবং দুইভাগ অনুপক্ষে এবং একভাগ লুকাইয়া রাখিবেন। বিবেচনানুসারে একভাগ বা দুইভাগ দ্বারা যুদ্ধ করিবেন। অপর তিনভাগ ইহাদের রক্ষার্থে নিযুক্ত করিবেন। রাজা যদি সৈনাপত্যে অবস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে তিনি কদাচ যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিবেন না। অন্যূন এক ক্রোশ দূরে অবস্থান করিবেন এবং সুদৃঢ় রক্ষিবর্গে পরিবৃত হইয়া সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিবেন। যুদ্ধকালে যদি প্রধান সেনাপতি পলায়ন করেন, তাহা হইলে কাহারও যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করা বিধেয় নহে। সকলেরই আত্মরক্ষার্থে পলায়ন করা উচিত।

ব্যূহ মধ্যে সৈন্যসঞ্চালনের নিয়ম এইরূপ লিখিত আছে যে, সেনাপতি যোদ্ধৃগণকে সংহত করিবেন না, বা বিরল থাকিতে দিবেন না, অস্ত্রসঞ্চালনের ব্যাঘাত না হয়, অস্ত্রে অস্ত্রে ঠেকাঠেকি না হয় এইভাবে সৈন্যদিগকে পরিচালন করিবেন। যখন শত্রুসৈন্য বা ব্যূহ ভেদ করিবার ইচ্ছা হইবে, তখন সংহত হইয়া অর্থাৎ বহু সৈন্য একত্র ও স্রোতের ন্যায় হইয়া ভেদ করিতে হইবে এবং পরসৈন্য যখন আপন সৈন্যদিগকে ভাঙ্গিবার উপক্রম করিবে, তখনও তাহা সংহত হইয়া রক্ষা করিতে হইবে।

এরূপ নিয়মে ব্যূহ প্রস্তুত করা আবশ্যক যে, ইচ্ছা করিবামাত্র এই ব্যূহ তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ব্যূহ রচনা করা যাইতে পারে। হস্তিসৈন্যের চারিটী পাদরক্ষক রথের জন্য চারিটী অশ্বসৈন্য এবং চারিটী চর্ম্মধারী এবং ইহাদের রক্ষার জন্য চারিজন ধনুর্দ্ধারী নিযুক্ত করা আবশ্যক।

রণমুখে চর্ম্মী অর্থাৎ ঢালধারী সৈন্য রাখিতে হইবে। ইহাদের পশ্চাদ্ভাগে ধনুর্দ্ধারী, এবং ইহাদের পৃষ্ঠদেশে অশ্বারোহী এবং অশ্বারোহীর পৃষ্ঠে রথারোহী ও তৎপশ্চাতে হস্তিসৈন্য স্থাপন করিতে হয়।

এই সকল সৈন্য অতিশয় যত্নের সহিত আপন আপন কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিবেন। যাহারা শূর, উৎসাহী ও নির্ভীক, তাহাদিগকেই সম্মুখভাগে দেওয়া কর্ত্তব্য। অনেক ভীরু একত্র হইলে ব্যূহ ভাঙ্গিয়া যায়, এজন্য তাহাদিগকে কদাপি সম্মুখে দিবে না। যুদ্ধস্থলে কোন ব্যক্তি হত বা আহত হইলে তাহাদিগকে রণস্থল হইতে অপনয়ন করিতে হয়, চর্ম্মধারী যোদ্ধা শত্রুসৈন্য ভেদ, সৈন্যের রক্ষা ও দল বাঁধিয়া থাকিলে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্নকরণ এই সকল কার্য্য করিবেন। ধনুর্দ্ধারিযোদ্ধৃগণ শত্রুদিগকে বিমুখ এবং যাহাতে তাহারা অগ্রসর হইতে না পারে, তাহা করিবেন। রথীরা শত্রুদিগের ত্রাস উৎপাদন করিবেন। গজের দ্বারা সংহতের ভেদ, প্রাচীর, তোরণ ও অট্টালিকাদি ভেদ করিবেন। বন্ধুর ভূমিতে পদাতিসৈন্যের দ্বারা, সমতলস্থানে রথিসৈন্য দ্বারা ও জলকর্দ্দমাদিযুক্ত স্থানে গজ সৈন্যদ্বারা যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বোক্তরূপে ব্যূহরচনাপূর্ব্বক সূর্য্যদেবকে পশ্চাদ্‌ভাগে রাখিয়া যুদ্ধারম্ভ করিতে হয়। এই সময় গ্রহগণ ও বায়ু অনুকূল হইলে যুদ্ধে প্রায়ই জয় হইয়া থাকে। যুদ্ধকালে প্রধান প্রধান সৈন্যদিগের নাম ও গোত্র উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করা আবশ্যক। (অগ্নিপু° রণদীক্ষাপ্র°)

যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যূহস্থ সেনা ও সেনাপতিগণ কিরূপভাবে সঞ্চরণ বা কিরূপে যুদ্ধ করিবেন, শুক্রনীতিতে তাহার বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—সৈন্যগণ সমবেত হইলে ব্যূহ রচনার জন্য বাদ্য বা সঙ্কেত ধ্বনি করিতে হয়, ইহা শুনিয়া সৈন্যগণ পূর্ব্বের শিক্ষানুসারে ব্যূহাকারে অবস্থান করিবে। এই বাদ্য বা সঙ্কেতধ্বনি শুনিয়া অপর কেহ জানিতে না পারে যে কোন প্রকার ব্যূহ রচিত হইয়াছে। ইহা কেবল স্বীয় সৈন্যেরাই অবগত থাকিবে।

রাজা বা সেনাপতি বহুবিধ ব্যূহ রচনা করিবেন। যে স্থলে যেরূপ প্রয়োজন বোধ করিবেন, তথায় অশ্ব, হস্তী ও পদাতি সৈন্যের ভিন্ন ভিন্ন ব্যূহ নির্ম্মাণ করিবেন। রাজা বা রাজপ্রতিনিধি ব্যূহসঙ্কেত সকল উচ্চরবে শুনাইবেন। ব্যূহের বাম বা দক্ষিণভাগে এবং সময় বিশেষে মধ্যস্থলে থাকিয়া এরূপ উচ্চরবে সাঙ্কেতিক শব্দ করিবেন যেন ব্যূহস্থ সকল সৈনিকই তাহা শুনিতে পায়।

সৈনিকগণ সেই সঙ্কেতধ্বনি শুনিয়া শিক্ষাকালে যেরূপ উপদেশ পাইয়াছিল, তদনুসারে কার্য্য করিবে। সম্মীলন, প্রসরণ, প্রভ্রমণ, আকুঞ্চন, যান, প্রয়াণ, অপযান, পর্য্যায়ক্রমে সাম্মুখ্য, সমুত্থান, লুণ্ঠন, অষ্টদলাকারে অবস্থান, বা চক্রাকারে বেষ্টন, সূচীতুল্য, শকটাকার, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, পৃথক্‌ভবন,

অগ্রে অগ্রে পর্য্যায় ক্রমে পংক্তিপ্রবেশ, ভিন্ন প্রকারে অস্ত্রশস্ত্রাদির ধারণ, সন্ধান, লক্ষ্যভেদ, অস্ত্রক্ষেপ, শস্ত্রনিপাত, শীঘ্র সন্ধান, শীঘ্র অস্ত্রাদি গ্রহণ, শীঘ্র আত্মরক্ষা, অথবা আপনাকে লুক্কায়িত করা, পরকীয় সৈন্ত বা প্রহরীর প্রতীঘাত করা, দুই দুই, তিন তিন বা চারি চারিজনে একত্র হইয়া পঙ্‌ক্তিক্রমে গমন করা, পিছু হাঁটা, সম্মুখদিকে বা পশ্চাদ্‌ভাগে পলায়ন করা অথবা শত্রুর দিকে ধাবিত হওয়া ইত্যাদি বহুবিধ কার্য্য পূর্ব্বশিক্ষা অনুসারেই করিবে, কদাচ ইহার অন্তথাচরণ করিবেন না।

ব্যূহস্থিত সৈনিক অব্যর্থতার জন্ত প্রথমে একটু অগ্রে ধাবিত হইয়া পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ পিছু হাঁটিয়া অস্ত্রত্যাগ করিবে। বিক্ষিপ্তাস্ত্র সৈনিক বসিয়া পড়িবেন, বা পিছু হাঁটিয়া আসিবে। বিপক্ষকে যখন উপবিষ্ট দেখিবে, তখনই অমনি তৎসমীপবর্ত্তী হইয়া অস্ত্র ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

শুক্রনীতিতে ব্যূহরচনার বিষয় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; রাজা বা সেনাপতি যেরূপ সঙ্কেত প্রকাশ করিবেন, সৈনিকগণ তদনুসারে হয় একে একে না হয় দুয়ে দুয়ে কিংবা বহুজনে শিক্ষানুরূপ সঞ্চরণ করিবে। বলাকাসমূহ যেমন আকাশে পঙ্‌ক্তিক্রমে গমন বা ভ্রমণ করে, যুদ্ধ স্থান ও সৈন্তবল বিবেচনা করিয়া সেইরূপ ক্রৌঞ্চব্যূহ করিতে হইবে। বক যেরূপ দল বাঁধিয়া বিচরণ করে, সেইরূপ দলে দলে ইহা সাজান হয় বলিয়া এই ব্যূহের নাম ক্রৌঞ্চব্যূহ।

শ্যেনব্যূহ—ইহার পঙ্‌ক্তিক্রমে গ্রীবাদেশ সূক্ষ্ম, পুচ্ছদেশ মধ্যম, পক্ষদ্বয় স্থূল করা আবশ্যক। শ্যেনব্যূহের পক্ষ বিস্তৃত, গলদেশ ও পুচ্ছ মধ্যম, মুখ শ্যেনপক্ষীর ন্যায়।

মকরব্যূহ—চতুষ্পদাকার, বক্ত্রদেশ স্থূল ও দীর্ঘ, ওষ্ঠ দ্বিগুণ। সূচীব্যূহের মুখ সূক্ষ্ম, দীর্ঘ ও সমদণ্ডাকার, এবং রন্ধ্রযুক্ত।

চক্রব্যূহের মার্গ অর্থাৎ প্রবেশযোগ্য পথ একটী, ৮টী কুণ্ডলাকৃতি পঙ্‌ক্তির দ্বারা বেষ্টিত।

সর্ব্বতোভদ্রব্যূহের চতুর্দ্দিকে ৮ পরিধি, ইহার প্রবেশ যোগ্য দ্বার নাই, ইহা বলয়াকৃতি ৮টী পঙ্‌ক্তি দ্বারা নির্ম্মিত ও গোল। সকল দিকেই ইহার মুখ থাকে। শকটব্যূহ শকটাকার, ব্যালব্যূহ সর্পাকার। এইরূপ অন্তান্ত ব্যূহও অন্তান্ত জন্তুর আকারবিশিষ্ট।

বিপক্ষপক্ষের সৈন্ত অল্প কি অধিক এবং রণভূমি সম বা বন্ধুর, তাহা স্থির করিয়া এক বা ততোধিক ব্যূহ রচনা করিতে হয়। যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা বুঝিয়া সেনাপতি মিশ্রব্যূহও রচনা করিতে পারেন।

রাজাদিগের বহু শত্রু, এবং পররাজ্যের সহিত তাহাদের সর্ব্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহ হইবার সম্ভাবনা। এইজন্ত তাহাদের এক একটী দুর্গমস্থান প্রস্তুত রাখা আবশ্যক। এই সকল দুর্গম্য দুর্ভেদ্য স্থান দুর্গ নামে অভিহিত হয়। ইহা রাজাদের একটী প্রধান সম্পদ্‌। রাজগণ দুর্গে অবস্থান করিয়া বহু সৈন্তের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন। [দুর্গের বিবরণ দুর্গ শব্দে দ্রষ্টব্য]

যুদ্ধকালে রাজা বা সেনাপতি মুহুর্মুহুঃ উৎসাহবর্দ্ধক বাক্যের দ্বারা যোধগণকে উত্তেজিত করিবেন। বীরগণ ঐ বাক্যে উত্তেজিত হইয়া জীবনাস্ত পণ করিয়া যুদ্ধ করিবে।

রণে জয়লাভ হইলে রাজা যোধগণকে পারিতোষিক প্রদান করিবেন, ইহার বিষয় এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। রণক্ষেত্রে যোধগণ সেনাপতির আজ্ঞানুরূপ কার্য্য সম্পাদন করিলে রাজা তাহাকে সমাদর, সর্ব্বসমক্ষে তাহার প্রশংসা এবং পারিতোষিক প্রদান করিবেন। যে শূর শত্রুরাজাকে বধ করে, রাজা তাহাকে হৃষ্ট হইয়া নিযুত খর্ব্ব (সুবর্ণ মুদ্রা) প্রদান করিবেন, যুবরাজ বা প্রধান সেনাপতি বধ করিলে তাহার অর্দ্ধ, অক্ষৌহিণীপতি বধ করিলে তদর্দ্ধ, মন্ত্রী বা প্রধানামাত্যকে বধ করিলে তদর্দ্ধ পুরস্কার দেওয়া কর্ত্তব্য। অনীকিনী, চমূ, পৃতনা, বাহিনী, গণ, গুল্ম, সেনামুখ ও পত্তি এই সকলের অধিপতিদিগকে বধ করিতে পারিলে অর্দ্ধক্রমে পারিতোষিক পাইবে।

যতবার রণযাত্রা হইবে, তাহার প্রত্যেক যাত্রাতেই রাজা সৈন্ত ও ভৃত্যদিগকে আহার ও আচ্ছাদন (খোরাক-পোষাক) নিজ কোষ হইতে প্রদান করিবেন। কিন্তু যখন রণাদি থাকিবে না, তখন কেবলমাত্র তাহাদিগকে বেতন দিবেন।

পর রাজ্য জয় হইলে যে সকল দ্রব্য লুণ্ঠিত হইবে, রাজা তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ গ্রহণ করিবেন এবং অপরার্দ্ধ সৈনিকদিগকে বিভাগ করিয়া দিবেন।

কোন সৈনিক রণক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে রাজা তাহার স্ত্রীপুত্রদিগকে মাসিকবৃত্তি প্রদান করিবেন। কেহ আহত হইলে রীতিমত তাহার চিকিৎসা করাইবেন। কোন সৈনিক রণে আহত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইলেও তাহার জীবিকা প্রদান করা বিধেয়।

"যুদ্ধে স্বার্থে মৃতা যে চ শত্রুভিস্তৎস্ববন্ধুষু।
সেবয়া জীবিতা যে চ দেয়ং তেষাং হি জীবনম্‌॥" ইত্যাদি।
(নীতিপ্রকা০)

যুদ্ধক্ষেত্রে সাধারণত ধনুঃ, ইষু, ভিন্দিপাল, শক্তি, দ্রুঘণ, তোমর, নলিকা, লগুড়, পাশ, চক্র, দন্তকণ্টক, ভুশুণ্ডী, পরশু,

গোশীর্ষ, অসি, কুন্ত, লঘিত্র, স্থূণ, প্রাস, পিণাক, গদা, মুদ্গর, সীর, মুষল, পট্টিশ, পরিঘ, ময়ূখী, শতঘ্নী, দণ্ড, দণ্ডচক্র, ধর্ম্মচক্র, কালচক্র, ঐন্দ্রচক্র, শূল, ব্রহ্মশির, মোদকী, বরুণপাশ, বায়ু অস্ত্র, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, হয়শির, বিস্তা, অবিস্তা, গন্ধর্ব্ব, নন্দন, বর্ষণ, শোষণ, প্রস্বাপন, প্রশমন, সন্তাপন, বিলাপন, নাগাস্ত্র, গারুড়াস্ত্র, নারাচ ও জৃম্ভণ প্রভৃতি শত শত অস্ত্র ব্যবহৃত হইত।

মহাভারতাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে পরস্পর ধর্ম্ম নিয়ম প্রচার করা হইত, উভয়পক্ষ পরস্পর এইরূপ প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ হইত যে, আমরা অধর্ম্ম বা অন্যায়পূর্ব্বক রণ করিব না, আরব্ধ সমর সমাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার আমাদের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপিত হইবে। দিন দিন দৈনিক আহবের অবসানে রাত্রিকালে আমাদের শত্রুতা বিদূরিত হইবে। তুল্যযোগ অতিক্রম, অন্যায়াচরণ ও কেহ কাহাকে প্রতারণা করিব না। বাক্‌যুদ্ধ কালে বাক্‌যুদ্ধ ও অস্ত্রযুদ্ধকালে অস্ত্রকাণ্ডই হইবে। পলায়িত ও ব্যূহচ্যুত ব্যক্তিকে প্রহার করা হইবে না। রথী রথীর সহিত, গজারোহী গজারোহীর সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত, পদাতি পদাতির সহিত যোগ্যতা, উৎসাহ, বল ও অভিলাষানুসারে রণ করিবে, তাহাতে কেহ প্রতিকূল কি প্রতিবন্ধক হইবে না। অগ্রে সতর্ক করিয়া পশ্চাদ্ প্রহার করিবে। বিশ্বস্ত ও ভয়বিহ্বল ব্যক্তিকে প্রহার করিবে না, নিরস্ত্র ও বর্ম্মরহিত ব্যক্তিকে প্রহার করা বিধেয় নহে। সারথি, ভারবাহী, শাস্ত্রনেতা, দাস ও বাদ্যকর প্রভৃতিকে বধ করা নিষিদ্ধ।

পূর্ব্বে যে সকল অস্ত্রের নাম উল্লেখ করিয়াছি, ইহা ভিন্ন দেবাস্ত্র অর্থাৎ মন্ত্রাত্মক বহুবিধ অস্ত্রেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈশম্পায়নপ্রোক্ত ধনুর্ব্বেদে লিখিত আছে যে, কলিকালে ঐ সকল অস্ত্র বিকৃত হইয়া যায়, তাহার কারণ এই যে, কালের পরিবর্ত্তনে মানবের দেহ, শক্তি ও বুদ্ধির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। দেহ, শক্তি ও বুদ্ধির বিকারবশতঃ লৌহগুলিকা বা সীসক-গুলিকার নিক্ষেপক, লৌহাদি নির্ম্মিত যন্ত্র সকল এবং অন্যান্য প্রাণিসংহারক যন্ত্র সকল দ্বারা কলিকালের লোক সকল কূটযুদ্ধ করিবে। এই সকল কূটযুদ্ধ ধর্ম্মবিগর্হিত, এবং ইহাতে কিছু মাত্র পৌরুষ নাই।

"এতানি বিকৃতিং যান্তি যুগপর্য্যায়তো নৃপ।
দেহদার্ঢ্যানুসারেণ তথা বুদ্ধ্যনুসারতঃ॥
যন্ত্রাণি লৌহসীসানাং গুলিকাক্ষেপণানি চ।
তথা চোপলযন্ত্রাণি কৃত্রিমাণ্যপরাণ্যপি।
কূটযুদ্ধসহায়ানি ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে॥"

(বৈশম্পায়নপ্রোক্ত ধনুর্ব্বেদ)

ইতিহাস আলোচনা করিলে প্রাচীন রণপ্রথার অনেক তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। পুরাকালের শুম্ভনিশুম্ভ, ও রামরাবণের রণ, কুরুপাণ্ডবের ভারতসমরকথা যথাযথভাবে পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতাদিতে বর্ণিত আছে। ভারতের ঐ সকল সুবিখ্যাত ও সর্ব্বজনপরিচিত মহাযুদ্ধ যে সময়ে সংঘটিত হয়, সেই সমকালে প্রাচীন সমৃদ্ধ আসিরীয়া, বাবিলোনীয় প্রভৃতি রাজ্যে খৃষ্টপূর্ব্বের প্রায় ৩ হাজার বৎসর পূর্ব্বে রথারোহণে রণ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। এখন নিনিভে, খোর্শাবাদ, নিমরুদ প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন ধ্বস্তকীর্ত্তির মধ্যে প্রস্তরফলকাঙ্কিত যে সকল রণচিত্র প্রতিফলিত রহিয়াছে, তদৃষ্টে জানা যায় যে আসিরীয় ও বাবিলোনীয় প্রাচীন জনগণ ধনুর্ব্বাণহস্তে রথারোহণে যুদ্ধ করিতেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে য়ুরোপেও তীরধনুক লইয়া যুদ্ধ করিবার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতেও কামান বন্দুক প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিবার রীতি ছিল। য়ুরোপেও প্রথমে কাড়াবিন্ (Carabine) নামক বন্দুকের ব্যবহার ছিল। তৎপরে বন্দুক ও কামানের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

খৃষ্টজন্মের পূর্ব্ব হইতে রোমক, বর্ব্বর, হূণ ও কার্থেজীয়দিগের রণে অক্ষয় খ্যাতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। কার্থেজীয় হানিবল একজন অদ্বিতীয় বীর ছিলেন। গ্রীক কবি হোমারের গ্রন্থে ইউলিসিস্ প্রভৃতি মহাবীরের উল্লেখ দেখা যায়। জরক্ষেশ ও দরায়ুস প্রভৃতি পারস্যরাজ এবং মাকিদনপতি আলেকসান্দারের যুদ্ধকাহিনী জগতে অতুলনীয়। মোগলপতি চেঙ্গিশ খাঁর দেশবিধ্বংসী পরাক্রমের কথা ইতিহাসে বিবৃত আছে।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দে যখন ভারতে ইংরাজ, ফরাসি, মুসলমান প্রভৃতি খণ্ডবিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া স্ব স্ব প্রতিপত্তি স্থাপনে বদ্ধপরিকর ছিলেন, তখন য়ুরোপের বিখ্যাত বীর নেপোলিয়ানের (বোনাপার্ট) প্রাদুর্ভাব হয়। নেপোলিয়ান যুদ্ধবিদ্যার অনেক সংস্কার করিয়া গিয়াছিলেন। এই সকল রণে, কামান, বন্দুক, তরবারি ও বর্ষা প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দের ট্রান্সভাল সমরে 'লঙ্‌টম্' নামক বিখ্যাত কামান নির্ম্মিত হয়। ইহার পূর্ব্বে জর্ম্মণির প্রসিদ্ধ ধাতুবিদ্ সামুয়েল মাক্সিম 'Maxim gun' নামক সুপ্রসিদ্ধ কামানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ কামানের সাহায্যে ঘণ্টায় ২ বা ৩ শত গোলা নিক্ষেপ করা যায়। ইংরাজরাজ টিরা অভিযানে ও বর্ত্তমান তিব্বত অভিযানে ঐ 'মাক্সিম গান্' আস্তে আস্তে চালাইয়া ছিলেন।

বর্ত্তমান ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে রুষজাপান যুদ্ধে যেরূপ

বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্রাদি ব্যবহৃত হইতেছে, এরূপ ভয়াবহ যুদ্ধ আর জগতে সংঘটিত হয় নাই। নেপোলিয়ানের অষ্ট্রা-লিট্‌জ্‌ সমর ও ইংরাজ নৌসেনাপতি নেল্‌সনের ট্রাফল্‌গার রণ বর্ত্তমান ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারতে গজনী-পতি মাহ্মুদ, মহম্মদঘোরি, বাবরশাহ, নাদির শাহ প্রভৃতির আক্রমণ কালে অনেকবার সমর ঘটিয়াছিল বটে; কিন্তু তাহাতে উভয় পক্ষের বলাবল সমতুল্য ছিল না। ঐ সময় হইতে ভার-তীয় রাজন্যগণের মধ্যেও স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠা লইয়া সংখ্যাতীত রণক্রীড়া হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল রণের মধ্যে ইংরাজাধিকারে ভারতীয়ের স্বাধীনতাপ্রয়াস উপলক্ষে মহারাষ্ট্র-সমর ও সিপাহী-বিদ্রোহ সামান্য রণকৌশলের পরিচায়ক নহে।

৩ গ্রহদিগের পরস্পরমিলনকে যুদ্ধ কহে, ইহার মধ্যে একটু বিশেষ এই মঙ্গলাদি পঞ্চ গ্রহের পরস্পর মিলনই যুদ্ধ নামে, চন্দ্রের সহিত মিলন সমাগম এবং সূর্য্যের সহিত মিলন অস্ত নামে অভিহিত হয়। বৃহৎসংহিতায় এই গ্রহযুদ্ধের বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"বিয়তি চরতাং গ্রহাণামুপর্য্যুপর্য্যাত্মমার্গসংস্থানাং।
অতিদূরাদ্দৃগ্‌বিষয়ে সমতামিব সম্প্রয়াতানাম্॥
আসন্নক্রমযোগাদ্ভেদোল্লেখাংশুমর্দ্দনাসব্যৈঃ।
যুদ্ধং চতুষ্প্রকারং পরাশরাদ্যৈর্ম্মুনিভিরুক্তং॥" (বৃহৎস° ১৭।২-৩)

উপর্য্যুপরি ভাবে আত্মমার্গসংস্থিত গ্রহগণের যে অতি দূর হইতে দর্শন-বিষয়ে সমতা তাহাকে গ্রহযুদ্ধ কহে। পরা-শরাদি মুনিগণ এই গ্রহযুদ্ধকে আসন্ন ক্রমযোগ হেতু ভেদ, উল্লেখ, অংশুমর্দ্দন ও অপসব্য এই চারি ভাগে বিভাগ করিয়াছেন।

গ্রহদিগের ভেদ যুদ্ধ হইলে অনাবৃষ্টি, সুহৃদ্ ও কুলীন-গণের ভেদ হয়। উল্লেখে শাস্ত্রভয়, মন্ত্রিবিরোধ ও দুর্ভিক্ষ, অংশুমর্দ্দনে রাজগণের যুদ্ধ ও রোগ এবং অপসব্যে নৃপতি-গণের সমর উপস্থিত হইয়া থাকে।

সূর্য্য মধ্যাহ্নে আক্রন্দ, পূর্ব্বাহ্নে পৌর এবং অপরাহ্নে যায়ী। (আক্রন্দ, পৌর ও যায়ী ইহা গ্রহদিগের এক প্রকার গতি।) বুধ, শুক্র ও শনি ইহারা সর্ব্বদা পৌর, চন্দ্র নিত্য আক্রন্দ, কেতু, কুজ, রাহু, ও শুক্র ইহারা যায়ী অর্থাৎ গ্রহসকল ঐ প্রকার গতিবিশিষ্ট।

যে গ্রহ দক্ষিণদিকস্থিত রুক্ষ, কম্পিত, অপ্রাপ্ত হইয়া সম্যক্‌রূপে নিবৃত্ত অর্থাৎ বক্রী ক্ষুদ্র অন্তগ্রহ দ্বারা আচ্ছাদিত, বিকৃত, নিষ্প্রভ ও বিবর্ণ বোধ হয়, সেই গ্রহ পরাজিত হইয়া থাকে, আর ইহার বিপরীত লক্ষণ হইলে গ্রহ জয়ী বলিয়া অভিহিত হয়। কিন্তু বিপুলমণ্ডল স্নিগ্ধ ও দ্যুতিমান্ হইয়া দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী হইলেও তাহাকে জয়ী বলা যায়। এই লক্ষণটী কেবল শুক্রের পক্ষে জানিতে হইবে। কারণ শুক্র ভিন্ন কোন গ্রহই জয়ী হইয়া দক্ষিণদিক্‌বর্ত্তী হয় না। আর ইহাও জানা উচিত যে, শুক্র দক্ষিণদিকেই থাকুক বা উত্তরেই থাকুক প্রায়ই সমরে জয়ী হয়।

"উদক্‌স্থো দক্ষিণস্থো বা ভার্গবঃ প্রায়শো জয়ী।" (সূর্য্যসি°)

গ্রহযুদ্ধকালে দুইটী গ্রহই যদি রশ্মিযুক্ত, বিপুলমণ্ডল ও স্নিগ্ধ হয়, তাহাকে অন্যোন্যপ্রীতি কহে। এইরূপ হইলে পৃথি-বীতে রাজগণের যুদ্ধকালে সমতা হয়।

গ্রহদিগের এইরূপ নক্ষত্রাদির সহিতও সমর হইয়া থাকে। গ্রহ ও নক্ষত্রগণ যে সকল দেশ ও দ্রব্যাদির অধিপতি বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যে যে গ্রহ বা নক্ষত্র যখন পরাজিত হয়, তখন সেই সেই দ্রব্য বা সেই সেই দেশের অনিষ্ট হইয়া থাকে। যে গ্রহ জয়ী হয়, তদধীন দ্রব্য ও দেশের শুভ হইয়া থাকে।

(বৃহৎস° ১৭ অ°)

যুদ্ধক (ক্লী) যুদ্ধমেব স্বার্থে ক। যুদ্ধ।

যুদ্ধকারিন্ (ত্রি) যুদ্ধং করোতি কৃ ণিনি। যুদ্ধকর্ত্তা, যিনি যুদ্ধ করেন।

যুদ্ধকীর্ত্তি (পুং) শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যভেদ।

যুদ্ধপুরী (স্ত্রী) নগরভেদ।

যুদ্ধভূ (স্ত্রী) যুদ্ধস্য-ভূঃ বা যুদ্ধোপযুক্তা-ভূঃ। যুদ্ধের ভূমি, যুদ্ধোপযুক্তভূমি, যে ভূমিতে যুদ্ধ করা যাইতে পারে।

যুদ্ধময় (ত্রি) যুদ্ধ-স্বরূপে ময়ট্। ১ যুদ্ধস্বরূপ। ২ রণসম্ব-ন্ধীয়। ৩ রণপ্রিয়।

যুদ্ধমুষ্টি (পুং) উগ্রসেনের পুত্র। (বিষ্ণুপু°)

যুদ্ধমেদিনী (স্ত্রী) যুদ্ধোপযুক্তা মেদিনী। রণভূমি।

(রামায়ণ ৬।১৯।১৬)

যুদ্ধরঙ্গ (পুং) যুদ্ধে রঙ্গো রাগো যস্য। ১ কার্ত্তিকেয়। (শব্দচ°) যুদ্ধস্য রঙ্গঃ। ২ যুদ্ধস্থল।

"অন্যোহন্যং জঘ্নিরে ক্রুদ্ধাঃ যুদ্ধরঙ্গগতা নরাঃ।" (ভারত ৭।৯৫।১৮)

যুদ্ধবৎ (ত্রি) যুদ্ধং বিদ্যতেঽস্য যুদ্ধ (বলাদিভ্যোমতুবন্যতরস্যাং। পা ৫।২।১৩৬) ইতি মতুপ্, মস্য ব। ১ রণবিশিষ্ট। এই সূত্রানুসারে পক্ষে ইন্ প্রত্যয় করিয়া 'যুদ্ধিন্' এইরূপ পদও হইবে।

যুদ্ধবস্তু (ক্লী) যুদ্ধার্থং বস্তু। যুদ্ধোপকরণ, যুদ্ধের দ্রব্য।

যুদ্ধবিদ্যা (স্ত্রী) যুদ্ধস্য বিদ্যা। যুদ্ধবিষয়কবিদ্যা।

যুদ্ধবীর (পুং) যুদ্ধে বীরঃ। রণনিপুণ, রণকুশল।

যুদ্ধশালিন্ (ত্রি) যুদ্ধ-শাল-ণিনি। ১ যোধপুরুষ, যোদ্ধা, রণকারী। ২ সাহসী।

যুদ্ধসার (পুং) যুদ্ধস্য সারঃ। ঘোটক। (শব্দচ°)

যুদ্ধস্থল (ক্লী) যুদ্ধস্য স্থলং। যুদ্ধের স্থান।

যুদ্ধাচার্য্য (পুং) যুদ্ধস্য আচার্য্যঃ। রণশিক্ষাদাতা, যাহার নিকট রণকৌশল শিক্ষা করা যায়। ব্রাহ্মণ যুদ্ধাচার্য্য হইলে নিন্দিত হন।

"পক্ষিণাং পোষকো যশ্চ যুদ্ধাচার্য্যস্তথৈব চ।" (মনু ৩।১৬২)

যুদ্ধাজি (পুং) অঙ্গিরার গোত্রাপত্য।

যুদ্ধাধ্বন্ (পুং) যুদ্ধস্য অধ্বা। ১ রণে গমন। ২ যুদ্ধপথ।

যুদ্ধাবসান (ক্লী) যুদ্ধস্য অবসানং। যুদ্ধের শেষ।

যুদ্ধিন্ (ত্রি) যুদ্ধমস্ত্যস্যেতি (বলাদিভ্যো মতুবন্যতরস্যাং। পা ৫।২।১৩৬) ইতি পক্ষে ইনি। যুদ্ধবিশিষ্ট, যুদ্ধবান্।

যুদ্ধোন্মত্ত (ত্রি) যুদ্ধে উন্মত্তঃ। অতিশয় যুদ্ধপরায়ণ। (পুং) ২ রাক্ষস। (রামায়ণ ৫।১২।১৪)

যুদ্ধোপকরণ (ক্লী) যুদ্ধস্য উপকরণং। যুদ্ধের উপকরণ, অস্ত্রশস্ত্রাদি, যাহা দ্বারা যুদ্ধ করা যায়।

যুদ্ধ্ব (স্ত্রী) রণভূমি, রণক্ষেত্র।

যুধ,যুদ্ধ। দিবাদি° আত্মনে° অক° অনিট্, হননার্থে সকর্ম্মক। লট্ যুধ্যতে। লোট্ যুধ্যতাং। লিট্ যুযুধে। লুট্ যোদ্ধা। লৃট্ যোৎস্যতে। আশীর্লিঙ্ যোৎসীষ্ট। লুঙ্ অযুদ্ধ, অযুৎসতাং, অযুৎসত। সন্ যুযুৎসতে। যঙ্ যোযুধ্যতে। যঙ্ লুক্ যোযোদ্ধি। ণিচ্ যোধয়িতা। লুঙ্ অযুযুধৎ।

যুধ্ (স্ত্রী) যোধনমিতি যুধ্-ক্বিপ্। যুদ্ধ, সংগ্রাম।

"যো ন দেবাসুরৈঃ সর্বৈঃ শক্যঃ প্রসহিতুং যুধি।
তং পশ্য সুখসংসুপ্তং তৃণেষু সহ সীতয়া॥"
(রামায়ণ ২।৫২।১০)

যুধাংশ্রৌষ্টি (পুং) জনৈক ঋষি। (ঐতরেয়ব্রা° ৮।২১)

যুধাজি (পুং) অঙ্গিরার বংশধর।

যুধাজিৎ (পুং) ১ ক্রোষ্টু নৃপপুত্র, মাদ্রী গর্ভজাত নৃপভেদ। (হরিবং ৩৫ অ°) ২ কেকয়পুত্র, ভরতের মাতামহ। ৩ বৃষ্ণিপুত্র। ৪ উজ্জয়িনী-রাজভেদ।

যুধান (পুং) যুধ্যতেঽসৌ যুধ (যুধি বুধি দৃশঃ কিচ্চ। উণ্ ২।৯০) ইতি আনচ্, স চ কিৎ। ১ ক্ষত্রিয়। ২ রিপু। (উজ্জ্বল)

যুধামন্যু (পুং) রাজভেদ। ভারতযুদ্ধকালে ইনি পাণ্ডব পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

"যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।" (গীতা ১।৬)

যুধাসুর (পুং) রাজা নন্দের নামভেদ।

যুধিক (ত্রি) যুধ-ক্বিক্। যোদ্ধা।

যুধিঙ্গম (পুং) যুদ্ধে গমন। (অথর্ব্ব° ২০।১২৪।১১)

যুধিষ্ঠির (পুং) যুধি সংগ্রামে স্থিরঃ (গবিযুধিভ্যাং স্থিরঃ। পা ৮।৩।৯৫) ইতি যত্বং। (হলদন্তাৎ সপ্তম্যাঃ সংজ্ঞায়াং। পা ৬।৩।৯) ইতি অলুক্। পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠপুত্র, পর্য্যায় অজাতশত্রু, শল্যারি, ধর্ম্মপুত্র, অজমীঢ়। (হেম)

হস্তিনাপুরের চন্দ্রবংশীয় স্বনামখ্যাত রাজা। ইনি পঞ্চপাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। মহাভারতে লিখিত আছে যে, কুন্তী দুর্ব্বাসাপ্রদত্ত মন্ত্র যথাবিধানে জপ করিয়া ধর্ম্মের সহযোগে এই পুত্র লাভ করেন। কার্ত্তিকমাসের পূর্ণাতিথি অর্থাৎ শুক্লাপঞ্চমীতে চন্দ্রযুক্ত জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে, অভিজিৎ নামক অষ্টম মুহূর্ত্তে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় কুন্তী এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। জন্মগ্রহণকালে আকাশবাণী হইয়াছিল যে, "পাণ্ডুর এই প্রথম পুত্র ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ,বিক্রান্ত, নরোত্তম,সত্যবাদী,ভূমণ্ডলের একচ্ছত্রাধিপতি, ত্রিলোকবিশ্রুত যশস্বী, তেজস্বী, ব্রতপরায়ণ এবং যুধিষ্ঠির নামে বিখ্যাত হইবেন।" এইরূপে যথাক্রমে কুন্তীর গর্ভে ভীম ও অর্জ্জুন এবং মাদ্রীর উদরে নকুল ও সহদেবের উৎপত্তি হয়। অনন্তর মৈথুনধর্ম্মের অনুগামী হইয়া ভূপাল পাণ্ডু হতচেতন হন। [পাণ্ডু দেখ।]

পাণ্ডুর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাপিত হইলে, কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম বন্ধুগণের সহিত সমস্ত কুরুগণকে ও সহস্র সহস্র বিপ্রশ্রেষ্ঠকে ভোজন করাইলেন। তদনন্তর তাঁহারা কৃতশৌচ পাণ্ডবগণকে লইয়া হস্তিনাপুরে প্রবিষ্ট হইলেন।

পাণ্ডবগণ বেদবিহিত সংস্কারসমূহ প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ ভোগ্যবস্তু ভোগ সহকারে পিতৃগৃহেই পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা হৃষ্টচিত্তে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের সহিত ক্রীড়া করিতেন। এখানে তাঁহারা বাল্যক্রীড়ারত হইয়া কৃত্রিম যুদ্ধাদি অভ্যাস করিয়াছিলেন। পিতামহ ভীষ্মদেব পৌত্রগণের বিশিষ্টরূপ বিদ্যা ও বিনয়শিক্ষার নিমিত্ত বাণপ্রয়োগনিপুণ, অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ বীর্য্যশালী দ্রোণাচার্য্যকে নিযুক্ত করেন। মহাভাগ দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরাদিকে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন। অল্পকালের মধ্যেই কৌরব ও পাণ্ডবগণ সর্ব্বশাস্ত্রে সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ করেন। যুধিষ্ঠির রথিশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। বর্শা চালনায় তাঁহার লক্ষ্য স্থির ছিল। তিনি শাসন ও পরিদর্শন কার্য্যে যেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, যুদ্ধবিদ্যায় সেরূপ প্রখর প্রভাব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। মহাভারতের আদিপর্ব্বে ১৩৪ অধ্যায়ে শ্যেননিগ্রহপ্রসঙ্গে অর্জ্জুনব্যতীত পাণ্ডবকৌরবগণের তীক্ষ্ণদৃষ্টি, লক্ষ্য জ্ঞান ও যুদ্ধশাস্ত্রে অভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। [দ্রোণাচার্য্য দেখ।]

শিক্ষা সমাপ্ত হইয়া সংবৎসর অতীত হইলে পর ধৃতরাষ্ট্র

পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। এই আচরণে বিরক্ত ও ঈর্ষান্বিত হইয়া দুর্য্যোধন অন্ধ পিতাকে তিরস্কারপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সৌভাগ্যনাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনন্তর শকুনি, রাজা দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণ একত্র হইয়া সপুত্রা কুন্তীদেবীকে দগ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। এই কুমন্ত্রণার ফলে পাণ্ডবগণের বারণাবতে গমন ও জতুগৃহদাহব্যাপার সংঘটিত হয়। বিদুরের পরামর্শে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা ও কুন্তী নৌকাযোগে পলায়ন করেন এবং ঘটনাচক্রে এক নিষাদী পঞ্চপুত্রসহ তাহাতে দগ্ধীভূত হয়।

অতঃপর পাণ্ডবগণকে মৃত জানিয়া দুর্য্যোধনাদি মহোল্লাসে কিছুকাল যাপন করেন। পাণ্ডবগণ মাতা কুন্তীসহ এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করেন। এখানে হিড়িম্ববধ ও হিড়িম্বাবিবাহ ঘটে। [ভীমসেন দেখ।]

দ্রুপদদুহিতা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরসভায় পঞ্চভ্রাতা দরিদ্র ব্রাহ্মণবেশে যাইয়া উপনীত হন। অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া যাজ্ঞসেনী লাভ করেন। সকলের প্রার্থনায়ও যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পত্নীত্বে বরণ করিতে চাহেন নাই; অবশেষে কুন্তীর আদেশক্রমে পাঁচ ভায়ে তাঁহাকে বিবাহ করেন। দুই দিন করিয়া দ্রৌপদী প্রত্যেকের ঘরে থাকিতেন। কেবল দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও অজ্ঞাতবাসকালে তাঁহারা কেহই দ্রৌপদীর গৃহে প্রবেশ করেন নাই।

যুধিষ্ঠিরের প্রাসাদে পাণ্ডবদিগের অস্ত্রশস্ত্র থাকিত। একদিন যখন দ্রৌপদী তথায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন অর্জ্জুন দস্যুভয়দমনার্থ অস্ত্র লইতে তথায় প্রবেশ করেন। যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ, পিতৃহীন কনিষ্ঠ ভ্রাতার পিতার স্বরূপ, সুতরাং অর্জ্জুনের আগমনে কোন পাপ হয় নাই বলিয়া মিষ্টবাক্যে যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক বারিত হইলেও অর্জ্জুন পাপক্ষালনের জন্য বনগমন করেন।

পাণ্ডবগণ নির্ব্বাসন হইতে প্রত্যাগত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে রাজপাট স্থাপন করেন। যুধিষ্ঠির রাজাসনে আসীন হইয়া প্রজাপালন করিতে থাকেন। তাঁহার ন্যায় কেহই ন্যায়পরতা ও সুবিচারপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে পারেন নাই। ধর্ম্মের বলে প্রজাপুঞ্জও ধার্ম্মিক হইয়া পড়িয়াছিল এবং বসুন্ধরাও ধনধান্যে পূর্ণা হইয়াছিলেন। এক্ষণে অক্ষুণ্ণ প্রতাপ পাণ্ডবগণকে দমন করিতে না পারিয়া পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গ তাঁহার সহিত বন্ধুতা স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ধনৈশ্বর্য্যে পাণ্ডবরাজকোষ পূর্ণ হইয়াছিল।

অর্জ্জুন বানপ্রস্থ হইতে ফিরিয়া আসিলে পর যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দিগ্বিজয়কালে মগধরাজ জরাসন্ধ পাণ্ডবের অধীনতাস্বীকারে অস্বীকার করায় কৌশলে নিহত হন। [রাজসূয় দেখ।]

রাজসূয়-যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও সম্মান নিরীক্ষণ করিয়া দুর্য্যোধন হিংসাবিষে জর্জ্জরিত হইয়া উঠেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পক্ষীয় কৌরবগণও পাণ্ডবগণের বিরোধী হইয়া পড়েন। তদনুসারে তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে নিমন্ত্রণ করিয়া অক্ষক্রীড়ায় নিযুক্ত করেন। পাশা খেলিতে খেলিতে রাজা যুধিষ্ঠির অক্ষনিপুণ শকুনির নিকট একে একে রাজ্য, ধন, ঐশ্বর্য্য, ভ্রাতা, স্ত্রী, সকলই হারিয়া তাঁহার দাস হইলেন। দ্রৌপদীও দাসীরূপে সভায় আসিতে আদিষ্ট হইলেন, তিনি আসিতে সম্মত না হওয়ায় দুঃশাসনকর্ত্তৃক কেশাকর্ষিত হইয়া সভায় আনীত হন; এই সময় ভীম ক্রোধে উন্মত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের শান্তিপূর্ণ মুখের ইঙ্গিতে ধীরভাব ধারণ করেন।

যখন বাহিরের এই গোলযোগের ব্যাপার অন্তঃপুরে বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পৌছিল, তখন তিনি বাহিরে আসিয়া পুত্রদিগকে এই অন্যায় আচরণের জন্য তিরস্কার করিয়া পুত্রবধূ দ্রৌপদী ও পঞ্চ পাণ্ডবগণকে বিদায় দিয়া বলিলেন, "তোমরা দুর্য্যোধনের এই আচরণ ভুলিয়া যাও।" কিন্তু দুর্য্যোধন ক্রোধান্ধ হইয়া পুনরায় মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। প্রতিজ্ঞা রহিল, এইবার যে বাজী হারিবে, সেই দ্বাদশবর্ষ বনবাস ও একবর্ষ অজ্ঞাত বাস করিবে।

পুনরায় খেলা আরম্ভ হইল। শকুনির কৌশলে যুধিষ্ঠির এবার পাশায় হারিলেন, পঞ্চভ্রাতায় দ্রৌপদীসহ বনগমন করিলেন। দ্বাদশবর্ষ বনবাস কালে তাঁহারা দস্যুহস্ত হইতে একবার দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময়ে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে অপহরণ করিতে চেষ্টা পান। ব্যর্থ মনোরথ হইয়া শেষে জয়দ্রথ পাণ্ডবহস্তে বন্দী হন। যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনায় পাণ্ডবগণ জয়দ্রথকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

এই সময়ে দ্বাদশবর্ষ অতীত হইয়া আসিলে, পঞ্চভ্রাতা ও দ্রৌপদী অজ্ঞাতবাসের নিমিত্ত বিরাটভবনে আসিয়া যুধিষ্ঠিরের কর্ম্মচারী পরিচয়ে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন। যুধিষ্ঠির অক্ষদ্যূতজ্ঞ কঙ্ক নামক ব্রাহ্মণ বেশে, ভীম সূপকার, অর্জ্জুন ক্লীবনর্ত্তকী, নকুল অশ্বচিকিৎসক ও সহদেব গোপালক এবং দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রীরূপে অবস্থান করেন। এখানে কীচক কর্ত্তৃক দ্রৌপদী অপমানিত হইলে ভীম ক্রোধে তাহাকে নিধন করেন। অর্জ্জুন উত্তর-গোগৃহের যুদ্ধে সারথি হইয়াছিলেন। [বিরাট দেখ।]

অজ্ঞাতবাসের সময় উত্তীর্ণ হইলে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাজ্যপ্রত্যর্পণের জন্য দুর্য্যোধনের নিকট দূত

রণে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে কোন ফল হয় নাই। ভ্রাতৃগণ ও কৃষ্ণের প্ররোচনায় তিনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হন। যুদ্ধে তাঁহার আদৌ অভিলাষ ছিল না।

যুধিষ্ঠির হস্তিনারাজ্য ও পরে পঞ্চগ্রাম প্রার্থনা করিলে, দাম্ভিক দুর্য্যোধন উত্তর করিয়াছিলেন যে, বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমিও দান করিব না। এই সূত্রে মহাভারতীয় বিখ্যাত কুরুক্ষেত্রের মহাসমর সংঘটিত হয়। ঐ সময়ে পাণ্ডব পক্ষে ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তীভোজ, শৈব্য, যুধামন্যু, উত্তমৌজা প্রভৃতি এবং কৌরবপক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, বিকর্ণ, ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ, ভগদত্ত, শল্য, শাল্ব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ যোধগণ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সময়ে অর্জ্জুনকে প্রবৃদ্ধ করিবার জন্য ভগবান্ কৃষ্ণ যে উপদেশ দান করিয়াছিলেন, তাহাই ভগবদ্গীতা নামে প্রসিদ্ধ হয়।

[অর্জ্জুন, কৃষ্ণ ও গীতা দেখ]

ভারতীয় সমরে শল্যরাজকে পরাজয় ব্যতীত যুধিষ্ঠিরের আর বিশেষ বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। ভীম ও অর্জ্জুনই ভারতযুদ্ধে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের পরামর্শানুসারে 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' বাক্যে গুরু দ্রোণাচার্য্যকে মৃত্যুমুখে পতিত করায় যুধিষ্ঠিরের কাপুরুষতাই প্রকাশ পাইয়াছিল এবং এই পাপের জন্য তাঁহাকে নরকদর্শনও করিতে হইয়াছিল।

কর্ণের সহিত রণে পরাজিত হইয়া অপমানে ও বিপক্ষের লাঞ্ছনায় মর্ম্মাহত হইয়া যুধিষ্ঠির গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনকে তিরস্কার করেন। কারণ তিনি ঐ রণে জ্যেষ্ঠ ও মধ্যমকে কোন সাহায্য করেন নাই। অর্জ্জুন পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা মত গাণ্ডীবনিন্দাকারী জ্যেষ্ঠ সহোদরকে হনন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া মধ্যস্থ হইয়া অর্জ্জুনকে এই দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করেন। [মহাভারত দেখ]

ভারতীয় মহাসমরের অবসান হইলে, যুধিষ্ঠির শোকে অভিভূত হন। কর্ণের জন্য তিনি বিশেষ বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনন্তর তিনি ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও অপরাপর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা করেন। বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রকে সসম্মানে রাখিয়া তিনি কিছুকাল রাজ্যশাসন করেন। অতঃপর তিনি সসাগরা ধরার উপরে পাণ্ডবীয় প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন। মহাভারতের আশ্বমেধিকপর্ব্বে ঐ যজ্ঞের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

অতঃপর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীদেবী গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বন গমন করেন, ইহাতেও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা বিশেষ শোকাবিষ্ট হন। দুই বৎসর পরে মহর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া বনাগ্নিতে ধৃতরাষ্ট্রাদির প্রাণত্যাগবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন। তজ্জন্য শোকাভিভূত পঞ্চভ্রাতা গঙ্গাতীরে তর্পণ ও ব্রাহ্মণদিগকে ধনদান করিয়াছিলেন।

মুষলপ্রভাবে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের ক্ষয় এবং মহাত্মা বাসুদেবের স্বর্গগমনবৃত্তান্ত অবগত হইয়া তিনি অপর ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও দ্রৌপদীকে সঙ্গে লইয়া পরীক্ষিতকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া হিমালয় দেশে মহাপ্রস্থান করেন। কর্ম্মফলে ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী হিমালয়বক্ষে মনুষ্যশরীর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গ গমন করিলেন। অতঃপর যুধিষ্ঠির দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশানুসারে স্বশরীরে স্বর্গে গমন করেন।

দেবিকা নামক পত্নীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের যৌধেয় নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বিষ্ণুপুরাণে তাঁহার পুত্রের নাম দেবক এবং পত্নীর নাম যৌধেয়ী লিখিত হইয়াছে। (ব্রহ্মপুরাণ ২১২ অঃ, শ্রীমদ্ভাগবত ১।৯,১৪,১৫অঃ, ১০।৭৪,৭৫অঃ, দেবী ভাগবত ২।৭ অঃ, মার্কণ্ডেয়পু° ৫অঃ, স্কান্দে নাগরখ° হাটকেশ্বরমাহাত্ম্য ১৪৫, ২১৫, ২১৬ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের প্রসঙ্গ আছে।)

প্রাচীন রাজবংশের তালিকায় ও কোন কোন শিলালিপিতে যুধিষ্ঠিরাব্দের উল্লেখ দেখ যায়। রাজতরঙ্গিণীর মতে কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবগণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। চালুক্যরাজ পুলিকেশির শিলালিপিমতে, এখন যে কল্যব্দ চলিতেছে, তাহাই ভারতযুদ্ধাব্দ।

[যুধিষ্ঠিরাব্দের বিবরণ সংবৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

যুধেন্য (পুং) যোধনার্হ, যুদ্ধোপযুক্ত। "রণেষু প্রপশুন্তো যুধেন্যানি ভূরি" (ঋক্ ১০।১২০।৫) 'যুধেন্যানি যোধনার্হাণি' কৃত্যার্থে তবৈকেন্কেন্যত্বন' ইতি যুধেরর্হার্থে কেন্য প্রত্যয়ঃ'। (সায়ণ)

যুধীয় (ত্রি) যুধ-জীয়। যোদ্ধা।

যুধ্ম (পুং) যুধ্যতে বা যুধ্যন্তে যেন ইতি যুধ (ইষি যুধি দীপ্তি দবিশ্যাধূসূভ্যোমক্। উণ্ ১।১৪৪) ইতি মক্। ১ সংগ্রাম। ২ ধনু। (মেদিনী) ৩ বাণ। ৪ যোদ্ধা। "কৃণোতি যুধ্ম ওজসা জনেভ্যঃ" (ঋক্ ১।৫৫।৫) 'যুধ্মঃ যোদ্ধা' (সায়ণ) ৫ শেষ সংগ্রাম। ৬ শরভ। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি)

যুধ্য (ত্রি) যুদ্ধ করিবার যোগ্য, যাহার সহিত যুদ্ধ করা যাইতে পারে।

যুধ্যামধি (পুং) যুধ্যামধি নামক সপত্ন। "যুধ্যামধিমশি শাদতীকে" (ঋক্ ৭।১৮।২৪) "যুধ্যামধিং যুধ্যামধি নামকং সপত্নং' (সায়ণ)

যুধ্বন্ (ত্রি) যুদ্ধকারী। "যুধ্বাসঞ্জক্রন্দিবোধ" (ঋক্ ১০৩।১৩) 'যুধ্বা সন্ শত্রুভিঃ সহ যুদ্ধং কুর্ব্বন্' (সায়ণ)

যুপ, বিমোহন, ব্যাকুলীকরণ। দিবাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ যুপ্যতি। লোট্ যুপ্যতু। লিট্ যুযোপ, যুযুপতুঃ। লুট্ যোপিতা। লুঙ্ অযোপীৎ, অযুপৎ। সন্ যোযুপিষতি। যঙ্ যোযুপ্যতে, যঙ্ লুক্ যোযুপ্তি।

যুযু (পুং) অশ্ব।

যুযু (দেশজ) জন্তু, ছোট ছোট ছেলেদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য বলা হয় 'জুজু' ধরিয়া লইয়া যাইবে।

যুযুকপুর (পুং) যুনিন্দিতঃ যুক্ যোজনাংস্ত, তাদৃশঃ খুরো যস্ত। ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র। (শব্দচ০)

যুযুজানসপ্তি (ত্রি) যুজ্যমান অশ্ব। "তুরন্তো যুযুজানসপ্তী" (ঋক্ ৬।৬২।৪) 'যুযুজানসপ্তী যুজ্যমানাশ্বৌ' (সায়ণ)

যুযুৎসা (ত্রি) যোদ্ধুমিচ্ছা যুধ-সন্, আপ্। যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা।

যুযুৎসু (স্ত্রী) যোদ্ধুমিচ্ছু, যুধ-সন্ সমস্তাহুঃ। যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক। ২ ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র। "যুযুৎসু করণো নৃপ" (ভরত)

যুযুধন্ (পুং) মিথিলা রাজভেদ। (ভাগবত ৯।১৩।২৫)

যুযুধান (পুং) যুধ্যতেঽসৌ যুধ (মুচি যুধিভ্যাং সন্বচ্চ। উণ্ ২।৯১) ইতি আনচ্, কিৎকার্য্যং সন্বৎকার্য্যঞ্চ। ১ সাত্যকি।

"শৈনেয়স্তু শিনের্নপ্তা যুযুধানশ্চ সাত্যকিঃ।" (ত্রিকা০)

২ ইন্দ্র। ৩ ক্ষত্রিয়। (ত্রি) ৪ যোদ্ধা।

যুযুধি (ত্রি) শত্রুকর্ত্তৃক যুধ্যমান পুরুষ। "যুযুধয়ঃ ন জগ্ময়ঃ" (ঋক্ ১।৮৫।৮) 'যুযুধয়ঃ শত্রুভির্যুধ্যমানাঃ পুরুষাঃ' (সায়ণ)

যুবক (পুং) যুবন্-কন্ যুবা। ১৬ বৎসরের পর ৩৫ বর্ষ বয়স্ক ব্যক্তিকে যুবক কহে।

"আষোড়শাত্তবেদ্বালঃ পঞ্চত্রিংশৎ যুবা নরঃ।" (হারীত ১।৫ অঃ)

যুবখলতি (ত্রি) যুবা খলতি (যুবা খলতিপলিতবলিন জরতীভিঃ। পা ২।১।৬৭) ইতি সমাসঃ। রোগযুক্ত যুবা, যে যুবকের মাথায় 'খলতি' ইন্দ্রলুপ্ত অর্থাৎ টাক্ আছে, ইন্দ্রলুপ্তরোগবিশিষ্ট যুবক। কর্ম্মধারয় সমাসে বিকল্পে পর নিপাত 'খলতিযুবা' এইরূপ পদও হইবে। 'যুবতী খলতী' ইহাতে 'যুবখলতী' এইরূপ পদ হইবে। ইন্দ্রলুপ্তরোগগ্রস্তা যুবতী।

যুবগণ্ড (পুং) যূনাং গণ্ড আশ্রয়ত্বেনাস্ত্যস্ত, যুবগণ্ড অর্শ আদ্যচ্। যুবকদিগের গণ্ডস্থ ব্রণবিশেষ, চলিত বয়স্ফোড়া।

"যুবগণ্ডো যবগণ্ড স্যাৎ বয়স্কোটাম্বয়ে ঘরম্।" (শব্দরত্না০)

যূনাং গণ্ডঃ। ২ যুবকদিগের গণ্ডস্থল।

যুবজরতী (স্ত্রী) যুবতির্জরতী (যুবাখলতিপলিতবলিন জরতীভিঃ। পা ২।১।৬৭) ইতি সমাসঃ। যুবতী হইয়াও জরাতুরা, অথচ জরতী।

যুবজানি (পুং) যুবতী জায়া যস্যেতি (জায়য়া নিঙ্। পা ৫।৪।১৩৪) ইতি নিঙ্। যুবতীপতি। যাহার পত্নী যুবতী, তাহাকে যুবজানি কহে।

"যুবজানির্ধনুষ্পাণির্ভূমিষ্ঠং খবিচারিণঃ।
রামো যজ্ঞদ্রুহো হন্তি কালকল্পশিলীমুখঃ॥" (ভট্টি ৪।১৩)

যুবতি (স্ত্রী) যুবন্ (যূনস্তি। পা ৪।১।৭৭ (ইতি-তি। প্রাপ্ত) যৌবনা, যৌবনবতী।

যুবতী (স্ত্রী) যু-শতৃ-ঙীপ্। প্রাপ্তযৌবনা। পর্য্যায় যুবতী, যূনী, তরুণী, তলুনী, দিকরী, ধনিকা, মধম', দৃষ্টরজাঃ, মধ্যমিকা, ঈশ্বরী, বর্য্যা, বয়স্থা। (রাজনি০)

স্ত্রীদিগকে ১৬ বৎসরের পর ৩২ বৎসর পর্য্যন্ত যুবতী কহে। এই যুবতী স্ত্রীসংসর্গে বলক্ষয় হয়।

"বালা তু প্রাণদা প্রোক্তা যুবতী প্রাণহারিণী।
প্রৌঢ়া করোতি বৃদ্ধত্বং বৃদ্ধা মরণমাদিশেৎ॥" (রাজব০)

রাজবল্লভের মতে যোগ্যা স্ত্রী মাত্রই যুবতী পদবাচ্য। অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন, ভাগুরির মতে স্ত্রীসাধারণকে যুবতী কহে। বাৎস্যায়নের মতে প্রাক্‌যৌবনা রমণীই যুবতী।

'যোগ্যা যুবতী ইতি রাজবল্লভঃ' স্ত্রী সামান্যং যথা—
"প্রমদা চেতি বিজ্ঞেয়া যুবতিশ্চ তথা স্মৃতা। ইতি ভাগুরিঃ।
প্রাক্ যৌবনা ইতি বাৎস্যায়নঃ॥" (অমরটীকা ভরত)

রাজবল্লভের মতে দৃষ্টার্ত্তবা স্ত্রী যুবতী। ২ প্রিয়ঙ্গু। ৩ স্বর্ণযূথিকা। (বৈদ্যকনি০) ৪ হরিদ্রা। (শব্দচন্দ্রিকা)

যুবতীষ্টা (স্ত্রী) যুবতীনামিষ্টা। স্বর্ণযূথিকা। (রাজনি০)

যুবদ্দেবত্য (ত্রি) তোমরা দুইজন দেবতা যার।
(শত০ ব্রা০ ৮।২।১।:২)

যুবদ্রিক্ (ত্রি) তোমাদের দুইজনের প্রতি অভিলক্ষিত।
যুবামেব গচ্ছন্ শ্রিতঃ প্রাপ্তঃ। (ঋক্ ৪।৪৩।৭ সায়ণ)

যুবধিত (ত্রি) তোমাদের দুইজনের উপযোগী।
(ঋক্ ৬।৬৭।৯)

যুবন্ (ত্রি) যৌতীতি যু (কনিন্ যু বৃষিতক্ষি রাজিধন্বিদ্যু প্রতিদিবঃ। উণ্ ১।১৫৬) ইতি কনিন্। ১ তরুণ। (পুং) যৌবনাবস্থাবিশিষ্ট। কাহারও কাহার মতে ১৬ বৎসরের পর ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত যুবা। কোন মতে ১৬ বৎসরের পর ৭০ বর্ষ পর্য্যন্ত যুবা।

"আষোড়শাত্তবেদ্বালস্তরুণস্তত উচ্যতে।
বৃদ্ধঃ স্যাৎ সপ্ততেরূর্দ্ধং বর্ষীয়ান্ নবতেঃ পরম্॥"
(ভরতধৃত স্মৃতি)

হারীতের মতে ১৬ বর্ষ পরে ৩৫ পর্য্যন্ত যুবা।
"আষোড়শাত্তবেদ্বালঃ পঞ্চত্রিংশৎ যুবা নরঃ।"(হারীত ১।৫ অ০

পর্য্যায়—বয়স্থ, বয়ঃস্থ, তলুন, গর্ভরূপ, বেষ্টক। (জটাধর)

যুবনাশ্ব (পুং) সূর্য্যবংশীয় একজন রাজা। গৌরীর গর্ভে প্রসেনজিতের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পুত্র মান্ধাতা।

"তস্যাঃ প্রসেনজিজ্জজ্ঞে লেভে ভার্য্যা পতিব্রতা।
গৌরী নামাভিশপ্তা সা নদীভূতা তরঙ্গিণী।
তস্যাং প্রসেনাজজ্জজ্ঞে যুবনাশ্বঃ মহীপতিম্॥"
(অগ্নিপু৹ সগরোপাখ্যানাধ্যায়)

যুবনাশ্বজ (পুং) যুবনাশ্বাৎ জাতঃ জন ড। মান্ধাতৃরাজ। (হেম)

যুবন্যু (ত্রি) যৌবনবিশিষ্ট, যুবক। (ঋক্ ৫।৪২।১৫)

যুবপলিত (ত্রি) যুবা পলিতঃ। যুবা বয়সে পলিতকেশ, যৌবনাবস্থায় যাহার কেশ পলিত হইয়াছে।

যুবপ্রত্যয় (ত্রি) যুবা অর্থে ব্যবহৃত প্রত্যয় অর্থাৎ যে প্রত্যয়ান্ত পদ যুবাকে মাত্র বোধ করায়।

যুবমারিন্ (ত্রি) যৌবনাবস্থায় যাহার মৃত্যু হইয়াছে।

যুবয়ু (ত্রি) যুবা কাময়মান, যিনি যুবা কামনা করেন। "ন জগ্মুর্যুবয়ঃ সুদানু" (ঋক্ ৪।৪১।৮) 'যুবয়ুঃ যুবাং কাময়মানাঃ পদাতয়ঃ' (সায়ণ)

যুবরাজ (পুং) ভাবিবুদ্ধ বিশেষ। পর্য্যায় মৈত্রেয়, অজিত (ত্রিকা৹) যুবা বালো রাজা যুনাং বা রাজা, ট সমাসান্তঃ। ২ রাজপুত্র, পর্য্যায় কুমার, ভর্তৃদারক। (অমর)

"ময়ি জায়েত যঃ পুত্রঃ স ভবেত্বদনন্তরম্।
যুবরাজো মহারাজ সত্যমেতদ্ব্রবীমি তে॥" (ভারত ১।৭৩।১৬)

যুবরাজত্ব (ক্লী) যুবরাজস্য ভাবঃ ত্ব। যুবরাজের ভাব বা ধর্ম্ম, যুবরাজের কার্য্য।

যুবরাজ্য (ক্লী) যুবরাজের পদ।

যুববলিন (ত্রি) যুবা বলিনঃ। যৌবনাবস্থায় বলিযুক্ত।

যুবশ (ত্রি) যুবা, প্রকৃষ্ট যৌবনোপেত। "ধেনুঃ কর্ত্তা যুবশা কর্ত্তা" (ঋক্ ১।১৬১।৩) 'যুবশা যুবানৌ শয়ানৌ প্রকৃষ্টযৌবনোপেতৌ' (সায়ণ)

যুবা (স্ত্রী) অগ্নির বাণভেদ। (তৈত্তিরীয় সং ৪।৪।৯।১)

যুবাকু (ত্রি) তোমাদের দুই জনের অধিকৃত। (ঋক্ ১।৩।৩)

যুবাদত্ত (ত্রি) তোমাদের দুই জনকে যাহা দেওয়া হইয়াছে। "যুবাদত্তস্য ধিষ্ণ্যা" (ঋক্ ৮।২৬।১২) 'যুবাদত্তস্য যুবাভ্যাং যৎ স্তোতৃভ্যো দীয়তে তৎ' (সায়ণ)

যুবানপিড়কা (স্ত্রী) যৌবনকৃত মুখব্রণ, বয়স্ফোটক, বয়স ফোড়া।

যুবানীত (ত্রি) তোমাদের দুইজন কর্তৃক আনীত।
(ঋক্ ৮।২৬।১২)

যুবাম (ক্লী) নগরভেদ।

যুবায়ু (ত্রি) তোমাদের উভয়কে কামনাকারী। (ঋক্ ১।১৩৫।৬) এই অর্থে 'যুবয়ু' পদও হইবে।

যুবাযুজ্ (ত্রি) তোমাদের দুই জনের জন্য যুজ্যমান অশ্বাদি।
(ঋক্ ১।১১৬।৫)

যুবাবৎ (ত্রি) তোমাদের দুই জনের তুল্য। (ঋক্ ৩।৬২।১)

যুষ্টগ্রাম (পুং) প্রাচীন নগরভেদ। (রাজতর৹ ৩।৮)

যুষ্মদ্ (সর্ব্বনাম ত্রি৹) যোষতি ভজতীতি যুষ (যুষ্যসিভ্যাং মদিক্। উণ্ ১।১৩৮) ইতি মদিক্। তুমি, মধ্যম পুরুষ। এই শব্দের তিন লিঙ্গেই সমানরূপ হয়।

যুষ্মদীয় (ত্রি) যুষ্মদ্-ঈয়। তোমাদের সম্বন্ধীয়, তোমাদের।

যুষ্মদ্বিধ (ত্রি) যুষ্মাকং বিধাইব বিধা যস্য। তোমাদের সদৃশ, তোমাদের তুল্য।

"সত্যং বয়ং ভো বনগোচরা মৃগা যুষ্মদ্বিধান্ মৃগয়ে গ্রামসিংহান্"
(ভাগবত ৫।১৮।১০)

যুষ্মাদত্ত (ত্রি) তোমাদের দ্বারা দত্ত। (ঋক্ ৫।৫৪।১৩)

যুষ্মাদৃশ্ (ত্রি) তোমাদের তুল্য।

যুষ্মাদৃশ (ত্রি) তোমাদের সমান।

যুষ্মানীত (ত্রি) তোমাদের দ্বারা পরিচালিত। (ঋক্ ১২।২৭।১১)

যুষ্মাবৎ (ত্রি) তোমাদের ন্যায়। (ঋক্ ২।২৯।৪)

যুষ্মেষিত (ত্রি) আপনাদিগের প্রেরিত। "যুষ্মেষিতো মরুতো মর্ত্ত্যেষিত আ" (ঋক্ ১।৩৯।৮) 'যুষ্মেষিতঃ যুষ্মাভিঃ প্রেষিতঃ' (সায়ণ)

যুষ্মোত (ত্রি) তোমাদের প্রিয় বা অনুগত। (ঋক্ ৪।৭।৫৮।৪)

যূ (স্ত্রী) যূষ। (হেম)

যূই (দেশজ) যূথিকা পুষ্প। ইহা শ্বেতবর্ণ ও ক্ষুদ্রাকার। গন্ধ তীব্র ও মধুর। ইহা দ্বারা সুবাসিত তৈল এবং ইহা হইতে প্রস্তুত আতর সৌখীনদিগের আদরের জিনিষ। সাধারণে ইহার মালা গাঁথিয়া গলায় পরে।

যূইপাণী (দেশজ) (Justicia nasuta) গুল্মভেদ।

যূক (পুং) যৌতীতি যু (অজিযুধূনীভ্যোদীর্ঘশ্চ। উণ্ ৩।৪৭) ইতি কন্, দীর্ঘশ্চ। মৎকুন, চলিত উকুন।

যূকদেবী (স্ত্রী) রাজকন্যাভেদ।

যূকা (স্ত্রী) যূক-স্ত্রিয়াং টাপ্। মৎকুন, চলিত উকুন, ও যুক্তী। পর্য্যায় কেশকীট, স্বেদজ, ষট্পদ, পালী, বালকৃমি। (জটাধর) ইহা স্বেদজ।

"স্বেদজং দংশমশকং যূকা মক্ষিকমৎকুনম্।
উষ্মনশ্চোপজায়ন্তে যচ্চান্যৎ কিঞ্চিদীদৃশম্॥" (মনু ১।৪৫)

২ কৃমিবিশেষ। বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে কৃমি দুই প্রকার। বাহ্যমল অর্থাৎ ঘর্ম্ম, কফ, রক্ত ও পুরীষ হইতে

ইহাদের উৎপত্তি হয়। এই কৃমি বিংশতি প্রকার। যূকাখ্য কৃমি শারীরিক স্বেদজাত। ইহার আকৃতি ও বর্ণ তিল-সদৃশ। এই সকল কৃমি কেশ ও বস্ত্র আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে প্রভেদ এই যে, যে গুলি বহু পাদ-সমন্বিত, তাহাদিগকে যূক (উকুন) এবং যে গুলি সূক্ষ্ম, তাহাদিগকে লিখ্যা (নিকী) বলে। যূকাখ্য কৃমি কেশে এবং লিখ্য বস্ত্রে অবস্থান করে। এই কৃমি হইতে ক্রমে পিড়কা, কণ্ডূ ও স্ফোটকাদি উৎপন্ন হয়।

ইহার অত্যন্ত উপদ্রব হইলে ধুতূরাপাতা বা পাণের রসের সহিত পারদ লেপন করিলে উকুন আশু বিনষ্ট হয়। ধুতূরা পাতার রস বা কল্ক দ্বারা তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলেও যূক মরিয়া যায়। (ভাবপ্র০ কৃমিরোগাধি০)

"নামতো বিংশতিবিধা বাহ্যাস্তত্র মলোদ্ভবাঃ।
তিলপ্রমাণসংস্থানবর্ণাঃ কেশাম্বরাশ্রয়াঃ ॥
বহুপাদাশ্চ সূক্ষ্মাশ্চ যূকা লিখ্যাশ্চ নামতঃ।
দ্বিধা তে কোঠপিড়কাঃ কণ্ডূগণ্ডান্ প্রকুর্ব্বতে ॥"
(মাধব নিদান ক্রিম্যধি০)

হারীতের চিকিৎসিতস্থানে লিখিত আছে যে, ক্রিমি বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে দুই প্রকার। ইহার মধ্যে বাহ্য-ক্রিমি যূকা এবং আভ্যন্তর ক্রিমি কিঞ্চুলুক নামে প্রসিদ্ধ। এই যূকা আবার অতিবিকটা, চর্ম্মাভা, চর্ম্মযূকিকা, বিন্দুকী, বর্ত্তুলা, মূত্রসম্ভবা ও মৎকুণা ভেদে ৭ প্রকার। ইহারা সকলেই রূক্ষ, অতি সূক্ষ্ম, কৃষ্ণবর্ণ এবং মস্তক আশ্রয়ে অবস্থিত।

চিকিৎসা—বিড়ঙ্গ ও গন্ধোৎপল কল্ক যোগে গোমূত্রসিদ্ধ কটুতৈল পাক করিয়া মস্তকে দিলে উকুন আশু দূর হয়। কেশে গোমূত্রের সহিত বলামূলের প্রলেপ দিলেও ইহার উপদ্রব বিনষ্ট হয়।

"বিড়ঙ্গগন্ধোৎপলকল্কযোগাৎ গোমূত্রসিদ্ধং কটুতৈলমেতৎ।
অভ্যঙ্গযোগেন শিরোরুহাণাং যূকাদি লীক্ষাপ্রচয়ং নিহন্তি ॥
গোমূত্রেণ বলামূললেপো যূকানিবারণঃ।" (কামরত্ন)

২ পরিমাণভেদ।

"পরমাণুঃ পরং সূক্ষ্মং ত্রসরেণুর্ম্মহীরজঃ।
বালাগ্রঞ্চৈব লিক্ষাঞ্চ যূকাং চাথ যবোদরম্ ॥" (মার্কপু০ ৪৯।২৭)

যবোদর অর্থাৎ যবের অর্দ্ধেক পরিমাণকে যূকা কহে।

৩ রুক্ষোদুম্বর। ৪ যমানী। (বৈদ্যকনি০)

যূকাণ্ড (পুং) লিখ্যা, চলিত নিকি, এক প্রকার উকুন।

যূকারী (স্ত্রী) লাঙ্গলিকা, চলিত বিষলাঙ্গুলিয়া। (বৈদ্যকনি০)

যূকাবাস (পুং) শাখোট বৃক্ষ, চলিত শাওড়া গাছ। (রাজনি০)

যূতি (স্ত্রী) যু-ক্তি। উতি যূতি জূতি সাতিহেতিকীর্ত্তয়শ্চ। পা ৩।৩।৯৭) ইতি ক্তিন্ নিপাতনাদ্দীর্ঘত্বঞ্চ। মিশ্রণ।

"করোমি বো বহির্যূতীন্ পিবধ্বং পাণিভির্দৃশঃ।" (ভট্টি ৭।৬৯)

যূথ (ক্লী) যু-মিশ্রণ (তিথপৃষ্ঠগূথযূথপ্রোথাঃ। উণ্ ২।১২) ইতি থক্ প্রত্যয়েন নিপাতিতং। সজাতীয় সমূহ, পশু পক্ষীর স্বজাতীয়পাল, সমূহ, দল।

"তত্র কুঞ্জরযূথানি মৃগযূথানি চৈব হি।
বিচরন্তি বনান্তেষু তানি দ্রক্ষ্যসি রাঘব ॥" (রামায়ণ ২।৫৪।৪১)

যূথক (ত্রি) যূথ-কন্। সমূহযুক্ত।

"অন্বীয়মানো গন্ধর্ব্বৈর্গীতবাদিত্রযূথকৈঃ।" (ভাগ০ ১২।৮।২২)
'গীতবাদিত্রযূথকৈঃ গায়কাদি সমুদায়িভিঃ' (স্বামী)

যূথগ (পুং) চাক্ষুষ মন্বন্তরের দেবগণভেদ।

যূথনাথ (পুং) যূথস্য নাথঃ। ১ যূথপতি, দলপতি। ২ বন্যকরি-সমূহের প্রধান, পর্য্যায়—যূথপ। (অমর)

যূথপ (পুং) যূথং পাতীতি—পা-ক। ১ অরণ্য-হস্তীর প্রধান। (শব্দরত্না০) ২ প্রধান মাত্র।

"রাজা পাণ্ডুর্মহারণ্যে মৃগব্যালনিষেবিতে।
চরন্ মৈথুনধর্ম্মস্থং দদর্শ মৃগযূথপম্ ॥" (ভাগবত ১।১৮।৫)

যূথপতি (পুং) যূথস্য পতিঃ। যূথপ। দলপতি।

যূথপরিভ্রষ্ট (পুং) যূথাৎ পরিভ্রষ্টশ্চলিতঃ। যূথ হইতে পলায়িত হস্তী। (শব্দমালা) (ত্রি) যূথভ্রষ্টমাত্র, দলচ্যুত, যাহারা দল হইতে চ্যুত হইয়াছে।

যূথপশু (পুং) দশমাংশের এক অংশরূপ রাজকর।

যূথপাল (পুং) যূথং পালয়তীতি অণ্। যূথপ, যূথপতি।

যূথভ্রষ্ট (পুং) যূথাদ্ভ্রষ্টশ্চলিতঃ। যূথপরিভ্রষ্ট। যূথ হইতে পলায়িত হস্তী। (ত্রি) যূথভ্রষ্ট মাত্র।

"আসীৎ সংবিগ্নহৃদয়া যূথভ্রষ্টা মৃগী ইব।" (ভাগবত ৪।২৮।৪৬)

যূথমুখ্য (পুং) সেনাপতি।

যূথর (ত্রি) যূথ—চতুর্থ্যর্থেষু (অশ্মাদিভ্যো রঃ। পা ৪।১।৮০) ইতি র। ১ যূথ যে দেশে আছে। ২ যূথ হইতে নিবৃত্ত। ৩ যূথের নিবাসস্থান। ৪ যূথের অদূরভব।

যূথশস্ (অব্য০) যূথ বারার্থে শস্। যূথসমূহ।

"অভ্যধাবন্ গজা মত্তাঃ সিংহব্যাঘ্রাশ্চ যূথশঃ।" (ভাগ০ ৪।১০।২৬)

যূথহত (ত্রি) যূথাৎ হতঃ পরিভ্রষ্টঃ। যূথভ্রষ্ট।

যূথাগ্রণী (পুং) অগ্রং নীয়তে নী-ক্বিপ্, যূথস্য অগ্রণীঃ। দল-পতি, যূথের অগ্রণী।

"বীরযূথাগ্রণীর্যেন রামোঽপি যুধি তোষিতঃ।"(ভাগ০ ৯।২২।২০)

যূথিকা (স্ত্রী) যূথং পুষ্পবৃন্দমস্যা অস্তীতি যূথ-ঠন্-টাপ্। ১ পাঠা। (রাজনি০) ২ অম্লানক। (মেদিনী) ৩ পুষ্প-

বিশেষ, চলিত জুঁইফুল। (Jasminum auricalatum) হিন্দী—যূহী, স্বর্ণযূহী। মহারাষ্ট্র পাওরীযূই। কলিঙ্গ বিলি মোলে। সংস্কৃত পর্য্যায়—গণিকা, অম্বষ্ঠা, মাগধী, ইহা পীতবর্ণ হইলে হেমপুষ্পিকা নামে অভিহিত হয়। যূথী, প্রহসন্তী, শিখণ্ডিনী, বাসন্তী, বালপুষ্পিকা, বহুগন্ধা, ভৃঙ্গানন্দা। ইহার গুণ—স্বাদু, শীতল, শর্করারোগ, পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা এবং নানা প্রকার ত্বক্‌দোষনাশক। সকল প্রকার যূথিকাই রস ও বীর্য্য তুল্য; কিন্তু স্বর্ণযূথিকা সর্ব্বাপেক্ষা দেখিতে সুন্দর ও অতিশয় গন্ধযুক্ত। ভাবপ্রকাশমতে যূথিকা ও স্বর্ণযূথিকা এই পুষ্পদ্বয় শীতবীর্য্য, তিক্ত, মধুর, কষায় ও কটুরস, কটুবিপাক, লঘু, হৃদয়গ্রাহী, পিত্তনাশক, কফ ও বায়ুবর্দ্ধক এবং ব্রণ, রক্তদোষ, মুখরোগ, দন্তরোগ, নেত্ররোগ, শিরোরোগ ও বিষনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

যূথী (স্ত্রী) যূথ-অর্শ আদ্যচ্, ততো ঙীষ্। যূথিকা। (শব্দর০)

যূথীন (পুং) যূথং পাতীতি যূথ-খ। যূথপ। (শব্দচ০)

যূথ্য (ত্রি) যূথে ভবঃ যূথ (দিগাদিভ্যো যৎ। পা ৪।৩।৫৪) ইতি যৎ। যূথভব।

যূন (ক্লী) ১ বন্ধনী। ২ রজ্জু।

যূনি (স্ত্রী) ১ যোগ। ২ মিশ্রণ। (সিদ্ধান্তকৌ০)

যূনী (স্ত্রী) যুবন্-ঙীষ্ (শ্বযুবমঘোনামতদ্ধিতে। পা ৬।৪।১৩৩) ইতি বস্য উত্বং। যুবতী।

যূপ (পুং ক্লী) যৌতি মিশ্রয়তীতি যূয়তে যুজ্যতেঽস্মিন্নিতি বা (কুযুভ্যাং চ। উণ্ ৩।২৭) ইতি প, দীর্ঘত্বঞ্চ। যজ্ঞে পশুবন্ধনকাষ্ঠ। এই যূপ চারি হস্ত পরিমাণ যজ্ঞোডুম্বর বৃক্ষে প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা গোল, স্থূল ও দেখিতে সুন্দর করা উচিত; ইহার মস্তকে একটী বৃষ অঙ্কিত করিতে হইবে।

কলিকালে বিল্ব ও বকুল বৃক্ষের যূপ প্রশস্ত।

"চতুর্হস্তো ভবেদ্‌যূপো যজ্ঞবৃক্ষসমুদ্ভবঃ।
বর্ত্তুলঃ শোভনঃ স্থূলঃ কর্ত্তব্যো বৃষমৌলিকঃ॥
ভবিষ্যে,—বিল্বস্য বকুলস্যৈব কলৌ যূপঃ প্রশস্যতে।"

(সামবেদি-বৃষোৎসর্গতত্ত্ব)

২ জয়স্তম্ভ। ৩ যাগস্তম্ভ।

"সংগ্রামনির্বিষ্টসহস্রবাহুরষ্টাদশদ্বীপনিখাতযূপঃ।
অনন্যসাধারণরাজশব্দো বভূব যোগী কিল কার্ত্তবীর্য্যঃ॥"

(রঘুবং ৬।৩৮)

* পশুবন্ধনার্থ যজ্ঞভূমিতে যে কাষ্ঠ প্রোথিত হয়, তাহাকে যূপ কহে। চলিত ইহাকে হাড়িকাঠ কহে।

যূপক (পুং) প্লক্ষবৃক্ষ। (মদ০ব০)

যূপকটক (পুং) যূপস্য কটক ইব। যজ্ঞভূমিতে যজ্ঞ সমাপ্তিসূচক পশুবন্ধনের জন্য যে স্তম্ভ আরোপিত হয়, তাহার নাম যূপ, এই যূপের অগ্রভাগে যে বলয়াকৃতি বা ডমরুর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট কাষ্ঠবিকার দেওয়া হয়, তাহাকে যূপকটক কহে। কাহারও কাহার মতে যূপাগ্রে যে লৌহবলয় দেওয়া হয়, তাহাই যূপকটক। পর্য্যায়—চাষাল। (অমর)

যূপকর্ণ (পুং) যূপস্য কর্ণ ইব। যূপৈকদেশ, পর্য্যায় ঘৃতাবলি। (হেম)

যূপকেতু (পুং) ভূরিশ্রবার নামান্তর।

যূপদারু (ক্লী) যূপনির্ম্মাণার্থ (বেল বা যজ্ঞডুমুরের) কাষ্ঠ।

যূপদ্রু (পুং) যূপায় দ্রুঃ। খদির বৃক্ষ, রক্ত খদির। (ত্রিকা০)

যূপদ্রুম (পুং) যূপায় দ্রুমঃ। খদির বৃক্ষ। রক্তখদির।

যূপধ্বজ (পুং) যজ্ঞ।

যূপলক্ষ্য (পুং) যূপো লক্ষ্য উপবেশনার্থমস্য। পক্ষী। (শব্দমালা)

যূপবৎ (ত্রি) যূপ-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। যূপবিশিষ্ট।

যূপবাহ (ত্রি) যূপবহনকারী, যাহারা যজ্ঞীয় যূপকাষ্ঠ বহন করে। (ঋক্ ১।১৬২।৬)

যূপব্রস্ক (ত্রি) যূপার্হ বৃক্ষছেদনকারী।

"যূপব্রস্কা উতযে যূপবাহাশ্চষালং।" (ঋক্ ১।১৬২।৬)

'যূপব্রস্কা যূপবাহাশ্ছিন্নস্য বোঢ়ারঃ' (সায়ণ)

যূপাক্ষ (পুং) রাক্ষসভেদ।

যূপাগ্র (ক্লী) যূপস্যাগ্রং। যূপের অগ্রভাগ, পর্য্যায় তর্ম্ম।

যূপাহুতি (স্ত্রী) যূপকাষ্ঠস্থাপনসময়ের পূজোপহার।

যূপ্য (ত্রি) যূপ মর্হতি যূপ (ছন্দসি চ। পা ৫।১।৬৭) ইতি যৎ। পলাশবৃক্ষ, যূপযোগ্য।

যুযুবি (ত্রি) সকলের পৃথক্‌কর্ত্তা। "পথেষ্টাং দ্বিষো যুষেতি যুযুবিঃ" (ঋক্ ৫। ৫০। ৩) 'যুযুবিঃ সর্ব্বস্য অমিশ্রয়িতা পৃথক্ কর্ত্তা' (সায়ণ)

য়ুরোপ, একটী মহাদেশ। প্রাচীন মহাদ্বীপের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার উত্তরে উত্তর মহাসাগর, পূর্ব্বে উরল পর্ব্বত, উরল নদী, কাস্পিয়ান সাগর; দক্ষিণে—ককেশস্ পর্ব্বত, কৃষ্ণসাগর, ভূমধ্যসাগর ও পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগর। ভূপরিমাণ—৩৮ লক্ষ বর্গ মাইল। সেণ্টভিন্‌সেণ্ট অন্তরীপ হইতে কারা নদীর মোহানা পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য প্রায় ৩,৪০০ মাইল এবং লাপলাণ্ডের অন্তর্গত নর্ডকিন অন্তরীপ হইতে মাটাপান অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তার ২,৪০০ মাইল। এখানে সর্ব্বসমেত ২১টী দেশ আছে, যথা—

উত্তরে—রুষিয়া, ডেন্মার্ক, হলণ্ড (নেদারলণ্ড), বেলজিয়ম। উত্তর-পশ্চিমে—গ্রেটবৃটেন (ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও ওয়েলস্) আয়র্লণ্ড, নরওয়ে ও সুইডেন (স্কান্দিনেভিয়া)।

মধ্যে—ফ্রান্স, সুইজর্লণ্ড, জর্ম্মণ সাম্রাজ্য, অস্ট্রিয়া-হঙ্গেরি। দক্ষিণে—পর্ত্তুগাল, স্পেন, ইতালী, গ্রীস, তুরুষ্ক, বুলগেরিয়া, সার্ভিয়া, রুমাণিয়া ও মন্তেনিগরো।

সমুদ্রতীরসংলগ্ন দেশভাগে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাগর ও উপসাগর দেখা যায়, ঐ সকলের নাম ও স্থানসন্নিবেশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

উত্তরে—শ্বেতসাগর (হোয়াইট সি) রুষিয়ার উত্তর; বল্টিকসাগর রুষিয়া, সুইডেন ও প্রুসিয়ার মধ্যে; এই সাগরের উত্তরাংশে বোথনিয়া উপসাগর এবং পূর্ব্বাংশে ফিন্‌লণ্ড ও রীগা উপসাগরদ্বয়।

দক্ষিণে—ভূমধ্যসাগর (মেডিটারেনিয়ান্ সী) য়ুরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে আড্রিয়াতিক সাগর ইতালী, অস্ট্রিয়া ও তুরুষ্কের মধ্যে; আর্কিপিলেগো বা ইজিয়ান সাগর, গ্রীস্ ও এসিয়াটিক তুরুষ্কের মধ্যে। কৃষ্ণসাগর রুষিয়ার দক্ষিণ; আজব সাগর কৃষ্ণসাগরের উত্তর।

পশ্চিমে—উত্তরসাগর বা জর্ম্মণমহাসাগর, এই সাগরের এক দিকে গ্রেট বৃটেন, অপর দিকে বেলজিয়ম, হলণ্ড, প্রুসিয়া ডেন্মার্ক ও নরওয়ে; কাটিগাট ডেন্মার্ক ও সুইডেনের মধ্যে; বিস্কে উপসাগর ফ্রান্সের পশ্চিম।

য়ুরোপের দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর সীমায় এবং মধ্যস্থিত সাগরসমূহে নানা দ্বীপ আছে। ঐ সকল প্রায়ই য়ুরোপীয় রাজগণের অধিকৃত। নিম্নে তাহাদের নাম দেওয়া গেল,—

উত্তর মহাসাগরে—ফ্রান্‌স্ জোসেফলণ্ড, নবজেম্বলা, স্পিটস্‌বর্গেন ও লফোডেন দ্বীপপুঞ্জ।

আটলান্টিক মহাসাগরে—আইসলণ্ড, ফারোদ্বীপপুঞ্জ, শেটলণ্ড ও অর্কনী, হেব্রাইডিস্, গ্রেট বৃটেন ও আয়র্লণ্ড, মান, আজোস ও এঙ্গল সী।

বল্টিকসাগরে—জীলণ্ড, ফিউনেন, রিউগেন, বরণহম, লালণ্ড, ইউসেল, ডাগো, ওসোণ্ড, গটলণ্ড ও আলণ্ড দ্বীপপুঞ্জ।

ভূমধ্যসাগরে—বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ (ম্যাজর্কা, মিনর্কা, ইভীকা, ফরমেন্তারা) কর্সিকা, সার্ডিনিয়া, সিসিলি, এলবা, লিপারীদ্বীপপুঞ্জ, মাল্টা, য়োনীয় দ্বীপপুঞ্জ (করফু) প্যাক্সো, সেন্টমরা, ইথাকা, সিফালোনিয়া, জান্তি ও সেরিগো। গ্রীসের পশ্চিম উপকূলে, ক্রীট (কাণ্ডিয়া)।

ইজিয়ান সাগরে—নিগ্রোপণ্ট, সাইক্লাডিজ্। প্রায়োদ্বীপের মধ্যে—উত্তর পশ্চিমে—স্কান্দিনেভিয়া (নরওয়ে ও সুইডেন) ও জট্‌লণ্ড (ডেন্মার্কের উত্তরাংশ)। এবং দক্ষিণে—আইবিরিয়ান উপদ্বীপ, (পর্ত্তুগাল ও স্পেন), ইতালী, মোরিয়া গ্রীসের দক্ষিণ, ক্রিমিয়া (রুষিয়ার দক্ষিণ)।

এখানে দুইটী মাত্র যোজক আছে। করিন্থ নামক যোজকটী মোরিয়াকে উত্তর গ্রীসের সহিত যোগ করিতেছে এবং পেরিকপ্ ক্রিমিয়াকে রুষিয়ার সহিত যোগ করিতেছে।

অন্তরীপ—নর্ডকিন ও উত্তর অন্তরীপ (নর্থ কেপ) নরওয়ের উত্তর, নেজ নরওয়ের দক্ষিণ।

মাটাপান গ্রীসের দক্ষিণ; স্পার্ত্তিবেন্তো ইতালির দক্ষিণ; পাসারো সিসিলির দক্ষিণ।

য়ুরোপা ও টেরিফা স্পেনের দক্ষিণ; ট্রাফালাগার, স্পেনের দক্ষিণ-পশ্চিম; সেন্ট ভিনসেন্ট—পর্ত্তুগালের দক্ষিণ পশ্চিম; রোকা পর্ত্তুগালের পশ্চিম, অর্ত্তিগাল ও ফিনিষ্টার স্পেনের উত্তর-পশ্চিম; লাহোগ ফ্রান্সের উত্তর-পশ্চিম, কেপ্ ক্লিয়ার আয়র্লণ্ডের দক্ষিণ, লিজার্ডপয়েন্ট ও লাণ্ডসএণ্ড, ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম; স্ক, জট্‌লণ্ডের উত্তর।

প্রণালী,—সাউণ্ড, জিলণ্ড ও সুইডেনের মধ্যে; গ্রেট বেল্ট, জিলণ্ড ও ফিউনেনের মধ্যে; লিট্‌ল বেল্ট, ফিউনেন ও ও ডেন্মার্কের মধ্যে। ইংলিস্ প্রণালী (চেনল) ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে; ডোবর, ইংলিশ প্রণালীর সহিত উত্তর সাগরকে যোগ করিতেছে; সেণ্ট জর্জ্জ প্রণালী (চেনল); ওয়েল্‌স্ ও আয়র্লণ্ডের মধ্যে; জিব্রল্টর, ভূমধ্যসাগরকে আটলান্টিক মহাসাগরের সহিত যোগ করিতেছে; বেনিফাসিয়ো, কর্সিকা ও সার্ডিনিয়া দ্বীপের মধ্যে; মেসীনা, ইতালি ও সিসিলি দ্বীপের মধ্যে; দার্দ্দনেলিজ, ইজিয়ান ও মর্ম্মরা সাগরের মধ্যে; কনস্তান্তিনোপল বা বস্‌ফরস্ প্রণালী, মর্ম্মরা সাগর ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যে, য়েনিকালে আজব ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যে।

পর্ব্বত ও পর্ব্বতমালার নাম—

উরল পর্ব্বত, ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে; কায়োলেন, নরওয়ে ও সুইডেনের মধ্যে; ডোভ্‌রেফিল্ড, নরওয়ে দেশে; গ্রাম্পিয়ান স্কটলণ্ডের মধ্যাংশে; চিভিয়ট, ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের মধ্যে; পিরেনিজ (পিরেনিজ পর্ব্বত পশ্চিম দিকে ফিনিষ্টার অন্তরীপ পর্য্যন্ত কান্তাব্রিয়ান নামে বিস্তৃত হইয়াছে) ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে; কাষ্টাইল, সিয়ামরিনা, সিয়ানিভেডা, স্পেন দেশে; আপিনাইন, ইতালি দেশে; আল্পস্ শ্রেণী ইতালির উত্তর ও ফ্রান্স, সুইজর্লণ্ড ও জর্ম্মণি ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে বিস্তৃত; য়ুরোপের মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পর্ব্বত। সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ মণ্ট ব্লঙ ১৫৮০০ ফিট উচ্চ। জুরা, ফ্রান্স ও সুইজর্লণ্ডের মধ্যে কার্পেথিয়ান পর্ব্বত, অস্ট্রিয়ার উত্তর-পূর্ব্বে; বল্কান বা হেমসও পিন্দাজ্ তুরস্কে।

আগ্নেয় পর্ব্বত—হেক্‌লা আইসলণ্ড দ্বীপে; এত্‌না,

সিসিলি দ্বীপে ; ষ্ট্রম্বলী (লিপারি দ্বীপ পুঞ্জের একটী দ্বীপে) ; ভিষুভিয়ষ ইতালি দেশে (নেপল্‌সের নিকট)।

হ্রদসমূহ— ওনেগা, লাডোগা, সৈমা ও পৈইপস রুষিয়ায় ; ওয়েনার, ওয়েটার, মেলার ও হিয়েলমার সুইডেনে ; জেনেবা নুশাটেল, কনস্তান্‌স বা বোদেন্ সি, জুরিক, ও লুসরণ, সুইজর্লণ্ডে ; মাদ্‌জোরে কমো, গর্দ্দা, উত্তর ইতালিতে ; বালাটন বা প্লাটেন্ সি হঙ্গেরিতে, নিউসাইডলার-সি অষ্ট্রিয়ায় ; উইণ্ডারমিরি ও ডরওয়েণ্ট-ওয়াটার বা কেজ্‌ইক ইংলণ্ডে, লোমণ্ড ও কেট্‌রিন স্কটলণ্ডে।

হ্রদ ব্যতীত য়ুরোপে অসংখ্য নদ ও নদী প্রবাহিত আছে, তন্মধ্যে দানিয়ুব প্রধান। যে যে দেশে যে যে নদী প্রবাহিত, নিম্নে তাহাদের নাম লিখিত হইল,—

রুশিয়ায়,—পেশারা উরল পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া উত্তর মহাসাগরে পড়িতেছে ; উত্তর ডুইনা শ্বেতসাগরে পড়িতেছে, ওনেগা ওনেগা উপসাগরে পড়িতেছে, নিভা লাডোগা হ্রদ হইতে বাহির হইয়া ফিনলণ্ড উপসাগরে পড়িতেছে ; দক্ষিণ ডুইনা রীগা উপসাগরে পড়িতেছে ; নিষ্টার কার্পেথিয়ান পর্ব্বত ও নিপার মধ্য-রুষিয়া হইতে বাহির হইয়া উভয়েই কৃষ্ণসাগরে পড়িতেছে ; ডন আজব সাগরে পড়িতেছে। ভল্‌গা (য়ুরোপের মধ্যে বড় নদী) ভালডাই পাহাড় এবং উরল উরল-পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া উভয় নদী কাস্পিয়ান সাগরে পড়িয়াছে।

স্কান্দিনেভিয়ায়,—লমন (নরওয়েতে) ডোভরেফিল্ড পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়াছে, গোটা (সুইডেন) উভয় নদী কাটিগাট উপসাগরে পড়িতেছে।

ইংলণ্ডে,—হম্বর ও টেমস্ উত্তর সাগরে পড়িতেছে ; সেভরণ বৃষ্টলপ্রণালীতে পড়িতেছে।

স্কটলণ্ডে,—টে গ্রাম্পিয়ান পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া উত্তরসাগরে পড়িতেছে। আয়র্লণ্ডে,—শ্যানন আটলাণ্টিক মহাসাগরে পড়িতেছে।

ফ্রান্সে,—সিন ইংলিশ প্রণালীতে ও লয়ার বিস্কে উপসাগরে পড়িতেছে, গারোণ পিরিনিজ পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া বিস্কে উপসাগরে পড়িতেছে ; রোণ সুইজর্লণ্ডের আল্পস্ পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া লিয়ঁ উপসাগরে পড়িতেছে।

স্পেন ও পর্ত্তুগালে,—দুরো, টেগস্ ও গোয়াদিয়ানা আটলাণ্টিক মহাসাগরে পড়িতেছে ; গোয়াদেল-কুবার ও ইব্রো স্পেনে প্রবাহিত হইয়া ১মটী আটলাণ্টিক মহাসাগরে পড়িতেছে ও ২য়টী ভূমধ্যসাগরে পড়িতেছে।

জর্ম্মণ সাম্রাজ্যে,—রাইন আল্পস্ পর্ব্বতে বাহির হইয়া সুইজর্লণ্ড, অষ্ট্রিয়া ও জর্ম্মণি দিয়া উত্তরসাগরে পড়িতেছে ; ওডর জর্ম্মণি দিয়া বাল্টিক সাগরে পড়িতেছে ; ভিষ্টুলা, কার্পেথিয়ান পর্ব্বত হইতে উদ্ভূত হইয়া পোলণ্ড ও প্রুসিয়া দিয়া বল্টিক সাগরে পড়িতেছে ; দানিয়ুব আল্পস্ পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া জর্ম্মণি ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে, এবং সার্ভিয়া ও বুলগেরিয়ার উত্তর প্রান্ত দিয়া কৃষ্ণসাগরে পড়িয়াছে।

ইতালি দেশে,—পো আল্পস্ পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া আদ্রিয়াতিক সাগরে এবং টাইবর আপিনাইন পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া ভূমধ্যসাগরে পড়িতেছে।

য়ুরোপীয় রাজ্য ও নগরাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

বৃটীশ দ্বীপপুঞ্জ য়ুরোপের পশ্চিম ; ইহাকে গ্রেট বৃটেন ও আয়র্লণ্ড বলে। পূর্ব্বে বৃটীশ দ্বীপ কতিপয় স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে ইংলণ্ড, ওয়েলস, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড প্রধান। য়ুরোপে গ্রেট বৃটেনই বৃহৎ দ্বীপ। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত—ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স (দক্ষিণে) এবং স্কটলণ্ড (উত্তরে)। এক্ষণে এই সমস্ত রাজ্য এক রাজার শাসনাধীন। ইংলণ্ড ৪০টী, ওয়েলস ১২টী ও স্কটলণ্ড ৩৩টী কাউণ্টিতে (সায়ারে) বিভক্ত।

ইংলণ্ড—রাজধানী লণ্ডন (টেমস নদীর ধারে, পৃথিবীর মধ্যে সমৃদ্ধিশালী নগর ও সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যস্থান) ; লিভারপুল (মার্সে নদীর মোহানায় ; বাণিজ্যে ও লোকসংখ্যায় ইহা ২য় নগর) ; বৃষ্টল (এখানে কাচ, পিত্তল ও সাবানের কাজ হয়) ; হাল (বন্দর) ; নিউকাসল (কয়লার জন্য বিখ্যাত) ; ডোভার (বন্দর) ; সাউদাম্‌টন (ডাকের বাষ্পীয় অর্ণবযানের প্রধান আড্ডা)। ম্যাঞ্চেষ্টর (কাপড়ের জন্য বিখ্যাত) ; অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ (বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রসিদ্ধ) কাণ্টরবরী, (এখানে সুন্দর ভজনালয় আছে) ; উইণ্ডসর, (টেমস নদীর ধারে, এখানে রাজপ্রাসাদ আছে)। লণ্ডন, লিবারপুল, সণ্ডরলণ্ড, পোর্টস্‌মাউথ ও প্লাইমাউথ, এই কয়টী পোতনির্ম্মাণের প্রধান স্থান ; গ্রিনউইচ্ (মানমন্দিরের জন্য বিখ্যাত)।

ইংলণ্ডের অধিবাসীদিগকে ইংরাজ বলে ; ইহারা বলবান্, সাহসী, তেজস্বী, পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান্, স্বাধীনতাপ্রিয় ও রণনিপুণ। ইহাদের ভাষাকে ইংরাজী ভাষা কহে। ইংলণ্ডের পার্লিমেণ্ট নামে প্রজাদিগের এক প্রতিনিধি সভা আছে। এই সভার আজ্ঞা অনুসারে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ হয়। স্কটলণ্ডের অধিবাসীদের স্কচ্ ও আয়র্লণ্ডের অধিবাসীদের আইরিষ বলে। ইংলণ্ডেশ্বর ৭ম এডওয়ার্ডের একজন

প্রতিনিধি এ দেশ শাসন করিয়া থাকেন, ইহাঁকে লর্ড লেপ্টেন্যান্ট বলে। বৃটীশ সাম্রাজ্যে সূর্য্য কখন অস্তমিত হয় না; কারণ পৃথিবীর সকল অংশেই ইহাঁদের অধিকার আছে।

ওয়েল্স—কার্ডিফ ও সোয়ান্সি (দক্ষিণ ওয়েল্সের বন্দর), মণ্টগোমরী।

স্কটলণ্ড—এডিন্বরা (এই নগরের দৃশ্য বড় সুন্দর, এখানে একটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে), গ্লাসগো, (বৃহৎ নগর, বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত), গ্রীনক্, ডণ্ডী, বালমোরাল (এখানে ইংলণ্ডেশ্বরের গ্রীষ্মনিকেতন আছে)।

আয়র্লণ্ড—ডবলিন (বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রসিদ্ধ), বেলফাষ্ট (উত্তর-পূর্ব্বে), কর্ক (দক্ষিণে), লণ্ডনডরী (উত্তরে) ওয়াটারফোর্ড (দক্ষিণে, বন্দর)।

বৃটীশ সাম্রাজ্যের অধিকার ও উপনিবেশ।

য়ুরোপে—জিব্রাল্টার, মাল্তা ও গাজো।

এসিয়ায়—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মপ্রদেশ; সিংহলদ্বীপ, ষ্ট্রেট্ সেট্ল্মেন্ট, হংকং, সাইপ্রস, মলয় উপদ্বীপ এবং আরব মধ্যস্থিত আশ্রিত রাজ্যসমূহ।

আফ্রিকায়—কেপকলোনি, নেটাল, বাসুতোলণ্ড, গাম্বিয়া, সিয়ালিওন্, গোল্ড কোষ্ট, লাগোস, মরিশস্, সেণ্ট হেলেনা, আসেনসন দ্বীপ, বৃটীশ দক্ষিণ ও পূর্ব্ব আফ্রিকা, নিগার রাজ্য, মিশরীয় সুদান ও আশ্রিত রাজ্যসমূহ এবং নবাধিকৃত ট্রান্সভাল্ ও অরেঞ্জ ফ্রি-ষ্টেট ইত্যাদি।

আমেরিকায়—কানাডারাজ্য, নিউফাউণ্ডলণ্ড, লাব্রাদর, বর্মাদস্, বৃটীশ হন্দুরাস, বৃটীশ গায়েনা, ফকলণ্ড দ্বীপ ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জামেকা প্রভৃতি।

ওশেনিয়ায়—অষ্ট্রেলিয়া, তাস্মানিয়া, নিউজিলণ্ড; নিউগিনি, ফিজিদ্বীপপুঞ্জ ও বোর্ণিওর কিয়দংশ।

ফ্রান্স—পারিস (সিন নদীর তীরে); লিয়ঁ (রোণ নদীর তীরে, রেশমী কাজের জন্য বিখ্যাত); মার্সেলস (ভূমধ্যসাগরের কূলে, প্রধান বন্দর), বর্দ্দোঁ (গেরোণ নদীর তীরে, এখান হইতে ব্রাণ্ডি মদ, তৈল ও নানাপ্রকার ফল রপ্তানী হয়); নাঁতস্ (লয়ার নদীর তীরে বাণিজ্য স্থান); হেবার (সিন নদীর মোহানায়); কালে (ডোভার প্রণালীতে, এই নগরটী বহুকাল ইংরাজদিগের অধিকারে ছিল)।

এখানকার অধিবাসীদিগকে ফরাসী বলে; ইহারা শিষ্টাচারী, প্রফুল্লচিত্ত, সরল ও সমরগৌরবপ্রিয়। কৃষিকর্ম্ম সামান্য লোকদিগের প্রধান অবলম্বন। শিল্পকর্ম্মে ফ্রান্সকে ইংলণ্ডের পরেই গণনা করিতে হয়। ইহারা কারুকার্য্যে বড় দক্ষ। মদ এখানকার মূল্যবান্ বাণিজ্য দ্রব্য। এখান হইতে রেশম, পশম, চর্ম্ম ও ব্রাণ্ডি রপ্তানি হয়। এদেশে সাধারণতন্ত্র-শাসন-প্রণালী প্রচলিত।

ফ্রান্সের বিদেশীয় অধিকার।

ফ্রান্সের অধিকারে কর্সিকা দ্বীপ, প্রধান নগর আইয়াচো।

এসিয়ায়—চন্দননগর, পুঁদিচেরী ও মহী (ভারতবর্ষে), নিম্ন কোচিন, টঙ্কিন, ফরাসী-শ্যাম, আনাম ও কাম্বোডিয়া (আশ্রিত রাজ্য)। আফ্রিকায়—আলজীরিয়, তিউনিস, সেনিগাল, ফরাসী-সুদান, ফরাসী-গিনি, ফরাসী-কঙ্গো ইত্যাদি।

দক্ষিণ আমেরিকায়—ফ্রেঞ্চগায়েনা। ওশেনিয়ায়—নিউ কালিডোনিয়া, সোসাইটী দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি।

মোনাকো—(ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ক্ষুদ্ররাজ্য), একজন গবর্ণর জেনারেলের শাসনাধীন। নগর—মোনাকো, কাণ্ডামাইন, মণ্টেকার্লো।

বেল্‌জিয়ম—ব্রুসেল্স্ (সেন নদীর তীরে, কার্পেট ও জরির কার্য্যের জন্য বিখ্যাত); অন্টোয়ার্প (বাণিজ্যপ্রধান নগর); গেণ্ট (এখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে); লিয়েজ (লোহার কাজের জন্য বিখ্যাত); অষ্টেণ্ড (বন্দর, উত্তর মহাসাগরের উপকূলে)।

এখানকার অধিবাসীদিগকে বেলজীয়ান বলে; ইহারা কৃষিকর্ম্মে পারদর্শী। স্বাধীন কঙ্গো রাজ্যে ইহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন।

হলণ্ড (নেদারলণ্ড)—আমষ্টার্ডাম (আমষ্টেল নদীর মোহানায়); হেগ (উপকূলে) লেডেন (রাইন নদীর তীরে), রটর্ডাম (বন্দর)।

এখানকার অধিবাসীদিগকে ওলন্দাজ বলে; ইহারা পরিশ্রমী, সমুদ্রের ধারে এক প্রকাণ্ড বাঁধ বাঁধিয়া দেশ রক্ষা করিতেছেন। এ দেশ উর্ব্বরা।

ওলন্দাজদিগের বিদেশীয় অধিকার।

এসিয়ায়—যবদ্বীপ, বোর্ণিও, সুমাত্রা, বাঙ্কা ও আম্বয়না, সিলিবিসের কিয়দংশ, নিউ গিনি, মলক্কাস ইত্যাদি (ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ)।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায়—কুরাকা ও অরুবা প্রভৃতি দ্বীপ এবং ডচ্ গায়েনা বা সুরিনম।

জর্ম্মণ-সাম্রাজ্য—মধ্য য়ুরোপের ২৬টী রাজ্য লইয়া এই সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে প্রুসিয়া, বাভেরিয়া, ওর্টেমবুর্গ, ও শক্সেনি প্রধান।

ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয় যুদ্ধের পর প্রুসিয়ার রাজা জর্ম্মণ-সাম্রাজ্যের সম্রাট্ (কই-সর Kaiser) হইয়াছেন। বার্লিন নগর রাজধানী বলিয়া স্থির হইয়াছে।

প্রুসিয়া—বার্লিন (বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিখ্যাত); পোষ্টডাম (বার্লিনের পশ্চিম, এখানে অনেকগুলি রাজপ্রাসাদ আছে), ফ্রাঙ্কফোর্ট (সেন নদীর ধারে); ডানজিগ্ (ভিষ্টুলা নদীর মোহানাস্থ বন্দর); ষ্টেটীন(ওডার নদীর মোহানায়); মেমেল (উত্তর-পূর্ব্ব সীমাস্থ বন্দর); কলোন (রাইন নদীর তীরে, অডিকোলন নামক গন্ধ দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত), এক্সলা-শাপেল বা আকেন (পশ্চিম সীমায়—উষ্ণপ্রস্রবণ জন্য বিখ্যাত)।

বাভেরিয়া—প্রধান নগর মিউনিক (এখানে নানাবিধ চিত্র ও ভাস্করকার্য্য আছে); ও নুরেনবর্গ (মধ্যভাগে)।

জর্ম্মণীর বিদেশীয় অধিকার।

আফ্রিকায়—টোগোলণ্ড, কেমেরুণ, জর্ম্মণ দক্ষিণ ও পশ্চিম আফ্রিকা, জর্ম্মণ-পূর্ব্ব-আফ্রিকা। প্রশান্ত মহাসাগরে—সলোমন পুঞ্জ, মার্সালপুঞ্জ, বিসমার্ক আর্কিপিলেগো ইত্যাদি।

সুইজর্লণ্ড—বার্ণ (আর নদীর ধারে, এখানে একটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে); জেনেভা (রোণ নদীর তীরে, ঘড়ির জন্য বিখ্যাত); জুরিক (জুরিক হ্রদের ধারে); নুশাটেল (নুশাটেল হ্রদের ধারে)। এখানকার অধিবাসদিগকে সুইস্ বলে। এখানে বাহাদুরী কাষ্ঠ, ঘড়ি, পনির প্রভৃতির বিস্তৃত কারবার আছে। • 33102

অষ্ট্রো-হুঙ্গেরী—(Austro-Hungary)

অষ্ট্রিয়া—ভিয়েনা (দানিয়ুব নদীর তীরে, প্রধান বাণিজ্য স্থান); প্রেগ্ (বোহিমিয়ার প্রধান নগর); ত্রিয়েস্ত (আড্রিয়াতিক সাগরের উপকূলে); ক্রাকো (ভিষ্টুলা নদীর তীরে)।

হুঙ্গেরি—বুদা বা ওফেন ও পেস্ত (দানিয়ুব নদীর উত্তর তীরে)।

১৮৭৮ খৃঃ অব্দে বোসনিয়া ও হারজেগোবিনা (তুরুষ্কের প্রদেশদ্বয়) অষ্ট্রিয়ার শাসনে আসিয়াছে।

বসোনিয়া—সিরাজিভো। হারজেগোবিনা—মুষ্টার।

রুষিয়া,—সেন্টপিটার্সবর্গ (রাজধানী, নিভা নদীর তীরে); আর্কেঞ্জেল (উত্তর ডুইনা নদীর মোহানার নিকট); ওয়ার্সা (ভিষ্টুলা নদীর তীরে, পূর্ব্বে পোলণ্ডের রাজধানী ছিল); রীগা (রীগা উপসাগরে, রপ্তানী দ্রব্যের আড়ত), হেলসিংফোর্স (ফিনলণ্ডের প্রধান নগর); মস্কৌ (মধ্যভাগে, রুষিয়ার প্রাচীন রাজধানী); নির্জনি-নব গরদ্ (ভলগা নদীর তীরে); ওডেসা ও খারশন (কৃষ্ণসাগরতীরস্থ বন্দর); শিবাস্তোপল (ক্রিমিয়ায় দুর্গের জন্য বিখ্যাত), অষ্ট্রাকান (ভলগা নদীর মোহানার নিকট, মৎস্য-ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত)।

য়ুরোপীয় রুষিয়া য়ুরোপের প্রায় পূর্ব্বার্দ্ধ ব্যাপিয়া আছে। অধুনা এই সাম্রাজ্য পোলণ্ড ও ফিনলণ্ড সহ ৬৮টী গবর্ণমেণ্টে বিভক্ত। এদেশ অতি বিস্তীর্ণ, এইজন্য স্থানভেদে এখানে শীত ও গ্রীষ্মাদি ঋতুর তারতম্য হইয়া থাকে। উত্তর-মহাসাগরের নিকটবর্ত্তী ভূমি চিরতুষারাচ্ছন্ন। য়ুরোপের অপরাপর সাম্রাজ্য অপেক্ষা এখানকার লোকসংখ্যা অধিক এবং অধিবাসীরা অপেক্ষাকৃত অসভ্য বলিয়া পরিগণিত। রুষিয়ার সম্রাটকে "জার" (সিজার শব্দের অপভ্রংশ) বলে। রুষিয়ার মধ্যভাগ ও দক্ষিণপশ্চিমাংশ উর্ব্বরা। ১৮৭৮ খৃষ্ট অব্দে বার্লিন্ নগরের সন্ধি অনুসারে বাসারাবিয়া প্রদেশ রুষিয়ার অধিকারে আসিয়াছে। প্রধান নগর কিশিনেফ।

স্কান্দিনেভিয়া—নরওয়ে ও সুইডেন একত্র এই নামে পরিচিত। এ রাজ্য পর্ব্বত ও হ্রদাকীর্ণ।

নরওয়ে—ক্রিষ্টিয়ানা (দক্ষিণ পূর্ব্বে, এখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে); বার্জেন ও ট্রন্ধেম (পশ্চিমে) এ দুইটী বন্দর।

নরওয়ে পার্ব্বত্য দেশ। ১৮১৪ খৃষ্ট অব্দে সুইডেনের সহিত মিলিত হইয়া একজন রাজার শাসনাধীন হইয়াছে, কিন্তু এই উভয় দেশের শাসনপ্রণালী বিভিন্ন। নরওয়ের অধিবাসীদের নরউইজিয়ান্ বলে, ইহারা পরিশ্রমী ও সাহসী।

সুইডেন—ষ্টকহলম্ (মেলার হ্রদের নিকট, সমুদ্র-বন্দর); গোথেনবর্গ (দক্ষিণ-পশ্চিমে বাণিজ্যস্থান); কারল্‌স্ক্রোণা (দক্ষিণ-পূর্ব্বে, সুইডেনের রণতরীর প্রধান আড্ডা); অপ্‌শালা (এখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে)।

সুইডেনের অধিবাসিগণ 'সুইডিস্' নামে অভিহিত। ইহারা সুশিক্ষিত ও পরিশ্রমী। লাপলণ্ডের (বোথনিয়া উপসাগরের উত্তর) কিয়দংশ নরওয়ে-সুইডেনের ও কিয়দংশ রুষিয়ার অধিকৃত।

ডেন্মার্ক (স্কট্‌লণ্ডসহ)—কোপেনহেগেন (জিলণ্ডের পূর্ব্বে); এলশিনর। এখানকার অধিবাসীদিগকে দিনেমার বলে।

আইসলণ্ড (প্রধান নগর রিকিয়াভিক); গ্রীনলণ্ড এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সেণ্টেটমাস ইত্যাদি দ্বীপ ডেন্মার্কের অধিকারে আছে।

স্পেন—মাদ্রিদ, বার্সিলোনা (উত্তর-পূর্ব্ব উপকূলে); সালামানকা (এখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে); সেবিল (গোয়াদেলকুইবার নদীর তীরে); করুণা (আটলাণ্টিক মহাসাগরের বন্দর); জিব্রাল্টার (দক্ষিণে ইংরাজাধিকৃত)।

এখানকার অধিবাসীদিগকে স্পানিয়ার্ড বলে। ভূমধ্যসাগরের মাজর্কা, মিনর্কা, ইভিকা প্রভৃতি দ্বীপ স্পেনের অধিকারে আছে। বিদেশীয় অধিকার—প্রশান্ত মহাসাগরে—কারোলাইন, সুলু ইত্যাদি। আফ্রিকায়—কেনারী দ্বীপপুঞ্জ

কর্ণক্লোপো, আনাবন, সানজুয়ান ইত্যাদি। আমেরিকায়—পর্ত্তোরিকো।

পিরেনিজ পর্ব্বতের আন্দোরা নামক ক্ষুদ্র প্রদেশ স্পেনদেশস্থ অর্গেল নগরের প্রধান ধর্ম্মযাজকের ও ফ্রান্সের কর্ত্তৃত্বাধীনে। এখানে সাধারণতন্ত্র প্রচলিত।

পর্ত্তুগাল—লিসবন (টেগস্ নদীর ধারে); অপর্ত্তো (ডাইরো নদীর মোহানার নিকট, পোর্ট নামক সুরার জন্য বিখ্যাত)।

পর্ত্তুগাল ৬টী প্রদেশে বিভক্ত। এখানকার অধিবাসীদিগকে পর্ত্তুগীজ বলে। এখানকার ভূমি উর্ব্বরা বটে, কিন্তু কৃষিকর্ম্মের তেমন উন্নতি নাই। বিদেশীয় অধিকার—এশিয়ায় গোয়া, দমন, ও দীউ (ভারতবর্ষে); তাইমুর (ভারত-মহাসাগরে), মাকো (চীন দেশে)। আফ্রিকায়—পর্ত্তুগীজ পূর্ব্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা, কেপভার্দ্দ দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি।

১৭৫৫ খৃষ্ট অব্দের ভূমিকম্পে লিসবনের ৬০,০০০ লোকের মৃত্যু হয়।

ইতালী—রোম (টাইবার নদীর তীরে, এখানকার সেন্ট-পিটার গীর্জা বড় সুন্দর); নেপলস (পশ্চিম উপকূলে, ইতালীর মধ্যে বড় নগর।) মিলান (জেলাও) উত্তরপূর্ব্ব উপকূলের প্রধান বন্দর ; ভিনিস (আড্রিয়াতিক সাগরের উত্তরাংশে); ফ্লরেন্স, ব্রিন্দিসী (আড্রিয়াতিক সাগরের উপকূলে অবস্থিত) য়ুরোপ হইতে এশিয়ায় যাতায়াতের সময় এখানে ডাকষ্টীমার থামে। এখান হইতে ক্যালে পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত আছে।

সম্প্রতি সান্‌সেরিণো প্রদেশ ভিন্ন সমগ্র ইতালী (সার্ডিনিয়া ও সিসিলি দ্বীপসহ) একজন রাজার শাসনাধীন এবং ইতালী রাজ্য বলিয়া পরিগণিত।

এখানকার অধিবাসীদিগকে ইতালিয়ান বলে। বিদেশীয় অধিকার—আফ্রিকায় ইরীত্রিয়া (লোহিতসাগর উপকূলে), সোমালিলণ্ড ও গালা প্রভৃতি।

সিসিলি-দ্বীপ—পালারমো।

সার্ডিনিয়া—কাগলিয়ারী।

মাল্টা,—ভালিতা (ইংরাজদিগের ভূমধ্যসাগরস্থ রণতরীর প্রধান আড্ডা)।

গজো, কমিনো (সিসিলির দক্ষিণ) ইংরাজদিগের অধিকারে।

গ্রীস—আথেন্স (ইজিনা উপসাগরের উত্তর); পাত্রস (করিন্থ উপসাগরে প্রবেশপথের নিকট, বন্দর); স্পার্টা (দক্ষিণে)।

অধিবাসীদিগকে গ্রীক বলে; ইহারা নাবিকের কার্য্যে বড় পটু।

য়ুরোপীয় তুরুষ্ক—কনস্তান্তিনোপল বা স্তাম্বুল (বস্‌ফোরস্ প্রণালীতে); গালিপোলি (দার্দানেলজ প্রণালীর নিকট); আড্রিয়ানোপল ; সালোনিকা।

ইস্‌লামধর্ম্মই অত্রত্য রাজধর্ম্ম। এখানকার রাজা স্বেচ্ছাচারী ; তাঁহাকে সুলতান ও তাঁহার প্রধান মন্ত্রীকে উজির বলে।

কাণ্ডিয়া (ক্রীত)—কাণ্ডিয়া।

করদ রাজ্য—বুলগেরিয়া ও পূর্ব্ব রুমাণিয়া—সোফিয়া ; ফিলিপপোলি (পূর্ব্ব রুমাণিয়ার প্রধান নগর)।

পূর্ব্ব রুমাণিয়া বুলগেরিয়ার সহিত মিলিত হইয়া দক্ষিণ বুলগেরিয়া নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

সামসদ্বীপ (এশিয়া মাইনরের পশ্চিমাংশে)।

নিম্নলিখিত রাজ্যগুলি রুষ-তুরুষ্কের যুদ্ধের পর ১৮৭৮ খৃষ্ট অব্দে বার্লিন নগরের সন্ধি অনুসারে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

রুমাণিয়া—বুখারেষ্ট ; জাসে (মল্ডেভিয়ার প্রধান নগর)। সার্ব্বিয়া—বেলগ্রেড। মন্টেনিগ্রো—সতিনে।

মলডেভিয়া, ওয়ালাশিয়া ও দোব্রুজা প্রদেশ লইয়া রুমাণিয়া রাজ্য।

প্রকৃতি ও অধিবাসী।

য়ুরোপ পরিমাণে এসিয়ার এক-চতুর্থাংশেরও কম। ভৌগোলিক বিবরণানুসারে ইহা এসিয়া মহাদেশের উত্তর পশ্চিম কোণে সম্বদ্ধ। য়ুরোপের সমগ্র দেশভাগ কর্কটক্রান্তির উত্তরে অবস্থিত হওয়ায় এখানে গ্রীষ্মাভাব ঘটিয়াছে। এতদ্ভিন্ন উত্তরদিকের অধিকাংশ স্থান সুমেরু-কেন্দ্রের (Arctic-zone) মধ্যগত থাকায় অর্থাৎ ৫৭° অক্ষরেখার উত্তরবর্ত্তী দেশসমূহের শৈত্যের প্রাবল্যহেতু ধান্যগোধূমাদি আদৌ জন্মে না। এই হেতু তত্তদ্দেশে নিরন্তরই জনসংখ্যার হ্রাস ঘটিয়া থাকে। পর্ব্বতময় স্কটলণ্ডের উত্তরাংশে, নরওয়ে ও সুইডেনে এবং রুষিয়ার উত্তরভাগে অত্যধিক হিমপাত হওয়ায় কোনরূপ শস্যাদি জন্মে না। তজ্জন্য ঐ সকল দেশের দক্ষিণে যেভাগে গোধূম জন্মিয়া থাকে, সেই ভাগেই লোকের বসতি দেখা যায়। য়ুরোপের পশ্চিম অপেক্ষা পূর্ব্ব দিকেই শীতের প্রভাব অধিক, এক অক্ষরেখায় অবস্থিত এডিনবরা নগরী অপেক্ষা মস্কউ নগরে শীতাধিক্য উপলব্ধি হইয়া থাকে।

য়ুরোপ ও এসিয়ার প্রাকৃতিক গঠন লইয়া তুলনা করিলে উভয় মহাদেশকেই প্রায় একরূপ বলিয়া কল্পনা করা যায়। য়ুরোপের দক্ষিণে স্পেন, ইতালী ও তুরুষ্ক রাজ্য যেরূপ প্রায়োপদ্বীপাকারে বিলম্বিত আছে, এসিয়ার দক্ষিণেও তদ্রূপ আরব, ভারত ও গঙ্গাবহির্ভূত উপদ্বীপ (Trans-Gangetic

Peninsula) বিদ্যমান আছে। স্পেনের উত্তর হইতে পিরিনিজ, আল্‌পস্‌ ও কার্পেথিয়ান্‌ পর্ব্বতশ্রেণী যেরূপ সমসূত্রে পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত রহিয়াছে, মধ্য এসিয়ার উচ্চ ভূমিতেও সেইরূপ একটী সমরেখায় গিরিশ্রেণী বিস্তৃত দেখা যায়। উত্তর যুরোপ ইংলণ্ডের পূর্ব্ব হইতে যুরাল পর্ব্বত পর্য্যন্ত যেমন সমতল ক্ষেত্রে বিরাজিত, এসিয়ার সাইবিরিয়া রাজ্য তেমনই সুদীর্ঘ সমতল প্রান্তরে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে।

স্পেন, ইতালী ও তুরুষ্ক রাজ্য, যুরোপের মধ্যে গ্রীষ্মপ্রধান। এই কারণ এখানে স্বল্প পরিমাণে ধান্যাদি উৎপন্ন হয়। ফ্রান্স, বেলজিয়ম, প্রুসিয়া ও পোলণ্ডের সমতল ক্ষেত্রে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গোধূম উৎপন্ন হইয়া থাকে। বল্টিক হইতে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত পোলণ্ড ও মধ্য রুষিয়ার বিস্তীর্ণ প্রান্তর ভিস্‌চুলা, ওডার, নিপার ও নিষ্টার নদী দ্বারা জলপ্লাবিত হওয়ায় উহা সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর হইয়াছে এবং উহাই যুরোপের শস্যভাণ্ডার বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এখান হইতে ইংলণ্ড প্রভৃতি যুরোপীয় শস্যহীন দেশে প্রচুর পরিমাণে গোধূম রপ্তানি হয়।

গ্রীষ্মাভাব হেতু এখানে বন্য জীব জন্তু এবং বৃক্ষলতাদির একান্ত অসদ্ভাব ঘটিয়াছে। রুষিয়ার উত্তরে এবং অষ্ট্রিয়ার পার্ব্বতীয় জঙ্গলে ভয়াবহ নেকড়ে বাঘ (Wolf) ভিন্ন অন্য কোন বন্য জন্তু এখানে নাই। এমন কি, চিতা, বিড়াল প্রভৃতিও এখানে দৃষ্ট হয় না। সেক্সপীয়ারের গ্রন্থে যে "bearded pard" নামক [illegible]র উল্লেখ আছে, তাহাকে স্পেনদেশীয় pardine lynx বলিয়া জানা যায়। [illegible] জন্তুর সংখ্যা অনেক [illegible] আমরা কমিয়া আসিয়াছে। কারণ ভূতত্ত্বের আলোচনায় জানিতে পারি যে, প্রাচীন কালে যুরোপে হস্তী, গণ্ডার, ব্যাঘ্র, বৃষ ও হরিণ প্রভৃতি জন্তু ছিল। শীকারপ্রিয় যুরোপবাসীর হস্তে অথবা হিমপ্রলয়ে সম্ভবতঃ ঐ সকল জীবজন্তুর ক্ষয় ঘটিয়াছে। সমগ্র যুরোপ মহাদেশ অনুসন্ধান করিলে শতাধিক বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না।

স্থান); প্রেগ্ (বোহিমিয়া); ক্রাকো [illegible] পেস্ত (দা[illegible]) [illegible] যুরোপ সভ্যতার শীর্ষসোপানে আরোহণ করাতেও বর্ত্তমানে বন্য হিংস্র [illegible]

প্রকৃতি কর্ত্তৃক এরূপ দীনভাবে রক্ষিত হইলেও যুরোপবাসী জাগতিক উন্নতির তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছেন। কি বিজ্ঞান, কি শিল্প, কি সাহিত্য, কি সামরিক কৌশল সকল বিষয়ে যুরোপীয়গণ অন্যান্য দেশবাসী অপেক্ষা উন্নতির উচ্চ সীমায় উপনীত হইয়াছেন।

যুরোপবাসিগণ আপনাকে প্রাচীন আর্য্য বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচিত করেন। যথাক্রমে কেল্টিক জাতীয় বা গ্যালিক হেলেনীয় টিউটন, লেটিন ও স্লাভনীয়গণ পারস্য বা মধ্যএসিয়া হইতে যুরোপে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। [illegible] স্কটলণ্ড, আয়রলণ্ড, ওয়েল্‌স্‌, কর্ণওয়াল, পশ্চিম ফ্রান্স ও স্পেনে কেল্টিকগণের বাস দেখা যায়। ইতালী, ফ্রান্স, স্পেন, পর্ত্তুগাল, ওলাসিয়া ও মলডাভিয়া নামক স্থানে রোমকগণ এবং গ্রীস ও গ্রীসীয় দ্বীপপুঞ্জে হেলেনগণের বাস রহিয়াছে। ইংরাজ, ওলন্দাজ, জর্ম্মণ ও স্কান্দিনেবিয়গণ টিউটনশাখা বলিয়া পরিচিত। টিউটনদিগের প্রাচীন মিসোগথিক্‌ (Mœso-Gothic) ভাষার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া অধ্যাপক বপ্‌ (Comparative grammar) লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালা অপেক্ষা এই ভাষা অধিকতর সংস্কৃতের অনুগামী। তুরুষ্ক, হঙ্গেরী, বোহেমিয়া ও পোলণ্ড প্রান্তর ভাগে শেষ ঔপনিবেশিক আর্য্যগণের বংশধরেরা বসবাস করিতেছে। এতদ্ভিন্ন সমগ্র যুরোপের নানাস্থানে প্রায় তিন লক্ষ "জিপ্‌সীর (Gipsy) বাস আছে। উহাদের ভাষা ও আকৃতি প্রকৃতি প্রায় হিন্দুর মত। ভারতীয় ডোমদিগের সহিত ইহাদের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না।

সমাগত আর্য্য ব্যতীত পিরিনিজ ও লাপ্‌লণ্ড ভূভাগে কতকগুলি প্রাচীন অনার্য্যজাতির বাস আছে। মোঙ্গলীয় বা তুর্কগণ তুরুস্কে, তাতারগণ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ রুষিয়ায় এবং মগ্যারগণ হঙ্গেরীতে আসিয়া বাস করিয়াছিল। তুর্কগণ ব্যতীত বর্ত্তমান যুরোপের সমস্ত অধিবাসীই প্রায় খৃষ্টানধর্ম্মাবলম্বী। ঐ খৃষ্টানদিগের মধ্যে মধ্যে আবার সাম্প্রদায়িক প্রভেদ আছে। গ্রীকসমাজের (Greek church) নেতা রুষসম্রাট্‌, রোমান-কাথলিক সমাজের নেতা রোমের পোপ। প্রোটেষ্টাণ্ট সমাজের কোন বিশিষ্ট নেতা নাই। ধর্ম্ম অনুসারে লাটিন্‌ বা রোমকগণ রোমান-কাথলিক, টিউটনগণ প্রোটেষ্টাণ্ট ও রুষসাম্রাজ্যবাসিগণ গ্রীকচার্চের অধীন। গ্রীক ও ক্রীতবাসীদিগের মধ্যেও রোমান-কাথলিকই অধিক।

এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় ৩০০০ লক্ষ। ঐ সকল বাক্তির মধ্যে ইতালীয়, [illegible] স্পেনীয় ও পর্ত্তুগীজদিগের ভাষা কতকাংশে লাটিন্‌ মিশ্রিত। জর্ম্মাণ, ফ্রেন্সিস্‌, ওলন্দাজ, সুইডিস্‌, দিনেমার ও ইংরাজদিগের ভাষায় টিউটনদিগের ভাষার প্রভাব লক্ষিত হয়। পোলণ্ড, রুষিয়া, বোহেমিয়া ও যুরোপীয় তুরুস্কে স্লাভনিক ভাষার ছায়া দেখা যায়। ওয়েল্‌স, স্কট্‌লণ্ড, আয়র্লণ্ড, উত্তরপশ্চিমফ্রান্স ও আয়লণ্ডে কেল্টিকভাষার ব্যবহার আছে। বর্ত্তমান গ্রীক ও অন্যান্য কএকটী ভাষা একণে যুরোপখণ্ডে প্রচলিত রহিয়াছে। প্রাচীন গ্রীকভাষার সহিত বর্ত্তমান গ্রীকভাষার অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

বর্ত্তমান ভাগে যুরোপ মহাদেশ মিত্রসত্তর, প্রজাতন্ত্র ও

সাধারণতন্ত্র নামক শাসনপ্রণালীতে পরিচালিত হইতেছে। রাজকীয় বিভাগ লক্ষ্য করিলে জানা যায় যে, য়ুরোপ মহাদেশ রুষিয়া, অষ্ট্রিয়া, হঙ্গেরী, জর্ম্মণি ও তুরুষ্ক নামক চারিটী সাম্রাজ্য বিভক্ত। প্রুসিয়া, বাভেরিয়া, বুর্টেম্বার্গ ও সাক্সনিরাজ্য, বদেন, মেক্লেন্‌বর্গ, স্বেরিন, হেসি, ওল্ডেনবর্গ, সেক্সবিমার, মেক্লেনবর্গ, ষ্ট্রীলিটজ্ নাম গ্রাণ্ড ডচি ও ব্রান্সউইক, সেক্সমেনিঞ্জেন, এন্‌হাল্ট, সেক্সকোবার্গ গোথা ও সেক্স অল্টোবর্গ নামক ডচি এবং বল্‌-বেক্, লিপে, স্বার্জবার্গ রুডোলষ্টর্ড স্বার্জবার্গ-সোণ্ডারশুজেন, স্কোম্বার্গ-লিপে ও রিউস্ গ্রীজ্ নামক সামন্ত রাজ্য (Principality) এবং এল্‌সাস্‌লোরেন্ প্রদেশ ও হাম্বার্গ, লুবেক, ব্রেমেন প্রভৃতি ফ্রি-ট্যাউন লইয়া জর্ম্মণ সাম্রাজ্য গঠিত।

তুরুষ্ক, সার্ভিয়া, মণ্টিনিগ্রো ও রুমাণিয়া লইয়া তুরুষ্ক সাম্রাজ্য।

এতদ্ভিন্ন বেলজিয়ম, ডেনমার্ক, গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লণ্ড, গ্রীস, হলণ্ড, ইতালী, স্পেন, পর্ত্তুগাল, সুইডেন ও নরওয়ে এবং জর্ম্মণির অন্তর্ভুক্ত চারিটী রাজ্য লইয়া এখানে সর্ব্বসমেত ১৩টী রাজ্য আছে। আঁদোরে, ফ্রান্স, সানমারিণো ও সুইজর্লণ্ড নামক রাজ্যচতুষ্টয় সাধারণতন্ত্র বলিয়া গণ্য।

য়ুরোপের ইতিহাস বলিতে সমগ্র সভ্য জগতের জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, কলাবিদ্যা ও যুদ্ধবিদ্যার উন্নতির ইতিহাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক।

পৌরাণিক গ্রীক কাব্য পাঠে জানা যায় যে, জুপিটর এখানে য়ুরোপাকে (Europa) আনিয়া রাখেন, তদবধি এই স্থান য়ুরোপ নামে খ্যাত হয়। বোকার্ট (Bochart) ফিনিকীয় Urappa শব্দ হইতে য়ুরোপ শব্দের ব্যুৎপত্তি স্থির করিয়াছেন। ফিনিকীয় Urappa ও গ্রীক্ lenks prosopos শব্দ একপর্য্যায়বাচক। উহার অর্থ শ্বেত বা সুন্দরবর্ণ। সম্ভবতঃ য়ুরোপবাসীর শ্বেতকায় দেখিয়া এই মহাদেশকে ঐ নামে অভিহিত করা হইয়া থাকিবে। মুসোঁ গেবেলিন্ (M. Gebelin) ফিনিকীয় "Wrab" শব্দ হইতে নামোৎপত্তি স্বীকার করেন। তাঁহার মতে ফিনিকীয়ার অর্থাৎ এসিয়ার পশ্চিমে অবস্থিত বলিয়া এই স্থানের নাম য়ুরোপ হইয়াছে। Wrab শব্দের অর্থ পশ্চিম। কারণ ফিনিকীয় বণিকগণ বহু পূর্ব্বকাল হইতে বাণিজ্যব্যপদেশে ভূমধ্যসাগরের য়ুরোপীয় উপকূলে আসিয়া বাস করিয়াছিল। তাহারা পশ্চিম দিকে আসিয়াছিল বলিয়া এই স্থানকে Wrab পশ্চিম শব্দে উল্লেখ করিয়া থাকিবে।

য়ুরোপীয় পুরাবিদেরা এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, য়ুরোপের অধিবাসিগণ এসিয়া হইতে এখানে সমাগত হইয়াছে। যে সময়ে এসিয়া মহাদেশে সুবৃহৎ ও মহাসমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্যসমূহ বিদ্যমান থাকিয়া জাতীয় উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রচার করিতেছিল, সেই সময়ে য়ুরোপ বর্ব্বরতায় নিমজ্জিত ছিল। য়ুরোপীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে গ্রীকরাজ্য বর্ব্বরতা হইতে অভ্যুত্থিত এবং অনতিকাল মধ্যেই উচ্চ শিক্ষা ও সভ্যতার চরম সীমায় উপনীত হয়। গ্রীকগণ জাতীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ইতালী এবং গল ও স্পেনরাজ্যের সমুদ্রোপকূলে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। এই সময় হইতেই রোম নগরের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৮ম শতাব্দে রোমরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

অভ্যুত্থিত রোমের বীরচেতা অধিবাসিগণের বাহু বলে ক্রমে সমগ্র ইতালী এবং সর্ব্বশেষে য়ুরোপ মধ্যে একটী সাম্রাজ্যের বিস্তার হয়। তৎকালে কেবল মাত্র উত্তর-য়ুরোপবাসী জাতি মাত্র রোমের অধীনতাপাশ বহন করে নাই।

রোম-সাম্রাজ্যের অধঃপতনে য়ুরোপে বর্ব্বর জাতির (barbarians) প্রতিপত্তি বিস্তৃত হয়। বর্ব্বরগণ এসিয়ার নানাস্থান হইতে দলে দলে অগ্রসর হইয়া য়ুরোপলুণ্ঠন এবং তদ্দেশবাসীর উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিতে থাকে। বর্ব্বর জাতির সমাগমের পর, কএক শতাব্দ ধরিয়া য়ুরোপ মহাদেশে ভয়াবহ অরাজকতাস্রোতঃ প্রবাহিত হইতে থাকে। অতঃপর ভিসিগথ (Visigoth)-গণ স্পেনরাজ্যে, ফ্রাঙ্কগণ (Franks) গলরাজ্যে, লম্বর্ডগণ (Lombard) ইতালীতে, সাক্সনগণ (Saxon) উত্তর জর্ম্মণিতে, আভেরী (The Avari) দক্ষিণ জর্ম্মণিতে এবং সর্ব্বশেষে এঙ্গ্‌লো-সাক্সনগণ ব্রিটেন রাজ্যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে রাজপাট স্থাপন করেন। পূর্ব্ব য়ুরোপে গ্রীক-সাম্রাজ্যই কনষ্টান্তিনোপলে বিগত রোমরাজ্যের পরিচায়ক ছিল।

প্রায় খৃষ্টীয় ৮০০ অব্দে বিখ্যাত যোদ্ধা ও দণ্ডমুণ্ডবিধাতা সার্লিমেন (Charlemagne) পশ্চিম য়ুরোপের অধিকাংশ স্থান অধিকারপূর্ব্বক একটী বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন। সেই বীরবরের বংশধরগণ আপনাদের রাজশক্তি অপ্রতিহত রাখিতে অশক্ত হওয়ায় শাসনশৃঙ্খলায় শৈথিল্য উপস্থিত হয় এবং গৃহবিবাদহেতু সেই সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া ক্রমে ক্রমে ফ্রান্স, জর্ম্মণি, ইতালী, লোরেণ, প্রোভেন্স, বার্গাণ্ডি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উৎপত্তি হয়। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে উত্তর য়ুরোপের মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন রুষিয়া, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক প্রভৃতি রাজ্য শক্তিসঞ্চয়ে সমুন্নত হইয়া য়ুরোপীয় অপরাপর শক্তির সমকক্ষ হইয়া উঠে।

খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে মূরগণ স্পেনীয় প্রায়োদ্বীপ আক্রমণ করিয়া রাজ্য শাসন করিতে থাকে। তাহাদের সমৃদ্ধ রাজ্যশাসনের পরিচয় যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। কর্ডোভার মূরকীর্ত্তি জগতে অতুলনীয়। লিয়োঁ, কাষ্টাইল, আর্গো ও পর্ত্তুগালের খৃষ্টান্ রাজগণের অভ্যুদয়ে তাহারা চির সাধের স্পেনসাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে কনষ্টাণ্টিনোপল অধিকারপূর্ব্বক তথায় রাজপাট স্থাপন করে। ঐ সময় হইতেই য়ুরোপের সমৃদ্ধিশালী অপরাপর রাজ্যগুলির প্রতিষ্ঠা কাল কল্পনা করা যায়। [মূর দেখ।]

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে ইউনাইটেড্ নেদারলণ্ড প্রদেশসমূহ স্পেনীয় শাসনশৃঙ্খল উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীন মুকুট গ্রহণ করে এবং ১৮শ খৃষ্টাব্দে পদার্পণ করিয়াই প্রুসিয়া স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে গঠিত হয়। ৯১১ খৃষ্টাব্দে সংগঠিত জর্ম্মাণ সাম্রাজ্য ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে সম্যক্‌রূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ৯৯২ খৃষ্টাব্দে পোলণ্ড একটী স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছিল, কিন্তু ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের রুষ রাজাদেশানুসারে উহা রুষসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। প্রুসিয়া ও অষ্ট্রিয়া পূর্ব্বেই কতকগুলি প্রদেশ অধিকার করিয়া স্বতন্ত্র হইয়াছিল।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ফরাসী-বিপ্লবে য়ুরোপে যে সাধারণ রণরঙ্গ সমুৎপাদিত হয়, তাহা হইতে য়ুরোপের অনেক ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ফরাসী-সম্রাট্ ১ম নেপোলিয়ান্ ঐ সময়ে য়ুরোপের সর্ব্বত্র স্বীয় বিজয়-বৈজয়ন্তী বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ফরাসী সাম্রাজ্যের অধঃপতন ঘটিবার পর, অনেকাংশে পূর্ব্বতন রাজ্যশাসনপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে গ্রীকগণ তুরুষ্ক সাম্রাজ্যের অধীনতা পাশ উন্মোচন করিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে নেদারলণ্ডস্ হলণ্ড ও বেলজিয়ম নামক দুইটী স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ৩য় নেপোলিয়ানের সহিত ইতালীরাজের বন্ধুত্ব স্থাপিত হইলে, অষ্ট্রিয়া-সম্রাট্ লম্বর্ডিরাজ্য ফরাসী সম্রাটের হস্তে সমর্পণ করেন। নেপোলিয়ান্ পরে উহা সার্ডিনিয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রুমাণিয়ার সামন্তরাজ্য সংগঠিত হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া ব্যতীত জর্ম্মণ-সামন্ত রাজ্যগুলি একতাবদ্ধ হইয়া একটী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বার্লিন্ নগরের সন্ধিপত্রানুসারে তুরুষ্কের সুলতানের অধিকৃত কতকগুলি প্রদেশ স্বাধীন রাজ্যরূপে গণ্য করা হইয়াছিল।

উপরে যে সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ লিখিত হইল, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ তত্তৎ দেশ নামে যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং এখানে বিভিন্ন দেশের ধারাবাহিক ইতিহাস উল্লেখ করা গেল না। [তত্তৎ শব্দ দ্রষ্টব্য।]

যূষ, বধ, ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ যূষতি। লোট্ যূষতু। লিট্ যুযূষ। লুট্ যূষিত। লুঙ্ অযূষীৎ লৃট্ যূষিষ্যতি। সন্ যুযূষিষতি। যঙ্ যোযূষ্যতে। যঙ্‌লুক্ যোযূষীতি।

যূষ্ (পুং স্ত্রী) যূষ-ক। মুদ্গাদি কাথরস, মুদ্গাদির ঝোল। যুগ বা মৎস্যাদির যে ঝোল হয়, তাহাকে যূষ কহে।

"বৈদলান্ বিতুষান্ ভৃষ্টান্ চতুর্ভাগাম্বুসাধিতান্।
নিষ্পীড্য তোয়মেতেষাং সংস্কৃতং যূষ উচ্যতে॥" (পর্য্যায়মু০)

দাইল ভাজিয়া তাহার তুষ (খোসা) ফেলিয়া দিবে, পরে চারি ভাগ জলে উহা সিদ্ধ করিয়া উহাতে লবণাদি মিশ্রিত করিবে, তদনন্তর উহা উত্তমরূপ নিপীড়ন করিয়া ছাকিয়া লইলে তাহাকে যূষ কহে। এই যূষ বহু প্রকার।

এই যূষের বিষয় সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে। মুদ্গযূষ কফনাশক, অগ্নিকর, বমন ও বিরেচন দ্বারা শুদ্ধশরীর ব্যক্তিদিগের মুখপ্রিয়। ইহা অতি উৎকৃষ্ট পথ্য। মুদ্গযূষ দাড়িম ও দ্রাক্ষা সংযোগে প্রস্তুত হইলে তাহাকে রাগষাড়ব কহে। মসূর, মুদ্গ ও কুলথ লবণ সংযোগে প্রস্তুত হইলে রুচিকর, লঘুপাক ও দোষের অবিরোধী হয়। ইহা কফ ও পিত্তের অবিরোধী, বাতব্যাধির পক্ষে উপকারী এবং বায়ুরোগীর পক্ষে সুপথ্য, রুচিকর, অগ্নিকর, মুখপ্রিয় ও লঘুপাক।

পটোল ও নিম্বের যূষ কফঘ্ন, মেদঃশোধক, পিত্তনাশক, অগ্নিকর, মুখপ্রিয় এবং কৃমি, কুষ্ঠ ও জ্বরনাশক। মূলকের যূষ শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, প্রসেক, অরুচি ও জ্বরনাশক এবং কফ, মেদ ও গলরোগে বিশেষ উপকারী। কুলত্থের যূষ বায়ুনাশক, শ্বাস, পীনস, কাস, অর্শ, গুল্ম, ও উদাবর্ত্ত রোগে হিতকর। দাড়িম ও আমলা দ্বারা উহা প্রস্তুত হইলে মুখপ্রিয়, দোষের সংশমনকারী ও লঘুপাক হয়। মুদ্গ ও আমলকের যূষ বলকর, পিত্তজনক, মূর্চ্ছা ও মেদোনাশক, পিত্ত ও বায়ুদমনকারী, সংগ্রাহী এবং কফ ও পিত্তের হিতকর। যব, কূল ও কুলত্থের যূষ কণ্ঠশোধনকর ও বায়ুনাশক। সকল প্রকার মুগাদি ও শমীধান্যের যূষ উক্ত প্রকার গুণসম্পন্ন, বৃংহণ ও বলবর্দ্ধক।

যূষমাত্রই হৃদ্য এবং বায়ু ও কফের হিতকর। তৈল, লবণ, ঘৃত ও ঝাল এই সকল দ্বারা প্রস্তুত না হইলে তাহাকে 'অকৃত যূষ' এবং তৈল, লবণ ও ঝাল সংযুক্ত হইলে তাহাকে কৃতযূষ কহে। দধি, কাঁজি ও কলায়রস রস সহ যে সকল

যূষ প্রস্তুত হয়, তৎসমুদায় উত্তরোত্তর লঘু ও হিতকর। সংস্কৃত অপেক্ষা অসংস্কৃত যূষ লঘু ও হিতকারী। দধি, দধিমস্তু ও অম্ল দ্বারা পক্ক হইয়া রস প্রস্তুত হইলে তাহাকে কাম্বলিক যূষ কহে।

মাংসের যূষ তৃপ্তিকর; শ্বাস, কাস ও ক্ষয়রোগনাশক, বাতঘ্ন, তৃপ্তিকারক, সংঘাতকর, এবং শুক্র ওজঃ ও বলবর্দ্ধক।

(সুশ্রুত সূত্রস্থা০ ৪৫ অ০)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে,—

"অষ্টাদশগুণে নীরে শমীধান্তশৃতো রসঃ।
বিরলায়ে ঘনঃ কিঞ্চিৎ পেয়াতো যূষ উচ্যতে।
উক্তঃ স এব নির্য়ূহো রুচিকৃচ্ছ বিশেষতঃ॥"

শমীধান্ত (মুগ মুসুর প্রভৃতি) আঠার গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিলে সিক্থ (সিটা) বিরহিত অথচ পেয়া অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ঘন যে সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাকে যূষ বলা যায়। ইহা রুচিকারক। যূষের প্রকারান্তর-কুট্টিতদ্রব্য (যূষের উপাদান শমীধান্তাদি) একপল, শুণ্ঠী অর্দ্ধতোলা ও পিপ্পলী অর্দ্ধ তোলা এই সকল একত্র চারিসের জলের সহিত পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিলে তাহাকে যূষ কহে। ইহা বলকারক, লঘুপাক, রুচিকারক, কণ্ঠশোধক এবং কফনাশক।

মুদ্গযূষবিধি দুইপল ও মুগ চারিসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া যখন একসের অবশেষ থাকিবে, তখন উহা নামাইয়া চটকাইতে হইবে, যখন দাইল ও জল একেবারে মিশিয়া যাইবে, তখন উহা ছাকিয়া লইয়া উহাতে দাড়িমের রস এক পল মিশ্রিত করিতে হইবে। পরে উহাতে সৈন্ধব, শুণ্ঠী, ও ধনে ইহাদের চূর্ণ মিলিত চারিতোলা, এবং জীরা ও পিপুল মিলিত একতোলা ধীরে ধীরে মিশাইতে হইবে। এই মুদ্গ যূষ অতি উৎকৃষ্ট, অগ্নিদীপ্তিকারক, শীতবীর্য্য, লঘু, ব্রণ, দাহ, কফ, পিত্ত, জ্বর ও রক্তদোষনাশক। মিলিত মুগ ও আমলকীর যূষ ভেদক, শীতবীর্য্য, পিত্ত, বায়ু, পিপাসা, দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও মদরোগনাশক।

মসুরযূষ ধারক, পুষ্টিকারক, মধুররস এবং প্রমেহরোগনাশক। (ভাবপ্র০) জ্বরাদি রোগে এইরূপ প্রণালীতে যূষ প্রস্তুত করিয়া পথ্য দিতে হয়।

হারীতের প্রথমস্থানে নবম অধ্যায়ে এই যূষের বিধি ও গুণের বিষয় লিখিত আছে। সারকৌমুদীর মতে রন্ধনদ্রবকেই যূষ কহে। 'রন্ধনদ্রবো যূষঃ' (সারকৌ০)

(পুং) যূষতীতি যূষ-ক। ২ ব্রহ্মদারুবৃক্ষ। (শব্দরত্না০)

যুসুফ, আকাএদ যুসফ নামক দেবতত্ত্বসম্বন্ধীয় একখানি আরবীয় গ্রন্থরচয়িতা, আহ্মদনগরে ইহঁার বাস ছিল।

যুসুফআমিরী (মৌলানা) জনৈক মুসলমান কবি। ইনি শাহরুক মীর্জার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া তৎপুত্র বাইসন্ঘর মীর্জার গুণবর্ণনাপূর্ব্বক একখানি কাব্য রচনা করেন।

যুসফআদিল শাহ, বিজাপুরের আদিলশাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। আদিনাম যুসুফ আদিল খাঁ। তিনি দাক্ষিণাত্যের বাহ্মণী-রাজবংশধর সুলতান ২য় মহম্মদ শাহের জনৈক সভাসদ ছিলেন। উক্ত সুলতানের মৃত্যুর পর, সুলতান ২য় মাহ্মুদ রাজা হন। তাঁহার মন্ত্রিসভা তাঁহার ধ্বংসসাধনে ষড়যন্ত্র করিতেছে দেখিয়া যুসুফ আদিল আহ্মদাবাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার বিজাপুর রাজধানীতে-গমন করেন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি বিজাপুরের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন।

যুসুফ আহ্মদনগর ছাড়িয়া আসিবার কালে বাহ্মণীরাজের বৈদেশিক সেনাপতি ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ তাঁহার অনুগমন করেন। এইরূপে স্বদলে বিজাপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি তথায় একটী স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপনে কল্পনা করেন। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ যুদ্ধে জয় করিয়া আপনার রাজ্যসীমা পরিবর্দ্ধিত করিতে থাকেন।

এইরূপে অর্থবলে ও সৈন্তবলে রাজশক্তিসম্পন্ন হইয়া তিনি ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে মালিক আহ্মদ বহ্রীর অনুমোদনক্রমে শাহ উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। বিজাপুরে তাঁহার নামে খুৎবা পঠিত হয়। দোর্দণ্ড প্রতাপে ২১ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৫১০ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর নগরে তিনি পরলোক গমন করেন।

যুসুফ আনাটোলিয়াবাসী ২য় মোরাদের পুত্র বলিয়া সাধারণের ধারণা, রাজরক্ষী সেনাদলে নিযুক্ত করিবার জন্ত জনৈক বণিকের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া তাঁহাকে আহ্মদাবাদে আনা হয়। [আদিলশাহী বংশ দেখ।]

যুসুফ আলি খাঁ, রামপুরের জনৈক নবাব। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে তিনি ইংরাজের পক্ষে থাকিয়া বিদ্রোহ দমনে যথেষ্ট সাহায্য করেন। এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ লর্ড ক্যানিং তাঁহাকে বার্ষিক লক্ষ টাকা আয়ের একটী ভূসম্পত্তি এবং মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" উপাধি দান করেন।

যুসুফ আবুল হাজি, স্পেন দেশের অন্তর্গত গ্রাণাডা রাজ্যের মুর রাজা। ইনি ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার দ্বারা আল্হাম্ব্রার বিখ্যাত শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ প্রাসাদের নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাহিত হয়। ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে ইনি তথাকার দুর্গের বিচার নামক প্রবেশ দ্বার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। উহার কারুকার্য্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

১৩৫৪ খৃষ্টাব্দে আল্‌হাম্রার মস্‌জিদে ইনি গুপ্ত শত্রুকর্ত্তৃক নিহত হন।

য়ুসুফ খাঁ (মীর্জা), জনৈক মোগল সেনাপতি। তিনি সম্রাট্ অকবর শাহের অধীনে আড়াই হাজারী মনসবদার ছিলেন। পরে উক্ত সম্রাটের রাজত্বের ৩০ বর্ষে কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। দাক্ষিণাত্যে আবুলফজলের অধীনে তিনি বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া ছিলেন। ১০১০ হিঃ তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তিনি সৈয়দবংশীয় ও মসদ্‌বাসী ছিলেন।

য়ুসুফ খাঁ, সিন্ধুপ্রদেশের জনৈক মুসলমান শাসনকর্ত্তা। তিনি সম্রাট্ শাহজাহানের সমকালে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার রচিত ঠট্টের ইদ্‌গা শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয়স্থল। উহার গাত্রস্থ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে উহার গঠন-কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল।

য়ুসুফজৈ, উত্তর-পশ্চিম-ভারত সীমান্তবাসী আফগান জাতি। ইহারা স্বাধীন। কতকলোক ইংরাজাধিকারে এবং কতক-গুলি ইংরাজরাজ্যসীমার বহির্ভাগে বাস করে। হাজার্ণো ও মহাবন পর্ব্বতশ্রেণীর উত্তরদিক্‌স্থিত স্বাধীন স্বাত ও বুনের জেলা এবং উক্ত পর্ব্বতদ্বয়ের দক্ষিণস্থ স্বাত ও সিন্ধুনদীর মধ্য-বর্ত্তী সমতল ভূভাগে ইহাদের বাস আছে। ইহারা যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ অধিকার করিয়া আছে, তাহার উত্তরে চিত্রল ও যসিন্, পশ্চিমে বজাবর ও স্বাতনদী, দক্ষিণে কাবুলনদী এবং পূর্ব্বে সিন্ধুনদ।

হাজার্ণ ও মহাবন পর্ব্বতের দক্ষিণ যে সকল য়ুসুফজৈ বাস করে, তাহারা ইংরাজরাজের শাসনাধীন। ঐ স্থানে প্রাচীন পুষ্কলাবতী জনপদ বিদ্যমান ছিল বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের ধারণা। য়ুসুফজৈ জাতির সমগ্র বাসভূমিই প্রাচীন গান্ধার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়।

য়ুসুফজৈগণ গজনী ও কান্দাহারের মধ্যবর্ত্তী আপনাদের প্রাচীন বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া কাবুলে আসিয়া বাস করিবার চেষ্টা করে। এই উদ্দেশে ইহারা মীর্জ্জা-উলঘবেগ কাবুলীর রাজ্যকালে কএকবার কাবুল আক্রমণ করিয়া ছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য না হওয়ায় উহারা তদ্দেশ পরি-ত্যাগপূর্ব্বক স্বাত ও বজাবর প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন এখানে সুলতানী বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। সুলতানীগণ আপনাদিগকে আলেকসান্দারের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। সম্ভবতঃ তাহারা যবন-রাজবংশের কোন শাখা হইবেন।

ইহারা প্রথমে স্বাত ও বজাবর এবং পরে কাবুল ও সিন্ধু-নদের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিল। এখন ইহারা লোদে, সিন্ধু বা কাবুল নদীর পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদায় ভূভাগ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সম্রাট্ বাবর শাহের সময়ে নবাগত হইলেও স্বকীয় বীর্য্যবলে অতি অল্পদিনের মধ্যে ইহারা একটী বিস্তীর্ণ উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে সানি-রাণিজৈ শাখার য়ুসুফজৈগণ ইংরাজসীমা অতি-ক্রম করিয়া উপদ্রব করিতে থাকে। ঐ সময়ে সর্ কলিন কাম্বেল একদল সেনা লইয়া উহাদের বিরুদ্ধে গমন করেন। রাণিজৈগণ তদবধি ইংরাজরাজের প্রস্তাবিত সন্ধি ভঙ্গ করিয়া আর কখনও বিরুদ্ধাচারী হয় নাই। রাণিজৈ-গণ ইংরাজাধিকারের বহির্ভাগে সানি ও স্বাত প্রবাহিত জেলায় বাস করিতেছে।

য়ুসুফজৈ প্রান্তরে যে বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষসমূহ পতিত রহিয়াছে, তাহার অধিকাংশই এখনও উৎখাত হয় নাই। ঐ সকলে বৌদ্ধবিহারাদি বিদ্যমান ছিল। সাবজধর, শাহরি-বহলোল, ও জমালগঢ়ীর বিবিধ প্রাচীন কীর্ত্তি ও প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তি হইতে জানা যায়, যে এখানে প্রাচীনকালে ভারতীয় ভাস্করগণ যবনরাজদিগের অধীনে থাকিয়া এই সকল বৌদ্ধ-মূর্ত্তি প্রভৃতি গঠন করিয়াছিল। ঐ কয় স্থানের ধ্বংসরাশি সমগ্র প্রদেশের দশাংশের একাংশও হইবে না। এখনও স্বাত, বজাবর, বুনের, নবা গ্রাম, খড়কি, পাজা প্রভৃতি নানাস্থানে অতীতকীর্ত্তির অসংখ্য নিমজ্জিত স্মৃতি ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ঐ সকল কীর্ত্তি দর্শন করিলে প্রাচীন সমৃদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইস্‌লাম ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে ঐ সকল ধ্বংসমুখে পতিত হইতে থাকে। গজনীপতি মামুদের হস্তেই ইহার শেষ ধ্বংস সাধিত হয়।

য়ুসুফজৈগণ আপনাদিগকেই প্রকৃত আফগান ও বনি ইস্‌রাএলের বংশধর বলিয়া গণনা করে। ইহাদের নামের অর্থ য়ুসুফের (Joseph) বংশধর বা য়ুসুফ-জাত এবং ইহা-দের দেশের অনেকগুলি স্থানবাচক ও জাতিবাচক নাম বাইবেল গ্রন্থের নামানুসারে কল্পিত দেখা যায়। এমন কি স্থূলদৃষ্টিতে অনেকেই স্বদেশকে দ্বিতীয় পালেষ্টিন বলিয়া মনে করিতে পারেন।

ইহারা প্রতিহিংসাপ্রিয়, পরশ্রীকাতর, অর্থলোলুপ, দুর্দ্ধর্ষ, স্বাধীনতাভিলাষী ও রণকুশল। বন্ধুর প্রতি বিশ্বাস ও আশ্রি-তের প্রতি দয়া ইহাদের একটী মহদ্‌গুণ। খাটক প্রভৃতি অন্যান্য আফগান জাতির সহিত যুদ্ধ ব্যতীত ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বিজয়ী শিখজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ইহারা আপনাদের যুদ্ধ-কৌশল ও দুর্দ্ধর্ষতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিল।

য়ুসুফমহম্মদ খাঁ, সম্রাট্ অকবর শাহের বৈমাত্র ভ্রাতা এবং

পাঁচ হাজার মন্‌সবদার। ৯১৩ হিঃ অত্যধিক মদ্যপানে তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটে।

য়ুসুফমহম্মদ খাঁ, তারিখ-মহম্মদ-শাহী নামক ইতিবৃত্ত-প্রণেতা। ইনি দিল্লীশ্বর মহম্মদশাহের রাজ্যকালের ঘটনা-সমূহ ঐ গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

য়ুসুফ্ বিন্ মহম্মদ, কাএদাৎ উল্ অথ্‌বায় নামক হেকিমী-গ্রন্থ-রচয়িতা।

য়ুসুফশাহ পূরবী, বাঙ্গালার জনৈক পাঠান শাসনকর্ত্তা। বর্বাক্ শাহের পুত্র। ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। [বাঙ্গালা দেখ।]

য়ুসুফ, শেখ, মূলতানের প্রথম মুসলমান রাজা। মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণ হইতে ১৪৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মূলতান দিল্লী সরকারের শাসনাধীন থাকে। য়ুসুফ এই সময় মধ্যে মূলতানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, সাময়িক রাষ্ট্রবিপ্লবে, তিনিও অন্যান্য শাসনকর্ত্তাদিগের ন্যায় স্বাধীনতাপ্রয়াসী হইয়া আপনাকে মূলতানের রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। মূলতান এবং উচ্চবাসী জনগণ য়ুসুফের জ্ঞান, বিদ্যা ও মহানুভবতা সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে আপনাদের রাজা বলিয়া স্বীকার করে। য়ুসুফ কোরেশজাতীয় আরব ছিলেন।

সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়া দুই বৎসর অতীত হইতে না হইতেই য়ুসুফ স্বীয় লঙ্গাজাতীয় শ্বশুর রায়-সেহরা কর্ত্তৃক ধৃত ও বন্দি-ভাবে দিল্লীতে প্রেরিত হন। অতঃপর রায় সেহরা জামাতার স্থলে কুতব্ উদ্দীন মাহ্মুদ লঙ্গা নাম গ্রহণ করিয়া রাজাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। আইন-ই-অকবরী নামক মুসলমান ইতিহাসে য়ুসুফের সপ্তদশ বর্ষ রাজত্বের কথা লিখিত আছে।

য়ুসুফ শেখ, গুজরাতবাসী জনৈক মুসলমান-গ্রন্থকার। ইনি তজ্‌কিরাৎ উল্ আত্‌কিয়া নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

য়ে (দেশজ) যদ্‌শব্দের অপভ্রংশ, বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তু, যিনি।

য়েজদ, খোরাসানের অন্তর্গত একটী বিভাগ ও তাহার প্রধান নগর। এখানকার অধিবাসীরা বহুপূর্ব্বকাল হইতে ভারতে আসিয়া রেশমের বাণিজ্য করিয়া আসিতেছে। এই নগর পারস্যের মরুদেশের মধ্যস্থিত "ওয়েশিস্" বলিয়া কথিত। এখানকার অধিবাসিগণ প্রধানতঃ মুসলমান, সূর্য্যোপাসক ও য়িহুদী।

য়েজ্‌দেগার্দ্দ ৩য়, পারস্যের শেষ নরপতি। ইনি খলিফা ওমারের পুত্র আবহুল্লা কর্ত্তৃক পরাজিত হন। তাঁহার সেনাপতি রস্তম ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে কদেশিয়ার যুদ্ধে আরবসৈন্য-গণকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন, অবশেষে রস্তমের মৃত্যু হইলে আরবগণ সাসানীয়দিগের ছত্র অধিকার করিয়া লয়। যুদ্ধজয়ে আরবগণ আসিরীয়রাজ্য ও টেসিফোন্ অধিকার করেন। যলুলা ও নহ্‌বন্দ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া য়েজদেগার্দ্দ ৬৪১ খৃষ্টাব্দে পলায়ন করেন। ঐ সময়ে পারস্য-রাজশক্তি খর্ব্ব হইয়া পড়ে। নহ্‌বন্দনগর মিদিয়-রাজধানী হক্‌বতান নগরের উপর স্থাপিত।

উদ্ধত আরবগণ রস্তমের ভ্রাতা ইস্‌কান্দিয়ারের সহায়তায় পারস্যরাজের পদানুসরণ করিয়া অক্ষু নদীতীর পর্য্যন্ত গমন করে। রাজা চীনসম্রাট্ ও খাকন তুর্কদিগের সাহায্য লাভ করিয়া কএকবৎসর যুদ্ধ করেন। অবশেষে তুর্কগণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ৬৫২ খৃষ্টাব্দে আরবীয়গণের ভয়ে পলায়মান রাজা একটী কুটির মধ্যে নির্দ্দয়রূপে নিহত হন। তখন খলিফা ওমান্ ৮ বৎসর মাত্র রাজত্ব করিতেছিলেন।

য়েজিদ্ ১ম, ওম্ময়বংশীয় দ্বিতীয় খলিফা। তিনি আমীর পুত্র হুসেনকে কার্বালা-রণক্ষেত্রে নিহত করেন। ঐ জন্য পারসিকগণ তাঁহাকে বিশেষ নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহার অধিকারে মুসলমানগণ সমগ্র খোরাসান ও খ্বারিজম্ প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তিনি একজন সুবক্তা ও কবি ছিলেন। হাফিজ সময় সময় তাঁহার কবিতা উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। রাজ্যারোহণ ৬৮০ খৃষ্টাব্দ এবং মৃত্যু ৬৮৩ খৃষ্টাব্দ।

য়েজিদ্, ২য় ও ৩য় ওম্ময়বংশের নবম ও দ্বাদশ খলিফা।

য়েজিদি, ইউফ্রেটিস্ নদীতীরবাসী মুসলমান জাতিবিশেষ।

য়েদুর, কৃষ্ণানদীতীরবর্ত্তী একটী প্রাচীন নগর। এখানকার বীরভদ্রের মন্দির বহু প্রাচীন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মন্দিরের সংস্কারকালে উহার গঠনাদির অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হই-য়াছে। মহাশিবরাত্রি পর্ব্বোপলক্ষে এখানে একমাসকাল-স্থায়ী একটী মেলা হয়। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে পেশবা বালাজী বাজীরাও এখানে সসৈন্যে আসিয়া ছাউনী করেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে পরশুরাম ভাউ-পরিচালিত কাপ্তেন লিট্‌লের অধীনস্থ ইংরাজসৈন্য টিপুসুলতানকে দমনার্থ এই স্থান দিয়া গমন করিয়াছিল।

য়েদেতোর, মহিসুররাজ্যের অন্তর্গত একটী তালুক। ভূ-পরিমাণ ১৭৮ বর্গ মাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের অন্তর্গত একটী নগর। কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষা০ ১২°২৮′২০″ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৬°২৫′২০″ পূঃ। এখানকার অর্কেশ্বর মন্দির দেখিবার জিনিষ।

যেদ্দতুর, মহিসুর রাজ্যের অন্তগত একটা নগর। কাবেরী-নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে নদীতীরে একটা সুন্দর মন্দির আছে।

যেন (দেশজ) যথা, যেরূপ, অনুমত্যর্থ।

যেনুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ কণাড়া জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা০ ১৩° ১′ ৩০″ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৫°১১′ ৫″ পূঃ। এখানে ৩৮ ফিট উচ্চ একটী জৈনপ্রতিমূর্ত্তি আছে।

যেন্ন, সাতারা জেলার অন্তগত একটী নদীপ্রপাত।

যেফদরে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহ্মদনগর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতে মহাকালীর উদ্দেশে নির্ম্মিত দুইটী গুফা আছে।

যেমত (দেশজ) যেমন, যেরূপ, যদ্রূপ, যথা।

যেমন (দেশজ) যেরূপ, যদ্রূপ।

যেমন্‌তেমন্ (দেশজ) যথাতথা।

যেমেন, আরবদেশের দক্ষিণপশ্চিমকোণে অবস্থিত একটী প্রদেশ। পশ্চিম উপকূলে লোহিতসাগর এবং দক্ষিণ ভারত-মহাসাগর দ্বারা বিধৌত। ভূপরিমাণ ৭০ হাজার বর্গমাইল।

এই স্থানের উত্তর অংশ পার্ব্বতীয় এবং দক্ষিণ সমতল বা তেহামা নামে খ্যাত। দক্ষিণবিভাগ বালুকাপূর্ণ মরুস্থান হইলেও সমুদ্রোপকূলে অনেকগুলি বাণিজ্যবহুল নগর আছে; তন্মধ্যে তর্সেন্, লোহের, বৈত-এল্-ফকি, মোচা, জেবিদ, আদিয়া, নেজরান্, হামদান ও সান প্রভৃতি নগর উল্লেখযোগ্য। ঐ গুলির কতক উপকূলবর্ত্তী প্রবালদ্বীপে এবং অপর কতক-গুলি এক একটী উপবিভাগের সদররূপে পরিগণিত।

এই বিভাগের সর্ব্ব পশ্চিমকোণে ইংরাজাধিকৃত আদেন নগরী বিদ্যমান। বহু প্রাচীন কাল হইতে ভারতের সহিত মিশরীয় এবং য়ুরোপীয় বাণিজ্য এই নগর দিয়া পরিচালিত হইত। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে রোমকগণ ভারতীয় বাণিজ্য স্বহস্তে গ্রহণ-মানসে ঐ নগর ধ্বংস করিয়া দেন। ১১শ শতাব্দে আদেন পুনরায় সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠে। য়ুরোপীয় বণিকগণ উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতাগমনের পথ আবি-ষ্কার করিলে এই স্থানের সমৃদ্ধি হ্রাস হইতে থাকে। তখন তুর্কগণ এই নগর অধিকার করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ যখন এই স্থান জয় করে, তখন লোকসংখ্যা প্রায় হাজার ছিল। কিন্তু ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে নানা জাতীয় বণিকের সমাগম হওয়ায় উহার জনসংখ্যা প্রায় ২০ গুণ বাড়িয়া যায়।

[আদেন দেখ।]

য়েমনুর, বোম্বাইপ্রেসিডেন্সীর ধারবার জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। কুলবর্গার মুসলমান সাধু রাজা বাঘেশ্বরের উদ্দেশে এখানে প্রতিবৎসর চৈত্রমাসে একটী মেলা হয় এবং তদুপলক্ষে প্রায় লক্ষাধিক লোকসমাগম হয়। প্রবাদ, বিজাপুরের আদিল-শাহীবংশের অধঃপতনের (১৪৮৯-১৬৮৭) অব্যবহিত পরে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরে খাজাবন্দ নবাজ ও কুলবর্গায় শাহমীর আব্‌দুল কাদ্‌রী নামে দুইজন প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধুর আবির্ভাব হয়। কাদিরী ব্যাঘ্রে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতেন বলিয়া সাধারণে "রাজা বাঘেশ্বর" বলিয়া পূজিত হন।

যেরদ, বোম্বাইপ্রেসিডেন্সীর সাতারা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। পাটন হইতে ১॥০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার একটী আম্রবনে যেদোবা নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। চৈত্রপৌর্ণমাসীতে এখানে একটী মেলা হয়।

যেরকল বড়ু, দাক্ষিণাত্যবাসী আদিম জাতি বিশেষ। নেল্লুর প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বাস। গোমাংস ব্যতীত ইহারা অন্য জীবজন্তুর মাংসভোজনে দ্বিধা বোধ করে না। বর্ত্তমানকালে অনেকে বৈষ্ণব ও ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ইহারা শবদাহ করে।

নেল্লুরবাসী সভ্যতানুকারী যেরকলগণ ঝুড়ী বোনে এবং গৃহপালিত পক্ষী, শূকর, গর্দ্দভ ও কুকুর প্রভৃতি পশু পোষে। দস্যুবৃত্ত ও কন্যাহরণ করিয়া তাহাকে বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োগ করা ইহাদের অন্যতম ব্যবসা।

ইহারা ক্ষুদ্রাকার, কৃষ্ণবর্ণ ও দৃঢ়কায়। নাসা ক্ষুদ্র, চক্ষু ও কপাল নিম্নগর্ত্ত। সামান্য কৌপীন ব্যতীত ইহাদের আর পরিধেয় বাস নাই। ইহারা মাথার চুল গাঁইট বাঁধিয়া রাখে। ইহাদের প্রথম বিবাহে প্রায় ৫০৲ টাকা খরচ লাগে, কিন্তু দ্বিতীয় দারপরিগ্রহকালে ২৪ টাকা মাত্র খরচ করিলেই চলে।

ইহাদের মধ্যে আর একটা নূতন প্রথা প্রচলিত দেখা যায়। কোন গৃহস্থের প্রথম দুই কন্যা তাহার মাতুলের প্রাপ্য। সে ভাগিনেয়ীদ্বয়কে লইয়া নিজ পুত্রের সহিত বিবাহ দেয়। মাতুলকে ৫০৲ টাকার স্থলে ৫৲ টাকা মাত্র দিতে হয়। যদি মাতুলের পুত্র না থাকে, তাহা হইলে সে ঐ কন্যাপণ দিয়া ভাগিনেয়ী লইয়া অপরের সঙ্গে বিবাহ দিতে পারে।

যেরকুদ্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সালেম জেলার অন্তর্গত একটী পার্ব্বত্য উপনিবেশ। শেভরয় পর্ব্বতের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। অক্ষা০ ১১°৪১′৩৮″ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৮°১৩′৫″ পূঃ। এই স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৮২৮ ফিট উচ্চ। স্থানীয় জলবায়ু প্রীতিপ্রদ।

যেরাকর, দক্ষিণাত্যের কুর্গরাজ্যের অন্তর্গত কোক্ষগের সর্দ্দারগণের অধীন আদিম জাতিবিশেষ। ইহারা পূর্ব্বে ক্রীতদাসের ন্যায় বিক্রীত হইত। কখন কখন অর্থ লইয়া স্বীয় প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করিত। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কুর্গ ইংরাজাধিকারে আসিবার পর, কমিশনর ইউল সাহেব নিয়ম করিলেন যে, ইহাদিগকে দেনার দায়ে দাসরূপে কেহ আর বিক্রয় করিতে পারিবে না।

ইহারা মধ্যমাকৃতি, বলিষ্ঠ ও কৃষ্ণবর্ণ। মাথার চুল খোঁচা খোঁচা। ইহারা ভূতের পূজা করে। পূজাকালে কোন পুরোহিত থাকে না। ইহাদের বিশ্বাস, মলয়ার উপকূলে ইহাদের আদিম বাস ছিল। ভাষা অনেকাংশে মলয়ালম্‌দিগেরই মত।

যেরূপ (দেশজ) যদ্রূপ, যৎসদৃশ।

যেলগিরি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সালেম জেলার অন্তর্গত একটী পার্ব্বত্য অধিত্যকা প্রদেশ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৫০০ ফিট্ উচ্চ। ইহার সর্ব্বোচ্চ স্থান ৪৪৩৭ ফিট।

যেলান্দুর, মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী তালুক। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে দেওয়ান পূর্ণাইয়াকে ইংরাজরাজ এই ভূসম্পত্তি দান করেন। ভূপরিমাণ ৭৩½ বর্গ মাইল।

২ মহিসুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১২°৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৫´ পূঃ। হোন্‌হোলে নদীতীরে অবস্থিত। বিজয়নগর-রাজবংশের অধিকারকালে এই স্থান একটি সামন্ত রাজারূপে পরিগণিত ছিল। এখানকার গৌরেশ্বর মন্দিরে ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দের শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে।

যেলুসবিরা, দক্ষিণভারতের কুর্গ রাজ্যের অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৯১ বর্গ মাইল। ১৭শ শতাব্দে রাজা দোদ্দ বীরপ্প মহিসুররাজের নিকট হইতে এই প্রদেশ অধিকার করিয়া লন। এখানে কফি, ধান্য প্রভৃতির চাস হয়। স্থানীয় মলম্বীপর্ব্বত ৪৪৮৮ ফিট উচ্চ।

যেল্লম্ম, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বেলগাম জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডশৈল। এখানে সরস্বতী নদীর গর্ভে বেলগাম্ দুর্গের নিকট একটী প্রাচীন জৈনমন্দির আছে। এখানে ১৪৩৬ শকে উৎকীর্ণ একখানি শিলাফলক পাওয়া যায়। ১৫০৮-১৫২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ এখানে মহামায়ীর মন্দির স্থাপন করেন। পার্শ্বে গণপতির মন্দির বিরাজিত। প্রতিবৎসর মার্গশীর্ষ ও চৈত্র-পূর্ণিমায় এখানে দেবীর উদ্দেশে দুইটী মেলা হয়।

যেল্লমল, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী গিরিশ্রেণী। কর্ণূল ও কড়াপা জেলায় বিস্তৃত। অক্ষা° ১৪°৩১´ হইতে ১৪°৫৭´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°১০´ হইতে ৭৮°৩২´৩০´´ পূঃ মধ্য। সমগ্র পর্ব্বত জঙ্গলাবৃত। সেই বনমধ্যে কেঁচবার ও কোরারা নামক পার্ব্বতীয় অসভ্যজাতির বাস আছে।

যেল্লাপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উত্তর কাণাড়া জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষা° ১৫° ৫৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৪৫´ পূঃ।

যেল্লুরগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ৩॥০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত একটি প্রাচীন দুর্গ, এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় পতিত। এই গিরিদুর্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৩৩৬৫ ফিট উচ্চ।

যেবাষ (পুং) যবাষ।

যেষ, যত্ন। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ যেষতে। লোট্ যেষতাং। লিট্ যিযেষে। লুঙ্ অযেষিষ্ট। ণিচ্ যেষয়তি। লুঙ্ অযিযেষৎ।

যেষ্ঠ (ত্রি) অতিশয় গমনকারী। 'যাত্রিতমঃ' (সায়ণ)

যেহেতু (দেশজ) যৎকারণ, যদ্ধেতু।

যো (দেশজ) যোত্র শব্দজ। ১ উপায়। ২ সুযোগ। ৩ মূলধন।

যোআলি (দেশজ) যুড়িবার কাষ্ঠ, যোক্ত্র।

যোঁক (দেশজ) স্বেদজ কীটবিশেষ। [জলৌকা দেখ।]

যোঁকা (দেশজ) ১ মাপগ্রহণ। ২ পরিমাণ নির্দ্ধারণ।

যোঁকাই (দেশজ) মাননির্দ্দেশকার্য্য, দুইটী দ্রব্য পরস্পরে সংলগ্ন করিয়া তাহার মান বা পার্থক্যনির্দ্দেশ।

যোক্তৃ (ত্রি) যুজ-তৃণ্। যোগকর্ত্তা।

"যোগায় যোক্তারং শোকায়াভিসর্ত্তারং" (শুক্লযজু° ৩০।১৪)

'যোক্তারং যোগকর্ত্তারং' (মহীধর)

যোক্ত্র (ক্লী) যুজ্যতেঽনেনেতি যুজ (দাম্নীশসযুযুজস্তুতুদেতি। পা ৩।২।১৮২) ইতি ষ্ট্রন্। হলবন্ধনরজ্জু, যোতদড়ি, যোআলি। পর্য্যায়—আবন্ধ, যোত্র। (অমর)

"অর্কৈর্হরীণাং বৃষন্ যোক্ত্রমশ্রেঃ" (ঋক্ ৫।৩৩।২)

'যোক্ত্রং নিয়োজনরজ্জুং' (সায়ণ) ২ মন্থনরজ্জু।

"ততো নিশ্চিত্য মথনং যোক্ত্রং কৃত্বা চ বাসুকিম্।

মন্থানং মন্দরং কৃত্বা মমন্থুরমিতৌজসঃ॥"(রামা° ১।৪৫।১৮)

যোক্ত্রক (ক্লী) যোক্ত্র।

যোগ (পুং) যুজ সমাধৌ ভাবাদৌ যথাযথং ঘঞ্। ১ সংযোগ, মেলন। ২ উপায়। ৩ সন্নহন, বর্ম্মপরিধান। ৪ ধ্যান। ৫ সঙ্গতি। ৬ যুক্তি। (অমর) ৭ প্রেম।

"স্বীয়ান্ গুণান্ প্রবিস্তৃতান্ প্রবদংস্তদাসৌ

তাং প্রেমদামমুচকার চ যোগযুক্তঃ।" (দেবীভাগবত ৩।১৫।১৩)

'যোগযুক্তঃ প্রেমযুক্তঃ' (নীলকণ্ঠ) ৯ ছল। (মনু ৮।১১৫)

১০ অপূর্ব্বার্থসম্প্রাপ্তি। ১১ বপুঃস্থৈর্য্য। ১২ প্রয়োগ।

১৩ বিষ্কুম্ভাদি। ১৪ নৈয়ায়িক। ১৫ ধন। (হেম) ১৬ ভেষজ, ঔষধ। ১৭ বিশ্বাসঘাতক। ১৮ দ্রব্য। ১৯ কার্ম্মণ। (মেদিনী) ২০ লাভ। ২১ শুভকাল। ২২ প্রণিধি, চর। ২৩ শকট। ২৪ নৌকাদিযান। ২৫ কৌশল। ২৬ পরিণাম। ২৭ নিয়ম। ২৮ উপযুক্ততা। ২৯ সামাদি চতুর্ব্বিধ উপায়, সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড। ৩০ বশীকরণোপায়। ৩১ সূত্র। ৩২ যুক্তি। ৩৩ সম্বন্ধ। ৩৪ সদ্ভাব। ৩৫ ধন-সম্পত্তির উপার্জ্জন ও বর্দ্ধন। ৩৬ 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ' পাতঞ্জলোক্ত সকল বিষয় হইতে অন্তঃকরণবৃত্তির নিরোধরূপব্যাপার।

৩৭ 'সংযোগঃ যোগমিত্যাহু জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।'

জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য অর্থাৎ যে উপায় দ্বারা জীবাত্মা, পরমাত্মার সহিত এক হইতে পারে, তাহার নাম যোগ। ৩৮ সমুদয় শব্দের অবয়বার্থ সম্বন্ধ। ৩৯ 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং' কর্ম্মবিষয়ে কৌশল, কর্ম্মবিষয়ে কৌশলের নাম যোগ। যথাবস্থিত বস্তুর অন্যথারূপ প্রতিপাদন। ইহার তাৎপর্য্য এই,—একমাত্র কর্ম্মই বন্ধনের কারণ, কর্ম্মবশেই জীব সুখ-দুঃখ-ভোগাদি নানাপ্রকার বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যে কর্ম্ম সংসারের বন্ধনহেতু হয় না, অথচ মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে, তাদৃশ কর্ম্মই যোগ। অতএব যথাবস্থিত বস্তুর অন্যথাপ্রতিপাদন হওয়ায় যোগ হইল। 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং' কর্ম্মে যে কুশলতা অর্থাৎ যে কর্ম্মে সংসার বন্ধন হয় না, তাহাই যোগ।

জ্যোতিষোক্ত যোগ।

৪০ জ্যোতিষোক্ত রবি-চন্দ্র-যোগাধীন বিষ্কুম্ভাদি সপ্তবিংশ সংখ্যক কালবিশেষ। এই সকল যোগ যথা—১ বিষ্কম্ভ,২ প্রীতি, ৩ আয়ুষ্মান্, ৪ সৌভাগ্য, ৫ শোভন, ৬ অতিগণ্ড, ৭ সুকর্ম্মা, ৮ ধৃতি, ৯ শূল, ১০ গণ্ড, ১১ বৃদ্ধি, ১২ ধ্রুব, ১৩ ব্যাঘাত, ১৪ হর্ষণ, ১৫ বজ্র, ১৬ অসৃক্, ১৭ ব্যতীপাত, ১৮ বরীয়ান্, ১৯ পরিঘ, ২০ শিব, ২১ সিদ্ধ, ২২ সাধ্য, ২৩ শুভ, ২৪ শুক্র, ২৫ ব্রহ্ম, ২৬ ইন্দ্র, ২৭ বৈধৃতি। জ্যোতিষে এই সকল যোগের শুভাশুভের বিষয় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—

"পরিঘস্য ত্যজেদৰ্দ্ধং শুভকর্ম্ম ততঃ পরম্।
ত্যজ্যাদৌ পঞ্চ বিষ্কুম্ভে সপ্ত শূলে চ নাড়িকা॥
গণ্ডব্যাঘাতয়োঃ ষট্ চ নব হর্ষণবজ্রয়োঃ।
বৈধৃতিব্যতিপাতৌ চ সমস্তৌ পরিবর্জ্জয়েৎ।
শেষা যথার্থনামানো যোগাঃ কার্য্যেষু শোভনাঃ॥"(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

এই সকল যোগের মধ্যে পরিঘযোগের প্রথমার্দ্ধ, বিষ্কম্ভ-যোগে আদি ৫ দণ্ড, শূলযোগের প্রথম ৯ দণ্ড, গণ্ড ও ব্যাঘাত যোগে ৬ দণ্ড, হর্ষ ও বজ্রযোগের ৯ দণ্ড এবং বৈধৃতি ও ব্যতী-পাত যোগ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শুভকার্য্য করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন আর যে সকল যোগ অভিহিত হইয়াছে, ঐ সকল যোগ শুভ। উহাতে সকল কার্য্যই করা যাইতে পারে।

৪১ তিথিবার নক্ষত্রের অন্যতর বা অন্যতমের সম্বন্ধবিশেষ। তিথি বা বার বিশেষ অথবা তিথি, বা নক্ষত্র বিশেষ অথবা নক্ষত্র বিশেষের মিলনে যোগ হয়, যেরূপ অমৃতযোগ, সিদ্ধি-যোগ, অর্দ্ধোদয় যোগ ইত্যাদি। তিথি বা বারাদির সহিত যুক্ত হওয়ায় উহা যোগ নামে কথিত হয়।

৪২ অঙ্কশাস্ত্রে দুই বা ততোধিক রাশির সমষ্টিকরণ, দুই রাশিকে একত্র করা, চলিত ঠিক দেওয়া।

৪৩ সুশ্রুতে লিখিত আছে, "যেন বাক্যং যুজ্যতে স যোগঃ" অর্থাৎ যৎকর্ত্তৃক বাক্যযুক্ত হয়, তাহাই যোগ।

(সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র ৬৫ অধ্যায়)

দর্শনোক্ত যোগ।

যোগের বিষয় এই রূপ আছে—

'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ' চিত্তের বৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। এই চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ দুই প্রকার, রাজযোগ ও হঠযোগ। পতঞ্জলি পাতঞ্জলদর্শনে রাজযোগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তন্ত্র শাস্ত্রাদিতে হঠযোগ বর্ণিত হইয়াছে। (এই দুই যোগের বিষয় পরে বর্ণিত হইবে।)

ভাগবতে ইহার আবার তিন প্রকার বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥
নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥"

(ভাগবত ১১।২০।৬-৮)

জীবের কল্যাণপ্রদ তিনপ্রকার যোগ কথিত হইয়াছে—জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ। এই তিন প্রকার যোগ অবলম্বন করিয়া জীব অনায়াসে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। অধিকারিনিয়মে এই যোগ অবলম্বন করা বিধেয়। অধিকারীর মধ্যে যাহারা কর্ম্মনির্ব্বিণ্ণ অর্থাৎ কর্ম্মফলে অনাসক্ত, তাহারা জ্ঞানযোগ, যাহারা কর্ম্মাসক্ত বা কামী, যাহাদের কামনাবুদ্ধি তিরোহিত হয় নাই, তাহারা কর্ম্মযোগ, এবং যাহারা নির্ব্বিণ্ণ বা নাতিসক্ত নহে এবং ভগবৎ-কথাশ্রবণে যাহাদের রতি হয়, তাঁহারাই ভক্তিযোগের অধিকারী।

ভগবান্ গীতায় নিষ্কাম যোগ উপদেশ দিয়াছেন, এজন্য গীতাকে "যোগশাস্ত্র" কহে। তাই আমরা গীতায় ২য় অধ্যায়ে সাংখ্যযোগ, ৩য় কর্ম্মযোগ, ৪র্থ জ্ঞানকর্ম্মযোগ, ৫ম কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ, ৬ষ্ঠ ধ্যানযোগ, ৮ম তারকব্রহ্মযোগ, ৯ রাজগুহ্যযোগ, ১০ বিভূতিযোগ, ১২ ভক্তিযোগ, ১৩ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযোগ, ১৪ গুণত্রয়যোগ, ১৫ পুরুষোত্তমযোগ ও ১৮শ অধ্যায়ে সন্ন্যাসযোগ বিবৃত দেখি। এতন্মধ্যে সাংখ্যযোগই সাধারণতঃ "যোগ" নামে খ্যাত।

পাতঞ্জল বা যোগদর্শন।

মহর্ষি পতঞ্জলি যোগসূত্রে সাংখ্যযোগেরই পরিচয় দিয়াছেন। পাতঞ্জলদর্শনের একটী নামও সাংখ্যপ্রবচন। তাহার কারণ পতঞ্জলি সাংখ্যদর্শনের প্রবর্ত্তক মহর্ষি কপিলের দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ ও সমর্থন করিয়াছেন। পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব অর্থাৎ পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই পঁচিশটী সাংখ্যদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়। পাতঞ্জলদর্শনেও এই পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব অবলম্বিত হইয়াছে। বিশেষত্ব এই—"সাংখ্যাচার্য্য কপিল ঈশ্বর অঙ্গীকার করেন নাই, কিন্তু পতঞ্জলি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের উপর আর একটী অধিক তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহাই ঈশ্বর। পাতঞ্জলের ব্যাসভাষ্য মতে এই ঈশ্বর প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র—তিনি পুরুষ-বিশেষ। সে জন্য নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন হইতে পাতঞ্জলদর্শনকে পৃথক্ করিবার জন্য ইহাকে "সেশ্বর সাংখ্য" বলা হয়। বলিতে কি পাতঞ্জলদর্শন হইতে ঈশ্বরতত্ত্ব ও চিত্তবৃত্তিনিরোধের উপায়প্রসঙ্গ তুলিয়া লইলে সাংখ্যদর্শন হইতে পাতঞ্জলকে পৃথক্ করিবার আর কোন বিশেষত্ব থাকে না।

[সাংখ্যদর্শন দেখ]

পাতঞ্জলদর্শন চারিপাদে বিভক্ত। এই চারিপাদের নাম যথাক্রমে সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ। প্রথম পাদে যোগের উদ্দেশ ও লক্ষণ, যোগের উপায়, ও প্রকারভেদ, দ্বিতীয় পাদে ক্রিয়াযোগ, ক্লেশ, কর্ম্মবিপাক অর্থাৎ কর্ম্মফল, ও কর্ম্মফলের দুঃখত্ব, হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপায়, তৃতীয়ে যোগের অন্তরঙ্গ, অঙ্গ, পরিণাম, যোগসিদ্ধিতে অণিমাদি ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি এবং চতুর্থ পাদে কৈবল্য মুক্তির বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। *

এই চারিপাদে মোট ১৯৫ সূত্র। ঈশ্বরতত্ত্বনিরূপণই যোগশাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই ঈশ্বরতত্ত্ব কি? মহর্ষি পতঞ্জলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।"

(যোগসূ০ ১।২৪)

অর্থাৎ ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক, ও আশয়ের সম্পর্কশূন্য, পুরুষবিশেষই ঈশ্বর।

"তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজং।" (যোগসূ' ১।২৫)

অর্থাৎ তাঁহাতে জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ। তিনি সর্ব্বজ্ঞ।

"স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।" (১।২৬)

তিনি (ব্রহ্মাদি) পূর্ব্ব আচার্য্যগণেরও গুরু; কারণ তিনি কালের অতীত।

ক্লেশ পাঁচ প্রকার;—অবিদ্যা (মিথ্যাজ্ঞান), অস্মিতা, (বিভিন্ন বস্তুতে অভেদপ্রতীতি), রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ (মরণভয়)। কর্ম্ম সুকৃত ও দুষ্কৃত (পাপ ও পুণ্য); বিপাক অর্থাৎ কর্ম্মফল। কর্ম্মের ফল ত্রিবিধ—জন্ম, আয়ুঃ ও ভোগ। আশয় অর্থাৎ বিপাকের অনুরূপ সংস্কার। সাধারণ পুরুষ এই সকলের সংস্রব এড়াইতে পারে না। অবশ্য মুক্ত পুরুষে ক্লেশাদির কোনরূপ সম্পর্ক থাকে না; কিন্তু মুক্তির পূর্ব্বে তিনিও ক্লেশাদির অধীন ছিলেন। কিন্তু পুরুষবিশেষ ঈশ্বরে কোনকালেও ক্লেশাদির সংস্পর্শ ছিল না। কারণ, তিনি নিত্যমুক্ত। পুরুষ (জীব) যেমন বহু, পুরুষবিশেষ (ঈশ্বর) সেরূপ বহু নহেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। ঈশ্বর কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহেন। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—তিনি ত্রিকালেরই অতীত। ব্রহ্মা, মনু, সপ্তর্ষি প্রভৃতি যে কল্প মন্বন্তরের প্রারম্ভে শাস্ত্রাদির উপদেশ বা প্রচার করেন, তাঁহারা সে শাস্ত্রজ্ঞান কোথা হইতে প্রাপ্ত হন, ঈশ্বরের নিকট হইতে। এইজন্য তাঁহাকে পূর্ব্বগুরুগণেরও গুরু বলা হইয়াছে।

ক্ষুদ্র জলাশয় অপেক্ষা নদীর পরিমাণ বৃহৎ, আবার নদী অপেক্ষা সমুদ্রের পরিমাণ বৃহৎ। এইরূপ জ্ঞানেরও কমবেশী আছে। যাঁহাতে জ্ঞানের মাত্রা চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই ঈশ্বর।

তাই পাতঞ্জলদর্শনের মতে, তত্ত্ব ২৫টি নহে, ২৬টি। কিন্তু ঐ সকল তত্ত্বের আলোচনা এ দর্শনের মুখ্য বিষয় নহে। বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন,—"ন চৈতানি প্রধানাদিসদ্ভাবপরাণি কিন্তু যোগস্বরূপতৎসাধন-তদবান্তরফলবিভূতি-তৎপরমফল-

---

* "যোগস্তোদ্দেশনির্দ্দেশৌ তদর্থং বৃত্তিলক্ষণং।
যোগোপায়াঃ প্রভেদাশ্চ পাদেঽস্মিন্ উপবর্ণিতাঃ।
ক্রিয়াযোগং জগৌ ক্লেশান্ বিপাকান্ কর্ম্মণামিহ।
তদ্দুঃখত্বং তথা ব্যূহান্ পাদে যোগস্য পঞ্চকম্।

অত্রান্তরঙ্গান্যঙ্গানি পরিণামাঃ প্রপঞ্চিতাঃ।
সংযমাদ্ভূতিসংযোগস্তাসু জ্ঞানং বিবেকজম্।" (যোগবার্ত্তিকে বাচস্পতিমিশ্র)

কৈবল্যব্যুৎপাদনপরাণি।" অর্থাৎ প্রধানাদির প্রতিপাদন যোগশাস্ত্রের মুখ্য বিষয় নহে; কিন্তু যোগের স্বরূপ, সাধন, গৌণ ফল বিভূতি ও তাহার পরম ফল কৈবল্যের নিরূপণই যোগশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। সুতরাং যোগই পাতঞ্জলদর্শনের মুখ্য বিষয়; সেই জন্যই ইহার অপর নাম যোগদর্শন।

যোগশাস্ত্রের চারি পক্ষ,—হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপায়। অন্যান্য দর্শনের ন্যায় পাতঞ্জলদর্শনেরও মতে,

"সর্ব্বং দুঃখমেব বিবেকিনঃ। হেয়ং দুঃখমনাগতম্।" (যোগসূ° ২।১৫—১৬)।

সংসার দুঃখময়; অতএব হেয়।

এই হেয় সংসারের নিদান বা হেতু কি? প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ।

"দ্রষ্টৃ-দৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ।" (যোগসূ° ২।১৭)

কিন্তু এই সংসারের অত্যন্ত উচ্ছেদ সম্ভবপর, এই হেয়ের নিবৃত্তি সাধিত হইতে পারে; ইহারই নাম হান।

"তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্।" (যোগসূ° ২।২৫)।

এই হানের উপায় কি? প্রকৃতি পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান।

"বিবেকখ্যাতিঃ অবিপ্লবা হানোপায়ঃ।" (যোগসূ- ২।২৬)

এ সম্বন্ধে ব্যাস বলিয়াছেন,—'যথা চিকিৎসাশাস্ত্রং চতুর্ব্যূহং রোগঃ রোগহেতুঃ আরোগ্যং ভৈষজ্যমিতি এবমিদমপি শাস্ত্রং চতুর্ব্যূহমেব, তদ্যথা সংসারঃ সংসারহেতুঃ মোক্ষঃ মোক্ষোপায় ইতি। তত্র দুঃখবহুলো সংসারঃ হেয়ঃ, প্রধানপুরুষয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ, সংযোগস্যাত্যন্তিকী নিবৃত্তির্হানং, হানোপায়ঃ সম্যগ্দর্শনম্।'—(২।১৫ সূত্রের ব্যাসভাষ্য।)

অর্থাৎ যেমন চিকিৎসাশাস্ত্র রোগ, নিদান, আরোগ্য ও ভৈষজ্য, এই চারি ভাগে বিভক্ত, সেইরূপ যোগশাস্ত্রও চারি ব্যূহে বিভক্ত; যথা সংসার, সংসারের হেতু, মুক্তি ও মুক্তির উপায়। দুঃখবহুল সংসার হেয়, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ সংসারহেতু, সংযোগের অত্যন্তনিবৃত্তি হান, হানের উপায় সম্যগ্দর্শন।

এই যে প্রকৃতি পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান, যাহা পাতঞ্জল মতে মোক্ষলাভের অদ্বিতীয় পন্থা, সে জ্ঞান অর্জ্জন করিবার উপায় কি? সাংখ্যেরা বলেন যে, তাঁহাদের আবিষ্কৃত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সহিত পরিচিত হইতে পারিলেই সেই সম্যগ্ জ্ঞান লাভ করা যায়। পাতঞ্জলের মতে কিন্তু সে পরিচয় যথেষ্ট নহে। সেই জন্যই যোগশাস্ত্রের অবতারণা। কারণ পতঞ্জলির মতে প্রকৃতি-পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় যোগ।

এই যোগ কি?

যোগের লক্ষণ।

"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" (যোগসূত্র° ১।২)

চিত্তবৃত্তি নিরোধের নামই যোগ।

'সর্ব্বশব্দাগ্রহণাৎ সম্প্রজ্ঞাতোঽপি যোগ ইত্যাখ্যায়তে। চিত্তং হি প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিশীলত্বাৎ ত্রিগুণং। প্রখ্যারূপং হি চিত্তসত্ত্বং রজস্তমোভ্যাং সংসৃষ্টং ঐশ্বর্য্যবিষয়প্রিয়ং ভবতীতি' (ব্যাসভাষ্য)

যোগের লক্ষণে সর্ব্বশব্দ প্রবেশ অর্থাৎ সকল চিত্তবৃত্তির নিরোধ যোগ, যদি এইরূপ বলা যায়, তাহা হইলে সংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে যোগের লক্ষণ যায় না, সুতরাং অব্যাপ্তিদোষ ঘটিয়া থাকে, কারণ সংপ্রজ্ঞাত অবস্থায় চিত্তের ধ্যেয় আকারে সাত্ত্বিক বৃত্তি থাকে, সমস্ত বৃত্তি নিরোধ হয় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সংপ্রজ্ঞাত অবস্থায় কিছু না কিছু থাকিয়া যায়, একেবারে সকল সম্পূর্ণরূপে নিরোধ হয় না, সুতরাং কিরূপে সম্প্রজ্ঞাত যোগ হইতে পারে?

যোগেব লক্ষণে চিত্তের সমস্ত বৃত্তি নিরোধকে যোগ বলে, এইরূপ লক্ষণ যদি না করা হয়, তাহা হইলে ব্যুত্থান (ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত) অবস্থায় যোগ হইতে পারে। কারণ তাহাতে কোন না কোন বৃত্তির নিরোধ আছে। কারণ চিত্তবৃত্তির স্বভাব এই যে, একের আবির্ভাব কালে অপরের তিরোভাব হয়। এখন দেখা যাইতেছে, সর্ব্বশব্দপ্রবেশ বা অপ্রবেশ অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তি নিরোধ বা চিত্তের সর্ব্ববৃত্তি নিরোধ এই দুই লক্ষণই দুষ্ট হয়। সর্ব্বশব্দের প্রবেশ করিলে লক্ষ্যে (সংপ্রজ্ঞাতসমাধিতে) লক্ষণ যায় না, এবং সর্ব্বশব্দ প্রবেশ না করিলে অলক্ষ্যে (ক্ষিপ্তাদি অবস্থায়) লক্ষণ যায় বলিয়া অতিব্যাপ্তি দোষ হয়।

ভাষ্যকার ইহার মীমাংসা এইরূপ করিয়াছেন, "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং" এই সূত্রের সহিত একবাক্যতা করিয়া 'দ্রষ্টুঃ স্বরূপাবস্থিতিহেতুশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধো যোগঃ' অর্থাৎ যে চিত্তবৃত্তি নিরোধটী দ্রষ্টার (আত্মার) স্বরূপে অবস্থানের কারণ হয়, তাহাকে যোগ কহে। যে উপায় অবলম্বন করিলে পুরুষ দ্রষ্টৃস্বরূপে অবস্থান করিতে পারে, সেই উপায়ই যোগ।

ক্ষিপ্তাদি অবস্থায় চিত্তবৃত্তি নিরোধ সকল ওরূপ নহে, উহাতে আত্মার স্বরূপে অবস্থান হয় না। সম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় সাত্ত্বিকবৃত্তি থাকে বলিয়া আত্মার স্বরূপে অবস্থান না হইলেও অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় হইয়া থাকে। সম্প্রজ্ঞাত হইতেই অসম্প্রজ্ঞাতের উৎপত্তি ঘটে। সুতরাং সম্প্রজ্ঞাত সমাধি আত্মার স্বরূপাবস্থানের হেতু।

ভাষ্যকার বলেন 'যোগঃ সমাধিঃ, স চ সার্ব্বভৌমশ্চিত্তস্য ধর্ম্মঃ। ক্ষিপ্তং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তং একাগ্রং নিরুদ্ধমিতি চিত্তভূময়ঃ, তত্র বিক্ষিপ্তে চেতসি বিক্ষেপোপসর্জ্জনীভূতসমাধির্ন যোগপক্ষে বর্ত্ততে যস্ত্বেকাগ্রে চেতসি সদ্ভূতমর্থং প্রদ্যোতয়তি ক্ষিণোতি চ ক্লেশান্ কর্ম্মবন্ধনানি শ্লথয়তি নিরোধমভিমুখং করোতি স সম্প্রজ্ঞাতো যোগ ইত্যাখ্যায়তে। স চ বিতর্কানুগতঃ, বিচারানুগতঃ, আনন্দানুগতঃ অস্মিতানুগত ইত্যুপরিষ্টাৎ প্রবেদয়িষ্যামঃ। সর্ব্ববৃত্তিনিরোধেত্বসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ।' (যোগভাষ্য ১।১)

যোগের অর্থ সমাধি, বা চিত্তবৃত্তি নিরোধ। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, নিরুদ্ধ ও একাগ্রভেদে চিত্তের বৃত্তি পাঁচ প্রকার। ইহাকে চিত্তভূমি কহে। ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত ভূমিতে যোগ হইতে পারে না, কেবল একাগ্র ও নিরুদ্ধাবস্থায়ই যোগ হইয়া থাকে।

সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ই চিত্তের উপাদান, সুতরাং উহার ধর্ম্ম সকল চিত্তে নিহিত আছে। যে সময় রজোভাগের আধিক্য বশতঃ তদ্দ্বারা চিত্ত চালিত হইয়া তড়িৎ-প্রবাহের ন্যায় বিষয়ান্তরে গমন করে, তাহাকে ক্ষিপ্ত বলে। এ অবস্থায় চিত্ত কিছুতেই স্থির হয় না, সর্ব্বদাই অত্যন্ত চঞ্চল থাকে, সুতরাং চিত্তের এইরূপ অবস্থায় কিছুতেই যোগ হইতে পারে না। চিত্তের ক্ষিপ্তাবস্থা থাকিতে যোগাবলম্বন বিড়ম্বনা মাত্র। আলস্য, তন্দ্রা ও মোহ প্রভৃতি বৃত্তিকে মূঢ় কহে। এই অবস্থায়ও যোগ হয় না। সর্ব্বদাই চঞ্চল থাকিয়া কখন স্থির ভাব অবলম্বন করাকে বিক্ষিপ্ত ভূমি কহে। এই অবস্থায় যদিও কখন চিত্তস্থির হয়, তাহা হইলেও ইহাতে যোগ হয় না; কারণ উহা বিক্ষেপের উপসর্জ্জন অর্থাৎ বিক্ষেপ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত। বিক্ষিপ্ত চিত্তে যদিও কখন সাত্বিকভাব আবির্ভূত হইয়া চিত্তের স্থিরতা জন্মায়, তথাপি উহা বিক্ষেপ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ পরিহিত।

এক বিষয়ে জ্ঞানধারার নাম একাগ্র। সংস্কারমাত্র শেষ থাকিয়া সমুদায় বৃত্তিনিরোধের নাম নিরুদ্ধভূমি। একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই দুই চিত্তভূমিতে যোগ হইতে পারে। চিত্ত যখন ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্তাবস্থার অতীত হইয়া একাগ্রাবস্থায় উপনীত হয়, তখনই যোগাবলম্বন বিধেয়।

চিত্তের একাগ্র ও নিরুদ্ধভূমিতে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত এই দ্বিবিধ যোগ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে একাগ্রে 'মধুমতী' 'মধুপ্রতিকা' ও 'বিশোকা' এই তিনটী অবস্থা, আর নিরুদ্ধ ভূমিতে কেবল সংস্কারশেষ অবস্থা হইয়া থাকে।

'সম্প্রজ্ঞায়তে ধ্যেয়স্বরূপমত্র' অর্থাৎ যে অবস্থায় ধ্যেয়ের যথার্থরূপ প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত কহে। সাধক যখন যোগাবলম্বন করিয়া যোগের সিদ্ধিতে অভীষ্ট দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তখন তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ কহে। এই সম্প্রজ্ঞাত যোগ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চবিধ ক্লেশকে ক্ষীণ করে, সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে, ক্লেশ পঙ্কের আশ্রয়ে থাকিয়াই ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম ফল প্রদানে সমর্থ হয়। বিষয়ভেদে এই সম্প্রজ্ঞাত যোগ বিতর্কানুগত প্রভৃতি চারি ভাগে বিভক্ত। বিরাট্ পুরুষ চতুর্ভুজ প্রভৃতি স্থূল মূর্ত্তি বিষয়ে বৃত্তিধারাকে বিতর্কানুগত; স্থূলের কারণ সূক্ষ্ম বিষয়ে সমাধির নাম সবিচার; ইন্দ্রিয় বিষয়ে সমাধির নাম সানন্দ; অস্মিতা অর্থাৎ গ্রহীতৃ (আত্মা) বিষয়-সমাধির নাম অস্মিতানুগত।

'বিতর্কঃ চিত্তস্য আলম্বনে স্থূলঃ আভোগঃ, সূক্ষ্মঃ বিচারঃ, আনন্দঃ হ্লাদঃ, একাত্মিকা সম্বিদ্ অস্মিতা, তত্র প্রথমঃ চতুষ্টয়ানুগতঃ সমাধিঃ সবিতর্কঃ। দ্বিতীয়ঃ বিতর্ক বিকলঃ সবিচারঃ তৃতীয়ঃ বিচারবিকলঃ সানন্দঃ চতুর্থঃ তদ্বিকলঃ অস্মিতামাত্র ইতি সর্ব্বে এতে সালম্বনাঃ সমাধয়ঃ।'* (ভাষ্য)

কোনও একটী স্থূল বস্তু অবলম্বন করিয়া কেবল তদাকারে চিত্তের বৃত্তিধারাকে সবিতর্ক সমাধি বলে, ঐ বস্তুর সূক্ষ্মভাব অবলম্বন করিয়া তদাকারেই চিত্তবৃত্তি ধারার নাম সবিচার সমাধি (এস্থলে স্থূল শব্দে পরিদৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ মাত্রই বুঝিতে হইবে এবং উহার কারণভূত সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতি সূক্ষ্ম শব্দবাচ্য), আনন্দ শব্দে আহ্লাদ, স্থূল-ইন্দ্রিয় (চক্ষুঃ প্রভৃতি) বিষয়ে চিত্তবৃত্তি ধারার নাম সানন্দ সমাধি। অহঙ্কারতত্ত্ব বিষয়ে চিত্তবৃত্তি ধারাকে অস্মিতা সমাধি বলে। ইহাতে বিশেষ এই, অহঙ্কার তত্ত্বের সহিত অভিন্ন হইয়া সমাধিতে আত্মতত্ত্বও ভাসমান হয়।

এই চারি প্রকার সম্প্রজ্ঞাত যোগের মধ্যে প্রথমটীর (সবিতর্ক) মধ্যে উক্ত চারিটী সমাধিই সন্নিবিষ্ট থাকে। দ্বিতীয়টীতে (সবিচার) বিতর্ক থাকে না, অন্য তিনটী থাকে। তৃতীয়টীতে (সানন্দ) বিতর্ক ও বিচার থাকে না, অন্য দুইটী থাকে। চতুর্থ টীতে (অস্মিতা) বিতর্ক, বিচার ও আনন্দ এই তিনটী থাকে না, কেবল অস্মিতা মাত্র থাকে। এই চতুর্ব্বিধ সম্প্রজ্ঞাতযোগ* সালম্বন অর্থাৎ ইহাতে কোনন৷ কোন অবলম্বন থাকে।

উল্লিখিত চারিপ্রকার সম্প্রজ্ঞাত যোগকে প্রকারান্তরে তিন প্রকার বলা যাইতে পারে, গ্রাহ্যবিষয়ক, গ্রহণবিষয়ক ও গৃহীতবিষয়ক। গুণত্রয়ের তামসভাগ হইতে পঞ্চভূত ও সাত্বিকভাগ

* "বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতা রূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ।" (যোগসূ° ১।১৭)

হইতে ইন্দ্রিয়গণ উৎপন্ন হয়। গ্রাহ্য বিষয় স্থূল সূক্ষ্মভেদে দুই প্রকার। স্থূলপঞ্চমহাভূত বিষয়ে সমাধির নাম সবিতর্ক, সূক্ষ্ম পঞ্চভূতবিষয়ে সমাধির নাম সবিচার। (যাহার দ্বারা জ্ঞান হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ) বা গ্রহণবিষয়ও স্থূল সূক্ষ্মভেদে দ্বিবিধ; চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ স্থূল এবং ইন্দ্রিয় সকলের কারণ অহঙ্কার তত্ত্ব সূক্ষ্মগ্রহণ ইন্দ্রিয়রূপ স্থূলগ্রহণবিষয়ে সমাধির নাম সানন্দ এবং অহঙ্কাররূপ সূক্ষ্ম গ্রহণবিষয়ে সমাধির নাম অস্মিতা। সর্ব্বত্রই কার্য্যকে স্থূল ও কারণকে সূক্ষ্ম বলা হইয়াছে। অহঙ্কার বিষয়ে সমাধিকে গ্রহীতৃবিষয়ক বলে, কারণ ইহাতে গৃহীতা (আত্মা) অহঙ্কারের সহিত অভিন্ন ভাবে ভাসমান হয়।

পূজা সন্ধ্যা প্রভৃতি যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, ইহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলা যাইতে পারে।

যে অবস্থায় একটীও বৃত্তির উদয় হয় না, কেবল সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে। সংপ্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ হইলেই অসংপ্রজ্ঞাত যোগ হইয়া থাকে।

"বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বকঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ"

(যোগসূ° ১।১৮)

চিত্তের সমুদয় বৃত্তি তিরোহিত হইলে সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে, এইরূপ নিরোধকে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ কহে। অসংপ্রজ্ঞাত যোগের কারণ পরবৈরাগ্য, ইহাতে চিন্তনীয় কোনই বস্তু থাকে না, কেবল সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে।

কোনও বিষয় অবলম্বন না করিয়া চিত্ত অবস্থান করিতে পারে, ইহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, চিত্তভূমিতে প্রতিক্ষণ শত সহস্র বিষয় আসিয়া উপস্থিত হয়, এরূপ অবস্থায় সমস্ত বিষয় হইতে একেবারে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হওয়া কিরূপে সম্ভবে? ইহাতে একটু প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করিলে সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে, সংপ্রজ্ঞাতযোগে যদি চিত্ত শতসহস্র বিষয় পরিত্যাগ করিয়া একটী বিষয় অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে, তবে আরও একটু উন্নতি লাভে একেবারে নিরালম্বে থাকিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

অসংপ্রজ্ঞাত-যোগই যোগের চরম ভূমি। অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ হইলে নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। যে কোনও রূপে চিত্তের বৃত্তি হইয়া উহা পুরুষে প্রতিবিম্বিত হওয়াকেই বন্ধন বলে।

সর্ব্বথাভাবে চিত্তবৃত্তি পুরুষে পতিত না হইলেই মুক্তি হয়। চিত্তের হইলেই পুরুষে পতিত হয়, কিন্তু অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তের কোনরূপ বৃত্তি থাকেনা, যোগ দ্বারা সমস্ত বৃত্তিই নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাই যোগের চরম লক্ষ্য।

কেহ কেহ 'ক্ষিণোতি চ ক্লেশান্' এই সূত্রভাষ্যের অভিপ্রায়ানুসারে 'ক্লেশকর্ম্মাদিপরিপন্থী চিত্তবৃত্তিনিরোধো যোগঃ' অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধ ক্লেশকর্ম্মাদির বিনাশক হয়, এই জন্য উহাকে যোগ কহে। যে উপায় অবলম্বন করিলে ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়ের অতীত হইতে পারা যায়, তাহাই যোগ।

চিত্ত প্রখ্যা-প্রবৃত্তি স্থিতিরূপ যথাক্রমে সত্ত্বরজস্তমঃস্বভাব বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। চিত্ত ত্রিগুণাত্মক না হইলে তাহাতে প্রখ্যাদি ধর্ম্মের সম্ভাবনা থাকিত না, কারণের গুণই কার্য্যে সংক্রামিত হয়। প্রখ্যাশব্দে প্রসাদলাঘব, প্রীতি প্রভৃতি সমস্ত সাত্ত্বিকধর্ম্ম, প্রবৃত্তিশব্দে পরিতাপ শোক প্রভৃতি সমস্ত রাজসধর্ম্ম ও স্থিতিশব্দে গৌরব আবরণ প্রভৃতি সমস্ত তামসধর্ম্ম জানিতে হইবে। চিত্ত গুণত্রয়ের কার্য্য বলিয়া উল্লিখিত সমস্ত ধর্ম্মই তাহাতে আছে।

ক্ষিপ্তাদি পাঁচটী চিত্তভূমির কথা বলিয়াছি, তন্মধ্যে রজোগুণের সম্পূর্ণ আবির্ভাবের নাম ক্ষিপ্ত অবস্থা, ইহাতে উন্মত্তের ন্যায় চিত্ত জাগতিক বিষয়-ব্যাপারে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকে, ক্ষণকালও পরমার্থ পথে স্থিররূপে অবস্থান করিতে পারে না। মূঢ় অবস্থা ইহা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, তখন তমোগুণের সম্পূর্ণ আবির্ভাব হওয়ায় চিত্ত মোহজালে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া ভাল মন্দ বিচারে সর্ব্বথা অসমর্থ হয়। তখন মনুষ্যে ও পশুপ্রভৃতিতে ভেদ থাকে না বলিলেও চলে। বিক্ষিপ্ত অবস্থা পূর্ব্বোক্ত ক্ষিপ্ত অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট।

চিত্তকে জয় করিতে হইলে অগ্রে তাহার বিষয় অর্থাৎ যোগের আলম্বন স্থূল পদার্থকেই ধরা কর্ত্তব্য। পরে যত সঙ্কোচ করিতে শক্তি জন্মে, ততই সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম বিষয়ে অবগাহন করিয়া পরিশেষে এমন কি বিষয় পরিত্যাগ করিয়াও চিত্ত স্থির থাকিতে পারে। চিত্তকে জয় করিতে পারিলে আর যোগের আবশ্যক থাকে না।

একাগ্রাবস্থায় সাত্ত্বিকবৃত্তির উদয় (চিত্ত ও পুরুষের ভেদস্ফুরণ) হয়, তখনও রজোগুণের অংশ অল্প মাত্রায় সত্ত্বের সাহায্য করে, একাগ্র অবস্থা ও নিরুদ্ধ অবস্থাই যোগভূমি। ইহার মধ্যে একাগ্রাবস্থায় সম্প্রজ্ঞাত যোগ এবং নিরুদ্ধ অবস্থায় অসম্প্রজ্ঞাত যোগ হইয়া থাকে।

'পুংপ্রকৃত্যোর্বিয়োগোঽপি যোগ ইত্যভিধীয়তে।' (যোগবার্ত্তিক) যে উপায় দ্বারা পুরুষপ্রকৃতি হইতে বিযুক্ত হয়, তাহাই যোগ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—সৃষ্টির আদিতে প্রত্যেক পুরুষের এক একটী সূক্ষ্মশরীর উপাধিভাবে সৃষ্ট হয়। উহা প্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থান করে। যেমন স্ফটিকের উপাধি জবাকুসুম, মুখের উপাধি দর্পণ, সূর্য্য ও চন্দ্রের উপাধি জলাশয়, তদ্রূপ

এই লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীর পুরুষের উপাধি। যেমন জবাকুসুমরূপ উপাধির ধর্ম রক্তিমাগুণসন্নিহিত স্বচ্ছ স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত হয়, তদ্রূপ উক্ত দেহদ্বয়রূপ উপাধির ধর্ম স্থূলতা, কৃশতা, সুখদুঃখজ্ঞান প্রভৃতি পুরুষে আরোপিত হয়, ইহাতেই সুখী, দুঃখী প্রভৃতিরূপে পুরুষ আবদ্ধ হয়। জবাকুসুমকে দূর করিতে পারিলে স্ফটিকে আর রক্তিমা জন্মে না, স্ফটিক আপনার স্বচ্ছধবলভাবে অবস্থান করে। এইরূপ উক্ত দেহদ্বয়ের সহিত পুরুষের সম্বন্ধ বিনাশ করিতে পারিলে পুরুষের আর বন্ধন (সংসার) থাকে না, তখন স্বকীয় স্বচ্ছনির্ম্মলরূপে অবস্থান করিয়া মুক্ত হইতে পারে। কেবল চিত্ত পুরুষের বিষয় নহে, বিষয়াকারে পরিণামরূপ বৃত্তিযুক্ত চিত্তই পুরুষের বিষয়, অর্থাৎ বৃত্তিবিশিষ্ট চিত্তেরই ছায়া পুরুষে পড়ে। 'কখনও বৃত্তি হয় না' চিত্তকে এইরূপ করিতে পারিলেই পুরুষের মুক্তি হয়। এই উপায়ই অসম্প্রজ্ঞাত যোগ।

যোগ করিতে হইলে চিত্তের সমস্ত বৃত্তি নিরোধ করিতে হইবে, প্রথমে তাহার বিষয় জানা আবশ্যক। বৃত্তি না জানিয়া তাহাকে নিষেধ করা যায় না। চিত্তের বৃত্তি অসংখ্য, উহা শতসহস্র জীবনে জানিলেও শেষ হয় না, এই জন্য পতঞ্জলি চিত্তের বৃত্তিকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এক একটী করিয়া বৃত্তিসকল জানা যায় না সত্য, কিন্তু পাঁচ প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করিলে অনায়াসেই জানা যাইতে পারে। এই পাঁচটী বৃত্তি কি ?

"প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ" (যোগসূ° ১।৬)

প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি।

ইন্দ্রিয়রূপ প্রণালী দ্বারা বাহ্যবস্তুর সহিত চিত্তের উপরাগ (সম্বন্ধ) হইলে ঐ বাহ্যবিষয়ে সামান্য ও বিশেষস্বরূপ অর্থের বিশেষ নিশ্চয় যাহাতে প্রধান থাকে, এইরূপ চিত্তবৃত্তিকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। 'ইন্দ্রিয়প্রণালিকয়া চিত্তস্য বাহ্যবস্তুপরাগাৎ তদ্বিষয়া সামান্যবিশেষাত্মনোঽর্থস্য বিশেষাবধারণপ্রধানা বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং প্রমাণং' (ব্যাসভাষ্য) অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয়ে আসক্ত হইলে সেই বস্তুতে চিত্তের অনুরাগ জন্মে। পরে প্রথমে সামান্য বস্তুরূপে অবস্থিতি হওয়া সেই সেই বিষয়ের বিশেষরূপ অর্থবোধ হয়। ইহার নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, ও আগম এই তিনটী প্রমাণ। [প্রমাণ শব্দে বিবরণ দ্রষ্টব্য]

"বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠং" (যোগসূ° ১।৮)

এক বস্তুকে অন্যরূপে জানার নাম বিপর্য্যয় বা ভ্রমজ্ঞান ; যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, শুক্তিতে রজতজ্ঞান ইত্যাদি। প্রথমে শুক্তি রজত প্রভৃতি ভ্রমজ্ঞান জন্মে, পরিশেষে এটী রজত নহে, কিন্তু শুক্তি, এইরূপ যথার্থজ্ঞান জন্মিলে পূর্ব্ব জ্ঞান বাধিত হয়।

'এটী ইহা কিনা' ইত্যাদি সংশয়জ্ঞানও বিপর্য্যয়ের অন্তর্গত। বিপর্য্যয় ও সংশয়ের প্রভেদ এই, বিপর্য্যয়স্থলে বিচার করিয়া পদার্থের অন্যথাভাব প্রতীতি হয়, জ্ঞানকালে তাহা হয় না। সংশয় স্থলে জ্ঞান-কালেই পদার্থের অস্থিরতা প্রতীত হয়, অর্থাৎ সংশয় স্থলে পদার্থ সকল 'এটী এইরূপই' এইরূপ ভাবে নিশ্চয় হয় না। উত্তরকালে জ্ঞান হইলে 'ওটী ওরূপ নহে' এইরূপে বাধিত হয়।

"শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ।" (যোগসূ° ১।৯)

বিষয় না থাকিলেও (নরশৃঙ্গ প্রভৃতি) শব্দ শ্রবণ করিলে সকলেরই একরূপ জ্ঞান হয়, উহাকে বিকল্পবৃত্তি বলে। শব্দের এমনই একটী অনির্ব্বচনীয় প্রভাব আছে যে, অর্থ থাকুক আর নাই থাকুক, উচ্চারিত হইলেই একটী অর্থ বুঝাইয়া দেয়। মীমাংসক বলিয়াছেন, "অত্যন্তমপি অসত্যর্থে শব্দো জ্ঞানং করোতি হি" অর্থাৎ পদার্থ সকল অসৎ হইলেও শব্দজ্ঞান উৎপন্ন করিয়া থাকে, নরশৃঙ্গ, আকাশকুসুম প্রভৃতি পদার্থ নাই, তথাপি ঐ সকল শব্দ শ্রবণ করিলে একটা অর্থ বুঝায়, ইহাকেই বিকল্পবৃত্তি বলে। সত্যস্থলে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান এই তিনটী বর্ত্তমান থাকে। বিকল্প স্থলে অর্থ থাকে না, কেবল শব্দ ও জ্ঞান থাকে। বিকল্পবৃত্তি দ্বারা কোনও স্থলে অভেদে ভেদ, কোথাও বা ভেদে অভেদ প্রতীত হইয়া থাকে।

"অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা।" (যোগসূ° ১।১০)

অর্থাৎ যে বৃত্তির অভাবপ্রত্যয়ই আলম্বন, তাহাই নিদ্রা। সুতরাং নিদ্রা একটী প্রত্যয় বা অনুভব বিশেষ। কারণ জাগ্রৎ অবস্থায় উহার স্মরণ হয়। আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, আমার মন নির্ম্মল হইয়া স্বচ্ছবৃত্তি উৎপন্ন করিতেছে, এইটী সাত্ত্বিক স্মরণ। আমি দুঃখে নিদ্রিত ছিলাম, আমার মন অকর্ম্মণ্য হইয়া অস্থির ভাবে ভ্রমণ করিতেছে, ইহা রাজসিক স্মরণ। আমি অতিশয় মূঢ়ভাবে নিদ্রিত ছিলাম, আমার শরীর ভারবোধ হইতেছে, চিত্ত শ্রান্ত হইয়া অলস হইয়াছে, চিত্ত নাই বলিয়াই যেন বোধ হইতেছে, এইটী তামসিক স্মরণ। নিদ্রাকালে তমোবিষয়ে চিত্তবৃত্তি না হইলে প্রবুদ্ধ ব্যক্তির উক্তরূপ স্মরণ হইতে পারে না, চিত্তে আশ্রিত বৃত্তি বিষয়ে স্মৃতিও হইতে পারিত না, সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, নিদ্রাকালে তমোবিষয়ে চিত্তের বৃত্তি হইয়াছিল, অতএব নিদ্রা একটী প্রত্যয় বিশেষ অর্থাৎ অনুভব।

"অনুভূতবিষয়া সম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ।"

অর্থাৎ অনুভূত বিষয়ের যে অসম্প্রমোষ (অচৌর্য্য) তাহাকে স্মৃতি কহে। চিত্ত, প্রমাণ, বিপর্য্যয় প্রভৃতি দ্বারা অধিগত পদার্থ হইতে অতিরিক্ত পদার্থের বিষয় করে না, এইরূপ চিত্তবৃত্তির নাম স্মৃতি। সংস্কারকে দ্বার করিয়া অনুভবই স্মৃতির জনক হইয়া থাকে।

এই স্মৃতি দুই প্রকার,—ভাবিতস্মর্ত্তব্যা ও অভাবিতস্মর্ত্তব্যা। যাহার স্মর্ত্তব্য (স্মরণের বিষয়) ভাবিত অর্থাৎ কল্পিত, তাহাকে ভাবিতস্মর্ত্তব্য, এবং যাহার স্মরণের বিষয়টী পূর্ব্বের ন্যায় কল্পিত নহে, তাহাকে অভাবিতস্মর্ত্তব্যা কহে।

উক্ত পাঁচটী বৃত্তি আবার দুই ভাগে বিভক্ত—

"বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ" (যোগসূ° ১।৫)

'ক্লেশহেতুকাঃ কর্ম্মাশয়প্রচয়ে ক্ষেত্রীভূতাঃ ক্লিষ্টাঃ খ্যাতিবিষয়া গুণাধিকারবিরোধিন্যঃ অক্লিষ্টাঃ ক্লিষ্টপ্রবাহপতিতা-হপ্যক্লিষ্টাঃ' ইত্যাদি। (ভাষ্য)

ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট। অবিদ্যাদিক্লেশ যাহার কারণ, যাহাতে সংসারবন্ধন হয়, তাহাই ক্লিষ্টবৃত্তি। অক্লিষ্টবৃত্তি ইহার বিপরীত, ইহাতে সংসারবন্ধন ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়।

অবিদ্যাদি ক্লেশ যে সকল বৃত্তির কারণ, যাহা হইতে সুখদুঃখ জন্মে, যাহারা কর্ম্মানুসারে ফলজননে ক্ষেত্রস্বরূপ হয়, তাহাদিগকে ক্লিষ্ট বা সাংসারিক চিত্তবৃত্তি বলে। খ্যাতি অর্থাৎ চিত্ত ও পুরুষের ভেদজ্ঞান যাহার বিষয়, যাহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ গুণত্রয়ের অধিকার বা কার্য্যারম্ভের বিরোধী হয়, তাহাকে অক্লিষ্টবৃত্তি কহে। অক্লিষ্টবৃত্তির বিষয় খ্যাতি অর্থাৎ চিত্ত ও পুরুষের বিবেকজ্ঞান, ইহা হইলে আর চিত্তের কার্য্য থাকে না।

'বিবেকখ্যাতিপর্য্যন্তং জ্ঞেয়ং প্রকৃতিচেষ্টিতম্।'

বিবেকখ্যাতি পর্য্যন্তই প্রকৃতির চেষ্টা, তখন অকিঞ্চিৎকর চিত্ত আত্মার ন্যায় নির্গুণভাবে কিছুকাল অবস্থান করিয়া পরিশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়।

সচরাচর ক্লিষ্টবৃত্তি কিরূপে জন্মিবে? কিরূপেই বা বিবেকখ্যাতিরূপ স্বকার্য্য করিতে সমর্থ হইবে? এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ক্লিষ্টপ্রবাহপতিত হইলেও অক্লিষ্টবৃত্তির অক্লিষ্টতা নষ্ট হয় না, যে যাহা সে তাহাই থাকে, অক্লিষ্টবৃত্তি ক্লিষ্টের অন্তঃপাতী হইলেও ক্লিষ্ট হইয়া যায় না। ক্লিষ্টের ছিদ্রে অক্লিষ্ট বৃত্তি হইতে পারে।

ক্লিষ্টবৃত্তিকে প্রবৃত্তি ও অক্লিষ্ট বৃত্তিকে নিবৃত্তিমার্গ বলা যাইতে পারে। বিষয়লোলুপ ঘোর সংসারীর চিত্তেও বৈরাগ্য দেখা যায়, শ্মশানক্ষেত্রে ইহা অনেকেই অনুভব করিয়া থাকেন, এইটী ক্লিষ্টের ছিদ্র, এই ছিদ্রে অক্লিষ্ট বৃত্তি জন্মিতে পারে। পক্ষান্তরে উগ্রকল্প ঋষিদিগেরও যোগভ্রংশ শুনা যায়। এইটী অক্লিষ্টের ছিদ্র, এই ছিদ্রে ক্লিষ্টবৃত্তি প্রবলবেগে উৎপন্ন হয়। ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট এই উভয় পক্ষে সংসারক্ষেত্রে ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে, এই উভয়েরই বিচরণস্থল চিত্তভূমি।

প্রথমে অক্লিষ্ট বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া ক্লিষ্ট বৃত্তির নিরোধ করিতে হইবে, পরে পরবৈরাগ্য দ্বারা অক্লিষ্ট বৃত্তিকেও নিরোধ করিতে পারিলে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ হয়। সংস্কারই সংস্কারের নাশক হইয়া থাকে। অক্লিষ্টসংস্কার দ্বারা ক্লিষ্টসংস্কার নষ্ট হয়।

উক্ত পাঁচ প্রকারের অতিরিক্ত আর চিত্তবৃত্তি নাই। এই চিত্তবৃত্তিসমূহের নিরোধ করিতে হইবে। কারণ, চিত্তের সহিত পুরুষের সংযোগহেতু চিত্তের সমস্ত বৃত্তি পুরুষে উপচরিত হয়। পুরুষ স্বচ্ছ, কেবল, নির্গুণ। যেমন স্বচ্ছ স্ফটিকের নিকটে রক্ত জবা আনিলে স্ফটিক রক্তবর্ণ ধারণ করে, আবার নীল অপরাজিতা আনিলে স্ফটিক নীলবর্ণ ধারণ করে; বাস্তবিক স্ফটিকের কোনই বর্ণ নাই, তবে উপাধির বর্ণ তাহাতে প্রতিফলিত হয় মাত্র। সেইরূপ, কেবল নির্ম্মল পুরুষে সুখ দুঃখ মোহ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি প্রতিবিম্বিত হইলে, পুরুষ তাহাদের সহিত সারূপ্য লাভ করিয়া আপনাকে সুখী দুঃখী মনে করে। বাস্তবিক পুরুষের সুখ দুঃখ কিছুই নাই। ইহা কেবল বৃত্তির উপরাগ মাত্র।

এই যে পাঁচ প্রকার চিত্তবৃত্তির বিষয় অভিহিত হইল। এই সকল চিত্তবৃত্তিই সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক। এই সকল বৃত্তি নিরোধ করিতে হইলে যে সকল ক্লিষ্টবৃত্তি উত্তরোত্তর বিষয়াসক্তি বৃদ্ধি করে, প্রথমে তাহাই নিরোধ করিতে হইবে। অক্লিষ্টবৃত্তি অর্থাৎ নিবৃত্তি মার্গে ধর্ম্মবৃত্তি সকলকে প্রথমে নিরোধ করিতে হইবে না। প্রথমে নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্তিমার্গের বাধা দিতে হইবে। এই অক্লিষ্টবৃত্তি দৃঢ় হইলে পরিশেষে উহা পরিত্যাগ করিলে ক্ষতি হয় না।

"তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং।"৩ "বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র।"১।৪

যোগের দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে আর পুরুষে বৃত্তির ছায়া নিপতিত হয় না। তখন পুরুষ নিজের স্বরূপে অবস্থান করেন।

এই চিত্তবৃত্তিনিরোধের প্রণালী কি? পতঞ্জলি ভিন্ন ভিন্ন আট প্রকার প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে যে কোনটির অনুসরণ করিলে চিত্তবৃত্তির নিরোধ করা যাইতে পারে।

১ম। "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাম্ তন্নিরোধঃ।"(যোগসূ° ১।১২)

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইতে পারে।

২। "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা।" (যোগসূ° ১।২৩)

অথবা, ঈশ্বরের প্রণিধান হইতে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়। এ সম্বন্ধে ভাষ্যকার এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন—'কিমেতস্মাৎ এবাসন্নতমঃ সমাধির্ভবতি। অথাস্য লাভে ভবতি অন্যোঽপি কশ্চিৎ উপায়ো ন বেতি। ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্ বা। প্রণিধানাৎ ভক্তিধানাৎ ভক্তিবিশেষাদ্ আবর্জ্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্নাতি অভিধ্যানমাত্রেণ, তদভিধ্যানাদপি যোগিন আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ ফলঞ্চ ভবতীতি।' (১।২৩ ব্যাসভাষ্য)

অর্থাৎ এই অভ্যাস বৈরাগ্য হইতেই কি অচিরে সমাধিলাভ হয়, অথবা ইহার প্রাপ্তির পক্ষে আরও কোন উপায় আছে? তদুত্তরে বলি যে, বিশেষ ভক্তিসহকারে আরাধিত হইলে ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া "ইহার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক" এইরূপে অনুগৃহীত করেন, এই প্রকার সঙ্কল্পসহকারে যোগীর সমাধিলাভ সুলভ হয়।

৩। "প্রচ্ছর্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য।" (যোগসূ° ১।৩৪)

অথবা প্রাণের নিঃসারণ ও বিধারণ দ্বারাও চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইতে পারে।' অর্থাৎ, প্রাণায়ামও সমাধিলাভের অন্যতম উপায়।

৪। "বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী"(১।৩৫)

অথবা, ইন্দ্রিয়বিশেষে ধারণা দ্বারা গন্ধাদি বিষয়ের সাক্ষাৎকার হইলেও চিত্ত স্থির হয়। অর্থাৎ, নাসাগ্র, জিহ্বামূল প্রভৃতিতে ধারণা করিলে যোগী অলৌকিক গন্ধ রূপ রস স্পর্শ শব্দ প্রভৃতির অনুভব করেন, তাহাতে তাহার চিত্ত নিবিষ্ট হইয়া যায়। অতএব, চিত্তস্থৈর্য্যের ইহাও অন্যতম উপায়।

৫। "বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী।"—(১।৩৬)

অথবা (হৃৎপদ্মে ধারণা করিলে) যে শোক-রহিত জ্যোতির প্রকাশ হয়, তাহার দ্বারাও চিত্তের স্থিরতা হইতে পারে। জ্যোতির সাক্ষাৎকারও চিত্তস্থৈর্য্যের অন্যতম উপায়।

৬। "বীতরাগ-বিষয়ং বা চিত্তম্।"(১।৩৭)

'অথবা যাঁহারা বীতরাগ, (বিষয়বিরক্ত) তাঁহাদের বিষয়ে ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থির হয়'; অর্থাৎ, নিষ্কাম মহাত্মার ধ্যানও চিত্তস্থৈর্য্যের অন্যতম উপায়।

৭। "স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানাবলম্বনং বা।"—(১।৩৮)

"অথবা, স্বপ্নজ্ঞান কিংবা নিদ্রাজ্ঞানকে অবলম্বন করিলেও চিত্ত স্থির হয়।' অর্থাৎ, স্বপ্নে মূর্ত্তিবিশেষ কিংবা সাত্ত্বিক বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়াও চিত্তস্থৈর্য্য লাভ করা যাইতে পারে।

৮। "যথাভিমতধ্যানাৎ বা।"—(১৩৯)

অভিমত যে কোন বিষয়ের ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থির হয়। অর্থাৎ, অভিমতধ্যানও চিত্তস্থৈর্য্যের অন্যতম উপায়।

সাধনাবস্থায়, যোগাভ্যাসের ফলে যোগীর কতকগুলি অলৌকিক শক্তির সঞ্চার হয়; ইহাদিগকে বিভূতি বা সিদ্ধি বলে। পাতঞ্জলদর্শনের তৃতীয় পাদে এই সকল সিদ্ধির সবিস্তার উল্লেখ আছে। ইহারা প্রকৃত যোগসাধনার পক্ষে নহে· কিন্তু—অন্তরায়।

"তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ"—(৩।৩৭)

অর্থাৎ, সমাধিরহিতের পক্ষে এই সকল বিভূতি বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু সমাধিযুক্ত যোগীর পক্ষে ইহারা উপসর্গমাত্র। এই উপসর্গ কি?

"ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তে২ন্তরায়াঃ" (যোগসূ° ১।৩০)

যাহা দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপ হয় অর্থাৎ একাগ্রতা বিনষ্ট হয়, তাহাকে অন্তরায় বলে, ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব ও অনবস্থিতত্ব এই ৯টী অন্তরায়।

ধাতু, বায়ু, পিত্ত ও কফের বৈষম্য জন্য ব্যাধি, চিত্তের কার্য্যকারিতা শক্তির অভাবই স্ত্যান, এই বস্তুটী এইরূপ কি না? এইরূপ জ্ঞানই সংশয়, সমাধির উপায়ের অনুষ্ঠানই প্রমাদ, তমোগুণের আধিক্যবশতঃ চিত্তের এবং কফাদির আধিক্যবশতঃ শরীরের গুরুতাপ্রযুক্ত প্রযত্নের অভাবের নাম আলস্য, সর্ব্বদা বিষয়সংযোগরূপ তৃষ্ণাবিশেষই অবিরতি, এক বস্তুতে অন্যবস্তু বলিয়া জানার নাম ভ্রান্তিদর্শন, মধুমতী প্রভৃতি সমাধিভূমির লাভ না হওয়া অলব্ধভূমিকত্ব।

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমং।"

শরীর সুস্থ না থাকিলে কোন কার্য্যই হয় না, তাই সূত্রকার প্রথম ব্যাধিকেই বিঘ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংশয় ও বিপর্য্যয় এই দুইটীই চিত্তের বৃত্তিবিশেষ, সুতরাং যোগ বৃত্তির বিরোধী, কারণ যুগপদ্ চিত্তের বৃত্তি হয় না, 'জ্ঞানদ্বয়স্যাযৌগপদ্যাৎ'। ব্যাধি প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি না হইলেও ইহারা যোগের বিরুদ্ধ বিক্ষেপ বৃত্তি উৎপাদন করিয়া যোগের প্রতিপক্ষ হয়।

অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারাই কার্য্যকারণভাব গৃহীত হয়, সুতরাং অন্তরায় থাকিলে চিত্তের বিক্ষেপ হয়, না থাকিলে হয় না, অতএব ব্যাধি প্রভৃতি অন্তরায় চিত্তের বিক্ষেপক জানিতে হইবে।

সকল বিষয়েই যে পর্য্যন্ত পরিপক্ক না হওয়া যায়, ততদিন বিশেষ সতর্ক থাকিতে হয়, ধ্যেয় সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত পদে পদে যোগভ্রংশ হইতে পারে, অতএব বিশেষ প্রণিধান সহকারে যোগের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, শরীরকম্পন, শ্বাস ও প্রশ্বাস হইয়া থাকে।

এই সকল বিক্ষেপ নিবারণের জন্য ঈশ্বর অথবা অভিমত অন্য কোন বিষয়ে চিত্ত নিবেশ করিতে হইবে। যোগানুষ্ঠান করিতে হইলে চিত্তকে সর্ব্বদা প্রসন্ন রাখিতে হয়, চিত্ত অপ্রসন্ন থাকিলে কোন কার্য্যই হয় না। যোগ ত দূরের কথা। সুতরাং যাহাতে চিত্ত প্রসন্ন হয়, যোগী যত্ন সহকারে তাহাই করিবেন। চিত্তপ্রসাদের উপায় কি?

"মৈত্রী করুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনং" (যোগসূ° ১।৩৩)

সুখিগণের প্রতি প্রেম, দুঃখীর প্রতি দয়া, ধার্ম্মিকে হর্ষ ও পাপিগণের প্রতি ঔদাসীন্য করিলে চিত্ত প্রসন্ন হইয়া থাকে। ভাষ্যকার ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, চিত্তশুদ্ধির কারণ, স্বরূপ এবং ফলই বা কি? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, জগতের সমস্ত সুখী লোকের প্রতি সৌহার্দ্দ করিবে, ইহা করিতে পারিলে চিত্তের যে ঈর্ষানল আছে, তাহা বিনষ্ট হইবে। যেরূপ নিজের দুঃখদূর করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা হয়, তদ্রূপ অন্য প্রাণীর দুঃখ দূর করিতে যত্ন করিবে। ইহাতে পরাপকাররূপ চিত্তমল বিনষ্ট হয়, ধার্ম্মিক লোক দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবে, ইহাতে গুণে দোষারোপ অর্থাৎ অসূয়া নিবৃত্তি হয়, অধার্ম্মিক লোকের প্রতি উদাসীন থাকিবে অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে, ইহাতে ক্রোধরূপ চিত্তমল বিনষ্ট হয়। এইরূপে পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিলে চিত্তে শুক্লধর্ম্ম অর্থাৎ রাজসতামসবৃত্তি-তিরোহিত হইয়া সাত্ত্বিকবৃত্তি উদয় হইতে থাকে, তখন চিত্তপ্রসন্ন হইয়া সুস্থির হয়, পূর্ব্বের ন্যায় আর তড়িদ্বেগে বিষয়দেশে গমন করে না।

যোগের অঙ্গ।

"যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি। (যোগ সূ° ২।২৯)

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটী যোগের অঙ্গ। সাধন ভিন্ন সিদ্ধ হওয়া যায় না, এই জন্য যোগাঙ্গানুষ্ঠান বিধেয়, যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পাঁচ প্রকার বিপর্য্যয় (মিথ্যা)-জ্ঞানের ক্ষয় হইয়া থাকে। উহার ক্ষয় হইলে সম্যক্ জ্ঞানের অভিব্যক্তি হইতে থাকে, যোগাঙ্গানুষ্ঠানের তারতম্যানুসারে অশুদ্ধিরও তিরোধান হয় এবং অশুদ্ধির বিনাশ হইলে তদনুসারে জ্ঞানেরও দীপ্তি বৃদ্ধি হয়, ঐ বৃদ্ধি হইতে বিবেকখ্যাতি হইয়া থাকে।

উক্ত আটটী অঙ্গের মধ্যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার একয়টী বহিরঙ্গ এবং ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটী অন্তরঙ্গ।

"অহিংসা সত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ" (যোগসূ° ২।৩০) অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটীকে যম কহে। কোনও প্রকারে কোনও কালে প্রাণীর প্রাণ বিয়োগ হয়, এইরূপ চেষ্টা না করাকে অহিংসা কহে। পরবর্ত্তী সত্যাদি যম ও শৌচাদি নিয়ম সমস্তই অহিংসামূলক, অর্থাৎ অহিংসা রক্ষা না করিয়া সত্যাদির অনুষ্ঠান করা বিফল।

এই অহিংসা বৃত্তির স্বচ্ছতার নিমিত্ত সত্যাদির অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা না হইলে অসত্য প্রভৃতি দোষে অহিংসা মলিন হইয়া যায়। যথার্থ বাক্ ও মনকে সত্য কহে। অর্থাৎ যেরূপ প্রত্যক্ষ, অনুমিতি ও শব্দ জন্য বাক্যের ও মনের জ্ঞান হইয়াছে, তদ্রূপেই শ্রোতার যাহাতে জ্ঞান জন্মে, এ প্রকারে কথা বলিলে সত্য বলা হয়।

প্রতিগ্রহ ব্যতিরেকে পরের দ্রব্য গ্রহণ করাকে স্তেয় (চৌর্য্য) বলে। উহার অভাবের নাম অস্তেয়। কেবল চুরি না করা নহে, মন হইতে পরের দ্রব্যে স্পৃহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। অষ্টাঙ্গ-মৈথুন-নিবৃত্তির নাম ব্রহ্মচর্য্য। বিষয়ের সহিত উপভোগ্য বস্তুর উপার্জ্জন, রক্ষা, ক্ষয়, সঙ্গ, ও হিংসা দোষ অনুভব করিয়া তাহা হইতে বিরত থাকার নাম অপরিগ্রহ। বিষয়-বৈরাগ্যের অপর নামও অপরিগ্রহ। "শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ" (যোগসূ° ২।৩২) শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান এই পাঁচ প্রকার নিয়ম। মৃত্তিকা ও জলাদির মার্জ্জনা ও মেধ্য পবিত্র বস্তু আহার করার নাম বাহ্য শৌচ। চিত্তের মল (ঈর্ষাসূয়াদি) দূর করার নাম অন্তঃশৌচ। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতার নাম তপস্যা, উপনিষদ্, গীতা প্রভৃতি মোক্ষশাস্ত্র অধ্যয়ন অথবা ওঙ্কার জপকে স্বাধ্যায়, পরমগুরু পরমেশ্বরে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করার নাম ঈশ্বরপ্রণিধান। ইহাদিগকে নিয়ম কহে।

[বিশেষ বিবরণ নিয়ম শব্দ দেখ]

যম ও নিয়ম এই দুইটী সিদ্ধ হইলে তৎপরে তৃতীয় যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান বিধেয়। তৃতীয় যোগাঙ্গ আসন।—

"স্থিরসুখমাসনং" (যোগসূ° ২।৪৬)

স্থিরভাবে অধিককাল থাকিলে যাহাতে কষ্টবোধ না হয় তাহাকে আসন বলে, তাদৃশ আসনই যোগের অঙ্গ। যোগভাষ্যে পদ্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন, স্বস্তিক, দণ্ডাসন, সোপা-

ভদ্র, পর্য্যঙ্ক, ক্রৌঞ্চনিষদন, হস্তিনিষদন, উষ্ট্রনিষদন, সমসংস্থান, স্থিরসুখ ও যথাসুখ প্রভৃতি আসনের উল্লেখ আছে। শয়ন করিয়া থাকিলে নিদ্রা আসে, অন্যভাবে থাকিলে শরীর ধারণেই ব্যস্ত থাকিতে হয়, এবং অধিককাল থাকা যায় না, এই নিমিত্ত আসনের উপদেশ আছে, যে ভাবে অধিক কাল থাকিলেও কোনরূপ কষ্ট হয় না, তাহাই স্থিরসুখ আসন, উহার কিছুই নিয়ম নাই। আসন কত প্রকার হইতে পারে, তাহারও কিছু নিয়ম নাই। গুরুর উপদেশ ব্যতীত আসন শিক্ষা হয় না, তাহাতে বিপরীত ফল হইয়া থাকে, এবং অতি উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হয়। আসন সমুদয় শিক্ষা করিবার সময় কষ্টকর বোধ হয়। একবার সুন্দররূপে অভ্যস্ত হইলে আর কষ্ট হয় না। যে পর্য্যন্ত বিনা ক্লেশে আসনে উপবিষ্ট হওয়া যায়, ততদূর অভ্যাস করিতে হইবে। এই আসন দুই প্রকার। বস্ত্র, অজিন ও কুশ প্রভৃতি বাহ্য আসনের নাম পদ্ম ও স্বস্তিকাদি শারীর আসন। যোগপ্রদীপে যোগসাধন আসনের বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

আসন-সিদ্ধির পর প্রাণায়াম করিতে হয়।

"শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।" (যোগসূ০ ২।৪৯) শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ অর্থাৎ প্রাণবায়ুর সংযমকে প্রাণায়াম বলা যায়। রেচক, পূরক ও কুম্ভক এই তিন প্রকার প্রাণায়াম বহিঃস্থিত বায়ুকে অন্তঃপ্রবেশকরণকে শ্বাস ও অন্তরের বায়ুকে বহিঃনিঃসরণ করাকে প্রশ্বাস বলে। এই উভয়বিধ ক্রিয়ার নিরোধ প্রাণায়াম। [প্রাণায়াম দেখ]

যম, নিয়ম ও আসন জয়ের পর প্রত্যাহার যোগের অনুষ্ঠান করিতে হয়। প্রত্যাহার—"স্ববিষয়া সম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ" (যোগসূ০ ২।৫৪) চিত্ত শব্দাদি বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে ইন্দ্রিয়গণও নিশ্চল হইয়া চিত্তের অনুকরণ করে, ইহাকে প্রত্যাহার কহে। ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব বিষয় শব্দাদির সহিত সংযোগ না হইলে চিত্তের স্বরূপের যেন অনুকরণ হয়। ইন্দ্রিয়নিরোধের নামই প্রত্যাহার। [প্রত্যাহার দেখ]

যমাদি পাঁচটী বহিরঙ্গ-সাধনের পর অন্তরঙ্গ-সাধন আবশ্যক।

ধারণা—"দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা" (যোগসূ০ ৩।১)

অপর বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া নাভিচক্র প্রভৃতি অন্তর্বিষয় এবং দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি বহির্বিষয়ে চিত্তকে স্থির করার নাম ধারণা। নাভিস্থান, হৃদ্‌পদ্ম, মস্তকজ্যোতিঃ, নাসিকার অগ্রভাগ, জিহ্বার অগ্রভাগ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক দেশে অথবা দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি বাহ্যোদ্দেশে চিত্তকে স্থির করিতে পারিলেই ধারণা হয়।

ধারণা সিদ্ধ হইলে তৎপরে ধ্যানানুষ্ঠান বিধেয়।

"তত্র প্রত্যয়ৈকতানতাধ্যানং" (যোগসূ০ ৩।২)

বিষয়ান্তর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত যে বিষয়ে চিত্ত স্থির করা হয়, সেই বিষয়াকারে বারংবার চিত্তবৃত্তি পরিণত হওয়াকে ধ্যান বলা যায়, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত যে কোনও বিষয়ে চিত্তের ধারণা হইয়াছে, সেই বিষয়ে বারংবার সদৃশরূপে বৃত্তি হওয়াই ধ্যান। কেবল ধ্যেয় আলম্বন ভিন্ন অন্য বিষয়ে কোনরূপ চিত্তবৃত্তি হইবে না, কিন্তু ধ্যেয়াকারে চিত্তবৃত্তির সদৃশপ্রবাহ হইবে। তাহা হইলে ধ্যান সিদ্ধ হইয়াছে জানিতে হইবে। ধ্যানের পর সমাধি, ইহাই যোগের চরমফল, সমাধি হইলে আর যোগানুষ্ঠানের আবশ্যকতা থাকে না।

"তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ"

(যোগসূ০ ৩।৩)

ধ্যান পরিপক্ব হইয়া যখন ধ্যেয়াকারেই ভাসমান হয়, চিত্তবৃত্তি থাকিয়াও না থাকার মত বোধ হয়। সেই অবস্থার নাম সমাধি।

জবাকুসুমের সন্নিধানে পরিশুদ্ধ স্ফটিকের স্বীয় শুক্লগুণ ভাসমান হয় না, তদ্রূপ বিষয়াকারে সর্ব্বথা লীন হইয়া চিত্তবৃত্তি পৃথক্‌ভাবে অনুভূত হয় না, এইরূপ অবস্থাই সমাধি।

এই সমাধি দ্বিবিধ, সবীজ ও নির্ব্বীজ। সবীজ সমাধিতে চিত্তের আলম্বন থাকে; সে অবস্থায় চিত্তের সূক্ষ্ম সাত্ত্বিক বৃত্তি তিরোহিত হয় না। সেই জন্য সবীজ সমাধির আর একটি নাম সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। নির্ব্বীজ সমাধিতে চিত্তের সমস্ত বৃত্তি তিরোহিত হয়, কেবল সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে; সেই জন্য এই সমাধিকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।

"বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ।"

(যোগসূত্র ১।১৭)

"বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ।"

(যোগসূত্র ১।১৮)

ব্যাসভাষ্যে সমাধির এইরূপ লক্ষণ করা হইয়াছে,—

'ধ্যানমেব ধ্যেয়াকারনির্ভাসং প্রত্যয়াত্মকেন স্বরূপেণ শূন্যমিব যদা ভবতি ধ্যেয়স্বভাবাবেশাৎ তদা সমাধিরিত্যুচ্যতে।'

তৎকালে ধ্যেয় বস্তু সম্যক্‌রূপে প্রজ্ঞাত হয়। কেন না, তৎকালে ধ্যেয়বিষয়ক বৃত্তিও নিরুদ্ধ হয় বলিয়া কিছুই প্রজ্ঞাত হয় না। উক্ত দ্বিবিধ যোগের সাধারণ নাম সমাধিযোগ।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চতুর্ব্বিধ—সবিতর্ক, নির্ব্বিতর্ক, সবিচার ও নির্ব্বিচার; ইহাদিগকে সবীজ বলে।

"তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধাৎ নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ।"

(যোগসূত্র ১।৫১)

তাহারও নিরোধে সমস্ত নিরুদ্ধ হইলে নির্ব্বীজ সমাধি হয়। এই নির্ব্বীজ সমাধিই পাতঞ্জলের অনুমোদিত যোগ।

'তস্মিন্নিবৃত্তে পুরুষঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠঃ অতঃ শুদ্ধো মুক্ত ইত্যুচ্যতে।'
১।৫১ সূত্রের ব্যাসভাষ্য।

এই নির্ব্বীজ সমাধি বা যোগ আয়ত্ত হইলে পুরুষের স্বরূপে অবস্থান হয়। তখন পুরুষকে শুদ্ধমুক্ত বলে। ইহারই নাম কৈবল্যসিদ্ধি। ইহাই পাতঞ্জলদর্শনের চরম লক্ষ্য।

"সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি।" (৩।৫৫)

'জ্ঞানাদদর্শনং নিবর্ত্ততে, তস্মিন্নিবৃত্তে ন সন্ত্যুত্তরে ক্লেশাঃ ক্লেশাভাবাৎ কর্ম্মবিপাকাভাবঃ, চরিতাধিকারাশ্চৈতস্যামবস্থায়াং গুণা ন পুরুষস্য পুনর্দৃশ্যত্বেনোপতিষ্ঠন্তে, তৎপুরুষস্য কৈবল্যম্, তদা পুরুষঃ স্বরূপমাত্রজ্যোতিরমলঃ কেবলীভবতি।'(ব্যাসভাষ্য)

অর্থাৎ, জ্ঞান জন্মিলে অদর্শনের (অবিদ্যার) নিবৃত্তি হয়; অদর্শনের নিবৃত্তি হইলে পঞ্চ ক্লেশের নিবৃত্তি হয়, ক্লেশের নিবৃত্তি হইলে কর্ম্ম পরিপক হইয়া আর ফল জন্মাইতে পারে না। এই অবস্থায় প্রয়োজন চরিতার্থ হওয়ায় প্রকৃতি আর পুরুষের দৃশ্য হয় না। পুরুষ তখন কেবল (স্বতন্ত্র) হন, এবং নির্ম্মল জ্যোতিঃস্বরূপে অবস্থান করেন।

"তদা সর্ব্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্জ্ঞেয়মল্পম্।" (৪।৩০)

"পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি।" (৪।৩৪)

অর্থাৎ সেই সমাধিযোগের অবস্থায় অবিদ্যাদি সমস্ত ক্লেশ ও কর্ম্মরূপ আবরণ হইতে চিত্ত-সত্ত্ব মুক্ত হইলে তাহার সর্ব্বত্র প্রসার হয়। তখন তাহার জ্যোতিঃ সকল স্থানেই পরিব্যাপ্ত হয়। সে অবস্থায় যোগীর অজ্ঞাত বিষয় কিছুই থাকে না। যে যোগসিদ্ধের এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে প্রকৃতি আর পরিণত হইয়া ভোগ বা অপবর্গ জন্মায় না। ইহাই কৈবল্য, ইহাই পাতঞ্জলদর্শনোক্ত মুক্তি। এ অবস্থায় চিতিশক্তি (পুরুষের) স্বরূপে প্রতিষ্ঠা হয়।

এই সকল যোগাঙ্গ সিদ্ধ হইলে নানাবিধ সন্তোষ ও ক্ষমতা, অণিমাদি ঐশ্বর্য্যলাভ এবং পরিশেষে কৈবল্যমুক্তি লাভ হইয়া থাকে, তখনই যোগের চরম ফল হইয়াছে স্থির করিতে হইবে।

গীতা ও পাতঞ্জল।

প্রথমেই লিখিয়াছি, গীতাও যোগশাস্ত্র বলিয়া খ্যাত। এখন দেখা যাউক গীতায় ও পাতঞ্জলে কোন প্রকার পার্থক্য আছে কিনা? উভয়ের বিশেষত্ব কি? গীতা যোগপ্রণালীর অনুমোদন করিয়াছেন। গীতার মতে—

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥" (গীতা ৬।৪৬)

যোগী তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং কর্ম্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি যোগী হও।

গীতা পাতঞ্জল-প্রদর্শিত অষ্টাঙ্গ যোগের সাধারণতঃ অনুমোদন করিয়াছেন।—

"যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥" (গী০ ৬।১০)

যোগী একাকী নির্জ্জনে থাকিয়া আশা ও পরিগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সংযতচিত্তে সতত আত্মার যোগসাধন করিবেন।

"শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥"(৬।১১-১৩)

তিনি পবিত্র দেশে, নাতি-উচ্চ নাতি-নিম্ন স্থানে, কুশ, অজিন ও বস্ত্র বিছাইয়া আপনার স্থির আসন সংস্থাপন করিবেন। সেখানে তিনি মন একাগ্র করিয়া এবং চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযত করিয়া আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত, আসনে উপবেশন করিয়া যোগ অভ্যাস করিবেন।

শরীর, মস্তক ও গ্রীবা সরলভাবে ধারণ করিয়া এবং দৃষ্টিকে সকল দিক্ হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক নাসিকার অগ্রভাগে স্থাপন করিয়া, স্থিরভাবে অবস্থান করিবেন।

"প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥" (৬।১৪)

যোগী প্রশান্ত, নির্ভয়, ব্রহ্মচারি-ব্রতধারী ও সংযতচিত্ত হইয়া ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া ভগবানে চিত্ত সংযুক্ত করিবেন।

"সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥" (গী০ ৬।৪-৬)

সংকল্পজ সমস্ত কামনা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া, মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে সকল বিষয় হইতে নিগৃহীত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবেন। ধারণার দ্বারা বুদ্ধিকে বশীভূত করিয়া ধীরে ধীরে উপরত হইবেন। মনকে আত্মাতে স্থাপিত করিয়া কিছুই চিন্তা করিবেন না। চঞ্চল অস্থির মন, যথা যথা ধাবিত হইবে, সেখান হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মাতে নিবিষ্ট করিবেন।

"স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥"(গী০ ৫।২৭-২৮)

যে মোক্ষপরায়ণ মুনি বাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভ্রুযুগলের মধ্যে চক্ষু সংস্থাপিত করিয়া নাসিকার অভ্যন্তরে প্রাণ ও অপানকে সমীকৃত করিয়া, ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি সংযত করত, ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধ পরিহার করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত।

উল্লিখিত শ্লোকে গীতা সংক্ষেপে অষ্টাঙ্গ যোগের উপদেশ করিলেন। 'শুচি দেশে স্থির আসন সংস্থাপন করিবেন';—ইহা আসনের উপদেশ। 'নাসার অভ্যন্তরে প্রাণ ও অপানকে সমীকৃত করিবেন',—ইহা প্রাণায়ামের উপদেশ। 'বাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিবেন',—ইহা প্রত্যাহারের উপদেশ। 'ব্রহ্মচারি-ব্রতগ্রহণ, পরিগ্রহপরিত্যাগ' ইত্যাদি যমের উপদেশ। 'ইন্দ্রিয়ের বশীকরণ, চঞ্চল মনের সংযম, আশা পরিত্যাগ' ইত্যাদি নিয়মের উপদেশ। 'নাসিকাগ্রে দৃষ্টিধারণ, মনকে আত্মাতে সংস্থাপন' ইত্যাদি ধারণার উপদেশ। 'ভগবানে চিত্তস্থাপন, মনের একাগ্রতাসাধন' ইত্যাদি ধ্যানের উপদেশ। 'কিছুই চিন্তা করিবে না, মনকে আত্মাতে স্থাপিত করিবে',—ইত্যাদি সমাধির উপদেশ।

আমরা দেখিয়াছি যে, পাতঞ্জলমতে যোগের চরম অবস্থায় পুরুষের স্বরূপে অবস্থান হয়। পুরুষ চিৎস্বরূপ, এ মতে তিনি আনন্দঘন নহেন, অতএব পাতঞ্জলোক্ত মুক্তি—সুখদুঃখের অতীত কৈবল্য অবস্থা। ইহাতে দুঃখের নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু অনন্ত সুখের কথা নাই। গীতায় ভগবান্ কিন্তু যোগের ফল অত্যন্ত সুখ ব্যক্ত করিয়াছেন।

"সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥
যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা ॥"(৬।২১-২৩)

যে অবস্থায় বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় নিরতিশয় সুখের উপলব্ধি হয়, যে অবস্থায় অবস্থান করিলে তত্ত্ব হইতে বিচ্যুতি ঘটে না, যে অবস্থা লাভ করিলে অন্য লাভকে অধিক বোধ হয় না, এবং যে অবস্থায় উপস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখও বিচলিত করিতে পারে না,—দুঃখের সংস্পর্শশূন্য এই অবস্থার নামই যোগ। নির্ব্বেদশূন্যচিত্তে সেই যোগ নিশ্চয়ের সহিত অভ্যাস করিবে। অতএব গীতার মতে যোগের অবস্থায় নিরতিশয় সুখলাভ হয়। যোগসিদ্ধ হইলে এই সুখ আরও ঘনীভূত হইয়া ব্রহ্মানন্দে পরিণত হয়।—

"প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥" (গীতা ৬।২৭-২৮)

প্রশান্তচিত্ত, রজোবিহীন, নিষ্পাপ, ব্রহ্মভূত যোগী উত্তম সুখ অনুভব করেন। নিষ্পাপ যোগী এই প্রকারে নিয়ত আত্মাকে যোগযুক্ত করিয়া অনায়াসে ব্রহ্ম-সংস্পর্শ-রূপ অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হন।

"বাহ্যস্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥" (গীতা ৫।২১)

যাঁহার চিত্ত বাহ্যবিষয়ে অনাসক্ত, তিনি আত্মাতে যে সুখ, সেই সুখ অনুভব করেন এবং ব্রহ্মে সমাধি করিয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন।

পাতঞ্জল মতে জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন; যোগের যে চরম অবস্থা নির্ব্বীজ সমাধি, তাহাতে আত্মসাক্ষাৎকার হয় মাত্র; ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় কি না স্পষ্ট উল্লেখ নাই। গীতার মতে কিন্তু যোগ দ্বারা ভগবানের সঙ্গ বা সাক্ষাৎলাভ হয়।

"যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥" (গীতা ৬।১৫)

সংযতচিত্ত যোগী এইরূপে আত্মাকে সমাহিত করিয়া আমাতে (ভগবানে) স্থিতিরূপ মোক্ষপ্রধান শান্তি লাভ করেন।

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥" (গীতা ৬।২)

সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিশীল সমাহিতচিত্ত যোগী সমস্ত ভূতে আত্মাকে এবং সমস্ত ভূতকে আত্মাতে অবলোকন করেন। সমস্ত ভূতে যে আত্মা বিরাজিত, তিনি পরমাত্মা (ভগবান্) ভিন্ন আর কে? পূর্ব্বেই পাতঞ্জলদর্শনপ্রসঙ্গে লিখিয়াছি,—

"পুংপ্রকৃত্যোর্বিয়োগোঽপি যোগ ইত্যুদিতো যয়া।"

অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের যে বিয়োগ বা বিবেক (পার্থক্য-জ্ঞান), তাহাকেই যোগ বলে।

কিন্তু পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে যোগ শব্দের সংযোগ অর্থই অনুমোদিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

"সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।"

জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে সংযোগ তাহারই নাম যোগ। বলা বাহুল্য সে সংযোগ, প্রযত্ন বা উদ্যোগ ভিন্ন সিদ্ধ হয় না।

"আত্মপ্রযত্নসাপেক্ষা বিশিষ্টা যা মনোগতিঃ।

তত্ত্বা ব্রহ্মণি সংযোগো যোগ ইত্যভিধীয়তে ॥"(বিষ্ণুপু৬।৭।৩১)

অর্থাৎ, আত্মার যত্নসাপেক্ষ যে অসাধারণ মনোবৃত্তি, তাহার ভগবানে সংযোগকেই যোগ বলে।

গীতায় ভগবান্ যোগের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, এই মতই গীতায় অনুমোদিত। কারণ, গীতা যোগীকে মনঃসংযম করিয়া চিত্ত ঈশ্বরে নিহিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

"মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ।" গীতা ৬।১৪।

গীতা আরও বলিতেছেন যে,

"শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি।" গীতা ৬।১৫।

যোগের ফলে যে নির্ব্বাণপরমা শান্তিলাভ করা যায়, তাহা আমাতে (ভগবানে) থাকার ফল।

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, যোগসিদ্ধির জন্য পতঞ্জলি যে সকল উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন, "ঈশ্বর-প্রণিধান" তাহাদিগের অন্যতম। এই উপায়ই যে অদ্বিতীয় উপায়, পতঞ্জলি তাহা স্বীকার করেন না। যোগী চিত্তবৃত্তিনিরোধের জন্য যেমন অন্যান্য উপায়ের অনুসরণ করিতে পারেন, সেইরূপ ইচ্ছা হইলে ঈশ্বর-প্রণিধানও করিতে পারেন।

বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্র করিবার জন্য পতঞ্জলি সাধককে 'ক্রিয়াযোগের' অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ক্রিয়াযোগ আয়ত্ত হইলে চিত্ত সমাধির অনুকূল হয়।

"তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।" (যোগসূত্র ২।১)

তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধানের নাম ক্রিয়াযোগ। সমাহিত চিত্ত ব্যক্তি সমাধিযোগে অধিকারী। বিক্ষিপ্ত চিত্ত ব্যক্তি সমাধিযোগের অধিকারী নহে, কিন্তু ক্রিয়াযোগের অধিকারী। প্রথমাধিকারী প্রথমে ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিবে, তদ্দ্বারা কালে তাহার ক্লেশ সকল ক্ষীণ হয় এবং সমাধিযোগের অধিকার জন্মে।

তপস্যাবিহীন ব্যক্তির যোগ সিদ্ধ হয় না, আদি রহিত চিরকাল প্রবহমান ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম ও অবিদ্যা প্রভৃতি ক্লেশ সংস্কার দ্বারা চিত্রীকৃত। অতএব চিত্তে রজঃ ও তমোগুণের সমুদ্রেক তপস্যা ভিন্ন অপনীত হয় না। এই জন্য চিত্তপ্রসাদন তপস্যা এরূপভাবে করিতে হইবে যে, যাহাতে ধাতুবৈষম্য না হয়। কারণ শরীর সুস্থ না থাকিলে কোন কার্য্যই হয় না। সুস্থ ব্যক্তিরই তপশ্চর্য্যা সম্ভব। প্রণব প্রভৃতি পবিত্র মন্ত্রের জপ অথবা উপনিষদ্ প্রভৃতি মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্রের অধ্যয়নকে স্বাধ্যায় বলে। পরম গুরু ঈশ্বরে সমস্ত ক্রিয়া অর্পণ বা ক্রিয়ার ফলত্যাগকে ঈশ্বর-প্রণিধান কহে। ঈশ্বরপ্রণিধান শব্দে এইরূপ বুঝিতে হইবে।

"কামতোঽকামতো বাপি যৎ করোমি শুভাশুভং।
তৎসর্ব্বং ত্বয়ি সংন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহম্॥"

ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় আমি ভালমন্দ যাহা কিছু করিয়াছি, তৎসমস্তই আপনাতে অর্পণ করিলাম। আমি যাহা কিছু করি, তাহা আপনার দ্বারা প্রেরিত হইয়াই করি। ইহাই ক্রিয়ার অর্পণ বা ঈশ্বরপ্রণিধান। প্রণবজপ ও প্রণবার্থভাবনারও অপর নাম ঈশ্বরপ্রণিধান। চিত্তের একাগ্রতা ও স্থৈর্য্যসম্পাদনের অনেক উপায় অভিহিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ঈশ্বর-প্রণিধান উৎকৃষ্ট এবং সুলভ উপায়।

পতঞ্জলির মতে, ঈশ্বর-প্রণিধান অষ্টাঙ্গযোগের বহিরঙ্গ পঞ্চবিধ নিয়মের অন্যতম। সুতরাং পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বরের স্থান গৌণ। কারণ, ঈশ্বর-প্রণিধান যোগসিদ্ধির নানা উপায়ের অন্যতম উপায় মাত্র।

"শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ"(যোগসূ২।৩২)

ঈশ্বর-প্রণিধানের উপদেশ দিয়া পতঞ্জলি যোগীকে ভগবানের ধ্যান করিতে বলেন নাই, তাঁহাতে কর্ম্মসন্ন্যাস করিতে বলিয়াছেন মাত্র। ইহাই গীতোক্ত কর্ম্মযোগ। ভগবান্ অর্জ্জুনকে যে বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" (গীতা ২।৪৭)

কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার, ফলে অধিকার নহে।

"যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥" (গীতা ৯।২৭)

যাহা কিছু করিবে, যাহা খাইবে, যাহা যজিবে, যাহা দিবে বা যাহা তপিবে, সমস্তই আমাতে অর্পণ কর।

পাতঞ্জলোক্ত ঈশ্বর-প্রণিধান এই ধরণের কথা। ধ্যানযোগ ইহা হইতে স্বতন্ত্র। পতঞ্জলির মতে যে কোনও বিষয়ে চিত্তের একতানপ্রবাহই ধ্যান। ভগবান্ই যে ধ্যেয় (ধ্যানের বিষয়) হইবেন, তাঁহাকেই যে ধ্যান করিতে হইবে, এরূপ স্পষ্ট কোন কথা নাই।

পতঞ্জলির মতে,যোগী ঈশ্বর-প্রণিধান করেন, অর্থাৎ ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরে সমস্ত কর্ম্মসন্ন্যাস করেন, তাহা হইলে ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞান তাঁহার পক্ষে সুলভ করিয়া দেন। তাহার ফলে, যোগীর আত্মা ভগবানে সংযুক্ত হয় না—বিবেকজ্ঞান নিষ্পন্ন হয় মাত্র। "ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোঽপি অন্তরায়াভাবশ্চ' (যোগসূ০ ১।২৯)। অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রণিধানের ফলে ব্যাধি প্রভৃতি বিঘ্ন দূর হয় এবং আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয় না। 'প্রত্যাগতিত্ব স্বাত্মনি সাক্ষাৎকারহেতুর্ন পরাত্মনি।' (বাচস্পতিমিশ্র, ঐ সূত্রের টীকায়)।

সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহকার পাতঞ্জলদর্শনের পরিচয়স্থলে ঈশ্বর-প্রণিধান শব্দের এই অর্থ করিয়াছেন—"ঈশ্বর-প্রণিধানং নামাভিহিতানামনভিহিতানাঞ্চ সর্ব্বাসাং ক্রিয়াণাং পরমেশ্বরে পরমগুরৌ ফলানপেক্ষয়া সমর্পণম্।" কিন্তু ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্ বা" এই সূত্রের বার্ত্তিকে বিজ্ঞানভিক্ষু এইরূপ লিখিয়াছেন,—"প্রণিধানমত্র ন দ্বিতীয়পাদবক্ষ্যমাণং, কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত-কারণীভূতসমাধিভাবনাবিশেষ এব। তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ইত্যাগামিসূত্রেণৈব আত্মপ্রণিধানস্য অত্র লক্ষণীয়ত্বাৎ। * * ব্রহ্মাত্মনা চিন্তনরূপতয়া প্রেমলক্ষণভক্তিরূপাদ্বক্ষ্যমাণাৎ প্রণি-ধানাদাবর্জ্জিতোঽভিমুখীকৃত ঈশ্বরস্তং ধ্যায়িনমভিধ্যানমাত্রেণ অস্য সমাধিমোক্ষৌ আসন্নতমৌ ভবেতামিতীচ্ছামাত্রেণ রোগাশক্ত্যাদিভিরুপায়ানুষ্ঠানমান্দ্যেঽপ্যনুগৃহ্লাতি আনুকূল্যং ভজতে অতস্তস্মাদভিধ্যানাদপি প্রণিধাননিষ্পত্ত্যাদিদ্বারা যোগি-নামাসন্নতমৌ সমাধিমোক্ষৌ ভবতঃ"—(১।২৩ সূত্রের যোগবার্ত্তিক)। অতএব বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে এই সূত্রে ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থে ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ নহে—ঈশ্বরে চিত্তার্পণ বা ভাবনা বিশেষ—ভক্তিসহকৃত ব্রহ্মচিন্তন।

কিন্তু গীতার মতে ঈশ্বরে চিত্তসংযোগই যোগ। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে যোগ একেবারেই অসম্ভব। সেই জন্য গীতাতে যেখানেই যোগের প্রসঙ্গ, সেখানেই ঈশ্বরের উল্লেখ।

তাই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥"

(গীতা ৬।৪৭।)

তিনিই শ্রেষ্ঠযোগী, যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, আমাতে (ভগ-বানে) চিত্ত সংযুক্ত করিয়া আমাকে ভজনা করেন।

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥"(গীতা ৬।৩০-৩১)

যে আমাকে (ঈশ্বরকে) সকলেতে দেখে, এবং সকলকে আমাতে দেখে, আমি কখনও তাহার অদৃশ্য হই না, এবং সেও আমার অদৃশ্য হয় না।

যে যোগী একত্ব অবলম্বন করিয়া সর্ব্বভূতস্থ আমাকে ভজনা করে, সে যে ভাবেই থাকুক না কেন, আমাতেই অবস্থিতি করে।

গীতা আরও বলিয়াছেন যে, যোগী যদি দেহত্যাগকালে ওঁকাররূপ ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করেন, তবেই পরমগতি প্রাপ্ত হন।

"ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥"

সেই জন্য ভগবান্ গীতাতে এইরূপে চরম যোগের উপদেশ দিয়াছেন,—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবং আত্মানং মৎপরায়ণঃ।" (গীতা ৯।৩৪)

আমাতে মন অর্পণ কর, আমাকে যজন কর, আমাকে ভজনা কর, আমাকে প্রণাম কর, আমাকেই সার কর; এইরূপে আত্মাকে যোগ করিলে, আমাতে মিলিত হইবে।

ভগবানে চিত্তার্পণই যে শ্রেয়োলাভের উপায়, তাহা শাস্ত্রের অন্যত্রও উপদিষ্ট হইয়াছে।

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্॥"

(ভাগবত ৩।২৫।৪১)

তীব্রভক্তিযোগে (আমাতে ভগবানে) স্থির চিত্তার্পণই ইহলোকে মুক্তির উপায়।'

এই যোগের বিষয় যাহা অভিহিত হইল, ইহার নাম রাজ-যোগ, এইক্ষণ হঠযোগ ও অন্যান্য যোগের বিষয় অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক।

হঠযোগ।

হঠযোগ করিতে হইলে প্রথমে দেহকে শোধন করিয়া লইতে হয়, দেহ বিশুদ্ধ না হইলে যোগের উপযুক্ত হয় না, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে শোধন বিশেষ আবশ্যক। সপ্তবিধ সাধন দ্বারা দেহকে শোধন করিতে হয়, সপ্তবিধ সাধন যথা—শোধন, দৃঢ়তা, স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, লাঘব, প্রত্যক্ষ ও নির্লিপ্ত।

"শোধনং দৃঢ়তা চৈব স্থৈর্য্যং ধৈর্য্যঞ্চ লাঘবম্।
প্রত্যক্ষঞ্চ নির্লিপ্তঞ্চ ঘটস্য সপ্তসাধনম্॥"(দত্তাত্রেয় সংহিতা)

ষট্‌কর্ম্ম দ্বারা শরীরের শোধন, আসন দ্বারা শরীরের দৃঢ়তা, মুদ্রা দ্বারা শরীরের স্থিরতা, প্রত্যাহার দ্বারা শরীর-স্থৈর্য্য, প্রাণায়াম দ্বারা শরীর লাঘব, ধ্যান দ্বারা ধ্যেয়ের প্রত্যক্ষতা এবং সমাধি দ্বারা নির্লিপ্ততা লাভ হয়। এই সপ্ত সাধনসম্পন্ন হইলে অবশেষে নিশ্চয়ই মোক্ষ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ষট্‌কর্ম্ম দ্বারা দেহশুদ্ধি হয়, এখন এই ষট্‌কর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। ধৌতি, বস্তি, নেতি, লৌলিকী, ত্রাটক এবং কপালভাতি, এই ষট্‌-কর্ম্ম আচরণ করিলে শরীরের চৈতন্য হয়। যাহাদের শরীরে মেদ ও শ্লেষ্মার আধিক্যদোষ আছে, তাহারাই এই ষট্‌কর্ম্মের আচরণ করিবেন, যাহাদের শরীর উক্ত রূপ দুষ্ট নহে, তাহারা ষট্‌কর্ম্মাচরণ করিবেন না।

ধৌতি—ধৌতি চারি প্রকার, অন্তর্ধৌতি, দন্তধৌতি, হৃদ্ধৌতি ও মূলশোধন। এই চারিপ্রকার আচরণ করিয়া শরীরকে মলবিহীন করিতে হয়।*

অন্তর্ধৌতি—ইহা চারিপ্রকার, বাতসার, বারিসার, বহ্নিসার ও বহিষ্কৃত। এই চারিপ্রকার অন্তর্ধৌতি দ্বারা শরীর মলশূন্য হয়।

বাতসার—স্বীয় মুখ কাকচঞ্চুর ন্যায় করিয়া বারংবার বায়ুপান করিবে এবং ঐ বায়ু উদর মধ্যে চালিত করিয়া পশ্চাৎ মুখদ্বারা বাহির করিবে। প্রভাত ও সন্ধ্যা এই দুই সময় ইহার আচরণ করিতে হয়। এই ধৌতি অতি গোপনীয়, ইহা দ্বারা দেহ নির্ম্মল, সর্ব্বরোগনাশ এবং দেহের অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।†

বারিসার—মুখদ্বারা কণ্ঠ পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ করিয়া ক্রমশঃ জলপান করিবে, পরে ঐ জল উদরে চালিত করিয়া উদর হইতে গুহ্যদেশ দিয়া উহা বাহির করিতে হয়। এই ধৌতি-যোগসাধনে মলদেহ শোধন হইয়া দেবদেহ প্রাপ্ত হয়।

অগ্নিসার—শ্বাস রুদ্ধ করিয়া নাভির গ্রন্থিদেশ মেরুদণ্ডে একশত বার সংলগ্ন করিবে, ইহাতে কোষ্ঠাগ্নির বিশুদ্ধিতা এবং যোগ সিদ্ধি হইয়া থাকে।

বহিষ্কৃত ধৌতি—কাকীমুদ্রা অর্থাৎ কাকের চঞ্চুর ন্যায় মুখ করিয়া বায়ুপানপূর্ব্বক উদর পরিপূর্ণ করিতে হইবে, পরে ঐ বায়ু উদর মধ্যে অর্দ্ধপ্রহর কাল পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া পরে গুহ্যদেশ দিয়া চালিত করিবে।

প্রক্ষালন—যোগী নাভিদেশ পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইয়া শক্তি-নাড়ীকে বহিষ্কৃত করিবে, পরে ঐ নাড়ীর মলসমূহ যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ না হয়, ততক্ষণ উহা ধুইতে হইবে। পরিশেষে উত্তমরূপে প্রক্ষালন করা হইলে ঐ নাড়ীকে উদর মধ্যে পুনঃপ্রবিষ্ট করাইবে। এই প্রক্ষালন যোগ অতি গোপনে করিতে হয়। যে পর্য্যন্ত যোগী চারিদণ্ড কাল শ্বাস ধারণ করিতে সমর্থ না হয়, সেই পর্য্যন্ত এই প্রক্ষালন যোগানুষ্ঠান করিবে না।*

দন্তধৌতি—ইহা পাঁচ প্রকার, দন্তমূল, জিহ্বামূল, কর্ণরন্ধ্র এবং কপালরন্ধ্র। খদিররস বা মৃত্তিকা দ্বারা দন্তমূল মার্জ্জন করিতে হইবে, যেন তাহাতে কিছুমাত্র ক্লেদ না থাকে।

জিহ্বামূলধৌতি—তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিনটী অঙ্গুলী একত্র গলার মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া জিহ্বার মূল পর্য্যন্ত মার্জ্জন করিতে হইবে, বারংবার এইরূপে জিহ্বা-মার্জ্জনদ্বারা কফদোষ নিবারিত হয়। নবনীত দ্বারা জিহ্বাকে পুনঃ পুনঃ মার্জ্জন ও দোহন এবং জিহ্বার অগ্রভাগ লৌহযন্ত্র-দ্বারা টানিয়া বাহির করিতে হইবে, প্রাতঃকাল ও সায়ংকাল এই দুই সময়ে উক্তরূপে জিহ্বা মার্জ্জন করিতে হয়, ইহাতে জিহ্বা দীর্ঘ এবং জরা মরণ ও রোগাদি নষ্ট হয়।

কর্ণধৌতি—তর্জ্জনী ও অনামিকা এই দুই অঙ্গুলী দ্বারা কর্ণকুহর মার্জ্জন করিবে, ইহাদ্বারা কর্ণে নাদান্তর প্রকাশ পায়।

কপালরন্ধ্রধৌতি—দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা কপালের

* "ষট্‌কর্ম্মণা শোধনঞ্চ আসনেন ভবেদ্দৃঢ়ং।
মুদ্রয়াং স্থিরতা চৈব প্রত্যাহারেণ ধীরতা॥
প্রাণায়ামাল্লাঘবঞ্চ ধ্যানাৎ প্রত্যক্ষমাত্মনি।
সমাধিনা নির্লিপ্তঞ্চ মুক্তিরেব নসংশয়ঃ॥
শোধনং—
ধৌতির্বস্তিস্তথা নেতিঃ লৌলিকী ত্রাটকং তথা।
কপালভাতিশ্চৈতানি ষট্‌কর্ম্মাণি সমাচরেৎ॥
মেদশ্লেষ্মাধিকঃ পূর্ব্বং ষট্‌কর্ম্মাণি সমাচরেৎ।
অন্যথা নাচরেত্তানি দোষাণামপ্যভাবতঃ॥
অন্তর্ধৌতির্দ্দন্তধৌতির্হৃদ্ধৌতির্মূলশোধনং।
ধৌতি চতুর্ব্বিধাং কৃত্বা ঘটং কুর্ব্বন্তু নির্ম্মলম্॥"
† "বাতসারং বারিসারং অগ্নিসারং বহিষ্কৃতম্।
ঘটস্য নির্ম্মলার্থায় অন্তর্ধৌতিশ্চতুর্বিধা॥
কাকচঞ্চুবদাস্যেন পিবেদ্‌বায়ুং শনৈঃ শনৈঃ।
চালয়েদুদরং পশ্চাদ্বর্ত্মনা রেচয়েচ্ছনৈঃ॥"
(ঘেরণ্ড সংহিতা)

* "আকণ্ঠং পূরয়েদ্বারি বক্ত্রেণ চ পিবেচ্ছনৈঃ।
চালয়েদুদরেণৈব চোদরাদ্রেচয়েদধঃ॥
বারিসারং পরং গোপ্যং দেহনির্ম্মলকারকম্।
সাধয়েত্তং প্রযত্নেন দেবদেহং প্রপদ্যতে॥
নাভিগ্রন্থিং মেরুপৃষ্ঠে শতবারঞ্চ কারয়েৎ।
অগ্নিসারমেষা ধৌতির্যোগিনাং যোগসিদ্ধিদা॥
কাকীমুদ্রাং শোধয়িত্বা পূরয়েদুদরং মরুৎ।
ধারয়েদর্দ্ধযামন্তু চালয়েদধোবর্ত্মনা॥
নাভিমগ্নো জলে স্থিত্বা শক্তিনাড়ীং বিসর্জ্জয়েৎ।
করাভ্যাং ক্ষালয়েন্নাড়ীং যাবন্মলবিসর্জ্জনং॥
তাবৎ প্রক্ষাল্য নাড়ীঞ্চ উদরে বেশয়েৎ পুনঃ॥
ইদং প্রক্ষালনং গোপ্যং দেবানামপি দুর্ল্লভম্।
কেবলং ধৌতিমাত্রেণ দেবদেহো ভবেদ্ধ্রুবং॥
যামার্দ্ধং ধারণাং শক্তিং যাবন্ন সাধয়েন্নরঃ।
বহিষ্কৃতং মহদ্ধৌতিস্তাবচ্চৈব ন জায়তে॥
স চাবস্থং ক্ষালনঞ্চ কুর্য্যান্নাড্যাদিশোধনং।
নেউলীযোগমার্গেণ নাড়ীক্ষালনতৎপরঃ॥
ভবত্যেব মহাকালো রাজরাজেশ্বরো যথা।
কেবলং প্রাণবায়োস্তু ধারণাৎ ক্ষালনং ভবেৎ॥" (ঘেরণ্ড সংহিতা)

রন্ধ্র্যেণ মার্জ্জিত করিতে হইবে। প্রতিদিন ইহা নিদ্রাবসানে, ভোজনশেষে এবং সায়ংকালে করিতে হয়।

হৃদ্ধৌতি তিন প্রকার—দণ্ডধৌতি, বমনধৌতি ও বাসধৌতি।

দণ্ডধৌতি—কলার মাজ, বা হরিদ্রার মাজ অথবা বেত্রদণ্ড, হৃদয় মধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রবেশ করাইয়া পরিচালনপূর্ব্বক বাহির করিবে। ইহা প্রথমে কোমলপদার্থের দণ্ড হইতে শেষে ক্রমশঃ কঠিন পদার্থের দণ্ডদ্বারা অভ্যাস করিতে হয়। ইহাতে কফপিত্তাদি ক্লেদ মুখ হইতে নির্গত হয়।

বমনধৌতি—আহারের শেষে কণ্ঠ পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ করিয়া জলপান করিতে হয়, পরে ক্ষণকাল ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া সেই জল বমন করিয়া ফেলিবে।

বাসধৌতি—প্রথমে চতুরঙ্গুল বিস্তৃতি সূক্ষ্মবসনখণ্ড ক্রমশঃ গলাধঃকরণ করিয়া পুনর্ব্বার বহিষ্কৃত করিবে। ইহা অভ্যাস হইলে ৩২ হস্ত পরিমাণ বস্ত্র উক্তরূপে গলাধঃকরণ করিয়া পরে উহা বাহির করিতে হইবে।

মূলশোধন—যে কাল পর্য্যন্ত মূলশোধন অর্থাৎ গুহ্যদেশ প্রক্ষালন করা না হয়, সে পর্য্যন্ত অপানবায়ুর কুটিলতা থাকে। অতএব এই অপানবায়ুর কুটিলতা নষ্ট করিবার জন্য মূলশোধন করিতে হয়। হরিদ্রামূল বা মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা যত্নপূর্ব্বক জল দিয়া বার বার গুহ্যদেশ ধৌত করিতে হইবে।

বস্তি—ইহা দুই প্রকার, জলবস্তি ও শুষ্কবস্তি। জলবস্তি জলে এবং শুষ্কবস্তি স্থলে করিতে হয়। জলে নাভি পর্য্যন্ত ডুবাইয়া উৎকটাসনে উপবেশন করিয়া গুহ্যদেশ আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিতে হইবে, ইহার নাম জলবস্তি। স্থলে এইরূপ ক্রিয়ার নাম শুষ্কবস্তি।

নেতিযোগ—অর্দ্ধহস্ত পরিমিত সরু সূতা নাকের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া পরে মুখ দিয়া বাহির করিতে হইবে, ইহাদ্বারা খেচরীসিদ্ধি ও কফদোষ নষ্ট হয়।

লৌলিকী যোগ—অতিবেগে উদরকে উভয়পার্শ্বে সঞ্চালিত করিবে, ইহাতে সকল রোগ নষ্ট এবং অগ্নি-বৃদ্ধি হয়।

ত্রাটক—যে পর্য্যন্ত চক্ষু হইতে জল পতিত না হয়, সে পর্য্যন্ত নিমেষ না ফেলিয়া কোন সূক্ষ্মবস্তু লক্ষ্য করিয়া নিরীক্ষণ করিবে। এই ত্রাটক যোগ অভ্যাস করিলে শাম্ভবীমুদ্রাসিদ্ধি এবং চক্ষুরোগ নষ্ট হয়।

কপালভাতিযোগ, ইহা তিন প্রকার—বাতক্রম, ব্যুৎক্রম ও শীৎক্রম।

বাতক্রম—বামনাসাপুট দিয়া বায়ু পূরণ করিয়া দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দিয়া বহির্গত করিবে, এবং দক্ষিণ নাসাপুট দিয়া বায়ু পূরণ করিয়া বামনাসারন্ধ্র দ্বারা রেচন করিবে, পূরক ও রেচক করিবার কালে বেগে বায়ুচালন এবং অধিক কাল বায়ুধারণ করিবে না।

ব্যুৎক্রম—নাসাযুগ দ্বারা জল আকর্ষণ করিয়া লইয়া মুখ-দ্বারা রেচন করিবে, এবং এইরূপে মুখ দিয়া লইয়া নাসা দিয়া বাহির করিতে হইবে।

শীৎক্রম—মুখদ্বারা শীৎকার অর্থাৎ শোষণ করিয়া জলগ্রহণ-পূর্ব্বক নাসারন্ধ্র দিয়া রেচন করিবে। এই যোগানুষ্ঠানে শ্লেষ্মদোষ নিবারিত হয়।

যোগী যোগের প্রারম্ভে এই সকল দেহশোধনকার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসন শিক্ষা করিবেন। দেহ বিশুদ্ধ না হইলে আসন কোন ফলদায়ক হয় না, এই জন্য দেহশোধন প্রথমে বিশেষ আবশ্যক। জীব জন্তুর সংখ্যার ন্যায় আসনের সংখ্যা অসংখ্য, তাহার মধ্যে ৩২ প্রকার আসন যোগোপযোগী, এই আসন যথা—সিদ্ধ, পদ্ম, ভদ্র, মুক্ত, বজ্র, স্বস্তিক, সিংহ, গোমুখ, বীর, ধনু, মৃত, গুপ্ত, মৎস্য, মৎস্যেন্দ্র, গোরক্ষ, পশ্চিমোত্তান, উৎকট, সংকট, ময়ূর, কুক্কুট, কূর্ম্ম, উত্তানকূর্ম্মক, উত্তানমণ্ডুক, বৃক্ষ, মণ্ডুক, গরুড়, বৃষ, শলভ, মকর, উষ্ট্র, ভুজঙ্গ এবং যোগাসন এই ৩২ আসন। [এই সকল আসনের বিবরণ যোগাসন শব্দে দেখ।]

যোগীর দেহশুদ্ধির পর আসনসিদ্ধি হইলে তৎপরে মুদ্রা অভ্যাস করিতে হয়, এই মুদ্রাও বহুবিধ, তন্মধ্যে ২৫ প্রকার মুদ্রা যোগোপকারিণী। আসন জয় করিয়া মুদ্রা অভ্যাস করিতে পারিলে তখন যোগপথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই সকল মুদ্রা যথা—মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা, উড্ডীয়ানমুদ্রা, জলন্ধর, মূলবন্ধ, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, বিপরীতকরণী, যোনি, বজ্রোণী, শক্তিচালিনী, তাড়াগী, মাণ্ডবী, শাম্ভবী, অধোধারণা, আম্ভসীধারণা, বৈশ্বানরীধারণা, বায়বী-ধারণা, নভোধারণা, অশ্বিনী, পাশিনী, কাকী, মাতঙ্গী, ও ভুজঙ্গিনী। এই সকল মুদ্রা অভ্যাসে কুলকুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রতা হন এবং ষট্‌চক্রস্থিত পদ্ম ও গ্রন্থিসকল ভেদ হইয়া থাকে। ব্রহ্মরন্ধ্রমুখস্থিতা নিদ্রিতা পরমেশ্বরী কুলকুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগান বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু মুদ্রাভ্যাস ভিন্ন তাহা হইতে পারে না। [মুদ্রা দেখ।]

যোগী বৎসরের মধ্যে বসন্ত ও শরৎ ঋতুতে যোগারম্ভ করিবেন, অন্য ঋতুতে যোগ আরম্ভ করিলে যোগ সিদ্ধ হয় না, বরং নানাবিধ রোগ হইয়া থাকে। যোগী প্রথম কুশাসন, হরিণ বা ব্যাঘ্রচর্ম্ম, অথবা কম্বলাসনে উপবেশন করিয়া পূর্ব্ব

বা উত্তর মুখে উপবেশন করিবেন। পরে পূর্ব্বে যে ধৌতির উল্লেখ করিয়াছি, তাহার অনুষ্ঠান করিবেন। ষট্‌কর্ম্ম দ্বারা ধৌতিযোগ সিদ্ধি হইলে প্রাণায়াম যোগের অনুষ্ঠান করিবেন। গুরুর উপদেশানুসারে সগর্ভ ও নিগর্ভ প্রাণায়ামযোগ শিক্ষা করিতে হইবে।

প্রাণায়াম উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে ধ্যান করিতে হইবে, এই ধ্যান তিন প্রকার, স্থূল, সূক্ষ্ম ও জ্যোতিঃ।

যাহাতে মূর্ত্তিময় ইষ্টদেবতাকে বা পরমগুরুকে ভাবনা করা যায়, তাহার নাম স্থূল ধ্যান, যাহা দ্বারা তেজোময় ব্রহ্ম বা প্রকৃতিকে চিন্তা করা যায়, তাহাকে জ্যোতির্ধ্যান বলে এবং যাহা হইতে বিন্দুময় ব্রহ্ম ও কুলকুণ্ডলিনী শক্তির ধ্যান দ্বারা দর্শন করিবার শক্তি জন্মে, তাহাকে সূক্ষ্মধ্যান কহে।

যোগী স্বীয় অন্তরে নয়ন নিমীলন করিয়া এইরূপ ধ্যান করিবে যে, সুন্দর অমৃতরাশিপূর্ণ একটী মহাসাগর বিস্তৃত রহিয়াছে। সেই সাগরের মধ্যে রত্নদ্বীপ বিরাজিত আছে। তাহাতে রত্নময় বালুকা সকল অপূর্ব্ব দ্যুতি বিকীর্ণ করিতেছে। কদম্ব-বিটপিসমূহ দ্বারা রত্নদ্বীপের চারিদিকে সাতিশয় শোভা বর্দ্ধিত হইতেছে। কদম্বোদ্যানের চারিদিকে মালতী মল্লিকা প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষ পুষ্পে বিভূষিত হইয়া বিরাজিত আছে। এই উপবনের অভ্যন্তরে মনোরম কল্পতরু আছে। তাহার চতুর্ব্বেদময় চারিটী শাখা। এই কল্পবৃক্ষতলে মণিমাণিক্যময় বেদী আছে, এই বেদীর উপর নিজ ইষ্টদেবতা বিরাজমান আছেন। যোগী এইরূপে ইষ্টদেবতাকে ধ্যান করিবেন। ইহাই স্থূল ধ্যান।

তেজোধ্যান— গুহ্য দেশ ও লিঙ্গমূলের মধ্যবর্ত্তী মূলাধারপদ্মে সর্পিণীর আকারে কুণ্ডলিনী শক্তি অবস্থিত আছেন। এইস্থলে জীবাত্মা প্রদীপ-শিখার আকারে স্থিত আছেন। এখানে তেজোরূপী ব্রহ্মের ধ্যান করিতে হয়। এই ধ্যান দ্বারা যোগ সিদ্ধি এবং আত্মার প্রত্যক্ষতা হইয়া থাকে।

সূক্ষ্মধ্যান—যোগীর অনেক ভাগ্যবলে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতা হইয়া আত্মার সহযোগে নেত্ররন্ধ্রপথে নির্গত হইয়া ঊর্দ্ধস্থ রাজমার্গ নামক স্থলে বিচরণ করে, বিচরণ কালে সেই কুণ্ডলিনী শক্তিকে তাহার সূক্ষ্মত্ব ও চঞ্চলত্বহেতু ধ্যানযোগে দর্শন করিতে পারা যায় না, অতএব যোগী শাম্ভবীমুদ্রা অবলম্বন করিয়া কুণ্ডলিনীর ধ্যানপরায়ণ হইবে। এই ধ্যানে আত্মসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।

ধ্যানযোগ সিদ্ধ হইলে সমাধি হইয়া থাকে। যোগী সমাধি যোগ অনুষ্ঠান করিবার কালে মনকে শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া পরমাত্মার সহিত সংমিলিত করিবে, ইহারই নাম সমাধি। এই সমাধিযোগ-সাধনে যোগীর এইরূপ জ্ঞান হয় যে আমিই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই আমি, আমি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহি অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ আমি নিত্যমুক্ত স্বভাববান্ এবং সচ্চিদানন্দরূপ, ইহাই যোগের চরমফল।

এই সমাধিযোগ আবার ছয় প্রকার—১ ধ্যানযোগসমাধি, ২ নাদযোগসমাধি, ৩ রসানন্দযোগসমাধি, ৪ লয়সিদ্ধিযোগসমাধি, ৫ ভক্তিযোগসমাধি, ও ৬ রাজযোগ সমাধি।

ধ্যানযোগ-সমাধি—প্রথমে শাম্ভবী মুদ্রা অবলম্বন করিয়া আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, পরে বিন্দুময় ব্রহ্মকে দৃষ্টিপথ মধ্যে আনয়ন করিয়া মনকে ঐ বিন্দুস্থানে নিযুক্ত করিতে হইবে, পরে শিরঃস্থ ব্রহ্মলোকময় আকাশ মধ্যে জীবাত্মাকে আনয়ন এবং জীবাত্মার মধ্যে ঐ শিরঃস্থ ব্রহ্মলোকময় শূন্য স্থানকে আনয়ন করিতে হইবে। যোগী এইরূপে জীবাত্মাকে ব্রহ্মলোকময় দেখিয়া অর্থাৎ পরমাত্মাতে লীন করিয়া মুক্ত ও সদানন্দযুক্ত হইবে। [সমাধিযোগ ও হঠযোগ শব্দ দেখ।]

যোগীর সমাধিযোগ সিদ্ধ হইলে তাহার আর কিছুই অভিলষণীয় থাকে না, তখন ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া জন্মমৃত্যুরূপ সংসার হইতে পরিত্রাণ পায়। (ঘেরণ্ডসংহিতা ও দত্তাত্রেয়স°)

[যোগী শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

যোগীর কর্ত্তব্য।

যোগশিক্ষা করিতে হইলে যোগাভ্যাসরত ব্যক্তিকে প্রথমে পথ্যাপথ্যের নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়, কারণ কুপথ্যকারী ব্যক্তি কদাচ যোগানুষ্ঠান করিতে পারে না। যোগী কটু, অম্ল, রুক্ষ, লবণ ও সর্ষপতৈলাদি বর্জ্জন করিবে, যোগীর পক্ষে অতিভোজন একেবারে নিষিদ্ধ। গোধূম, শালি, যব, ষষ্টিক ধান্য, ঘৃত, মিষ্টান্ন, দুগ্ধ, কর্পূরাদিবাসিত এবং চূর্ণবিহীন তাম্বুল সেবন হিতকর। যোগীর স্ত্রীসঙ্গ বিশেষ নিন্দিত। যোগী সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত, সর্ব্বদা সৎকর্ম্মানুষ্ঠানরত এবং কায়িক, বাচিক ও মানসিক পাপবর্জ্জিত হইয়া যোগ অনুষ্ঠান করিবেন।*

---

*যোগিনাং পথ্যং—

গোধূমশালিযবষষ্টিকভোজনান্নং ক্ষীরাদ্যখণ্ডনবনীতসিতা মধূনি।
শুণ্ঠীকপোলকফলাদিকপঞ্চশাকং মুদ্গাদিদিব্যমুদকং যতীন্দ্রপথ্যং॥

তেষামপথ্যং—

কট্বম্লতিক্তলবণোষ্ণহরীতশাকসৌবীরতৈলতিলসর্ষপমৎস্যমদ্যং।
আজাদিমাংসদধিতক্রকুলথকোলপিণ্যাকহিঙ্গুলশুনাদ্যমপথ্যমাহুঃ॥
যদি সঙ্গং করোত্যেষ বিন্দুস্তস্য বিনশ্যতি।
আয়ুঃ ক্ষয়ো বিন্দুহীনাদসামর্থ্যঞ্চ জায়তে॥
তস্মাৎ স্ত্রীণাং সঙ্গবর্জ্জং কুর্য্যাদভ্যাসমাদরাৎ।
যোগিনোঽঙ্গস্য সিদ্ধিঃ স্যাৎ সততং বিন্দুধারণাৎ॥" (দত্তাত্রেয়সংহিতা)

এই সকল নিয়মানুসারে চলিতে পারিলেই যোগাভ্যাস করিবার নিশ্চয়ই অধিকার জন্মে। যোগাভ্যাসের সময় অন্য কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা রাখিতে নাই, যোগাবলম্বী প্রথমে বিষয়-বাসনা, সংসারাসক্তি ও ইন্দ্রিয়লিপ্সাদি সমুদয় বিষয় হইতে অপসৃত হইয়া যোগাভ্যাসে নিযুক্ত হইবেন। ইহা ভিন্ন যোগাভ্যাসের পূর্ব্বে প্রথমে স্বরোদয় শাস্ত্র উত্তমরূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। কারণ এই শাস্ত্রে নাড়ী সমূহের তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। নাড়ীসমূহের বিষয় অবগত হইতে পারিলে যোগসাধনের উপযোগিতা লাভ হয়। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটী নাড়ীই প্রধান। প্রাণায়াম সাধন করিতে হইলে এই তিনটী নাড়ীর জ্ঞান থাকা বিশেষ আবশ্যক।

যোগানুষ্ঠান করিতে হইলে স্বরসাধনেরও বিশেষ প্রয়োজন। যোগিগণ কুম্ভককাল ভিন্ন দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে বায়ু প্রবেশকালে ভোজন এবং বাম নাসিকায় বায়ুপ্রবেশকালে শয়ন করিবেন। কারণ বাম নাসিকাতে বায়ু বহনকালই কুণ্ডলিনী দেবীর নিদ্রাকাল এবং দক্ষিণ নাসায় বায়ুবহন কালই জাগরণ-কাল বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

যোগের প্রকার।

যোগ অনেক প্রকার, সদ্‌গুরুর নিকট উত্তমরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে সকল প্রকার যোগেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়। যোগ সাধন করিতে যাইয়া অন্যায় আচরণে যোগভ্রষ্ট হইলে কঠিন ও দুঃসাধ্য পীড়া হইয়া থাকে, অতএব এই যোগাবলম্বনকালে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক।

দ্বিবিধ যোগ, যথা—রাজযোগ, রাজাধিরাজযোগ, পঞ্চাঙ্গযোগ, জপনিয়মযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ, ষড়ঙ্গযোগ, হঠযোগ, নেতিযোগ, দন্তিযোগ, ধৌতিযোগ, নেউলীযোগ, গজকরিণীযোগ, বস্তিযোগ, মৌলিক যোগ, কপালভাতিযোগ এবং পঞ্চমকারাদিযোগ। যোগাবলম্বন করিতে হইলে আসন করিয়া যোগ শিক্ষা করিতে হয়, কারণ আসন ভিন্ন কোন যোগ হয় না, এই জন্য যোগীর যে বহুবিধ আসনের উল্লেখ আছে, তাহার বিষয়ও অবগত হওয়া অতীব কর্ত্তব্য। ইহা ভিন্ন কতকগুলি মুদ্রা এবং দেহস্থিত মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূরক, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা এবং সহস্রারচক্র বা পদ্ম ইহাদের তথ্য অবগত হইতে হয়।

এই সকল উত্তমরূপে অবগত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া নির্জ্জনে গুরুর উপদেশানুরূপ যোগ শিক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। নচেৎ প্রতিপদে স্খলিত হইবার সম্ভাবনা।

যোগের ফল।

ঘেরণ্ডসংহিতায় লিখিত আছে যে,—

"নাস্তি মায়াসমং পাশং নাস্তি যোগাৎ পরং বলং।
নাস্তি জ্ঞানাৎ পরোবন্ধুর্নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ॥
অভ্যাসাৎ কাদিবর্ণানি যথা শাস্ত্রাণি বোধয়েৎ।
তথা যোগং সমাসাদ্য তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ লভ্যতে॥
সুকৃতৈর্দুষ্কৃতৈঃ কার্য্যৈর্জায়তে প্রাণিনাং ঘটঃ।
ঘটাদুৎপদ্যতে কর্ম্ম ঘটিযন্ত্রং যথা ভ্রমেৎ॥
ঊর্দ্ধং কর্ম্মবশাজ্জীবো ভ্রমতে জন্মমৃত্যুভিঃ।
আমকুম্ভমিবাম্ভস্থো জীর্য্যমাণঃ সদা ঘটঃ॥
যোগানলেন সংদহ্য ঘটশুদ্ধিং সমাচরেৎ॥" (ঘেরণ্ডসংহিতা)

যেরূপ মায়ার সমান বন্ধন নাই, জ্ঞানের সমান মিত্র নাই ও অহঙ্কারের সমান শত্রু নাই, তদ্রূপ যোগের তুল্য আর শ্রেষ্ঠ বল নাই। যেরূপ 'ক' 'খ' প্রভৃতি অক্ষর সমূহ অভ্যাস দ্বারা ক্রমে সকলশাস্ত্র শিক্ষালাভ করা যায়, সেইরূপ এই যোগাভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। জীবের সৎকার্য্য দ্বারা পুণ্য এবং অসৎ কর্ম্ম দ্বারা পাপভোগায়তন এই পার্থিব শরীর সৃষ্ট হইয়াছে, যেরূপ কর্ম্ম করা যায়, তদনুরূপ ফল এই শরীর হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঘটিকাযন্ত্র যেরূপ ঊর্দ্ধাধোভাবে ঘূর্ণিত হয়, তাদৃশ জীবসমূহ কর্ম্মবশে পুনঃ পুনঃ জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, পুণ্য, পাপ ইত্যাদি নানাবিধ অবস্থানুগত কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে। মানবশরীর আমমৃত্তিকাময় কলসের ন্যায়, জীবন জলের ন্যায়, ও যোগ অগ্নির ন্যায়। যেরূপ জলপূর্ণ আমমৃত্তিকা কলস গলিত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ঐ কলস যদি অগ্নিতে পোড়াইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে উহা আর গলিয়া যায় না পরন্তু স্থায়ী হয়, তদ্রূপ এই দেহ ক্ষীণ ও জীর্ণ হইতেছে, অতএব এই দেহকে যোগরূপ অনলে দাহ করিলে অর্থাৎ যোগাবলম্বন করিলে ইহা দৃঢ় ও সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

যোগাভ্যাস করিতে হইলে যোগীর নিকট উপদেশ লইতে হয়। যাঁহারা যোগী নহেন, অর্থাৎ যোগাভ্যাসে সিদ্ধি লাভ করেন নাই, তাঁহাদের কথা বা নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে যোগাবলম্বন করিলে গতি স্খলিত হইবার সম্ভাবনা।

বিজ্ঞানভিক্ষু লিখিয়াছেন,—

"নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলং।
অত্র মা সংশয়ো মাভূজ্‌জ্ঞানং সাংখ্যং পরম্ মতম্॥"

(সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য)

যোগের সমান বল নাই এবং সাংখ্যের সমান জ্ঞান নাই। যত প্রকার বল আছে, তাহার মধ্যে যোগবলই প্রধান।

যোগী যোগাভ্যাস দ্বারা অশেষবিধ, অদ্ভুত, অসাধ্য ও অভাবনীয় শক্তিসম্পন্ন হন। যোগসিদ্ধ হইলে বাক্‌সিদ্ধি, ইচ্ছানুসারে গমনাগমন, দূরদৃষ্টি, দূরশ্রবণ, অতিসূক্ষ্মদর্শন, পরশরীরপ্রবেশ, অন্তর্ধান, অন্তর্গামিত্ব, শূন্যপথে অবিরোধে ও অনায়াসে বিচরণ, কায়ব্যূহ, দেহধারণ অণিমালঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি প্রাপ্তি, দেবতুল্যতা ও মৃত্যুঞ্জয়ত্বলাভ ইত্যাদি ক্ষমতা জন্মে। ব্রহ্মাণ্ডে যোগীর অসাধ্য ও অগোচর কিছুই থাকে না।

মানব শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট যোগাবলম্বন করিয়া ইহলোকে উৎকট ব্যাধি হইতে বিমুক্ত এবং দীর্ঘজীবন লাভ ও পরকালে পরব্রহ্মের সহিত মিলিত হইতে পারে। নিশ্বাস-প্রশ্বাসই জীবের জীবন। শ্বাস বহির্গত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রবিষ্ট না হইলে মৃত্যু হইয়া থাকে, এবং ঐ শ্বাস প্রবেশ ও নির্গম যাহা ক্রমাগতই হইতেছে, তাহা দ্বারাই দেহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

"যাবদ্বায়ুঃ স্থিতো দেহে তাবজ্জীবিতমুচ্যতে।

মরণং তস্য নিষ্ক্রান্তিস্ততো বায়ুং নিবন্ধয়েৎ ॥" (ঘেরণ্ডসং)

যতক্ষণ দেহে বায়ু বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ দেহী জীবিত বলিয়া অভিহিত, এই বায়ু দেহ হইতে নির্গত হইলে মৃত্যু হয়, অতএব দেহে বায়ু থাকিতে থাকিতে তাহাকে রোধ করা বিধেয়। দেহমধ্যে বায়ু রোধ করিয়া রাখিতে পারিলেই চিরজীবী হইতে পারা যায়। এই শ্বাসরোধক্রিয়া অভ্যাস করা অত্যন্ত কঠিন, ইহা অতীব সাবধান ও সতর্কতার সহিত ক্রমশঃ ধীরে ধীরে করিতে হয়। [যোগশাস্ত্র শব্দে অপর বিবরণ, ইতিহাস ও যোগ গ্রন্থের বিষয় দ্রষ্টব্য।]

যোগকক্ষা (স্ত্রী) যোগপট্ট। 'যোগকক্ষাং যোগপট্টং' (স্বামী)

যোগকন্যা (স্ত্রী) যশোদা-গর্ভজাত কন্যা। বসুদেব ইঁহাকে অপহরণ করিয়া দেবকীর কাছে লইয়া যান। কংস ইঁহাকে নিহত করিতে অগ্রসর হইলে ইনি হস্তচ্যুত হইয়া শূন্যে অন্তর্ধান করেন। (হরিবংশ) [কংস দেখ।]

যোগকরণ্ডক (পুং) রাজা ব্রহ্মদত্তের মন্ত্রী।

যোগকরণ্ডিকা (স্ত্রী) বৌদ্ধ পরিব্রাজিকাভেদ।

যোগকুণ্ডলিনী (স্ত্রী) উপনিষদ্‌ভেদ।

যোগক্ষেম (ক্লী) যোগশ্চ ক্ষেমশ্চ তয়োঃ সমাহারঃ। অলব্ধবস্তুর লাভ ও লব্ধবস্তুর রক্ষা, অনাগতের আনয়ন এবং আগতের রক্ষণ।

"দিবাবক্তব্যতা পালে রাত্রৌ স্বামিনি তদ্‌গৃহে।

যোগক্ষেমেষ্বন্যথা চেত্তু পালো বক্তব্যতামিয়াৎ ॥" (স্মৃতিঃ)

"অনাগতস্য চানেতা আগতস্য চ রক্ষকঃ।

তাবাপি যদা স্তোহস্তি তদা স্বামী ন দোষভাক্‌ ॥"

(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

গীতাভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য যোগ শব্দে অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি এবং ক্ষেম অর্থে তদ্রক্ষণ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। শ্রীধরস্বামী যোগশব্দে ধনাদি লাভ এবং ক্ষেম শব্দে তাহার রক্ষা বা মোক্ষ অর্থ করিয়াছেন।

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ ॥"

(গীতা ৯।২২)

'যোগোঽপ্রাপ্তস্য প্রাপণং ক্ষেমং তদ্রক্ষণং তদুভয়ং বহামি' (শঙ্কর) 'যোগং ধনাদিলাভং ক্ষেমং তৎপালনং মোক্ষং বা' (স্বামী) 'যোগশ্চ ক্ষেমশ্চ' এই দুইটী শব্দে ইতরেতরদ্বন্দ্ব সমাস করিলে দ্বিবচন হইয়া 'যোগক্ষেমৌ' এইরূপ পদ হয়। সমাহারদ্বন্দ্ব করিলেই ক্লীবলিঙ্গ ও একবচন হইবে।

ভট্টিটীকায় ভরত ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, অলব্ধ ফল পুষ্পাদির সাধন যোগ এবং লব্ধশরীরাদির পালন ক্ষেম। জয়মঙ্গল বলেন, শরীরের স্থিতি ও পালনের নাম যোগক্ষেম।

"যোগক্ষেমকরং কৃত্বা সীতায়া লক্ষ্মণং ততঃ।

মৃগস্যানুপদী রামো জগাম গজবিক্রমঃ ॥" (ভট্টি ৫।৫৬)

'ফলপুষ্পাদেরলব্ধস্য সাধনং যোগঃ শরীরাদের্লব্ধস্য পালনং ক্ষেমঃ।' (ভরত) 'যোগক্ষেমৌ শরীরস্থিতিপালনে' (জয়মঙ্গল)

যোগগতি (স্ত্রী) অগ্নিত্ব।

"পাবকঃ পবমানশ্চ শুচিরিত্যগ্নয়ঃ পুরা।

বসিষ্ঠশাপাদুৎপন্নাঃ পুনর্যোগগতিং গতাঃ ॥" (ভাগ° ৪।২৪।৪)

'যোগগতিং অগ্নিত্ব'' (স্বামী)

যোগেন গতিঃ। ২ যোগদ্বারা গমন।

যোগস্য গতিঃ। ৩ যোগের গতি। ৪ আদিম অবস্থা।

যোগচক্ষুস্‌ (ত্রি) যোগ এব চক্ষুর্যস্য। ব্রাহ্মণ, ইঁহারা যোগদ্বারা অবলোকন করেন বলিয়া ইঁহাদিগকে 'যোগচক্ষুঃ' কহে।

(মার্কণ্ডেয়পু° ৯৭।৯)

যোগচর্য্যা (স্ত্রী) যোগানুষ্ঠান।

যোগচর (পুং) যোগেষু চরতীতি চর (চরেষ্টঃ। পা ৩।২।১৬) ইতি ট। ১ হনুমান্‌। (শব্দরত্না°)

যোগচন্দ্র মুনি, যোগসারপ্রণেতা।

যোগচূর্ণ (ক্লী) মন্ত্রপূত চূর্ণকবিশেষ।

যোগজ (পুং) যোগেভ্যো জায়তে জন-ড। ১ প্রত্যক্ষসাধন অলৌকিক সন্নিকর্ষভেদ। যাহা দ্বারা যোগীদিগের অলৌকিক বস্তু প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। নৈয়ায়িকেরা অলৌকিক সন্নিকর্ষকে তিনভাগে বিভাগ করিয়াছেন, সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ এই যোগজ অলৌকিক সন্নিকর্ষ

আবার দুই প্রকার, যুক্ত ও যুঞ্জান। এই অবস্থা যোগদ্বারা লাভ করা যায় বলিয়া, ইহার নাম যোগজ হইয়াছে। যাহারা যোগ অবলম্বন করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, তাহাদের অলৌকিক ক্ষমতা জন্মে। ঐ ক্ষমতার তারতম্যানুসারে যুক্ত ও যুঞ্জান এই দুইভাগ হইয়াছে। যে সকল যোগী চিন্তা না করিয়াও অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান বিষয় হস্তস্থিত আমলক ফলের ন্যায় অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা যুক্ত এবং যাঁহারা চিন্তা করিয়া অর্থাৎ সমাধি বা ধ্যানস্থ হইয়া উহা অবগত হইতে পারেন, তাঁহাদিগকে যুঞ্জান কহে। সর্ব্বদা যোগের সহিত মিলিত বলিয়া যুক্ত, আর যোগের সহিত মিলিত হইতে পারেন বলিয়া যুঞ্জান নাম হইয়াছে।

"অলৌকিকঃ সন্নিকর্ষস্ত্রিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সামান্যলক্ষণো জ্ঞানলক্ষণো যোগজস্তথা॥
যোগজো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো যুক্তযুঞ্জানভেদতঃ।
যুক্তস্য সর্ব্বদা ভানং চিন্তা সহকৃতোহপরঃ॥"
(ভাষাপরিচ্ছেদ ৬৫,৬৬)

'যোগজ যোগাভ্যাসজনিত ধর্ম্মবিশেষঃ, শ্রুতিপুরাণাদি-প্রমাণক ইত্যর্থঃ, যুক্তযুঞ্জানরূপয়োর্দ্বৈবিধ্যাৎ ধর্ম্মস্য দ্বৈবিধ্য-মিতি। যোগাভ্যাসভাবগত্যা বশীকৃতসমাধিসমাসাদিত-বিবিধসিদ্ধির্যুক্ত ইত্যুচ্যতে। অয়মেব বিশিষ্টযোগবত্ত্বাৎ যুক্ত ইত্যুচ্যতে' (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)

২ অগুরু, কাষ্ঠাগুরু। (ভাবপ্র°)

যোগতত্ত্ব (ক্লী) যোগস্য তত্ত্বং। ১ যোগের তত্ত্ব, যোগের বৃত্তান্ত। ২ উপনিষদ্‌ভেদ।

যোগতল্প (পুং) যোগনিদ্রা।

"একো নানাত্বমন্বিচ্ছন্ যোগতল্পাৎ সমুত্থিতঃ।
বীর্য্যং হিরণ্ময়ং দেবো মায়য়া ব্যসৃজৎ ত্রিধা॥"
(ভাগবত ২।১০।১৩)

যোগতস্ (অব্য) একত্র। একযোগে। যোগানুসারে। যথাযোগ্য সময়ে।

যোগতারকা (স্ত্রী) যোগতারা, যোগনক্ষত্র।

"তাড়য়েদ্ যদি চ যোগতারকামারুণোতি বপুষা যদাপি বা।"
(বৃহৎস° ২৪।৩৪)

যোগতারা (স্ত্রী) কোন নক্ষত্রের প্রধান তারকা।

যোগতীর্থ, তীর্থভেদ। (যোগিনীতন্ত্র)

যোগত্ব (ক্লী) যোগের ভাব বা অবস্থা।

যোগদা, আসামের অন্তর্গত নদীভেদ।

যোগদান (ক্লী) যোগেন দানং। ১ যোগদ্বারা দান, ছলদ্বারা দান।

"যোগাধমনবিক্রীতং যোগদানপ্রতিগ্রহম্।
যত্র বাপ্যুপধিং পশ্যেৎ তৎসর্ব্বং বিনিবর্ত্তয়েৎ॥"(মনু ৮।১৬৫)

'যোগদানং যোগশব্দশ্ছলবাচী ছলেন বন্ধকবিক্রয়দান-প্রতিগ্রহাঃ ক্রিয়ন্তে' (কুল্লূক)

২ অভ্যাসকে যোগশাস্ত্রসম্মত শিক্ষাদান দ্বারা তদ্বিষয়ে অভ্যস্তকরণী।

যোগদালা, রঘুনাথপুরের নিকটবর্ত্তী পঞ্চকূট শৈলের অন্তর্গত একটী পর্ব্বত। (সেন্সা°)

যোগদিন (ক্লী) অর্ব্বদিগুণকে ৮৩৩ দিয়া পূরণ করিয়া ৩৫৩০০ যোগ করিয়া ২০ হাজার দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে তাহা নক্ষত্রদিন ও যোগদিন নামে খ্যাত।

যোগদেব (পুং) জৈন গ্রন্থকারভেদ।

যোগধর্ম্মিন্ (ত্রি) যোগধর্ম্ম অস্ত্যস্যেতি ইনি। যোগাবলম্বী, যোগী।

"ইতি তন্ন্যস্তানাং তেষাং মুনীনাং যোগধর্ম্মিণাং।"(ভাগ°৩।১৬।১(

যোগধারণা (স্ত্রী) যোগাভিনিবেশ।

যোগধারা, নদীভেদ, ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিশিয়াছে।
(হিমবৎ ৩৯।৩৩)

যোগনন্দ (পুং) নবনন্দের মধ্যে একজন। [নন্দ দেখ।]

যোগনাড়ী (স্ত্রী) অষ্টাঙ্গযোগসাধনকালে নাড়ীর অবস্থা বিশেষ।

যোগনাথ (পুং) শিব।

যোগনাবিক (পুং) মৎস্যবিশেষ, পর্য্যায় গর্গাট। (ত্রিকাণ্ড°/শব্দাবলী)

যোগনিদ্রা (স্ত্রী) যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধলক্ষণঃ সমাধিস্তদ্রূপা নিদ্রা। ১ যুগাবসানে বিষ্ণুর নিদ্রা, সেই নিদ্রারূপা দুর্গা।

"যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুর্জ্জগত্যেকার্ণবীকৃতে।
আস্তীর্য্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভুঃ॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ৮১।৪৯)

যোগেন সন্নহনোপায়াদিনা সাধ্যা নিদ্রা। ২ বীরদিগের নিদ্রা।

"মার্গে চ দুর্গে বিনিবিষ্টসৈন্যো বিধায় রক্ষাং বিধিবদ্বিধিজ্ঞঃ।
সন্নদ্ধপার্শ্বস্থিতবীরযোধঃ সেবেত সাধ্বীং সুখযোগনিদ্রাং॥"
(কামন্দকীয় নীতিসা°)

৩ যোগরূপ নিদ্রা, চিত্তের বিষয়ান্তর নিবৃত্তিরূপ নিদ্রা। চিত্তবৃত্তিনিরোধের নাম যোগ, চিত্তের বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে তখন আর বাহ্য জ্ঞান থাকে না, এইজন্য ঐ অবস্থা নিদ্রা নামে অভিহিত হইয়াছে। ৪ প্রলয়কালে ব্রহ্মার বা পরমেশ্বরের সর্ব্বজীব সংহারেচ্ছাহেতু যোগব্যাপার।

যোগনিদ্রালু (পুং) বিষ্ণু। ভগবান্ বিষ্ণু প্রলয়কালে যোগনিদ্রায় মগ্ন থাকেন, এইজন্য তাঁহাকে যোগনিদ্রালু কহে।

যোগনিলয় (পুং) শিব।

যোগন্ধর (পুং) ১ অস্ত্রশস্ত্রাদির শোধনার্থক মন্ত্রবিশেষ। ২ শতানীকের মন্ত্রিভেদ। ৩ পিত্তলের নামান্তর।

যোগপট্ট (ক্লী) যোগস্য পট্টঃ বসনবিশেষঃ যোগার্থং পট্টমিতি বা। বসনবিশেষ, যে বস্ত্রদ্বারা পৃষ্ঠ ও জানু বন্ধন হয়, তাহাকে যোগপট্ট কহে। জীবৎপিতৃক ব্যক্তি জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিদ্যমানে ইহা ধারণ করিবেন না।

"পাদুকে যোগপট্টঞ্চ তর্জ্জন্যাং রৌপ্যধারণম্।
ন জীবৎপিতৃকঃ কুর্য্যাৎ জ্যেষ্ঠে ভ্রাতরি জীবতি॥
পৃষ্ঠজান্বোঃ সমাযোগে বস্ত্রং বলয়বদ্দৃঢ়ম্।
পরিবেষ্ট্য যদুর্দ্ধজ্ঞু স্থিতেস্তদ্‌যোগপট্টকম্॥"

(পদ্মপু॰ কার্ত্তিকমা॰ ২ অ॰)

২ যোগপদক, পূজাদিতে ধার্য্য উত্তরীয়-বিশেষ।

"অভাবে ধৌতবস্ত্রাণাং শাণক্ষৌমাবিকানি চ।
কুতপো যোগপট্টং বা দ্বির্বাসা যেন বা ভবেৎ॥"(আহ্নিকতত্ত্ব)

যোগপতি (পুং) যোগস্য পতিঃ। ১ বিষ্ণু। ২ যোগেশ্বর শিব।

যোগপত্নী (স্ত্রী) পীবরী, যোগা, যোগমাতা।

যোগপথ (পুং) যোগস্য পন্থাঃ, ৬তৎ, সমাসান্তাদন্তলোপঃ। যোগের পথ, যোগমার্গ।

যোগপদ (ক্লী) যোগাবস্থা।

যোগপদক (ক্লী) যোগস্য পদকং। পূজাদিতে ধার্য্য উত্তরীয় বিশেষ। চলিত যোগপাটা। এই যোগপদক ব্যাঘ্রচর্ম্ম মৃগচর্ম্ম এবং সূত্রনির্ম্মিত ভেদে ত্রিবিধ। ইহা যজ্ঞসূত্রের ন্যায় ধার্য্য। ইহার বিস্তার চারি আঙ্গুল হইবে।

"ত্রিবিধং যোগপদকমাদ্যং ব্যাঘ্রাজিনোদ্ভবম্।
দ্বিতীয়ং মৃগচর্ম্মাঢ্যং তৃতীয়ং তন্তুনির্ম্মিতম্।
চতুর্মাত্রং প্রবিস্তারং দৈর্ঘ্যেণ যজ্ঞসূত্রবৎ॥"

'চতুর্মাত্রং চতুরঙ্গুলমাত্রং' (বীরমিত্রোদয়ধৃত সিদ্ধান্তশেখর)

যোগপাতঞ্জল (পুং) পাতঞ্জলির শিষ্যসম্প্রদায়। ইহারা যোগধর্ম্মের আচার্য্য ছিলেন বলিয়া এই নামে পরিচিত।

যোগপারঙ্গ (পুং) ১ যোগাভ্যস্ত। ২ শিব।

যোগপীঠ (ক্লী) যোগস্য যোগার্থং বা পীঠমাসনং। দেবতাদিগের যোগাসন।

"মণ্ডলং যোগপীঠস্য পদ্মং পদ্মে বিচিন্তয়েৎ।
শাবাদীন্যাসনানীহ চত্বার্য্যপি বিচিন্তয়েৎ॥"

(কালিকাপু॰ ৬ অ॰)

যোগপ্রাপ্ত (ত্রি) যোগ দ্বারা লব্ধ।

যোগভাবনা (স্ত্রী) যোগস্য ভাবনা। ১ যোগবিষয়ক ভাবনা, যোগের চিন্তা। ২ বীজগণিতোক্ত অঙ্কপ্রকরণ ভেদ। গুণফলের সমষ্টি দ্বারা অঙ্কানুপাত (Composition of numbers by the sum of the products) করাকে যোগভাবনা বলা হইয়া থাকে।

যোগভবপুর, নগরভেদ। (জানরীজ ১৭১)

যোগভ্রষ্ট (ত্রি) যোগমার্গ হইতে বিচ্যুত।

যোগময় (ত্রি) স্বরূপার্থে ময়ট্। ১ যোগস্বরূপ। ২ বিষ্ণু।

যোগময়জ্ঞান (ক্লী) যোগবল লব্ধ বুদ্ধি।

যোগমহিমন্ (পুং) যোগস্য মহিমা। যোগের ক্ষমতা, যোগের প্রভাব।

যোগমাতৃ (স্ত্রী) ১ দুর্গা। ২ পীবরী।

যোগমায়া (স্ত্রী) যোগ এব মায়া। ভগবতী, বিষ্ণুমায়া।

"ততশ্চ সৌরির্ভগবৎপ্রচোদিতঃ সুতং সমাদায় স সূতিকাগৃহাৎ।
যদা বহির্গন্তুমিয়েষ তর্হ্যজা যা যোগমায়াজনি নন্দজায়য়া॥"

(ভাগবত ১০।৩ অ॰)

যোগমালী, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্যা॰ ২৭।৫১)

যোগমূর্ত্তিধর (পুং) ১ শিব। ২ পিতৃগণভেদ।

যোগযাত্রা (স্ত্রী) ১ জ্যোতিষোক্ত উপযুক্ত যাত্রাকাল। বরাহমিহিরকৃত যোগযাত্রা নামক গ্রন্থে উহা বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে।

যোগযুক্ত (ত্রি) যোগেন যুক্তঃ। যোগী, যোগ দ্বারা যুক্ত।

যোগযোগিন্ (ত্রি) যোগনিমজ্জিত। যোগাসনে উপবিষ্ট।

যোগরঙ্গ (পুং) যোগেন রঙ্গো রাগো যস্য। নারঙ্গ, নাগরঙ্গ বৃক্ষ। (রাজনি॰)

যোগরত্ন (ক্লী) ঐন্দ্রজাল বিদ্যাপ্রভাবে প্রস্তুত রত্ন।

যোগরথ (পুং) যোগ এব রথঃ, বা যোগস্য রথঃ। যোগপ্রাপ্তি সাধন। "আসাঙ্ককারোপসুপর্ণমেনমুপাসতে যোগরথেন ধীরাঃ।" (ভাগবত ৮।৫।২৯)

যোগরহস্য (ক্লী) যোগস্য রহস্যং। যোগের রহস্য বা গুহ্য বিষয়।

যোগরাজ (পুং) ১ মধ্বের সমসাময়িক জনৈক ন্যায়াচার্য্য। ২ ত্রিবিক্রমভূষণ ও যোগরত্নাবলী নামক জ্যোতিগ্রন্থ প্রণেতা। ৩ স্তুতিকুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে রত্নকণ্ঠ কর্ত্তৃক উল্লিখিত জনৈক কবি।

যোগরাজগুগ্‌গুলু (পুং) যোগরাজাখ্যঃ গুগ্‌গুলুঃ। উরুস্তম্ভ ও বাতরক্তরোগাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—

চিতা, পিপুলমূল, যবানী, কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ, জীরা, দেবদারু, চই, এলাচি, সৈন্ধব, কুড়, রাস্না, গোক্ষুর, ধনে, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, মুথা, শুঠী, পিপ্পলী, মরিচ, দারু-

চিনি, বেণার মূল, যবক্ষার, তালীশপত্র, ও তেজপত্র এই সকল সমভাগে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া এই সকলের তুল্য পরিমাণ গুগ্‌গুলু মিলিত করিতে হইবে। পরে উহা ঘৃত দ্বারা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া স্নিগ্ধ পাত্রে স্থাপন করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিয়া যথেচ্ছ আহার করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনে আহারের কোন নিয়ম পালন করিতে হয় না। ইহাতে মন্দাগ্নি, আমবাত, কৃমি, দুষ্টব্রণ, প্লীহা, গুল্ম, উদর, আনাহ, অর্শ এবং সন্ধি ও মজ্জাগত বাতরোগ নষ্ট হয় এবং অগ্নিদীপ্তি, তেজ ও বল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

(ভাবপ্র০ আমবাতরোগাধি০)

ইহা ভিন্ন বাতব্যাধি-রোগাধিকারে মহাযোগরাজগুগ্‌গুলুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার প্রস্তুত প্রণালী—

মহাযোগরাজগুগ্‌গুলু—শুণ্ঠী, পিপ্পলীমূল, চই, মরিচ, চিতা, ভাজা হিং, যবানী, সর্ষপ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, রেণুকা, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পলী, কট্‌কী, আতইচ, বামনহাটী, বচ, সুচীমুখী, তেজপত্র, দেবদারু, পিপ্পলী, কুড়, রাস্না, মুস্তক, সৈন্ধব, এলাচি, গোক্ষুর, হরিতকী, ধনে, বহেড়া, আমলকী, দারুচিনি, বেণারমূল ও যবক্ষার এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিতে হইবে, পরে এই সকল চূর্ণের সমষ্টি পরিমাণ গুগ্‌গুলু ঘৃতদ্বারা মর্দ্দন করিয়া উহার সহিত মিলিত করিতে হইবে। পরে উহা পিণ্ডাকৃতি করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিতে হয়। প্রথমে ইহা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবনীয়। ক্রমে এই মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ২ তোলা পরিমাণ সেবন করা যাইতে পারে। এই ঔষধ পরম রসায়ন। ইহা সেবন করিয়া স্ত্রীপ্রসঙ্গ, আহার ও পান যথেচ্ছারূপে করিতে পারিবে, তৎপক্ষে কোন নিয়ম নাই।

এই ঔষধসেবনে অর্শ, গ্রহণী, প্লীহা, গুল্ম, উদর, আনাহ, মন্দাগ্নি, শ্বাস, কাস, অরুচি, মেহ, নাভিশূল, কৃমি, ক্ষয়, সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ, কুষ্ঠ, দুষ্টব্রণ, শুক্রদোষ ও রজোদোষ প্রভৃতি আশু বিনষ্ট হয়। ইহা অনুপান বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন রোগে আশু ফলপ্রদ হইয়া থাকে। এই ঔষধ রাস্নাদিকাথের সহিত সংযোগ করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ, কাকোল্যাদিগণের কাথ সহযোগে সেবনে পিত্তজরোগ, আরগ্বধাদিগণের কাথের সহিত সেবনে কফজরোগ, দারুহরিদ্রার কাথের সহিত সেবনে মেহ, গোমূত্রের সহিত সেবনে পাণ্ডু, মধুর সহিত সেবনে মেদোবৃদ্ধি, নিম্বের কাথের সহিত সেবনে কুষ্ঠ, গুলঞ্চের কাথের সহিত সেবনে বাতরক্ত, শুক মুস্তার কাথসহ সেবনে শোথ, পারুলের কাথসহ সেবনে মূষিকবিষ, ত্রিফলার কাথের সহিত সেবনে দারুণ নেত্রবেদনা এবং পুনর্ণবার কাথের সহিত সেবনে সর্ব্বপ্রকার উদররোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভাবপ্র০ বাতব্যাধিরোগাধি০)

যোগরাজোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্‌ভেদ।

যোগরূঢ় (পুং) যোগার্থপ্রতিপাদকো রূঢ়ঃ। যোগার্থপ্রতিপাদনান্তর রূঢ্যর্থবোধক শব্দ অর্থাৎ প্রকৃতি প্রত্যয়ের যোগে উৎপন্ন শব্দের পরম্পর (প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের) অর্থ সঙ্গত রাখিয়া যে সকল পদার্থের উপলব্ধি হয়, তাহাদিগের যাবতীয় বস্তুকে না বুঝাইয়া উহাদিগের মধ্যে যদি কেবল একটাকে মাত্র বোধ করায় তবে উহাকে যোগরূঢ় শব্দ বলে। শব্দ তিন প্রকার—যোগরূঢ, রূঢ় এবং যৌগিক। অলঙ্কারকৌস্তুভে লিখিত আছে,—শব্দ সকল তিন প্রকারে বিভক্ত। পঙ্কজ প্রভৃতি শব্দ যোগরূঢ় শব্দের অন্তর্গত। পঙ্ক—জনি—ড প্রত্যয়ে পঙ্করূপ জনি কর্ত্তার অভিধায়ক কোন একটী যোগ দ্বারা পদার্থেরই উপলব্ধি হয়। কিন্তু কুমুদাদি অর্থের উপলব্ধি হইবে না। যোগার্থ প্রতীতি হইবার পর যে রূঢ়ি অর্থ বুঝায়, তাহারই নাম যোগরূপ। এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছাসঙ্কেত-বলে সহসা পদ্মেরই স্মরণ হইয়া থাকে।*

"স্বান্তর্নিবিষ্টশব্দার্থস্বার্থয়োর্বোধকৃন্মিথঃ।
যোগরূঢ়ং ন যত্রৈকঃ বিনাঙ্গস্যাস্তি শাব্দধীঃ॥"

'যন্নাম স্বাবয়ববৃত্তিলভ্যার্থেন সমং স্বার্থস্যান্বয়বোধকৃৎ তন্নাম যোগরূঢ়ং যথা পঙ্কজকৃষ্ণসর্পাধর্ম্মাদি। তদ্ধি স্বান্তর্নিবিষ্টানাং পঙ্কাদিশব্দানাং বৃত্তিলভ্যেন পঙ্কজনিকর্ত্ত্রাদিনা সমং স্বশক্যস্য পদ্মাদেরন্বয়ানুভাবকং পঙ্কজমিত্যাদিতঃ পঙ্কজনিকর্ত্তৃপদ্মমিত্যনুভবস্য সর্ব্বসিদ্ধত্বাৎ। ইয়াংস্তু বিশেষো যদ্রূঢ়মপি মণ্ডপরথকারাদিপদং যোগার্থবিনাকৃতস্য রূঢ্যর্থস্যেব রূঢ্যর্থবিনাকৃতস্যাপি যোগার্থস্য বোধকং মণ্ডপে শেতে ইত্যাদৌ যোগার্থস্য মণ্ডপানকর্ত্ত্রাদেরিব মণ্ডপং ভোজয়েৎ ইত্যাদৌ সমুদিতার্থস্য গৃহাদেরযোগ্যত্বেন অন্বয়াবোধাৎ। যোগরূঢ়ন্তু পঙ্কজাদিপদমবয়ববৃত্ত্যা রূঢ্যর্থমেব সমুদায়শক্ত্যা চাবয়বলভ্যার্থমেবানুভাবয়তি নত্বন্যং ব্যুৎপত্তিবৈচিত্র্যাৎ তথৈব সাকাঙ্ক্ষত্বাৎ। অতএব পঙ্কজং কুমুদমিত্যত্র পঙ্কজনিকর্ত্তৃত্বেন ভূমৌ পঙ্কজমুৎপন্নমিত্যাদৌ চ পদ্মত্বেন পঙ্কজপদস্য লক্ষণয়ৈব কুমুদস্থলপদ্ময়োর্বোধঃ।' (বার্ত্তিক)

বার্ত্তিক-মতে—স্বীয় অবয়ববৃত্তি (প্রকৃতিপ্রত্যয় দ্বারা)

---

* 'তে শব্দা পুনস্ত্রিধা ভবন্তি। যোগরূঢ়ঃ পঙ্কজাদয়ঃ। পঙ্কজনি ড প্রত্যয়ৈঃ পঙ্কজনিকত্রভিধায় কেন যোগেনাপি পদার্থ এব প্রতিপাদ্যতে ন কুমুদাদ্যর্থ ইতি। যোগার্থপুরস্কারেণাপি রূঢ্যর্থ এবেতি যোগরূঢ়ঃ। এবং ঈশ্বরসঙ্কেতমহিম্না ঝটিতি পদ্মস্যৈব স্মৃতেঃ।' (অলঙ্কারকৌস্তুভ ২ কিরণ)

লক্ষ্য অর্থের সহিত যাহা স্বায় (রূঢ়) অর্থের অন্বয় বুঝাইয়া দেয়, তাহারই নাম যোগরূঢ়। যথা পঙ্কজ, কৃষ্ণসর্প, অধর্ম ইত্যাদি।

ইহার মর্ম এইরূপ,—যেমন পঙ্কজ শব্দের অন্তর্নিবিষ্ট পঙ্ক (কর্দম) জনি (উৎপত্তি) ড (কর্তৃবাচ্যে), ইহাদিগের প্রত্যেকের অর্থ সঙ্গত রাখিয়া অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে পঙ্কজাত বস্তুমাত্রেরই উপলব্ধি হয়, কিন্তু এস্থলে তাহা না হইয়া পঙ্কজশব্দের স্বীয়শক্তি দ্বারা পঙ্কেজাত এক পদ্মকে মাত্রই বোধ করাইতেছে। অপর রূঢ় শব্দের সহিত ইহার বিশেষত্ব এই যে রূঢ় (মণ্ডপরথকারাদি) শব্দ যোগার্থের (প্রকৃতি-প্রত্যয়ার্থের) বোধক কোন পদার্থকে না বুঝাইয়া কেবল স্বীয় শক্তিদ্বারা যে অর্থ প্রকাশ করে, তাহারই মাত্র উপলব্ধি হয়; যেমন মণ্ডপশব্দে মণ্ডপানকর্তাকে না বুঝাইয়া শব্দশক্তিবলে গৃহকেই বোধ করে; কিন্তু যোগরূঢ়শব্দ প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থ রাখিয়াই রূঢ়ার্থ প্রকাশ করে, পৃথক্ কোন বস্তুকে বোধ করায় না। আবার যদি কোন স্থলে "পঙ্কজ কুমুদ" এবং যে ভূমিতে জাত পঙ্কজ এরূপ প্রয়োগ থাকে, তবে সেই স্থলে লক্ষণা শক্তি দ্বারা পঙ্কজ শব্দে যথাক্রমে কুমুদ ও স্থলপদ্মকে বুঝাইতেও পারে।

যোগরোচনা (স্ত্রী) ঐন্দ্রজালিক প্রলেপবিশেষ। ইহা গাত্রে মাখাইলে লোকে অন্তের অদৃশ্য হইয়া থাকে।

যোগবৎ (ত্রি) যোগ-অস্ত্যর্থে-মতুপ্-মস্ত ব। যোগযুক্ত, যোগী।

যোগবাণী, হিমালয়স্থ তীর্থভেদ।

যোগবর্ত্তিকা (স্ত্রী) ভোজবিদ্যাবিষয়ক আলোকভেদ (Magic lantern)।

যোগবহ (ত্রি) সহযোগে সম্পাদিত।

যোগবাশিষ্ঠ, আধ্যাত্মিক তত্ত্বসম্বন্ধীয় গ্রন্থভেদ। দেবর্ষি বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে বেদান্ততত্ত্ব ও আত্মার চিরশান্তিবিষয়ক যোগোপদেশ দান করেন, তাহা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থখানি বাল্মীকিকৃত রামায়ণের উত্তরখণ্ড বলিয়া সাধারণে গৃহীত হইয়া থাকে। ইহার অপর নাম বাশিষ্ঠ-রামায়ণ। বৈরাগ্য, মুমুক্ষুব্যবহার, উৎপত্তি, স্থিতি, উপশম ও নির্ব্বাণ নামক ৬ প্রকরণে গ্রন্থখানি বিভক্ত। ইহার ভাষা ও ভাবতত্ত্ব সাধারণের পক্ষে কঠিন। অদ্বয়ারণ্য, আত্মসুখ, আনন্দ-বোধেন্দ্র-সরস্বতী, গঙ্গাধরেন্দ্র সরস্বতী, মাধবসরস্বতী, সদানন্দ প্রভৃতি ইহার টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

যোগবাহ (পুং) যোগস্য বাহঃ যোগং বাহয়তীতি বহ-ণিচ্-অণ্। ১ অনুস্বার, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয়, উপাধ্মানীয়।

যোগবাহিন্ (ত্রি) যোগং বহতি বহ-ণিনি। ১ যোগদ্বারা-বহনশীল। ২ ক্ষারবিশেষ; [illegible] ৩ পারদ। ৪ ভেষজাঙ্গ। ৫ রোগবিশেষে মিশ্রিত ঔষধের প্রয়োগ। ঔষধ সকলের একত্র মিলনে যে গুণ হয়, তাহাকে যোগবাহী কহে।

"যোগবাহিরসাঃ সর্ব্বে সর্ব্বরোগগণগ্রহে।" (রসেন্দ্রসারস°)

যোগবাহী (স্ত্রী) যোগং বাহয়তীতি বহ-ণিচ্-অণ ততো ঙীষ্। ১ ক্ষারবিশেষ। (হেম) ২ পারদ।

যোগবিদ্ (ত্রি) যোগং বেত্তি বিদ্-ক্বিপ্। ১ যোগজ্ঞ, যিনি যোগের সমস্ত তত্ত্ব অবগত আছেন। (পুং) ২ মহাদেব। ৩ ভোজবাজীকর। ৪ ভেষজাভিজ্ঞ (Compounder of medicines)।

যোগবিভাগ (পুং) কোন একটী যুক্ত বস্তুর দুই ভাগ। একটী বিধি ভাঙ্গিয়া তাহা হইতে দুইটী নিয়ম প্রবর্ত্তন।

যোগশব্দ (পুং) যাথার্থ-বোধক শব্দ, যাহা যোগরূঢ় নহে।

যোগশরীরিন্ (ত্রি) ১ যোগার্থশরীরধারী। ২ যোগী।

যোগশায়িন্ (ত্রি) অর্দ্ধনিদ্রিত ও অর্দ্ধধর্মচিন্তা বা যোগ-অভিভূত।

যোগশাস্ত্র (ক্লী) যোগপ্রতিপাদকং শাস্ত্রং। যে শাস্ত্রে যোগের অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধের উপায় বিবৃত হইয়াছে, পাতঞ্জলাদি শাস্ত্র। সংস্কৃত ভাষায় বহুতর যোগশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ প্রচলিত আছে, নিম্নে অকারাদিক্রমে সেই সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম উদ্ধৃত হইল;—[পাতঞ্জল-দর্শন শব্দে ১২৬-১২৭ পৃষ্ঠায় যোগশাস্ত্রের উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দ্রষ্টব্য।]

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
অজপাগায়ত্রী-পুরশ্চরণপদ্ধতি ...	শঙ্করাচার্য্য।
অদ্ভুতযোগ	
অধ্যাত্মযোগ	
অমনস্ক	সুন্দরদেব
অমনস্ককল্প	
অমনস্কযোগ	
অল্লমপ্রভুদেব (স্বাত্মারাম কর্তৃক হঠপ্রদীপিকায় উদ্ধৃত)	
অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা	
অষ্টাঙ্গযোগ	শঙ্করাচার্য্য
আচারপদ্ধতি	বাসুদেবেন্দ্র।
আসনাধ্যায়	
ঈশ্বর-বাসুদেব-সংবাদ	
কাকচণ্ডীশ্বর (স্বাত্মারাম কর্তৃক উদ্ধৃত)	
কপিলগীতা	কপিল।
কেদারকল্প	

গ্রন্থ — গ্রন্থকার

কুম্ভকপদ্ধতি … … সুন্দরদেব
ক্রিয়াযোগ (১) বিট্‌ঠল আচার্য্য (২) বেঙ্কট যোগিন্
খেচরীবিদ্যা (মহাকাল যোগশাস্ত্রোক্ত) আদিনাথ
গোরক্ষশতক বা জ্ঞানশতক গোরক্ষনাথ (মীননাথশিষ্য)
গোরক্ষশতকটিপ্পণ… … মথুরানাথ শুক্ল
গোরক্ষশতকটীকা … … শঙ্কর
গোরক্ষসংহিতা … … গোরক্ষনাথ
ঘেরণ্ড-সংহিতা
চতুরশীত্যাসন … … গোরক্ষ
ছায়াপুরুষাববোধন
জপগায়ত্রীযোগশাস্ত্র (অষ্টাঙ্গযোগশাস্ত্রোক্ত)
জ্ঞানামৃত … … গোরক্ষনাথ
জ্ঞানামৃতটিপ্পণ … … সদানন্দ
জ্ঞানপ্রদীপ বা যোগসারসংগ্রহ
তত্ত্বপঞ্চশীর্ষযোগচিন্তা
তত্ত্ববিন্দু … … রামচন্দ্র পরমহংস
তত্ত্বশারদী … … বাচস্পতি মিশ্র
তত্ত্বার্ণব
তত্ত্বার্ণবটীকা … … রামানন্দ তীর্থ
তত্ত্বাববোধ ঐ
তিলক (যোগসূত্রভাষ্যটীকা) … বাচস্পতি মিশ্র
দশাঙ্গযোগ
দৃষ্টান্তর
দেহস্থ-স্বরোদয়
নাগবোধ (ক্ষেমরাজ ও স্বাত্মারাম উদ্ধৃত)
নাড়ীজ্ঞানদীপিকা
ন্যায়রত্নাকর বা নবযোগকল্লোল … ক্ষেমানন্দ দীক্ষিত
পবনবিজয় … … শিব
পাতঞ্জল বা পাতঞ্জলসূত্র (যোগসূত্র দ্রষ্টব্য)
পাতঞ্জলরহস্য … … শ্রীধরানন্দ যতি
প্রভুদেব (হঠপ্রদীপিকাধৃত)
বন্ধত্রয়বিধান
বিন্দুনাথ (হঠপ্রদীপিকাধৃত)
বিলেশয় ঐ
ব্রহ্মসিদ্ধান্তপদ্ধতি
ভগবতী গীতা
ভবদেব মিশ্র (১৬৪৭খৃঃ) (পাতঞ্জলীয়াভিনব-ভাষ্য, যোগদর্পণটীকা, যোগবিন্দু-টীকা, যোগসংগ্রহ, যোগসূত্রবৃত্তি-টিপ্পণ প্রভৃতি রচয়িতা)
ভবানী-সহায় (যোগচিন্তামণি-টিপ্পণকার)
ভালুকি (হঠপ্রদীপিকাধৃত)
ভুবন (শক্তিরত্নাকরধৃত)
মৎস্যেন্দ্র
মন্থানভৈরব (হঠপ্রদীপিকা ধৃত)
মহাদেব (যোগসূত্রটীকা ও হঠপ্রদীপিকাটীকা,
মহেশসংহিতা … … মহেশ
মানানন্দ (শক্তিরত্নাকরধৃত)
মীন বা মীননাথ (গোরক্ষনাথের গুরু)
মূলদেব (শক্তিরত্নাকরধৃত)
মুদ্রাপ্রকাশ … … কৃপারাম
যাজ্ঞবল্ক্যগীতা (যোগী যাজ্ঞবল্ক) ও গীতা)
যোগকল্পক্রম … … কুলমণি শুক্ল
যোগকল্পলতা … … মথুরানাথ শুক্ল
যোগগ্রন্থ … ১ দত্তাত্রেয়, ২ বেঙ্কটাচার্য্য
যোগগ্রন্থটীকা … … শুণাকরমিশ্র
যোগচন্দ্রটীকা … … রামানন্দ তীর্থ
যোগচন্দ্রিকা ১ গোবর্দ্ধন যোগীন্দ্র ও নারায়ণ তীর্থ
যোগচন্দ্রিকা বা যোগসূত্রটীকা … অনন্ত
যোগচর্য্যা
যোগচিন্তামণি ১ গোরক্ষমিশ্র, ২ বালশাস্ত্রিন্ গোদে, ৩ শিবানন্দ সরস্বতী, ৪ গদাধর মিশ্র।
যোগচিন্তামণিটীকা … … ভবানীসহায়
যোগচূড়ামণি
যোগচূড়ামণ্যুপনিষদ্
যোগজ্ঞান … … আনন্দ সিদ্ধ
যোগতত্ত্ব
যোগতত্ত্বপ্রকাশ
যোগতত্ত্ববোধ বা যোগতত্ত্বোপনিষদ্
যোগতরঙ্গ ১ রমাশঙ্কর, ২ বিশ্বেশ্বর দত্ত, (দেবতীর্থ স্বামিন্)
যোগতারাবলী … ১ শঙ্করাচার্য্য, ২ শুক।
যোগদর্পণ (হেমাদ্রি কর্তৃক উদ্ধৃত)
[কৃষ্ণনাথ ও ভবদেব কর্তৃকতট্টীকা]
যোগদীপিকা (সুন্দরদেব কর্তৃক উদ্ধৃত)
যোগন্যাস
যোগপদ্ধতি … … ধরণীধর

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
যোগপ্রকাশ	
যোগপ্রকাশটীকা	কৃষ্ণনাথ
• যোগপ্রদীপ	দেবীসিংহদেব
যোগপ্রদীপিকা	
যোগপ্রবেশবিধি	
যোগবিন্দুটিপ্পণ	ভবদেব
যোগবীজ (সুন্দরদেব কর্তৃক উদ্ধৃত)	
যোগভাস্কর (সুন্দরদেব কর্তৃক উদ্ধৃত)	কবীন্দ্রাচার্য্য
যোগমঞ্জরী	
যোগমণিপ্রদীপিকা	
যোগমণিপ্রভা বা যোগসূত্রবৃত্তি ...	রামানন্দ সরস্বতী
যোগমহিমা	গোরক্ষনাথ
যোগ বা যোগিযাজ্ঞবল্ক্য	
যোগরত্নসমুচ্চয়	
যোগরত্নাকর	বীরেশ্বরানন্দ
যোগরসায়ন (শিবভাষিত)	
যোগরহস্য (সুন্দরদেব কর্তৃক উদ্ধৃত)	
যোগবর্ণন	মথুরানাথ শুক্ল
যোগ-বাচস্পত্য (ব্যাসকৃত যোগসূত্রভাষ্যটীকা)	বাচস্পতি মিশ্র
যোগবার্ত্তিক	বিজ্ঞানভিক্ষু
যোগবাশিষ্ঠ	বশিষ্ঠপ্রোক্ত
যোগবিন্দুটিপ্পণ	ভবদেব
যোগবিবরণ	বশিষ্ঠ।
যোগবিবেক ...	১ হরিশঙ্কর, ২ বৃন্দাবন শুক্ল
যোগবিবেকটিপ্পণ	রামানন্দ তীর্থ
যোগবিষয়	মার্কণ্ডেয়
যোগবীজ	শিব
যোগবৃত্তি	ভোজরাজ
যোগবৃত্তিসংগ্রহ	উদয়ঙ্কর
যোগশতক	
যোগশতকব্যাখ্যানম্	সনাতন গোস্বামী
যোগশাস্ত্র ...	১ দত্তাত্রেয়, ২ পতঞ্জলি, ৩ বশিষ্ঠ।
যোগশিক্ষা	হরিহর
যোগসংগ্রহ ...	ভবদেব ভট্ট, শ্রীকৃষ্ণ শুক্ল।
যোগসংগ্রহটীকা	পূর্ণানন্দ
যোগসাধন	
যোগসার (মল্লিনাথ ও সুন্দরদেব কর্তৃক উদ্ধৃত)	

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
যোগসারসংগ্রহ	কৃষ্ণ শুক্ল
"	বিজ্ঞানভিক্ষু
যোগসারসমুচ্চয়	হরিসেবক
যোগসারাবলি	
যোগসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা	
যোগসিদ্ধান্তপদ্ধতি	গোরক্ষনাথ
যোগসিদ্ধিপ্রক্রিয়া (পদ্মনাভকর্তৃক উদ্ধৃত)	
যোগসুধাকর	
যোগসূত্র (যোগানুশাসনসূত্র বা সাংখ্যপ্রবন বা পাতঞ্জল)	

টীকা যথা—

১ অনন্তকৃত যোগসূত্রার্থচন্দ্রিকা বা পদচন্দ্রিকা, ২ আনন্দ শিষ্যকৃত যোগসুধাকর, ৩ উদয়ঙ্করকৃত যোগবৃত্তিসংগ্রহ, ৪ উমাপতি ত্রিপাঠীকৃত ঐ, ৫ ক্ষেমানন্দ দীক্ষিত কৃত নবযোগকল্লোল ও ৬ বিজ্ঞানভিক্ষুশিষ্য ভাবগণেশ কৃত ৭ জ্ঞানানন্দ কৃত ঐ টীকা, ৮ নারায়ণভিক্ষু রচিত যোগসূত্রার্থদ্যোতনিকা বা যোগসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা, ৯ নারায়ণতীর্থ বা নারায়ণেন্দ্র সরস্বতীকৃত ঐ টীকা, ১০ ভবদেব কৃত পাতঞ্জলীয়াভিনবভাষ্য, ১১ ভবদেব কৃত যোগসূত্রবৃত্তিটিপ্পণ, ১২ ভোজদেব কৃত রাজমার্ত্তণ্ড, ১৩ মহাদেব কৃত ঐ, ১৪ রামানন্দ কৃত যোগমণিপ্রভা, ১৫ রামানন্দতীর্থ সরস্বতীকৃত ঐ, ১৬ বৃন্দাবন শুক্ল, ১৭ শঙ্কর ও ১৮ সদাশিবকৃত ঐ টীকা, ১৯ রামানুজ কৃত যোগসূত্রভাষ্য, ২০ ব্যাসকৃত যোগসূত্রভাষ্য, ২১ নাগেশ কৃত পাতঞ্জলসূত্রবৃত্তিভাষ্যব্যাখ্যা, ২২ বাচস্পতি মিশ্র কৃত তিলক বা পাতঞ্জলসূত্রভাষ্যব্যাখ্যা, ২৩ রাঘবানন্দ যতিকৃত পাতঞ্জলরহস্য, ২৪ শ্রীধরানন্দযতিকৃত ঐ, ২৫ বিজ্ঞানভিক্ষু কৃত পাতঞ্জলভাষ্যবার্ত্তিক বা যোগবার্ত্তিক।

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
যোগসূত্রটিপ্পণ	বৃন্দাবন শুক্ল
যোগসূত্রবৃত্তি	১ ক্ষিমানন্দ বা ক্ষেমানন্দ ও ২ নারায়ণ তীর্থ, ৩ সদাশিব
যোগহৃদয় (সুন্দরদেব কর্তৃক উদ্ধৃত)	
যোগাক্ষরনিঘণ্টু	
যোগাখ্যান	যাজ্ঞবল্ক্য
যোগাচার (মল্লিনাথ কর্তৃক কুমারসম্ভব-টীকায় উদ্ধৃত)	
যোগানুশাসন	আধারেশ্বর
যোগাভ্যাসক্রম	
যোগাভ্যাস প্রকরণ	

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
যোগাবলি	রামানন্দতীর্থ
যোগাসনলক্ষণ	
যোগেশার্ণব	
যোগোপদেশ	পরাশর
রত্নিদেব (শক্তিরত্নাকরোদ্ধৃত যোগাচার্য্য)	
রাজমার্তণ্ড (যোগসূত্রবৃত্তি)	ভোজদেব রণরঙ্গমল্ল
রাজযোগ	রামচন্দ্র পরমহংস
রাজযোগবিধি	
রাজযোগোৎসব	ঈশ্বর
লঘুচন্দ্রিকা	নারায়ণ ভট্ট
লয়যোগ	
বর্ণপ্রবোধ	দত্তাত্রেয়
বশিষ্ঠসার	তীর্থশিব
বিরূপাক্ষ (হঠদীপিকাধৃত)	
বিবেকমার্তণ্ড	গোরক্ষনাথ
বিবেকমার্তণ্ড (সুলতান গিয়াস্উদ্দীনের সভাস্থ)	রামেশ্বর ভট্ট
শব্দানুবিদ্ধসমাধিপঞ্চক	
শারদানন্দ (হঠপ্রদীপিকাধৃত)	
শিবযোগ	
শিবযোগদীপিকা	
শিবরামগীতা	
শিবসংহিতা	শিবপ্রোক্ত
শিবসংহিতাটীকা	সদানন্দ
ষট্চক্রক্রম বা ষট্চক্রনিরূপণ বা ষট্চক্রভেদ	পূর্ণানন্দ
ষট্চক্রভেদটীকা	রমানাথ সিদ্ধান্ত
ষট্চক্রসজ্জনরঞ্জিনী	রামবল্লভ
ষট্চক্রদীপিকা	ব্রহ্মানন্দ
ষট্চক্রদীপিকাবৰ্ত্তি	পূর্ণানন্দ
ষট্চক্রধ্যানপদ্ধতি	ব্রহ্মচৈতন্য যতি
ষট্চক্রনিলয়	
ষট্চক্রভেদটিপ্পনী	শঙ্কর
ষট্চক্রবিবৃতিটীকা	বিশ্বনাথ রামদেব
ষট্চক্রস্বরূপ	
ষট্চক্রাদিসংগ্রহ	মথুরানাথ শুক্ল
ষট্চক্রোপনিষদ্দীপিকা	
ষোড়শমুদ্রালক্ষণ	শুক্ল যোগী
সদাচারপ্রকরণ	শঙ্করাচার্য্য
সময়সারস্বরোদয়	রাম
সপ্তভূমিকাবিচার	
সমাধিপ্রকরণ	
সাংখ্যপ্রবচন বা পাতঞ্জল যোগসূত্র	
সাংখ্যযোগদীপিকা	
সারগীতা	
সিদ্ধখণ্ড	রামচন্দ্র সিদ্ধ
সিদ্ধপাদ (হঠপ্রদীপিকাধৃত)	
সিদ্ধবুদ্ধ (হঠদীপিকাধৃত)	
সিদ্ধসিদ্ধান্ত	নিত্যানন্দ সিদ্ধ
সিদ্ধান্তপদ্ধতি	গোরক্ষনাথ
সুরানন্দ (হঠপ্রদীপিকাধৃত)	
স্পর্শযোগশাস্ত্র (সুন্দরদেবধৃত)	
স্বাত্মারাম বা আত্মারাম যোগীন্দ্র (হঠপ্রদীপিকাকার)	
স্বরোদয়	ব্যাস
হঠতত্ত্বকৌমুদী	সুন্দরদেব
হঠপ্রদীপিকা বা হঠদীপিকা	১ স্বাত্মারাম, ২ চিন্তামণি
হঠপ্রদীপিকাজ্যোৎস্না টীকা	১ ব্রহ্মানন্দ, ২ উমাপতি, ৩ রামানন্দতীর্থ, ৪ ব্রজভূষণ ও ৫ মহাদেব
হঠযোগ	১ আদিনাথ ও ২ গোরক্ষনাথ
হঠযোগবিবেক	বামদেব
হঠযোগসংগ্রহ	মথুরানাথ শুক্ল
হঠযোগাধিরাজ	শিব
হঠযোগাধিরাজটীকা	রামানন্দতীর্থ
হঠযোগাধিরাজসংগ্রহ	রামানন্দ তীর্থ
হঠরত্নাবলী (সুন্দরদেবধৃত)	
হঠসঙ্কেতচন্দ্রিকা	১ শঙ্কর দাস ও (বিশ্বনাথদেব সুত) ২ সুন্দরদেব
হরিহরযোগ।	

যোগশিক্ষা (স্ত্রী) যোগস্য শিক্ষা। ১ যোগাভ্যাস। ২ উপনিষদ্-ভেদ। কোন কোন স্থলে ইহার নাম 'যোগশিখা' এইরূপও দেখিতে পাওয়া যায়।

যোগস্' (স্ত্রী) যুজ্ (অব্যজিযুজিভুজিভ্যঃ কুশ্চ। উণ্ ৪।২১৫) ইতি অসুন্, কবর্গশ্চান্তাদেশঃ। ১ সমাধি। ২ কাল। (উজ্জ্বল)

যোগসমাধি (পুং) যোগেন সমাধিঃ। যোগদ্বারা সমাধি। যোগ যখন সিদ্ধ হয়, তখন সম্প্রজ্ঞাত ও পরে অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধি লাভ হয়।

যোগসার (পুং) যোগস্তৌষধপ্রয়োগস্য সারঃ। সর্ব্বরোগ-হরণোপায়। যে উপায় অবলম্বন করিলে আর ব্যাধি হয় না,

তাহাকে যোগসার কহে। বৈদ্যকে ঋতুচর্য্যাস্থলে বর্ণিত হইয়াছে যে, অমুক ঋতুতে অমুক দ্রব্য নিষিদ্ধ। সেই ঋতুতে সেই সেই দ্রব্য বর্জ্জনীয়। দোষের বৃদ্ধি না হইলে ব্যাধি হয় না, যে উপায় অবলম্বনে দোষ বৃদ্ধি না হইয়া সমান থাকে, তাহাই যোগসার।

"সর্ব্বরোগহরং সিদ্ধং যোগসারং বদাম্যহম্।
শৃণু সুব্রত সংক্ষেপাৎ প্রাণিনাং জীবহেতবে॥"(গরুড়পু° ১৭২অ)

যোগসিদ্ধ (পুং) যোগেন সিদ্ধঃ। যোগদ্বারা সিদ্ধ, যাহারা যোগ অবলম্বন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

"যোঽসাবাস্তে যোগসিদ্ধঃ কলাপগ্রামমাস্থিতঃ।"(ভাগ° ৯।১২।১৬)

যোগসিদ্ধা (স্ত্রী) বাচস্পতির ভগিনীভেদ। (বিষ্ণুপুরাণ)

যোগসিদ্ধিপ্রক্রিয়া (স্ত্রী) যোগস্য সিদ্ধেঃ প্রক্রিয়া। যোগসিদ্ধির উপায়, যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে যোগসিদ্ধি লাভ হয়।

যোগসিদ্ধিমৎ (ত্রি) যোগসিদ্ধির্বিদ্যতেঽস্য মতুপ্। যোগসিদ্ধিযুক্ত, যিনি যোগদ্বারা বিবিধ সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

যোগসূত্র (ক্লী) যোগপ্রতিপাদকং সূত্রং। মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত সূত্রসমূহ। পতঞ্জলি এই সকল সূত্রে যোগের বিধিনিয়মাদি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এইজন্য উহাকে যোগসূত্র কহে।

[যোগশাস্ত্র দেখ]

যোগসেবা (স্ত্রী) যোগসাধন, যোগচর্য্যা।

যোগস্থ, যিনি যোগাবলম্বন করিয়া আছেন

যোগাই (দেশজ) যোগাড় দেওয়া, কোন কর্ম্মনির্ব্বাহের সাহায্য করা।

যোগাকর্ষণ (ক্লী) (Cohesion) যোগ ও আকর্ষণ। যে গুণদ্বারা একাধিক পরমাণু একত্র হইয়া থাকে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, পরমাণুসমূহের সমষ্টিকরণ, বন্ধন।

যোগাগ্নিময় (ত্রি) যোগরূপ বহ্নি বা শক্তিসমন্বিত। যোগদ্বারা সিদ্ধ।

যোগাঙ্গ (ক্লী) যোগস্য অঙ্গং। যোগের অঙ্গ, পাতঞ্জলে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ৮টী অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

[বিশেষ বিবরণ যোগশব্দে দেখ।]

যোগাচার (পুং) বৌদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষ। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে চারিশ্রেণীর বৌদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। যোগাচার মতে বাহ্যবস্তুমাত্রই অলীক, কেবল ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ আত্মাই সত্য। ঐ ক্ষণিক বিজ্ঞান আবার দুইপ্রকার, প্রবৃত্তিবিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞান। জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি অবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম প্রবৃত্তিবিজ্ঞান, আর সুষুপ্তি অবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম আলয়বিজ্ঞান। কেবল আত্মাকেই অবলম্বন করিয়া ঐ জ্ঞান থাকে। (সর্ব্বদর্শনস°)

২ বৌদ্ধ পণ্ডিতবিশেষ ৩ যোগানুষ্ঠান।

যোগাচার্য্য (পুং) ১ যোগোপদেষ্টা। ২ ইন্দ্রজালশিক্ষক।

যোগাঞ্জন (ক্লী) রোগপ্রশমনকারী অঞ্জন বা প্রলেপৌষধ বিশেষ।

যোগাড় (দেশজ) ১ কর্ম্মনির্ব্বাহের উপায়, কর্ম্মের উদ্যোগ। ২ সংগ্রহ।

যোগাত্মন্ (ত্রি) যোগঃ আত্মা স্বরূপঃ যস্য। যোগী।

যোগাধমন (ক্লী) যোগেন আধমনং। ছলদ্বারা বন্ধক।

"যোগাধমনবিক্রীতং যোগদানপ্রতিগ্রহং।
যত্র বাপ্যুপধিং পশ্যেৎ তৎসর্ব্বং বিনিবর্ত্তয়েৎ॥" (মনু)

যোগান (দেশজ) প্রতিদিন দেওয়া। কম না পড়ে তাহা করিয়া দেওয়া।

যোগানন্দ (পুং) যোগে আনন্দো যস্য। যোগাবলম্বনে যাহার আনন্দ হয়।

যোগানন্দ, ১ সাংখ্যকারিকাব্যাখ্যা ও সাংখ্যসূত্রবিবরণপ্রণেতা। ২ ক্রীড়াবলীকাব্যরচয়িতা, ইহার পিতার নাম কালিদাস।

যোগানুযোগ (ক্লী) যোগ ও অনুযোগ। (প্রজ্ঞাপা° ৩৩৫)

যোগানুশাসন (ক্লী) অনুশিষ্যতেঽনেন অনুশাসনং যোগস্য অনুশাসনং। যোগশাস্ত্র।

যোগান্ত (পুং) মঙ্গলগ্রহকক্ষার সপ্তমভাগের একাংশ।

যোগান্তর (ক্লী) ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংযোগ।

যোগান্তরায় (ক্লী) যোগের বিঘ্নোৎপাদক আলস্যাদি দশবিধ বিষয়। লিঙ্গপুরাণের ৯ম অধ্যায়ে ইহা বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে।

যোগাপত্তি (পুং) প্রচলিতপ্রথার বা আচার ব্যবহারের সংস্কার। (আশ্ব° শ্রৌ° ১।১।১১)

যোগাম্বর (পুং) বৌদ্ধদেবতাভেদ।

যোগারম্ভ (পুং) যোগেন ঋতুযোগেন আরম্ভঃ। নারঙ্গ।

যোগারূঢ় (ত্রি) যোগং বিষয়নিবৃত্তিং যমাদিকং বা আরূঢ়ঃ। ইন্দ্রিয়ভোগ্য শব্দাদি ও তৎসাধনকর্ম্মে অনাসক্ত।

"আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্মকারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥
যদাহি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥" (গীতা ৬।৩-৪)

যে মুনি যোগারূঢ় হইতে চাহেন, যোগসাধনের পক্ষে

কর্ম্মই তাঁহার কারণস্বরূপ এবং যিনি যোগারূঢ় হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কর্ম্মসন্ন্যাসই পরম সাধন। অন্তঃকরণশুদ্ধি-জনিত তীব্র বৈরাগ্যের নাম যোগ। যিনি এইরূপ যোগে আরূঢ় হইতে চাহেন, তিনি আরুরুক্ষু নামে অভিহিত। বেদ-বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধি হইলে যোগারূঢ় হওয়া যায়। যোগারূঢ় হইয়া জ্ঞাননিষ্ঠায় পরিপক্ক হইলে তাহাকে আর কর্ম্ম করিতে হয় না, কিন্তু যাহাদের বৈরাগ্যের উদয় হয় না, তাহাদিগকে যাবজ্জীবনই কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়।

যখন মানব শব্দাদি বিষয়ে অনাসক্ত, কর্ম্মানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ বিনিবৃত্ত এবং সকল প্রকার সংকল্পবর্জ্জিত হন, তখনই তাহাকে যোগারূঢ় কহে। যখন মানবের সাধনগুণে জগৎ মিথ্যাজ্ঞান হওয়ায় মনোবেগ ইন্দ্রিয়প্রাপ্ত বিষয়ে ধাবিত হয় না, যখন নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, ও নিষিদ্ধ কোন প্রকার কর্ম্মেই চিত্তবৃত্তি প্রবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ নিজ কোন প্রয়োজন সিদ্ধিরই আবশ্যকতা থাকে না, এবং অমুক কার্য্য করিতে হইবে, অমুক কার্য্য করিলে অমুক ফল হইয়া থাকে, মনো-বৃত্তির অন্তর্ম্মুখতাবশতঃ অন্তঃকরণে যাহার এরূপ সংকল্পের তরঙ্গ উত্থিত হয় না, তিনিই যোগারূঢ়।

মনোবৃত্তি নিরোধ করিবার সামর্থ্যই যোগীর প্রধান লক্ষণ। মহর্ষি পতঞ্জলি যোগসূত্রের প্রথমেই বলিয়াছেন যে,"যোগশ্চিত্ত-বৃত্তিনিরোধঃ" মনের সমস্ত বৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। চিত্তের বৃত্তি পাঁচ প্রকার। প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা উপলব্ধি করিয়া মনের অনুভববিশেষের নাম প্রমাণ। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশাদি বৃত্তি-ভেদে মিথ্যাজ্ঞানের নাম বিপর্য্যয়। শব্দশ্রবণপূর্ব্বক বিশেষ অর্থবাদশূন্য চিন্তা বিশেষের নাম বিকল্প, যেরূপ বন্ধ্যাপুত্র, আকাশকুসুম ইত্যাদি শব্দশ্রবণে তত্তাবত্তের প্রকৃতার্থ অভাবে কোন যথার্থ অনুভূতি না হওয়ায় একটী অলীক চিন্তা মাত্র উদয় হয়, সেইরূপ চিত্তবৃত্তির নাম বিকল্প। প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প ও স্মৃতি এই বৃত্তিনিচয় যে তমোগুণের গভীর আবেশে স্ফুরিত হয় না, তাদৃশ চিত্তবৃত্তির নাম নিদ্রা। পূর্ব্বানুভূত সংস্কার হইতে যে জ্ঞানের উদয় হয়, তাহার নাম স্মৃতি। এইরূপ সকল চিত্তবৃত্তি যিনি নিরোধ করিতে সমর্থ, তিনিই যোগারূঢ়। [বিশেষ বিবরণ যোগ শব্দে দেখ]

যোগাসন (ক্লী) যোগস্যাসনং, যোগসাধনমাসনমিতি বা। ব্রহ্মাসন, ধ্যানাসন, পদ্মাসনাদি। (ভট্টিটীকা ৭।৭৭ জয়ম০)

যে আসনে বসিয়া যোগাভ্যাস করা হয়, তাহাকে যোগাসন কহে। আসন ব্যতীত যোগাভ্যাস করা যায় না, এইজন্য যোগাবলম্বীর আসন সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

এই আসনের বিষয় ঘেরণ্ডসংহিতায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ;—

জীবজন্তুর সংখ্যার ন্যায় আসনের সংখ্যাও অনন্ত, তাহার মধ্যে মহাদেব চতুরশীতি লক্ষ আসনের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল আসনের মধ্যে চতুরশীতি প্রকার আসনই প্রধান। আবার তাহাদের মধ্যে মর্ত্ত্যলোকে ৩২ প্রকার আসনই শুভদায়ক। মর্ত্ত্যলোকে এই ৩২ প্রকার আসনে আসীন হইয়া যোগাভ্যাস করা বিধেয়।

৩২ প্রকার আসন যথা—১ সিদ্ধ, ২ পদ্ম, ৩ ভদ্র, ৪ মুক্ত, ৫ বজ্র, ৬ স্বস্তিক, ৭ সিংহ, ৮ গোমুখ, ৯ বীর, ১০ ধনুঃ, ১১ মৃত, ১২ গুপ্ত, ১৩ মৎস্য, ১৪ মৎস্যেন্দ্র, ১৫ গোরক্ষ, ১৬ পশ্চিমোত্তান, ১৭ উৎকট, ১৮ সঙ্কট, ১৯ ময়ূর, ২০ কুক্কুট, ২১ কূর্ম্ম, ২২ উত্তানকূর্ম্মক, ২৩ উত্তানমণ্ডূক, ২৪ বৃক্ষ, ২৫ মণ্ডূক, ২৬ গরুড়, ২৭ বৃষ, ২৮ শলভ, ২৯ মকর, ৩০ উষ্ট্র, ৩১ ভুজঙ্গ, ৩২ যোগ (যোগাসন), এই ৩২ প্রকার আসন সিদ্ধিপ্রদ।

"আসনানি সমস্তানি যাবন্তো জীবজন্তবঃ।
চতুরশীতিলক্ষাণি শিবেন কথিতং পুরা ॥
তেষাং মধ্যে বিশিষ্টানি ষোড়শোনং শতং কৃতম্।
তেষাং মধ্যে মর্ত্ত্যলোকে দ্বাত্রিংশদাসনং শুভম্।
সিদ্ধং পদ্মং তথা ভদ্রং মুক্তং বজ্রঞ্চ স্বস্তিকম্।
সিংহঞ্চ গোমুখং বীরং ধনুরাসনমেব চ ॥
মৃতং গুপ্তং তথা মাৎস্যং মৎস্যেন্দ্রাসনমেব চ।
গোরক্ষং পশ্চিমোত্তানং উৎকটং সঙ্কটং তথা ॥
ময়ূরং কুক্কুটং কূর্ম্মং তথা চোত্তানকূর্ম্মকম্।
উত্তানমণ্ডুকং বৃক্ষং মণ্ডুকং গরুড়ং বৃষং ॥
শলভং মকরং উষ্ট্রং ভুজঙ্গঞ্চ যোগাসনম্।
দ্বাত্রিংশদাসনানি মর্ত্ত্যলোকে চ সিদ্ধিদম্ ॥"(ঘেরণ্ডসংহিতা)

এই সকল আসনের লক্ষণ ঘেরণ্ডসংহিতায় এইরূপ বিবৃত হইয়াছে,—

১ সিদ্ধাসন—জিতেন্দ্রিয় ও যোগী ব্যক্তি একগুল্ফদ্বারা যোনিস্থান (গুহ্যদেশের ঊর্দ্ধভাগ অবধি কোষমূলের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত স্থানকে যোনি কহে) পীড়িত করিয়া ও অপর গুল্ফ উপস্থের উপরে রাখিয়া হৃদয়ের উপরে চিবুক স্থাপন করিবে এবং স্থির ও অবক্রশরীর হইয়া স্থিরদৃষ্টিতে উভয়ভ্রূদেশের মধ্যভাগ অবলোকন করিবে, এইরূপে উপবেশন করিলে তাহাকে সিদ্ধাসন কহে। এই সিদ্ধাসন দ্বারা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

প্রকারান্তর—যোগজ্ঞ সাধক যত্নপূর্ব্বক একপাদমূলদ্বারা

যোনিদেশ পীড়িত করিয়া অপর পাদমূল লিঙ্গের উপর সংস্থাপিত করিবে এবং ঊর্দ্ধদৃষ্টি দ্বারা উভয় ভ্রূর মধ্যভাগ নিরীক্ষণ করিবে। এইরূপে অবস্থান করিলে তাহাকেও সিদ্ধাসন কহে। এই আসন নির্জনস্থানে নিরুদ্বিগ্ন, স্থিরচিত্ত, অবক্রশরীর এবং ইন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই সিদ্ধাসন অভ্যাস দ্বারা শীঘ্র যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে। প্রাণায়ামপরায়ণ যোগীর এই আসন নিত্য সেবনীয়। এই আসন দ্বারা সাধক অনায়াসে পরম গতি লাভ করিতে পারেন। সিদ্ধাসন সকল আসনের শ্রেষ্ঠ।

২ পদ্মাসন।—পদ্মাসন দুইপ্রকার, বদ্ধপদ্মাসন ও মুক্তপদ্মাসন। বামউরুর উপরে দক্ষিণ চরণ ও দক্ষিণ উরুর উপরে বামচরণ সংস্থাপিত করিয়া দুইহস্ত দ্বারা পৃষ্ঠভাগ হইতে দুইপদের বৃদ্ধাঙ্গুল দৃঢ়রূপে ধারণ করিবে এবং বক্ষঃস্থলে চিবুক রাখিয়া নাসার অগ্রভাগ অবলোকন করিতে হইবে। এইরূপে অবস্থান করিলে তাহাকে বদ্ধপদ্মাসন কহে। এই আসন অভ্যাসে সমস্ত ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া জঠরাগ্নি বৃদ্ধি হয়। কেবল বাম উরুর উপরে দক্ষিণ চরণ এবং দক্ষিণ উরুর উপরি বামচরণ স্থাপনপূর্ব্বক তদুপরি দুই করতল বিন্যাস করিলে মুক্তপদ্মাসন হয়।

অন্যবিধ—বাম উরুর উপরে দক্ষিণপাদ ও বামহস্ত এবং দক্ষিণ উরুর উপরি বামপাদ ও দক্ষিণ হস্ত চিত করিয়া রাখিয়া নাসার অগ্রভাগে দৃষ্টিসংস্থাপনপূর্ব্বক দন্তমূলে জিহ্বা স্থাপিত করিবে এবং চিবুক ও বক্ষঃস্থল উন্নত করিয়া ক্রমে বায়ু যথাশক্তি আকর্ষণপূর্ব্বক উদরে পূরণ ও ধারণ করিবে ও পশ্চাদ্ যথাসাধ্য অবিরোধে রেচন করিতে হইবে। এই আসন সর্ব্বব্যাধিনাশক। কেবল বুদ্ধিমান্ যোগীই এই আসন অভ্যাস করিতে সমর্থ। ইহার অনুষ্ঠানে তৎক্ষণাৎ প্রাণবায়ু সমানরূপে নাড়ীচ্ছিদ্রে চলিতে থাকে, তজ্জন্য প্রাণায়াম সময়ে বায়ুর গতি সরল হয়। যে যোগী পদ্মাসনস্থ হইয়া যথাবিধানে প্রাণ ও অপানবায়ুর পূরণ রেচন প্রভৃতি করেন, তিনি সমস্ত বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন।

৩ ভদ্রাসন—অণ্ডকোষের নিম্নভাগে উভয় গুল্ফ বিপরীত ভাগে সংস্থাপিত করিয়া উভয়পদের বৃদ্ধ অঙ্গুলি দুই হস্তদ্বারা পৃষ্ঠদেশ দিয়া ধারণপূর্ব্বক জালন্ধরবন্ধ করিয়া নাসার অগ্রভাগ অবলোকন করিতে হইবে। ইহাকে ভদ্রাসন কহে। এই আসনাভ্যাসে সমস্ত ব্যাধি বিনষ্ট হয়।

৪ মুক্তাসন—গুহ্যমূলে বামপাদমূল ও তাহার উপরে দক্ষিণপাদমূল সংস্থাপিত করিবে এবং মস্তক ও গ্রীবা সমান করিয়া অবক্র শরীরে অর্থাৎ ঠিক সরল হইয়া বসিবে। ইহার নাম মুক্তাসন, এই আসন সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ।

৫ বজ্রাসন—উভয় জঙ্ঘা বজ্রাকৃতি করিয়া চরণযুগল গুহ্যদেশের দুইপার্শ্বে সংস্থাপিত করিবে, ইহাকে বজ্রাসন কহে।

৬ স্বস্তিকাসন—উভয় জানু ও উরুর মধ্যে উভয়পাদতল সংস্থাপিত করিয়া ত্রিকোণাকৃতি আসন বন্ধনপূর্ব্বক সরলশরীরে উপবিষ্ট হইলে তাহাকে স্বস্তিকাসন কহে। এই আসন অভ্যাস করিলে কোন ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে না, এবং সকল দুঃখনষ্ট হয় ও শরীর সুস্থ থাকে। এই আসনের অপর নাম সুখাসন।

৭ সিংহাসন—উভয় গুল্ফ অণ্ডকোষের নিম্নে পরস্পর উল্টা করিয়া পশ্চাদ্দিকে ঊর্দ্ধভাগে বহিষ্কৃত করিবে এবং উভয়জানু ভূমিতে সংস্থাপিত করিয়া ঐ দুই জানুর উপরে মুখ প্রকাশিতরূপে উন্নত করিয়া স্থাপনপূর্ব্বক জালন্ধরবন্ধ অবলম্বন করিয়া নাসার অগ্রভাগ অবলোকন করিবে। ইহার নাম সিংহাসন, এই আসনাভ্যাসে সকল রোগ নষ্ট হয়।

৮ গোমুখাসন—পাদযুগল ভূমিতে সংস্থাপনপূর্ব্বক পৃষ্ঠের উভয় পার্শ্বে নিবেশিত করিয়া স্থির শরীরে গোমুখের ন্যায় ঊর্দ্ধে মুখ করিয়া বসিবে। ইহার নাম গোমুখাসন।

৯ বীরাসন—একচরণ একউরুদেশে সংস্থাপিত করিবে, এবং অন্যচরণ পশ্চাদ্ভাগে রাখিতে হইবে। ইহাকে বীরাসন কহে।

১০ ধনুরাসন—ভূমিতে পাদযুগল দণ্ডের ন্যায় সমান করিয়া প্রসারণপূর্ব্বক দুই হস্ত দিয়া পৃষ্ঠদেশ দ্বারা ঐ দুই চরণ ধারণ করিয়া সমস্ত শরীরকে ধনুকের ন্যায় বক্র করিতে হইবে, এইরূপে ধনুরাসন হয়।

১১ মৃত বা শবাসন—শবের ন্যায় চিৎ হইয়া শয়ন করিলেই শবাসন হয়। এই আসন দ্বারা শ্রমদূর ও চিত্তের বিশ্রাম হইয়া থাকে। ইহার অন্য নাম মৃতাসন।

১২ গুপ্তাসন—উভয় জানুর মধ্যে উভয় চরণ গোপন করিয়া রাখিবে এবং উভয়পাদের উপরি গুহ্যদেশ স্থাপিত করিবে। ইহার নাম গুপ্তাসন।

১৩ মৎস্যাসন—মুক্ত পদ্মাসন করিয়া দুই কূর্পর (কনুই) দ্বারা মস্তক বেষ্টনপূর্ব্বক চিত হইয়া শয়ন করিবে। ইহাকে মৎস্যাসন কহে।

১৪ গোরক্ষাসন—উভয়জানু ও উরুর মধ্যে উভয় চরণ উত্তান অর্থাৎ চিৎ করিয়া অপ্রকাশিতরূপে সংস্থাপনপূর্ব্বক উভয় হস্ত চিত করিয়া গুল্ফদ্বয় আচ্ছাদিত করিবে, এবং

কণ্ঠদেশ সঙ্কুচিত করিয়া নাসার অগ্রভাগ অবলোকন করিবে। এইরূপে এই আসন হয়।

১৫ মৎস্যেন্দ্রাসন—উদরকে পৃষ্ঠবৎ সরল করিয়া অবস্থিত হইবে এবং বামচরণ নত করিয়া দক্ষিণজানুর উপরে স্থাপনপূর্ব্বক তাহার উপরে দক্ষিণ কনুই ও দক্ষিণহস্তের মুখ বিন্যাস করিয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ দেখিবে, ইহাকে মৎস্যেন্দ্রাসন কহে।

১৬ পশ্চিমোত্তানাসন—ভূমিতে চরণদ্বয় দণ্ডবৎ সরলরূপে প্রসারিত করিয়া ও উভয় হস্তদ্বারা যত্নপূর্ব্বক ঐ পদযুগল ধারণ করিয়া জঙ্ঘাযুগলের মধ্যে মস্তক সংস্থাপিত করিতে হইবে, এইরূপে পশ্চিমোত্তানাসন হয়।

উগ্রাসন—দুই চরণকে অসংলগ্নরূপে প্রসারিত করিয়া দুই হস্তদ্বারা দৃঢ়রূপে ধারণপূর্ব্বক উভয় জানুর উপরে মস্তক রাখিবে। ইহার নাম উগ্রাসন। কেহ কেহ ইহাকেও পশ্চিমোত্তানাসন কহেন। এই আসনসাধনে যোগাভ্যাস করিলে আশু যোগ সিদ্ধ হয়।

১৭ উৎকটাসন—দুইচরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা ভূমি অবলম্বনপূর্ব্বক দুই গুল্‌ফ অবলম্বন ব্যতিরেকে শূন্যে রাখিয়া ঐ দুই গুল্‌ফের উপরে গুহ্যদেশ স্থাপিত করিবে। ইহাকে উৎকটাসন কহে।

১৮ সঙ্কটাসন—বামপাদ ও বামজঙ্ঘামূল ভূমিতে রাখিয়া বামচরণ দক্ষিণচরণ দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক উভয়জানুতে উভয় হস্ত স্থাপিত করিবে। ইহার নাম সঙ্কটাসন।

১৯ ময়ূরাসন—উভয় করতল দ্বারা পৃথিবী অবলম্বনপূর্ব্বক উভয় কূর্পর (কনুই) উপরে নাভির উভয় পার্শ্বভাগ স্থাপন করিয়া মুক্তপদ্মাসনের ন্যায় পদযুগল ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া শূন্যে দণ্ডের ন্যায় সমানভাবে উত্থিত হইবে। ইহাকে ময়ূরাসন কহে।

২০ কুক্কুটাসন—কোন মঞ্চের উপরিভাগে মুক্তপদ্মাসন করিয়া উভয় জানু ও উভয় উরুর মধ্যে উভয় হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক দুই কূর্পর দ্বারা উপবিষ্ট হইবে। ইহার নাম কুক্কুটাসন।

২১ কূর্ম্মাসন—অণ্ডকোষের নিম্নে দুই গুল্‌ফ পরস্পর বিপরীতক্রমে রাখিয়া গ্রীবা, মস্তক ও শরীর সরল করিয়া উপবিষ্ট হইবে, ইহাকে কূর্ম্মাসন কহে।

২২ উত্তানকূর্ম্মাসন—কুক্কুটাসন হইয়া উভয় হস্তদ্বারা কন্ধর-ধারণপূর্ব্বক কূর্ম্মের ন্যায় উত্তান হইবে, ইহাকে উত্তানকূর্ম্মাসন কহে।

২৩ মণ্ডূকাসন—দুই পদতল পৃষ্ঠদেশে গ্রহণপূর্ব্বক ঐ দুই চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলী পরস্পর সংস্পৃষ্ট করিবে ও উভয় জানু সম্মুখভাগে রাখিবে, ইহাকে মণ্ডূকাসন কহে।

২৪ উত্তান-মণ্ডূকাসন—মণ্ডূকাসনে উপবিষ্ট হইয়া উভয় কূর্পর দ্বারা মস্তক ধারণপূর্ব্বক ভেকের ন্যায় উত্তান হইয়া অবস্থিত হইবে। ইহাকে উত্তান-মণ্ডূকাসন কহে।

২৫ বৃক্ষাসন—বাম উরুমূলে দক্ষিণপাদ রাখিয়া ভূমিতে বৃক্ষের ন্যায় সরলভাবে অবস্থান করিবে। ইহার নাম বৃক্ষাসন।

২৬ গরুড়াসন—উভয় জঙ্ঘা ও উরুদ্বারা ভূমি পীড়িত করিয়া ও উভয়জানু দ্বারা স্থিরশরীর হইবে, পরে জানুদ্বয়ের উপরে দুই হস্ত রাখিবে, ইহাকে গরুড়াসন কহে।

২৭ বৃষাসন—দক্ষিণ গুল্‌ফের উপর পায়ুমূল অর্থাৎ গুহ্যদেশ সংস্থাপন করিয়া তাহার বামভাগে বামপদ উল্টাইয়া ধরিয়া ভূমি স্পর্শ করিবে, ইহার নাম বৃষাসন।

২৮ শলভাসন—অধোমুখে শয়নপূর্ব্বক দুইহস্ত বক্ষঃস্থলে রাখিয়া উভয় করতল দ্বারা ভূমি অবলম্বন করিবে ও দুই চরণ শূন্যে অর্দ্ধহস্তপ্রমাণ ঊর্দ্ধে রাখিবে। ইহাকে শলভাসন কহে।

২৯ মকরাসন—অধোমুখে শয়ন করিয়া ভূমিতে বক্ষঃস্থল স্থাপনপূর্ব্বক দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া দুই হস্তদ্বারা মস্তক ধারণ করিবে। ইহাকে মকরাসন কহে। এই আসন অভ্যাসে দেহের অগ্নিবৃদ্ধি হয়।

৩০ উষ্ট্রাসন—অধোমুখে শয়ন করিয়া উভয় পদ উল্টা করিয়া পৃষ্ঠদেশে আনয়নপূর্ব্বক উভয় হস্তদ্বারা ধারণ এবং উদর ও মুখ আকুঞ্চিত করিবে, ইহার নাম উষ্ট্রাসন।

৩১ ভুজঙ্গাসন—চরণের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি অবধি নাভি পর্য্যন্ত সমস্ত অধোভাগ ভূমির উপরে বিন্যস্ত করিয়া দুই করতল দ্বারা ভূমি ধারণপূর্ব্বক সর্পের ন্যায় ঊর্দ্ধে মস্তক উত্তোলিত করিবে। ইহার নাম ভুজঙ্গাসন। এই আসন অভ্যাসে দেহের অগ্নি বর্দ্ধিত এবং সর্ব্বরোগ বিনষ্ট ও কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হন।

৩২ যোগাসন—উভয় চরণ চিত করিয়া হাঁটুর উপরে সংস্থাপনপূর্ব্বক দুই হস্ত চিত করিয়া ঐ আসনের উপরে রাখিবে এবং পূরক দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া কুম্ভক দ্বারা নাসার অগ্রভাগ অবলোকন করিবে, ইহার নাম যোগাসন। এই যোগাসন যোগসাধনের পক্ষে বিশেষ প্রশস্ত (ঘেরণ্ডসংহিতা)

এই যে যোগসাধন আসনের বিষয় উল্লিখিত হইল, এই সকল আসনই গুরুগম্য, উপযুক্ত সদ্‌গুরুর উপদেশানুসারে আসন সকল অভ্যাস করা বিধেয়। নচেৎ প্রতিপদে বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা। [যোগশব্দ দেখ।]

যোগিত (ত্রি) ১ যোগযুক্ত। ২ মন্ত্রমুগ্ধ। ৩ ভৌতিক-ক্রিয়া-বলে উন্মত্তীকৃত।

যোগিতা (স্ত্রী) ১ যোগীর ভাব বা ধর্ম্ম। [যোগিন্ দেখ।] ২ অপর বিষয়ের সহিত সংযোগসূত্রে আবদ্ধ বা সম্বন্ধযুক্ত।

যোগিত্ব (ত্রি) ১ যোগভাবাপন্নত্ব। ২ যোগীর ভাব।

যোগিদণ্ড (পুং) যোগিনাং দণ্ডঃ অবলম্বনযষ্টিঃ। বেত্র।

যোগিন্ (ত্রি) যোগোঽস্ত্যস্য যোগ-ইনি যদ্বা যুজ সমাধৌ যুজির যোগে বা (সংপৃচানুরুধেতি। পা ৩।২।১৪২) ইতি ঘিনুণ্। যোগযুক্ত, যোগাবলম্বী।

"স্বর্ণে লোষ্ট্রে গৃহেঽরণ্যে সুস্নিগ্ধচন্দনে তথা।
সমতা ভাবনা যস্য স যোগী পরিকীর্ত্তিতঃ॥"
(ব্রহ্মবৈ০ গণপতি০ ৩৫ অ০)

স্বর্ণ বা লোষ্ট্র, গৃহ বা অরণ্য অথবা সুস্নিগ্ধচন্দনে যাহার সমান ভাবনা, অর্থাৎ যিনি ভাল মন্দ, সুখ, দুঃখ, উভয়ই তুল্য জ্ঞান করেন, তাঁহাকে যোগী কহে। গীতায় অভিহিত হইয়াছে যে,—

"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥" (গীতা ৭অ০)

হে অর্জ্জুন! যিনি আপনার ন্যায় সকলকে অবলোকন করেন, এবং যাহার সুখ বা দুঃখ উভয়ই তুল্য, তিনি যোগী। যিনি যোগাবলম্বন করেন, তাঁহাকেও যোগী কহে।

[বিশেষ বিবরণ যোগশব্দ দেখ]

২ শিব।

৩ (যোগী) যোগসিদ্ধ ব্যক্তি। যিনি যোগাভ্যাসে সতত নিরত থাকিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ যোগিসম্বন্ধে গীতায় বলিয়াছেন যে, তপস্বী অপেক্ষা, এমন কি সকল কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ। [যোগ দেখ]

যোগদর্শনে অবস্থাভেদে চারিপ্রকার যোগীর উল্লেখ পাওয়া যায়,—প্রথমকল্পিক, মধুভূমিক, প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ ও অতিক্রান্তভাবনীয়। যাঁহারা কেবল যোগশিক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন, যাঁহাদের পরচিত্তাদি বিষয়ে জ্ঞান দৃঢ় হয় নাই, হইবার উপক্রম হইয়াছে মাত্র, তাঁহাদিগকে প্রথমকল্পিক যোগী কহে। দ্বিতীয় মধুভূমিক—ইহার অপর নাম ঋতম্ভরপ্রজ্ঞ, এই শ্রেণীর যোগীরা ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের জয়াভিলাষী। তৃতীয় প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ—ইঁহারা ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়াছেন। ভূত ও ইন্দ্রিয়জয়বশতঃ পরচিত্তাদি জ্ঞানে ইঁহাদের সম্পূর্ণ অধিকার জন্মিয়াছে। চতুর্থ অতিক্রান্তভাবনীয়, এই যোগীর কেবল চিত্তলয় অবশিষ্ট থাকে, তদ্ভিন্ন আর সকল সমাধিই সিদ্ধ হইয়াছে জানিতে হইবে।

যোগের আরম্ভ হইতে কৈবল্য পর্য্যন্ত চারি অবস্থার প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ প্রথমকল্পিক যোগীর পক্ষে দেবগণের সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা নাই। তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থায় যোগিগণ দেবগণ অপেক্ষা উন্নত, সুতরাং দেবগণ তাঁহাদের প্রলোভন দেখাইতে সমর্থ নহেন, কেবল দ্বিতীয় অবস্থাই প্রলোভন কাল, এই অবস্থায় চিত্ত দৃঢ় হয় নাই, কেবল সিদ্ধির অঙ্কুর দেখা দিয়া থাকে মাত্র, এই সময় ইন্দ্রাদি দেবগণ যোগীর চিত্তশুদ্ধি অবগত হইয়া স্বর্গাদিস্থানের বিবিধ উপভোগ্য বিষয় দ্বারা তাঁহাদের প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া থাকেন। পাছে যোগসিদ্ধিপ্রভাবে যোগিগণ দেবতাদের অধিকারচ্যুতি ঘটায়, এই ভয়ে দেবগণ তাঁহাদের নিকট আসিয়া বলেন, 'আপনি এই স্থানে অবস্থিতি ও বিহার করুন, এই ভোগ কমনীয়, এই কন্যা চিত্তহারিণী, এই ঔষধ জন্মমৃত্যুবিনাশক, এই রথ গগনচারী, এই কল্পবৃক্ষ আপনার সকল মনোরথ পূরণ করিবে,' ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রলোভনে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। *

যোগী যদি ইহাতে প্রলুব্ধ হন, তাহা হইলে যোগভ্রষ্ট হইয়া পরিশেষে নিরয়গামী হইয়া থাকেন। যতদিন অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি লাভ না হয়, ততদিন যোগী কিছুতেই যোগপথ পরিত্যাগ করিবেন না, যত বিভীষিকা বা সম্পদ্লাভ হউক না কেন, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ধীরে ধীরে গুরুর উপদেশানুসারে যোগ করিতে থাকিবেন, কিছুতেই যোগত্যাগ করিবেন না।

বর্ত্তমান কালে যোগিগণ শৈবসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আধুনিক কাণফট্ প্রভৃতি যোগি-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি বহুপ্রাচীন না হইলেও, প্রাচীনতম কাল হইতে ভারতবর্ষে যোগীদিগের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। দত্তাত্রেয় নারদ, এমন কি, দেবাদিদেব মহাদেবও পরম যোগী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

হঠপ্রদীপিকা, দত্তাত্রেয়সংহিতা, গোরক্ষসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে যোগিসম্প্রদায়ের অনুষ্ঠেয় আসন-প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গ সমুদায়ের যথাযথ প্রণালী নিবদ্ধ হইয়াছে। সহজানন্দ চিন্তামণি স্বাত্মারাম যোগীন্দ্রের হঠপ্রদীপিকায় যোগিদিগের চারিটী উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম উপদেশে প্রধান প্রধান হঠযোগীর নাম; যোগসাধনের অনুকূল ও প্রতিকূল ক্রিয়াসমূহের বিবরণ; যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গ; যোগাধিকারের লক্ষণ ও যোগিদিগের ভোজন-

* "তত্র মধুমতীং ভূমিং সাক্ষাৎকুর্ব্বতো ব্রাহ্মণস্য স্থানিনো দেবাঃ সত্ত্বশুদ্ধিমনুপশ্যন্তঃ স্থানৈরুপনিমন্ত্রয়ন্তে, ভোঃ ইহাস্যতাং, ইহ রম্যতাং কমনীয়োঽয়ং ভোগঃ, কমনীয়েয়ং কন্যা, রসায়নমিদং জরামৃত্যুং বাধতে, বৈহায়সমিদং যানং, অমী কল্পদ্রুমাঃ, পুণ্যা মন্দাকিনী, সিদ্ধা মহর্ষয়ঃ, উত্তমা অনুকূলা অপ্সরসঃ, দিব্যে শ্রোত্রচক্ষুষী, বজ্রোপমঃ কায়ঃ স্বগুণৈঃ সর্ব্বমিদমুপার্জ্জিতমায়ুষ্মতা, প্রতিপদ্যতামিদমক্ষয়মজরমমরস্থানং দেবানাং প্রিয়মিতি।" (যোগভাষ্য ৩।৫১)

নিয়ম। দ্বিতীয়ে ধৌতি, বস্তী প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্ম ও কএক প্রকার কুম্ভকের লক্ষণ; তৃতীয়ে দশপ্রকার মুদ্রাসাধন বিবরণ এবং চতুর্থ উপদেশে সমাধির বিষয় ও নানারূপ সিদ্ধাবস্থার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে।

অত্রি ও অনুসূয়ার পুত্র দত্তাত্রেয় ঋষি ভগবানের ষষ্ঠ অবতার ও পরমযোগী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি যোগধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদাদি সাধকদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। (ভাগবত ১।৩)

মার্কণ্ডেয়-পুরাণে লিখিত আছে যে, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক লোকসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল সরোবরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। তৎপ্রতিপাদিত সংহিতায় মন্ত্রযোগের নিকৃষ্টত্ব সূচিত হইয়াছে এবং লয়যোগের সূচনাপ্রসঙ্গে নাসাগ্রভাগে দৃষ্টি, ভূতলে শয়ন, মৃত্যুঞ্জয়ধ্যান প্রভৃতির অঙ্গ ও প্রণালীক্রমে অষ্টাঙ্গ হঠযোগের সবিস্তার বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের মতে—

"যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ ততঃ পরম্।
প্রাণায়ামশ্চতুর্থঃ স্যাৎ প্রত্যাহারশ্চ পঞ্চমঃ॥
ষষ্ঠী তু ধারণা প্রোক্তা ধ্যানং সপ্তমমুচ্যতে।
সমাধিরষ্টমঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বপুণ্যফলপ্রদঃ॥"

গোরক্ষ-সংহিতাকার গুরু গোরক্ষনাথ স্বকীয় গ্রন্থে হঠপ্রদীপিকা ও দত্তাত্রেয়সংহিতার যোগপ্রকরণ-পদ্ধতির অনুসরণ করিলেও যম ও নিয়ম ব্যতীত ষড়্‌যোগাঙ্গের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তদ্‌গ্রন্থে ষট্‌চক্র-সাধনের বিশেষ বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে।

অহিংসাদি দশ প্রকার যমনিয়ম* পালন ব্যতীত যোগীদিগকে ভোজনবিষয়ে আরও নানাপ্রকার কঠোর নিয়ম পালন করিতে হয়। কেবল পরিমিতাহারই যোগীর পক্ষে প্রশস্ত নহে। অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত, উষ্ণদ্রব্য, হরীত শাক, বদরীফল, তৈল, তিল, সর্ষপ, মৎস্য, মদ্য, ছাগলাদির মাংস, দধি, তক্র, কুলথ, কলায়, বরাহমাংস, পিণ্যাক, হিঙ্গু ও লশুনাদি দ্রব্য যোগীদিগের অভক্ষ্য। গোধূম, শালিধান্য, যব, ষষ্টিকধান্যরূপ সুচারু অন্ন, ক্ষীর, অখণ্ডনবনীত, চিনি, মধু, শুণ্ঠী, কপোলকফল, পঞ্চশাক, মুদ্গ প্রভৃতি ও উত্তমজল প্রভৃতি সামগ্রী সংযমীদিগের সুপথ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বিন্দুধারণ করিলে যোগীদিগের যোগাঙ্গসিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। অতএব বিন্দুক্ষয়জনিত আয়ুনাশ ও বলহানি প্রতিবিধান জন্য যোগিগণের সর্ব্বতোভাবে স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ করা উচিত। এতদ্ভিন্ন আরও বিধান আছে যে, হঠযোগীরা উপদ্রবশূন্য নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত থাকিয়া যোগমঠে প্রবেশপূর্ব্বক যোগাভ্যাস করিবেন। যে স্থানে যেরূপ ভাবে এই মঠ নির্ম্মাণ করিতে হয়, হঠপ্রদীপিকায় তাহার এইরূপ বিবরণ লিখিত আছে,—

"স্বল্পদ্বারমরন্ধ্রগর্ত্তপিটকং নাত্যুচ্চনীচায়তম্
সম্যগ্‌গোময়সান্দ্রলিপ্তমমলং নিঃশেষবাধোজ্‌ঝিতম্।
বাহ্যে মণ্ডপকূপবেদিরচিতং প্রাকারসংবেষ্টিতম্
প্রোক্তং যোগমঠস্য লক্ষণমিদং সিদ্ধৈর্হঠাভ্যাসিভিঃ॥"

(হঠপ্রদীপিকা)

অর্থাৎ, যোগমঠ ক্ষুদ্রদ্বারবিশিষ্ট, রন্ধ্রহীন, গর্ত্তযুক্ত, নাতি উচ্চ বা নাতি নিম্ন, গোময় দ্বারা সম্যগ্‌রূপে লিপ্ত, পরিষ্কৃত ও যোগের বিঘ্নদায়ক দ্রব্য পরিশূন্য হওয়া কর্ত্তব্য। উহার বাহিরে মণ্ডপ, কূপ ও বেদিরচিত থাকিবে এবং সমগ্র স্থান প্রাচীর পরিবেষ্টিত হইবে। আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রতিদিন সম্মার্জ্জনার দ্বারা মঠ পরিষ্কৃত এবং ধূপ, ধূনা, গুগ্‌গুলু ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্বারা মঠ সুবাসিত রাখা যোগীর একান্ত কর্ত্তব্য। তিনি এইরূপে সুবাসিত গৃহমধ্যে উপবেশন করিয়া যোগাভ্যাসে নিরত হইবেন। যোগাসনে উপবিষ্ট হইবার যে সকল কৌশল আছে, যোগীরা তাহাকে আসন বলিয়া থাকেন। সর্ব্বসমেত প্রায় ৮৪ প্রকার আসনের উল্লেখ দেখা যায়। সংহিতামতে, যোগসাধনব্যাপারে যে সকল প্রকার আসন বিহিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে পদ্মাসন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু হঠপ্রদীপিকায় সিদ্ধাসনেরই প্রাধান্য কীর্ত্তিত দেখা যায়।

গোরক্ষসংহিতায় পদ্মাসনের অনুষ্ঠান-বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে,—

"বামোরূপরি দক্ষিণং হি চরণং সংস্থাপ্য বামং তথা-
প্যন্যোরূপরি তস্য বন্ধনবিধৌ ধৃত্বা করাভ্যাং দৃঢ়ম্।
অঙ্গুষ্ঠং হৃদয়ে নিধায় চিবুকং নাসাগ্রমালোকয়ে-
দেতদ্ব্যাধিবিনাশকারি যমিনঃ পদ্মাসনং প্রোচ্যতে।"

(গোরক্ষ সংহিতা)

এইরূপে আসনবদ্ধ হইয়া প্রাণায়াম করিতে হয়, অর্থাৎ নাসিকাদ্বারা শরীর মধ্যে বায়ুপূরণ ও ধারণ করিয়া পশ্চাৎ রেচন অভ্যাস করিবে। প্রথম অভ্যাসকালে জল ও দুগ্ধপানই প্রশস্ত; কিন্তু উত্তমরূপে অভ্যস্ত হইলে পর আর এ নিয়ম পালন করিতে হয় না।

* "অহিংসাসত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং কৃপার্জ্জবম্।
ক্ষমাধৃতির্মিতাহারঃ শৌচং চেতি যমা দশ।
তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানং দেবস্য পূজনম্।
সিদ্ধান্তশ্রবণঞ্চৈব হ্রীমতিশ্চ জপো হুতম্।
দশৈতে নিয়মাঃ প্রোক্তা যোগশাস্ত্রবিশারদৈঃ।" (হঠপ্রদীপিকা ১উপ০)

. শরীর মধ্যে বায়ুকে স্তম্ভন অর্থাৎ নিশ্বাস অবরোধ করাকে কুম্ভক বলা যায়। কুম্ভককালে ইন্দ্রিয় সকলের স্ব স্ব বৃত্তি হইতে নিরোধের নাম প্রত্যাহার। শীৎকার, ভ্রমরী প্রভৃতি নানাপ্রকার কুম্ভকের উল্লেখ দেখা যায়। হঠপ্রদীপিকা-রচয়িতা লিখিয়াছেন যে, যোগীরা অভ্যাসবলে রেচন ও পূরণ না করিয়াও কুম্ভকসাধন করিতে সমর্থ হন। ক্রমাগত অভ্যাসবলে বিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন হইয়া তাঁহারা পদ্মাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া ক্রমশঃ ভূমিপরিত্যাগপূর্ব্বক শূন্যে অবস্থান করিতে পারেন। ঐ সময়ে তাঁহাদের বিচিত্র শক্তি লাভ হইয়া থাকে। অল্প বা বহুভোজন করিলেও তাঁহারা পীড়িত হন না। প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে শরীরের লঘুতা ও দীপ্তি এবং জঠরাগ্নিবৃদ্ধি ও দেহের কৃশতা সমুপস্থিত হইয়া থাকে।

যদি এরূপে শরীর শুদ্ধ না হইয়া শ্লেষ্মাদি ঘটিত পীড়া জন্মে, তাহা হইলে যোগিগণ ধৌতি, নেতী প্রভৃতি কতকগুলি ব্যাপার সাধন করিয়া থাকেন। হঠপ্রদীপিকায় লিখিত আছে যে, ১৫ হাত দীর্ঘ ও ৪ অঙ্গুলী প্রস্থ একখণ্ড জলাসিক্ত বস্ত্র গুরূপদিষ্ট পথদ্বারা ক্রমশঃ গ্রাস করিয়া পরে তাহা নির্গত করিয়া ফেলিবে, ইহাকে বস্তিকর্ম্ম বা ধৌতিকর্ম্ম কহে। ইহার দ্বারা কাস, শ্বাস, প্লীহা, কুষ্ঠ, কফরোগ প্রভৃতি বিংশতি-প্রকার ব্যাধির শান্তি হইয়া থাকে। এইরূপে নাসারন্ধ্রে সূত্র প্রবেশ করাইয়া মুখদ্বারা নির্গত করণের নাম নেতীকর্ম্ম। নেত্রযুগল স্থির করিয়া অশ্রুপাত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন সূক্ষ্ম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখার নাম ত্রাটককর্ম্ম। শরীরের মধ্যে জলপূরণ, বায়ুপূরণ এবং তদ্রূপেই বহির্নিগমন প্রভৃতি শোধকব্যাপার অনুষ্ঠানেরও আদেশ আছে। এই সকল কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে যোগীরা কএকপ্রকার অঙ্গভঙ্গী অভ্যাস করিয়া থাকেন, উহাকে মুদ্রা বলা যায়। কপাল-বিবরের অভ্যন্তরে জিহ্বাকে বিপরীতভাবে প্রবিষ্ট ও বদ্ধ করিয়া ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি সংন্যস্ত করার নাম খেচরীমুদ্রা। ইহা যোগসাধনকালে বায়ুরোধের বিশেষ উপযোগী। [মুদ্রা দেখ।]

কখন কখন যোগীরা পদদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে এবং মস্তক অধোভাগে রাখিয়া ব্যায়ামকুশলীর ন্যায় অবস্থান করেন। এই প্রকার অঙ্গভঙ্গী প্রথমে ক্ষণকাল হইতে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অভ্যাস করিতে হয়। এরূপ অনুষ্ঠানে কেশের শুক্লতা ও মাংসকুঞ্চনাদিরূপ বার্দ্ধক্যচিহ্ন সকল ছয় মাসের মধ্যে অপহৃত হইয়া যায়। প্রতিদিন একপ্রহরকাল অভ্যাসে মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া থাকে।

ষট্‌চক্রভেদ যোগীদিগের একটী প্রধান সাধন এবং হংস-মন্ত্রজপ অতি মহদ্ব্যাপার। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় 'হং' শব্দে বায়ু বহির্গত হয় এবং 'স' শব্দে শরীর মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করে। দিবারাত্রে জীব ২১৬০০ বার এই মন্ত্র জপ করে। এই অজপা নাম গায়ত্রী যোগীদিগের মোক্ষদায়িকা।

শরীর মধ্যে স্থানবিশেষে বায়ুধারণের নাম ধারণা। পৃথিবী, আম্ভসী, আগ্নেয়ী, বায়বী ও নভোধারণা ভেদে ইহা পাঁচ প্রকার। পায়ু দেশের ঊর্দ্ধে এবং নাভির অধোভাগে পাঁচ দণ্ডকাল বায়ুধারণের নাম পৃথিবী-ধারণা। নাভিস্থলে রক্ষিত হইলে আম্ভসী, নাভির ঊর্দ্ধমণ্ডলে আগ্নেয়ী, হৃদয়ে বায়বী এবং ভ্রূমধ্য হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত মস্তকের সমুদায় স্থানে বায়ুধারণের নাম নভোধারণা। যোগীদিগের বিশ্বাস যে, পৃথিবী ধারণা করিলে পৃথিবীতে মৃত্যু হয় না, আম্ভসী ধারণা করিলে জলে মৃত্যু ঘটে না, আগ্নেয়ীধারণা করিলে অগ্নিতে শরীর দগ্ধ হয় না, বায়বী ধারণা করিলে কোনভয় থাকে না এবং নভোধারণা করিলে কিছুতেই মৃত্যু হয় না। এই কারণে গোরক্ষনাথ বায়ুস্থির রাখিবার জন্য যোগীদিগকে পুনঃ পুনঃ সাবধান হইতে আদেশ দিয়াছেন।

"গজ বাধিয়া রাজা পবন বাধিয়া যোগী।
ধান্য বাধিয়া গৃহস্থ বিন্দু বাধিয়া ভোগী॥"

যোগশাস্ত্রে সগুণ অর্থাৎ সাকার দেবতার এবং নির্গুণ অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান করিবার বিধি আছে। যোগিগণ সগুণ উপাসনা দ্বারা অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করেন এবং নির্গুণ ধ্যানদ্বারা সমাধিযুক্ত হইয়া ইচ্ছানুরূপ শক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, সমাধি সিদ্ধ হইবার পর, মানব ইচ্ছানুসারে দেহত্যাগ বা দেহরক্ষা করিয়া সুখসম্ভোগ করিতে সমর্থ হন। দত্তাত্রেয়সংহিতায় লিখিত হইয়াছে যে—

"সর্ব্বলোকেষু বিচরেদণিমাদিগুণান্বিতঃ।
কদাচিৎ স্বেচ্ছয়া দেবো ভূত্বা স্বর্গেঽপি সঞ্চরেৎ॥
মনুষ্যো বাপি যক্ষো বা স্বেচ্ছয়াপি ক্ষণাদ্ভবেৎ।
সিংহব্যাঘ্রগজো বাপি স্যাদিচ্ছাতোঽন্যজন্মতঃ॥"

অর্থাৎ সাধক যোগী যদ্যপি দেহত্যাগের বাঞ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি অবলীলাক্রমে পরব্রহ্মে লীন হইতে পারেন, নতুবা অণিমাদি ঐশ্বর্য্যবলে দেবাদি বিভিন্ন মর্ত্যরূপ ধারণ-পূর্ব্বক সর্ব্বলোকে অশেষবিধ সুখসম্ভোগ করিয়া বিচরণ করিতে সমর্থ হন।

যোগশব্দে যোগীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারিত হওয়ায় এবং যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ, মুদ্রা, ষট্‌চক্রভেদ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিবরণ যথাস্থানে বিবৃত থাকায় এখানে বিশদভাবে লিখিত হইল না। [তত্তৎ শব্দ দেখ।]

বর্ত্তমান কালে আমরা কএক জন যোগী পুরুষের যোগ-

বলের কথা ইংরাজরাজপুরুষদিগের মুখেও শুনিয়া থাকি। মান্দ্রাজবাসী শিশাল নামক এক দক্ষিণদেশীয় যোগী কুম্ভক দ্বারা শূন্যে উত্থিত হইয়া জপ করিতেন*। পঞ্জাবকেশরী রাজা রণজিৎ সিংহের দরবারে জেনারল ভেঞ্চুরা ও কাপ্তেন ওয়েডের সমক্ষে হরিদাস সাধুর যোগসমাধি ও দশমাস কাল ভূগর্ভমধ্যে অবস্থানকথা সকলেই জ্ঞাত আছেন। † কিছুকাল পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৭৫৪ শকে কলিকাতার দক্ষিণে খিদিরপুরের ভূকৈলাস নামক স্থানে এক যোগিপুরুষ আনীত হন, ভূকৈলাসরাজ সত্যচরণ ঘোষাল তৎকালে জীবিত ছিলেন। ডাঃ গ্রেহাম তাঁহার নাসারন্ধ্রে এমোনিয়া ধারণ করিয়াও যোগভঙ্গ করিতে পারেন নাই। যোগভঙ্গ হইবার পর ঐ যোগী দুল্লানবাব বলিয়া আপনার পরিচয় দেন। তিনি দুই একটীর অধিক কথা কহিতেন না। ১৭৫৫ শকে উদরভঙ্গ রোগে তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে।

অধুনাতন যোগীদিগের মধ্যে নানা সাম্প্রদায়িকবিভাগ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কণফট্‌যোগী, অওঘড়যোগী, মচ্ছেন্দ্রী, শারঙ্গীহার, ডুরীহার, ভর্তৃহরি, কাণিপা ও অঘোরপন্থী প্রভৃতি সাম্প্রদায়িকের নাম উল্লেখযোগ্য। স্ত্রীলোকে যোগধর্ম্ম গ্রহণ করিলে যোগিনী বা নাথিনী বলা যায়। ইহারা গেরুয়া বস্ত্র, ত্রিশূলাদি শিবচিহ্ন ও কর্ণে মুদ্রাও ব্যবহার করে। অনেককে অলঙ্কার দ্বারা শরীর অলঙ্কৃত করিতেও দেখা যায়। স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া গৃহস্থযোগী "সংযোগী" নামে খ্যাত।

উত্তরপশ্চিম ভারতে যোগিসম্প্রদায়ী বহুলোকের বাস আছে। উহাদের মধ্যে অওঘর ও গোরখপন্থীর সংখ্যাই অধিক। যোগিশ্রেষ্ঠ গোরক্ষনাথই এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। তাঁহার দ্বাদশ শিষ্য হইতেই পশ্চিমাঞ্চলীয় যোগী সম্প্রদায়ের বৃদ্ধি ও পুষ্টি হইয়াছে। বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক লোকের মুখে ঐ দ্বাদশ জনের বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়—

১ সত্যনাথ, ধর্ম্মনাথ, কায়নাথ, আদিনাথ, মৎস্যনাথ, অভয়পন্থীনাথ, কালেপ (কাণিপা), ধ্বজপন্থী, হণ্ডীভিরঙ্গ, রামজী, লক্ষ্মণজী, দরিয়ানাথ।

২ আইপন্থী, রামজী, ভর্তৃহরি, সৎনাথ, কাণিবাকি (জালন্ধরনাথের শিষ্য,) কপিলমুনি, লক্ষ্মণ, নটেশ্বর, রতন নাথ, সন্তোষনাথ, ধ্বজপন্থী (হনুমানের শিষ্য), শ্রীনদনাথ।

৩ শান্তনাথ, রামনাথ, অভঙ্গনাথ, ভরঙ্গনাথ, ধরনাথ, গন্ধাইনাথ, ধ্বজনাথ, জালন্ধরনাথ, দর্পনাথ, কনকনাথ, সোমনাথ ও নাগনাথ।

কাবুল ও পেশাবর জেলায় যে সকল যোগী দেখা যায়; তাহাদের আচার ব্যবহার অহিন্দুজনোচিত। বৌদ্ধপ্রধান প্রাচীন জনপদে হিংসাদ্বেষপূর্ণ এরূপ যোগি-সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান দেখিয়া বৈদেশিক জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, সম্ভবতঃ ইহারা ভোটদেশীয় হইবে।

অন্যান্য যোগীদিগের মধ্যে ভর্তৃহরি ও নন্দিয়া যোগীদিগকে হিন্দু বলা যায় এবং জঙ্গমীগণ প্রায়ই মুসলমান। শেষোক্ত যোগিগণ দাড়ি রাখে, গুদড়ী পরিধান করে, মাথায় পাগ্‌ড়ী বাঁধে ও স্কন্ধে ঝুলী লইয়া বিচরণ করে। ভর্তৃহরি যোগীরা শারঙ্গী বাজাইয়া পথে পথে বেড়ায়। গলায় রুদ্রাক্ষমালা ও হস্তে বৈরাগী-ছড়ি লইয়া যায়। ইহারা সামুদ্রিকবিদ্যা ও জ্যোতিকবিদ্যা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে।

নন্দিয়া যোগীরা ঐরূপে গেরুয়া বসন পরিধান ও মালাদি ধারণ করে বটে, কিন্তু তাহারা শারঙ্গী বাজাইয়া গান করেনা, তাহারা প্রায়ই পাঁচপদযুক্ত অথবা কোন বিকৃত গোপালন করিয়া দেবস্থান বা মেলাদিতে অর্থোপার্জ্জন করে। মহাদেবের অনুচর নন্দী বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করায় এই শ্রেণীর যোগীরা নন্দিয়া নামে সাধারণে খ্যাত। ইহারা পুরুষপরম্পরায় ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। বালকেরা দীক্ষাকালে মস্তক মুণ্ডন করে ও গুরুর নিকট হইতে গুদড়ী প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ভর্তৃহরি যোগীরা ভর্তৃহরি, রাজা গোপীচাঁদ ও মহাদেবের উদ্দেশে গান করিয়া বেড়ায়। জঙ্গমী ও নন্দী যোগীরা কখনও গান করে না। যাহারা গান করে, তাহারা কেবল মহাদেবের মহিমাই সংকীর্ত্তন করিয়া থাকে। পশ্চিমাঞ্চলের যোগিগণ জাহির পীর, হীরা ও রঞ্জার প্রেমগীতি এবং অমরসিংহ রাঠোরের বীরত্বকাহিনী গান করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ দর্জ্জির কাজ করে, কেহ বা রেশম কাটে।

মার্কোপোলো চুগী (chugi) শব্দে যোগীদিগের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহারা ব্রাহ্মণ (A braimau) ও ধর্ম্মসম্প্রদায়। দেবোপাসক স্বতন্ত্র ইহারা প্রায়ই ১৫০ হইতে ২০০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে*।

যোগিনী (স্ত্রী) যোগ-ইনি, যোগিন্, ঙীপ্। ১ যোগযুক্তা নারী।

"তে উভে ব্রহ্মবাদিন্যৌ যোগিন্যৌ চাপ্যুভে দ্বিজ।"

(মার্কণ্ডেয়পু° ৫২।৩১)

২ ভগবতীর সখীরূপা আবরণদেবতা। এই যোগিনী কোটিবিধ। ইহাদের মধ্যে চতুঃষষ্টি প্রধানা, দুর্গাপূজার

* Saturday Magazine, Vol I. p, 28.

† W. G. Osborne's Court and Camp of Runjit Sing, p. 124.

* Marco Polo's Travels, Vol. II, p. 130.

সময় এই সকল যোগিনীর পূজা করিতে হয়। প্রধানা চতুঃষষ্টি যোগিনীর এইরূপ নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—

১ নারায়ণী, ২ গৌরী, ৩ শাকম্ভরী, ৪ ভীমা, ৫ রক্তদন্তিকা, ৬ ভ্রামরী, ৭ পার্ব্বতী, ৮ দুর্গা, ৯ কাত্যায়নী, ১০ মহাদেবী, ১১ চণ্ডঘণ্টা, ১২ মহাবিদ্যা, ১৩ মহাতপা, ১৪ সাবিত্রী, ১৫ ব্রহ্মবাদিনী, ১৬ ভদ্রকালী, ১৭ বিশালাক্ষী, ১৮ রুদ্রাণী, ১৯ কৃষ্ণপিঙ্গলা, ২০ অগ্নিজ্বালা, ২১ রৌদ্রমুখী, ২২ কালরাত্রি, ২৩ তপস্বিনী, ২৪ মেঘস্বনা, ২৫ সহস্রাক্ষী, ২৬ বিষ্ণুমায়া, ২৭ জলোদরী, ২৮ মহোদরী, ২৯ মুক্তকেশী, ৩০ ঘোররূপা, ৩১ মহাবলা, ৩২ শ্রুতি, ৩৩ স্মৃতি, ৩৪ ধৃতি, ৩৫ তুষ্টি, ৩৬ পুষ্টি, ৩৭ মেধা, ৩৮ বিদ্যা, ৩৯ লক্ষ্মী, ৪০ সরস্বতী, ৪১ অপর্ণা, ৪২ অম্বিকা,৪৩ যোগিনী,৪৪ ডাকিনী,৪৫ শাকিনী, ৪৬ হাকিনী, ৪৭ হাকিনী, ৪৮ লাকিনী, ৪৯ ত্রিদশেশ্বরী, ৫০ মহাষষ্ঠী, ৫১ সর্ব্বমঙ্গলা, ৫২ লজ্জা, ৫৩ কৌশিকী, ৫৪ ব্রহ্মাণী, ৫৫ মাহেশ্বরী, ৫৬ কৌমারী, ৫৭ বৈষ্ণবী, ৫৮ ঐন্দ্রী, ৫৯ নারসিংহী, ৬০ বারাহী, ৬১ চামুণ্ডা, ৬২ শিবদূতী, ৬৩ বিষ্ণুপ্রিয়া, ৬৪ মাতৃকা। এই চতুঃষষ্টি যোগিনী।

(বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণোক্ত দুর্গাপূজাপ০)

কালিকা-পুরাণে চতুঃষষ্টি যোগিনীর নাম অন্যরূপ লিখিত আছে। যথা—ব্রহ্মাণী,চণ্ডিকা,রৌদ্রী,ইন্দ্রাণী,কৌমারী,বৈষ্ণবী, দুর্গা, নারসিংহী, কালিকা,চামুণ্ডা,শিবদূতী, বারাহী, কৌশিকী, মাহেশ্বরী, শাঙ্করী, জয়ন্তী, সর্ব্বমঙ্গলা, কালী, কপালিনী, মেধা, শিবা, শাকম্ভরী, ভীমা, শান্তা, ভ্রামরী, রুদ্রাণী, অম্বিকা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা, স্বধা, অপর্ণা, মহোদরী, ঘোররূপা, মহাকালী, ভদ্রকালী, ভয়ঙ্করী, ক্ষেমঙ্করী, উগ্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডী, মহামোহা, প্রিয়ঙ্করী, বলবিকারিণী, বলপ্রমথিনী, মনোন্মথিনী, সর্ব্বভূতদমনী, উমা, তারা, মহানিদ্রা, বিজয়া, জয়া, শৈলপুত্রী, চণ্ডঘণ্টা, স্কন্দমাতা, কালরাত্রি, চণ্ডিকা, কুষ্মাণ্ডী,কাত্যায়নী ও মহাগৌরী।

(কালিকাপু০ ৫২, ৫৩ অ০)

এই সকল যোগীনীরও পূজা করিতে হয়। তিথিবিশেষে যোগিনী এক এক দিকে অবস্থিতি করেন, ইহার বিষয় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রতিপদ ও নবমী তিথিতে যোগিনী পূর্ব্বদিকে থাকে, উহার নাম ব্রহ্মাণী, দ্বিতীয়া ও দশমী তিথিতে উত্তরে, উহার নাম মাহেশ্বরী, তৃতীয়া ও একাদশীতে উত্তরে, নাম কৌমারী, চতুর্থী ও দ্বাদশীতে নৈর্ঋতকোণে, নাম নারায়ণী, পঞ্চমী ও ত্রয়োদশীতে দক্ষিণে, নাম বারাহী, ষষ্ঠী ও চতুর্দ্দশীতে পশ্চিমে, নাম ইন্দ্রাণী, সপ্তমী ও পূর্ণিমাতে বায়ুকোণে নাম চামুণ্ডা, অষ্টমী ও অমাবস্যাতে ঈশানে, নাম মহালক্ষ্মী। যোগিনী সম্মুখ করিয়া যাত্রা করিতে নাই।

"ব্রহ্মাণী সংস্থিতা পূর্ব্বে প্রতিপন্নবমীতিথৌ।
মাহেশ্বরী চোত্তরে চ দ্বিতীয়া দশমী তিথৌ॥
স্থিতাগ্নেয়ে চ কৌমারী তৃতীয়ৈকাদশীতিথৌ।
নারায়ণী চ নৈর্ঋতে চতুর্থী দ্বাদশী তিথৌ॥
পঞ্চম্যাঞ্চ ত্রয়োদশ্যাং বারাহী দক্ষিণে তথা।
ষষ্ঠ্যাঞ্চৈব চতুর্দ্দশ্যামিন্দ্রাণী পশ্চিমে তথা॥
সপ্তম্যাং পৌর্ণমাস্যাঞ্চ চামুণ্ডা বায়ুগোচরে।
যোগিনীসম্মুখে নৈব গমনাদি প্রকারয়েৎ॥"(গরুড়পু০৫৯অ০)

যোগিনী ভ্রমণ সম্বন্ধে খনার বচনে লিখিত আছে যে,—

"পূ, বা, দ, ঈ, প, অ উনি।
চারি চারি দণ্ডে ফিরে যোগিনী।
ঘোড়ার পৃষ্ঠে দেবী যায়, দক্ষিণে সম্মুখে ধীরে খায়॥ (খনা)

জ্যোতিষে লিখিত আছে যে,—

"প্রতিপন্নবমী পূর্ব্বে রামা রুদ্রাশ্চ পাবকে।
শরত্রয়োদশী যাম্যে বেদা মাসাশ্চ নৈর্ঋতে॥
ষষ্ঠী চতুর্দ্দশী পশ্চাৎ বায়ব্যাং মুনিপূর্ণিমে।
দ্বিতীয়া দশমী বক্ষে ঐশান্যাং চাষ্টমী কুহুঃ॥
যোগিনী নবদণ্ডাস্তু শেষা বর্জ্যাঃ প্রযত্নতঃ।
দক্ষসম্মুখযোগিন্যাং গমনং নৈব কারয়েৎ॥
বামে শুভকরী দেবী পৃষ্ঠে সর্ব্বার্থসাধিনী।
বধবন্ধকরী চাগ্রে দক্ষিণে মৃত্যুদায়িনী॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

যোগিনী প্রতিপদ্ ও নবমীতে পূর্ব্বে, তৃতীয়া ও একাদশীতে অগ্নিকোণে, পঞ্চমী ও ত্রয়োদশীতে দক্ষিণে, চতুর্থী ও দ্বাদশীতে নৈর্ঋত কোণে, ষষ্ঠী ও চতুর্দ্দশীতে পশ্চিমে, সপ্তমী ও পূর্ণিমাতে বায়ুকোণে, দ্বিতীয়া ও দশমীতে উত্তরে, অষ্টমী ও অমাবস্যাতে ঈশানে অবস্থান করে। যাত্রাদি শুভকার্য্যে যোগিনীর শেষ ৯ দণ্ড পরিবর্জ্জনীয়। দক্ষিণ ও সম্মুখস্থ যোগিনীতে যাত্রা করিলে বধবন্ধনাদি হয়, এবং বাম ও পৃষ্ঠস্থ যোগিনীতে গমন করিলে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়।

কোন শুভকার্য্যে গমন করিতে হইলে যোগিনীর শুভাশুভ দেখিয়া যাত্রা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ভূতডামরে যোগিনী-সাধনের বিধি আছে, যথাবিধি যোগিনীসাধন করিলে নানাবিধ ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে।

"অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি যোগিনীসাধনোত্তমং।
সর্ব্বার্থসাধনং নাম দেহিনাং সর্ব্বসিদ্ধিদম্॥
অতিগুহ্যা মহাবিদ্যা দেবানামপি দুর্ল্লভা।
যাসামভ্যর্চ্চনং কৃত্বা যক্ষেশোঽভূদ্ধনাধিপঃ॥" (ভূতডামর-

এই যোগিনীসাধন সর্ব্বার্থ সিদ্ধিপ্রদ, অতি গোপনীয় এবং দেবতাদিগেরও দুর্লভ। যক্ষাধিপতি এই যোগিনীসাধন করিয়া ধনাধিপ হইয়াছেন।

নিম্নোক্ত প্রণালী অনুসারে যোগিনীসাধন করিতে হয়। প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া 'হৌঁ' এই মন্ত্রে আচমন করিবে, পরে 'ওঁ সহস্রারং হুং ফট্' এই মন্ত্রে দিগ্‌বন্ধন করিয়া মূল মন্ত্রে প্রাণায়াম করিতে হইবে। তদনন্তর 'হ্রীং' এই মন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া অষ্টদল পদ্ম লিখিবে। ঐ পদ্ম-মধ্যে যোগিনীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া পীঠপূজাপূর্ব্বক দেবীর ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

"পূর্ণচন্দ্রনিভাং দেবীং বিচিত্রাম্বরধারিণীং।
পীনোত্তুঙ্গকুচাং বামাং সর্ব্বজ্ঞামভয়প্রদাম্ ॥"

এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিতে হইবে। যথাবিধানে পূজা করিয়া 'ওঁ হ্রীং আগচ্ছ সুরসুন্দরী স্বাহা' এই মূলমন্ত্র সহস্রবার জপ করিতে হইবে, প্রতিদিনই সায়ং, সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্ন কালে পূর্ব্বোক্তরূপে ধ্যান করিয়া জপ করিতে হয়। এইরূপে একমাসকাল জপ করিয়া মাসান্ত-দিনে বৃহতী পূজা ও বলি দিতে হয়। তৎপরে একাগ্রমনে দেবীকে জপ করিতে হইবে।

পরে দেবী সাধকের দৃঢ়ভক্তি জানিয়া নিশীথসময়ে তাহার নিকট উপস্থিত হইবেন। তখন সাধক দেবীকে উপস্থিত দেখিয়া পাদ্যাদি দান করিয়া পুষ্পাঞ্জলিহস্তে নিজের অভিলাষ ব্যক্ত করিবেন। সাধক দেবীকে মাতা ভগিনী বা ভার্য্যাভাবে সম্বোধন করিবেন। দেবীকে মাতৃসম্বোধন করিলে দেবী বিত্ত, উত্তমদ্রব্য, রাজত্ব এবং সাধক যাহা প্রার্থনা করে, তাহাই প্রদান করিয়া তাহাকে পুত্রবৎ পালন করিয়া থাকেন। ভগিনী সম্বোধন করিলে নানাবিধ দ্রব্য ও দিব্যবস্ত্রপ্রদান করিয়া দিব্যকন্যা আনিয়া দেন, সাধক এই সাধনাবলে ভূত-ভবিষ্যৎ বলিতে পারে, এবং যাহা প্রার্থনা করে, দেবী তৎ-সমুদয় প্রতিদিন প্রদান করিয়া থাকেন।

যদি দেবী সাধকের ভার্য্যা হন, তাহা হইলে সাধক সর্ব্বরাজপ্রধান এবং স্বর্গে বা পাতালে সকল স্থানে গমন করিতে পারে, এই সাধনে দেবী যে সকল দ্রব্যপ্রদান করেন, তাহা অবর্ণনীয়। সাধক এই ভাবে সাধনা করিয়া কদাচ অন্য স্ত্রীসম্ভোগ করিবেন না, কেবল দেবীর সহিতই সম্ভোগ করিবেন। *

অন্যবিধ যোগিনীসাধন—

"ততোঽন্যসাধনং বক্ষ্যে নির্ম্মিতং ব্রহ্মণা পুরা।
নদীতীরং সমাসাদ্য কুর্য্যাৎ স্নানাদিকং ততঃ ॥" (ভূতডামর)

এই যোগিনীসাধন পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা ঠিক করিয়াছিলেন। এই সাধন করিতে হইলে নদীতীরে যাইয়া স্নান ও সন্ধ্যাদি সমাপন করিবে। পরে পূর্ব্ববৎ সকল কার্য্য করিয়া চন্দন দ্বারা মণ্ডল লিখিতে হইবে, ঐ মণ্ডল মধ্যে স্বীয় মন্ত্র লিখিয়া আবাহন করিয়া মনোহরাকে ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

"কুরঙ্গনেত্রাং শরদিন্দুবক্ত্রাং বিম্বাধরাং চন্দনগন্ধলিপ্তাং।
চীনাংশুকাং পীনকুচাং মনোজ্ঞাং শ্যামাংসদাকামদুঘাং বিচিত্রাং ॥"

এইরূপে ধ্যান করিয়া যথাবিধানে দেবীর পূজা করিতে

---

* "তাসামাদ্যাং প্রবক্ষ্যামি সুরাণাং সুন্দরীং প্রিয়ে।
অস্যাশ্চাভ্যর্চ্চনেনৈব রাজত্বং লভতে নরঃ।
অথ প্রাতঃ সমুত্থায় কৃত্বা স্নানাদিকং শুভং।
প্রাসাদঞ্চ সমাসাদ্য কুর্য্যাদাচমনং ততঃ।
প্রণবান্তে সহস্রারং হুংফট্ দিগ্‌বন্ধনং চরেৎ।
প্রাণায়ামং ততঃ কুর্য্যাৎ মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ।
ষড়ঙ্গং মায়য়া কুর্য্যাৎ পদ্মমষ্টদলং লিখেৎ।
তস্মিন্ পদ্মে তথা মন্ত্রী জীবন্যাসং সমাচরেৎ।
পীঠে দেবীং সমভ্যর্চ্চ ধ্যায়েদ্দেবীং জগৎপ্রিয়াম্।
ওঁ পূর্ণচন্দ্র নিভাং দেবীং বিচিত্রাম্বরধারিণীং।
পীনোত্তুঙ্গকুচাং বামাং সর্ব্বজ্ঞামভয়প্রদাং।
ইতি ধ্যাত্বা চ মূলেন দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং শুভং।
প্রণবান্তে ভুবনেশি আগচ্ছ সুরসুন্দরী।
বহ্নের্জায়া জপেন্মন্ত্রং ত্রিসন্ধ্যঞ্চ দিনে দিনে।
সহস্রৈকপ্রমাণেন ধ্যাত্বা দেবীং সদা বুধঃ।
মাসান্তে ব্যাপ্য দিবসং বলিপূজাং সুশোভনং।
কৃত্বা চ প্রজপেন্মন্ত্রং নিশীথে যাতি সুন্দরী।
সুদৃঢ়ং সাধকং জ্ঞাত্বা যাতি সা সাধকালয়ে।
সুপ্রেম্না সাধকাগ্রে সা সদা স্মেরমুখী ততঃ।
দৃষ্ট্বা দেবীং সাধকেন্দ্রো দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং শুভম্।
সুচন্দনং সুমনসো দত্ত্বাভিলষিতং বদেৎ।
মাতরং ভগিনীং বাথ ভার্য্যাং বা ভক্তিভাবতঃ।
যদি মাতা তদা বিত্তং দ্রব্যঞ্চ সুমনোহরম্।
নৃপতিত্বং প্রার্থিতং যত্তদ্দদাতি দিনে দিনে।
পুত্রবৎপালয়েল্লোকে সত্যং সত্যং সুনিশ্চিতং।
স্বসা দদাতি দ্রব্যঞ্চ দিব্যং বস্ত্রং তথৈব চ।
দিব্যকন্যাং সমানীয় নাগকন্যাং দিনে দিনে।
যদ্ যদ্ ভবতি ভূতঞ্চ ভবিষ্যতীতি তৎ পুনঃ।
ভার্য্যা বা যদি বা দেবী সাধকস্য মনোহরা।
রাজেন্দ্রঃ সর্ব্বরাজানাং সংসারে সাধকোত্তমঃ।
স্বর্গে লোকে চ পাতালে গতিঃ সর্ব্বত্র নিশ্চিতা।
যদ্ যদ্ দদাতি সা দেবী কথিতং নৈব শক্যতে।
তয়া সার্দ্ধঞ্চ সম্ভোগং করোতি সাধকোত্তমঃ ॥" (ভূতডামর)

হইবে। পূজাবসানে 'ওঁ হ্রীঁং মনোহরে স্বাহা' এই মূল মন্ত্র দশহাজার বার জপ করিতে হইবে।

এইরূপে একমাস জপ করিয়া মাসান্ত দিবসে নিশীথ সময় পর্য্যন্ত জপ করিতে হইবে। এইরূপে জপাদি করিতে থাকিলে মনোহরা দেবী সাধককে নিতান্ত অনুরক্ত জানিয়া তাহাকে বর দিবার জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হন। তখন সাধক ভক্তিপূর্ব্বক পাদ্যাদি দ্বারা তাহার অর্চ্চনা এবং 'হ্রীঁ' এই মন্ত্রে প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া মাংসবলি দিয়া পূজা করিবে। তখন মনোহরা সাধকের প্রতি প্রসন্না হইয়া তাহার প্রার্থিত বর প্রদান এবং প্রতিদিন শত সুবর্ণ দান করেন। প্রতিদিন সাধক এইসকল সুবর্ণই ব্যয় করিয়া ফেলিবেন, নচেৎ দেবী আর তাহাকে দিবেন না। এই সাধনাতে অন্যস্ত্রী সহবাস পরিত্যাগ করিতে হয়। এই সাধনবলে সাধকের গতি সর্ব্বত্র অব্যাহত থাকে।

অপর প্রকার যোগিনীসাধন—

সাধক বটবৃক্ষতলে যাইয়া প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া দেবীর ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

"প্রচণ্ডবদনাং গৌরীং পক্কবিম্বাধরাং প্রিয়াম্।
রক্তাম্বরধরাং বামাং সর্ব্বকামপ্রদাং শুভাং॥"

এইরূপে ধ্যান করিয়া 'হ্রীঁ' এই মন্ত্রে প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া মাংসোপহারে দেবীর পূজা করিবে। "ওঁং হ্রীঁ হূঁং রক্তকর্ণ্মাণি আগচ্ছ স্বাহা" দেবীর এই মূলমন্ত্র প্রতিদিন দশ হাজার করিয়া জপ করিতে হইবে। প্রতিদিন ইহাকে উচ্ছিষ্ট রক্ত দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করা বিধেয়। এইরূপ করিলে দেবী তাহাকে অনুরক্ত জানিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হন। পরে সাধক তাহাকে অর্চ্চনা করিলে দেবী সপরিবারে তাহার ভার্য্যা হইয়া থাকেন। ইহা সিদ্ধ হইলে নিজপত্নী ত্যাগ করিতে হয়। দেবী তাহার ভার্য্যা হইয়া সকল অভিলাষ পূরণ করেন।

কামেশ্বরী নামক যোগিনীসাধন—

ইহাতে সাধক পূর্ব্ববৎ সকল কার্য্য করিয়া ভূর্জ্জপত্রে গোরোচনা দ্বারা দেবীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া যথা বিধানে দেবীর পূজা করিবে।

দেবীর ধ্যান—

"কামেশ্বরীং শশাঙ্কাস্যাং চলৎখঞ্জনলোচনাং।
সদা লোলগতিং কান্তাং কুসুমাস্ত্রশিলীমুখীং॥"

এইরূপে ধ্যান করিয়া পূজা এবং "ওঁ হ্রীঁং আগচ্ছ কামেশ্বরি স্বাহা' এই মূল মন্ত্র শয্যার উপবেশন করিয়া এক সহস্র জপ করিতে হইবে। প্রতিদিনই এইরূপে সহস্র জপ করিতে হয়। এইরূপে একমাস করিয়া মাসান্তদিন ঘৃত ও মধু দ্বারা প্রদীপ জ্বালিয়া পূর্ব্বোক্ত রূপে দেবীর পূজা করিয়া জপ করিতে থাকিবে। দেবী নিশীথকালে সাধকের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিয়া থাকেন। দেবী তাহাকে পত্নীর ন্যায় সেবা ও বিবিধ দ্রব্য প্রদান করেন, এইরূপে সমস্ত রাত্রি তাহার নিকট থাকিয়া প্রভাত কালে গমন করেন।

রতিসুন্দরী যোগিনীসাধন—

সাধক পূর্ব্বোক্ত রূপে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া ভূর্জ্জপত্রে দেবীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তাহার ধ্যান করিবে।

ধ্যান যথা—

"সুবর্ণবর্ণাং গৌরাঙ্গীং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাং।
নূপুরাঙ্গদহারাঢ্যাং রম্যাক্ষ পুষ্করেক্ষণাম্॥"

এইরূপে ধ্যান করিয়া "ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছ রতিসুন্দরি স্বাহা" এই মূল মন্ত্রে পূজা করিয়া সহস্রবার এই মন্ত্র জপ করিতে হয়। এই পূজায় জাতীপুষ্প বিশেষ প্রশস্ত। পরে প্রতিদিন এইরূপে এক হাজার করিয়া এই মন্ত্র জপ করিতে হয়। এক মাস এইরূপে জপ করিয়া শেষ দিনে দেবীর পূজা করিয়া জপ করিতে থাকিবে। তখন সুন্দরী সাধককে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জানিয়া নিশীথ সময়ে তাহার নিকট আগমন করেন। সাধক সেই সময় তাঁহাকে অর্চ্চনা করিবেন। ইহাতে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া প্রীতিপ্রদ ভোজনাদি দ্বারা সাধককে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন এবং সাধকের ভার্য্যা হইয়া অভিলষিত বর প্রদান করিয়া প্রভাতকালে সাধকের আজ্ঞানুসারে চলিয়া যান। সাধক নির্জ্জন স্থানে বা প্রান্তরে এইরূপে সিদ্ধ হইয়া স্বীয় ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া তথায় অবস্থান করিবেন। ইহার অন্যথাচরণ করিলে সাধক বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পদ্মিনী নামক যোগিনীসাধন—

সাধক স্বগৃহে বা শিব সমীপে পূর্ব্ববৎ সকল কার্য্য করিয়া রক্তচন্দন দ্বারা "ওঁ হ্রীঁং আগচ্ছ পদ্মিনি স্বাহা" এই মূল মন্ত্র ভূর্জ্জপত্রে লিখিতে হইবে। পরে তাহার ধ্যান করিয়া যথা বিধানে পূজা করিবে।

ধ্যান যথা—

"পদ্মাননাং শ্যামবর্ণাং পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাং।
কোমলাঙ্গীং স্মেরমুখীং রক্তোৎপলদলেক্ষণাং॥"

এই ধ্যানে পূজা করিয়া এক সহস্র মূল মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে প্রতিদিন করিয়া মাসান্ত পূর্ণিমা তিথিতে যথাবিধানে পূজা করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। পরে দেবী নিশীথ সময়ে সাধকের নিকট আগমন করিয়া তাহার

ভার্য্যা হন এবং তাহাকে ভূষণাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করেন। পদ্মিনী এইরূপে প্রতিদিন তাহার প্রতি পতিবদ্ব্যবহার করিয়া তাহাকে স্বর্গে লইয়া যান। সাধক স্বীয় ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া কেবল পদ্মিনীকেই ভজনা করিবেন।

নটিনী যোগিনীসাধন—

বিশ্বামিত্র এই যোগিনীসাধন করিয়াছিলেন। সাধক অশোকতরুতলে গমন করিয়া মূলমন্ত্রে বিধিপূর্ব্বক সমস্ত কার্য্য করিবেন, পরে এই বিত্তার ধ্যান করিতে হইবে।

ধ্যান যথা—

"ত্রৈলোক্যমোহিনীং গৌরীং বিচিত্রাম্বরধারিণীং।

বিচিত্রালঙ্কৃতাং রম্যাং নর্ত্তকীবেশধারিণীম্ ॥"

এইরূপে ধ্যান করিয়া মূল মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। 'ওঁ হ্রীঁ নটিনি স্বাহা' দেবীর এই মূল মন্ত্র, প্রতিদিন হাজার করিয়া জপ করিতে হয়। এইরূপে একমাস পূজা ও জপ করিয়া শেষ দিনে মহতী পূজা আবশ্যক। এইরূপে জপ করিয়া পূজা করিতে থাকিলে অর্দ্ধরাত্র সময়ে দেবী সাধককে প্রথমে একটু ভয় প্রদর্শন করান। ইহাতে সাধক ভীত না হইয়া বিধিমত জপ করিতে থাকিবেন। পরে দেবী তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বরগ্রহণ করিতে আদেশ করেন, সাধক দেবীর ঐ বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে মাতা, ভগিনী বা ভার্য্যা বলিয়া সম্বোধন করিবেন। সাধক দেবীকে যেরূপ সম্বোধন করিবেন, দেবীও তদনুরূপ আচরণ করিয়া সাধককে সন্তুষ্ট করেন। মাতৃ-সম্বোধন করিলে দেবী তাহাকে পুত্রবৎ পালন এবং প্রতিদিন শত সুবর্ণ ও নানাবিধ অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করেন। ভগিনী সম্বোধন করিলে দেবকন্যা, নাগকন্যা, বা রাজকন্যা আনিয়া দেন, ইহাতে সাধক ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত বিষয় জানিতে পারে। ভার্য্যা সম্বোধন করিলে বিপুলধন ও সকল অভিলাষ পূরণ করেন।

মৈথুনপ্রিয়া যোগিনীসাধন—

ভূর্জ্জপত্রে কুঙ্কুম দ্বারা দেবীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিবে। তৎপরে স্নানাদি করিয়া ঐ প্রতিমূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ধ্যান করিবে।

ধ্যান যথা—

"শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাং নানারত্নবিভূষিতাং।

মঞ্জীরহারকেয়ূররত্নকুণ্ডলমণ্ডিতাম্ ॥"

এইরূপে ধ্যান এবং প্রতিদিন এক সহস্র করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে। মূলমন্ত্র "ওঁ হ্রীঁ গন্ধানুরাগিণি মৈথুনপ্রিয়ে স্বাহা" এই সাধনা কৃষ্ণাপ্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিতে হয়, ইহাতে প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যাতে পূজা করা অবশ্যকর্ত্তব্য। পরে পূর্ণিমা তিথিতে গন্ধাদি দ্বারা যথাবিধানে পূজা করিবে। এইরূপে পূজা করিয়া সমস্ত দিবারাত্র মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে। দেবী প্রভাতকালে সাধকের নিকট আগমন করিয়া তাহার অভিলষিত বরপ্রদান করেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, যক্ষ বা রাক্ষসকন্যা ইঁহারা সাধককে চর্ব্বচোষ্যাদি নানাপ্রকার দ্রব্য আনিয়া দেন। দেবী সাধককে প্রতিদিন শতসুবর্ণ প্রদান করেন। দেবী এইরূপ বর দিয়া নিজালয়ে প্রস্থান করেন। এই সিদ্ধিবলে সাধক চিরজীবী, নীরোগ, সর্ব্বজ্ঞ, সুন্দর এবং সকলের অধিপতি হইয়া থাকে। (ভূতডামর)

যে সকল ব্যক্তি সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের উপদেশানুসারে এই সকল সাধন করিতে হয়, কারণ গুরূপদেশ ভিন্ন কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। সাধক নিজে নিজে এই সকল করিলে তাহা সিদ্ধ হয় না।

বৃহদ্ভূতডামরে ইহা ভিন্ন চতুঃষষ্টিযোগিনীসাধনের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহার বিষয় বর্ণিত হইল না। চতুঃষষ্টিযোগিনী সপ্তকোটি যোগিনীর মধ্যে প্রধানা।

এই সকল যোগিনীর যথাবিধানে চক্রধারণ করিয়া সাধনা করিতে হয়, এই চক্রধারণ ব্যতীত সিদ্ধ হওয়া যায় না।

"ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি যোগিনীচক্রমুত্তমম্।

যেন বিনা ন সিধ্যন্তি কলৌ ভূতেন্দ্রনায়িকা ॥"

(বৃহদ্ভূতডা৽)

যোগিনীতন্ত্রেও ইহার সাধনাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

যোগিনীচক্র (ক্লী) যোগিনীদিগের সাধন জন্য যে চক্র করিতে হয়। (প্রভাসখ৽)

যোগিনীপুর (ক্লী) বিশালের অন্তর্গত নগরভেদ। ব্রহ্মাজমতে ২৮।৩৯ অক্ষাংশে অবস্থিত।

যোগিপত্নী (স্ত্রী) যোগীর স্ত্রী।

যোগিপুর, গয়ার অন্তর্গত ফল্গুনদীতীরবর্ত্তী নগরভেদ।

(ভ৽ ব্রহ্মখণ্ড ৩৬।৪)

যোগিভট্ট, পঞ্চাঙ্গতত্ত্ব নামক জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রণেতা।

যোগিমাতৃ (স্ত্রী) যোগীর মাতা।

যোগিরাজ্ (পুং) যোগীশ্রেষ্ঠ।

যোগিবীর, (ত্রি) মহাসিদ্ধ, সিদ্ধযোগী।

যোগী, বঙ্গদেশবাসী হিন্দুজাতির শ্রেণীবিশেষ। সাধারণে যুগী নামে পরিচিত। কিছুকাল পূর্ব্বে কার্পাসবস্ত্রবয়নই ইহাদের প্রধানব্যবসা ছিল, এখনও হীনাবস্থাপন্ন অনেকে উক্ত বৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে সমধিক সমুন্নত হইয়া এক্ষণে অনেকে বস্ত্রবয়নবৃত্তি পরিত্যাগ

অহিংসাসত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যমকল্মষম্।
এতানি মানসান্যাহু র্ব্রতানি ব্রতধারিণাম্॥
তৎসর্ব্বং কায়িকং পুংসাং ব্রতং ভবতি নান্যথা॥
উপবাসোহয়াহোরাত্রভোজনং, আদিশব্দাদযাচিতাদিঃ'

(হেমাদ্রিব্রতখ°)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ সকলেরই ব্রতে অধিকার আছে, ইঁহারা সকলেই ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা পাপমুক্ত হইয়া শ্রেষ্ঠগতি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা ব্রতানুষ্ঠান করিবেন, তাঁহাদের কর্ম্মে অধিকার থাকা আবশ্যক, এই অধিকারের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, যাঁহারা বর্ণানুসারে স্ব স্ব আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, এবং বিশুদ্ধ চিত্ত, অলুব্ধ, সত্যবাদী, সর্ব্বভূতের হিতকারী, শ্রদ্ধাযুক্ত, মদ ও দম্ভরহিত, এবং পূর্ব্বে শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিয়া তদনুসারে কার্য্যকারী এই সকল সদ্‌গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিই ব্রতে অধিকারী; অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক তিনিই ব্রতানুষ্ঠান করিবেন, এইরূপ ব্যক্তিই ব্রত করিলে তাহার ফল পাইয়া থাকেন, অন্যথা নিষ্ফল হয়। অর্থাৎ তাহাদের ব্রতের ফল হয় না। ধার্ম্মিক শব্দের অর্থ এই রূপ লিখিত আছে যে, পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ, তপস্যা, সত্য, অক্রোধ, স্বদারে সন্তোষ, শৌচ, অনসূয়া, আত্মজ্ঞান, তিতিক্ষা, এই গুলি সাধারণ ধর্ম্ম নামে অভিহিত, এই সকল সাধারণ ধর্ম্মানুসারে যাঁহারা বিচরণ করেন, তাহারাই ধার্ম্মিক। এই রূপ ধার্ম্মিক ব্যক্তিই ব্রতে অধিকারী। "ব্রতসামান্যধর্ম্মস্তদধিকারিণশ্চ —

ব্রতোপবাসনিয়মৈঃ শরীরোত্তাপনৈস্তথা।
বর্ণাঃ সর্ব্বেঽপি মুচ্যন্তে পাতকেভ্যো ন সংশয়ঃ॥

তদেবং বচনসন্দর্ভেণোক্তনিয়মবতাং চতুর্ণামপি বর্ণানাং স্ত্রীপুংসাধারণ্যেন ব্রতেষ্বধিকারঃ।

নিজবর্ণাশ্রমাচারঃ নিয়তশুদ্ধমানসঃ।
ব্রতেষ্বধিকৃতো রাজন্নন্যথা বিফলঃ শ্রমঃ।
অলুব্ধঃ সত্যবাদী চ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
ব্রতেষ্বধিকৃতো রাজন্নন্যথা বিফলঃ শ্রমঃ॥
পূর্ব্বং নিশ্চিত্য শাস্ত্রার্থং যথাবৎ কর্ম্মকারকঃ।
অবেদনিন্দকো ধীমানধিকারী ব্রতাদিষু॥
শ্রাদ্ধকর্ম্মতপশ্চৈব সত্যমক্রোধ এব চ।
স্বেষু দারেষু সন্তোষঃ শৌচং নিত্যানসূয়তা।
আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্ম্মঃ সাধারণো মতঃ॥"

(হেমাদ্রিব্রতখ°)

চারিবর্ণের স্ত্রী মাত্রেরই ব্রতানুষ্ঠানে অধিকার আছে। কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে একটু বিশেষ বিধি এই যে, সধবা স্ত্রী স্বামীর অনুজ্ঞা লইয়া ব্রত করিবেন, অনুজ্ঞা ব্যতীত ব্রত করিতে পারিবেন না, কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে তাহাদের পক্ষে পৃথক্ যজ্ঞ, ব্রত, উপবাস প্রভৃতি কিছুই নাই, একমাত্র পতিশুশ্রূষাই তাহাদের ধর্ম্ম, ইহা দ্বারাই তাহারা উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিয়া থাকে।

অবিবাহিতা কন্যা পিতার আদেশে এবং সধবা পতির আজ্ঞায় ও বিধবা পুত্রের অনুজ্ঞা লইয়া ব্রতাচরণ করিবে।

"তত্রায়ং পরো বিশেষঃ যৎ স্ত্রীণাং ভর্ত্রাজ্ঞাং বিনা ন স্বাতন্ত্র্যেণ ব্রতাদিষ্বধিকারঃ —

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণম্।
পতিং শুশ্রূষতে যত্তু তেন স্বর্গে মহীয়তে॥
নারী চ ত্বননুজ্ঞাতা পিত্রা ভর্ত্রা সুতেন বা।
বিফলং তদ্ভবেত্তস্যা যৎ করোত্যৌর্দ্ধদেহিকম্॥

পিত্রেতি কন্যাত্বে, ভর্ত্রেতি সৌভাগ্যদশায়াং, সুতেনেতি বৈধব্যদশায়াং, ঔর্দ্ধদেহিকং ব্রতাদি।" (হেমাদ্রিব্রতখ°)

কুমারী, সধবা ও বিধবা স্ত্রী মাত্রেরই পিতা, পতি ও পুত্রের আদেশে ব্রতধারণ বিধেয়। অন্যথা তাহারা ব্রতের ফলভাগিনী হইবে না।

ব্রতাচরণ করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বদিন সংযত হইয়া থাকিতে হয়। পরে ব্রতারম্ভ দিনে সঙ্কল্প করিয়া করিতে হয়। ব্রতের পূর্ব্বদিন ব্রীহি, ষষ্টিক, মুদ্গ, কলায়, জল, দুগ্ধ, শ্যামাক, নীবার ও গোধূম এই সকল দ্রব্য ভোজন করিতে পারে, কিন্তু কুষ্মাণ্ড, অলাবু, বার্ত্তাকু, পালঙ্কী, জ্যোৎস্নিকা এই সকল দ্রব্য ভোজন নিষিদ্ধ।

চরু, শক্তু, শাক, দধি, ঘৃত, মধু, শ্যামাক, শালি, নীবার, মূল এবং পত্রাদিও ভোজন করা যাইতে পারে। মধু ও মাংস নিষিদ্ধ।

"ব্রীহিষষ্টিকমুদ্গাশ্চ কলায়াঃ সলিলং পয়ঃ।
শ্যামাকাশ্চৈব নীবারা গোধূমাদ্যা ব্রতে হিতাঃ॥
কুষ্মাণ্ডালাবুবার্ত্তাকী পালঙ্কীজ্যোৎস্নিকাস্ত্যজেৎ।
চরুভৈক্ষং শক্তুকণাঃ শাকং দধি ঘৃতং মধু॥"

(হেমাদ্রিব্রতখ°)

এই দিন ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়। ব্রহ্মচর্য্য শব্দে অষ্টাঙ্গ মৈথুননিবৃত্তি বুঝিতে হইবে। ব্রতকারী, এই দিনে সকল ভূতের প্রতি দয়া, ক্ষান্তি, অনসূয়া, শৌচ প্রভৃতি পালন করিয়া চলিবেন।

ব্রতারম্ভ কালে অশৌচাদি হইলে ব্রত করিতে নাই। কিন্তু ব্রতারম্ভের পর যদি ব্রতদিনে অশৌচ হয়, তাহা হইলে ব্রত করিতে পারিবে, তাহাতে দোষ নাই। অর্থাৎ একটী ব্রত ৭ বৎসর ধরিয়া করিতে হয়, তন্মধ্যে যে বারে প্রথম ব্রতারম্ভ হইবে,

সেই বারে অশৌচাদি ঘটিলে করিতে পারিবে না। কিন্তু পর বৎসরে যদি ব্রতের সমসময়ে অশৌচ বা স্ত্রী রজস্বলা হয়, তাহা হইলে ব্রত বাধ হইবে না, অপর দ্বারা করা যাইবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রত করিবেন, উপবাসাদি নিজেই করিবে, উপবাসে অসমর্থ হইলে রাত্রিতে ভোজন করিবে, অত্যন্ত অসমর্থ হইলে পুত্রাদি প্রতিনিধি দ্বারা উপবাস করাইবে। স্বামীর ব্রতে স্ত্রী, এবং স্ত্রীর ব্রতে স্বামী প্রতিনিধি হইতে পারে। তাহা না হইলে পুত্র, ভ্রাতা বা ভগিনী প্রতিনিধি হইবে। ইহারা না হইলে ব্রাহ্মণকেও প্রতিনিধি করা যাইতে পারে।

"ব্রতযজ্ঞবিবাহেষু শ্রাদ্ধে হোমেঽর্চ্চনে জপে।
আরব্ধে সূতকং ন স্যাদনারব্ধে তু সূতকম্॥
তত্র বিশেষয়তি মৎস্যপুরাণম্—
গর্ভিণী সূতিকা নক্তং কুমারী চ রজস্বলা।
যদা শুদ্ধা তদান্যেন কারয়েৎ ক্রিয়তে সদা॥
উপবাসাশক্তৌ তু নক্তং ভোজনং কুর্ব্বীত।
উপবাসেষ্বশক্তানাং নক্তং ভোজনমিষ্যতে।
ইতি বচনান্তরাৎ অশুদ্ধা চেৎ পূজাং কারয়েৎ, কায়িকঞ্চোপবাসাদিকং সদা শুদ্ধয়া অশুদ্ধয়া বা স্বয়ং ক্রিয়তে। অত্যন্তাসামর্থ্যে পুত্রাদিপ্রতিনিধিদ্বারা উপবাসঃ কার্য্যঃ। তদভাবেঽনুকল্পঃ
ভার্য্যা ভর্ত্তৃব্রতং কুর্য্যাৎ জায়ায়াশ্চ পতিস্তথা।
অসামর্থ্যাৎ দ্বয়োস্তাভ্যাং ব্রতভঙ্গো ন জায়তে॥
পুত্রং বা বিনয়োপেতং ভগিনীং ভ্রাতরং তথা।
এষামভাবে এবাঙ্গং ব্রাহ্মণং বিনিয়োজয়েৎ॥" (হেমাদ্রিব্রতখ°)

যথাবিধানে ব্রত গ্রহণ করিলে সমাপনান্তে সেই ব্রতের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। ব্রত বিশেষে ৫, ৭, ১৪ প্রভৃতি বৎসরে তাহার প্রতিষ্ঠা বিহিত হইয়াছে। যদি কেহ ব্রত আরম্ভ করিয়া ব্রতের সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত না বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রতের অসমাপ্তি জন্য দোষ হইবে না। ব্রতের ফলভাগী হইবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি লোভ, মোহ, প্রমাদবশতঃ ব্রতভঙ্গ করে, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানের পর পুনর্ব্বার ঐ ব্রত করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে লিখিত আছে যে, তিন দিন উপবাস এবং কেশমুণ্ডন করিবে। কেশমুণ্ডন যদি না করে, তাহার মূল প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। উপবাস করিতে না পারিলে ২৪ পণ বরাটক-দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। কিন্তু সধবা স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে বিশেষ এই যে, তাহাদের কেশবপন করিতে নাই। তাহাদের কেশের অগ্রভাগ হইতে দুই অঙ্গুল পরিমাণ কেশ-ছেদন করিলেই হইবে। এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পরে আবার ব্রত করিবে। যদি কেহ সঙ্কল্প করিয়া ব্রতগ্রহণপূর্ব্বক সেই ব্রত না করে, তাহা হইলে জীবিতাবস্থায় চণ্ডালত্ব এবং মরণের পর কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হয়।

"আরব্ধব্রতস্যাসমাপ্তৌ মরণেঽপি তৎফলপ্রাপ্তিমাহাঙ্গিরাঃ—
যো যদর্থং চরেদ্ধর্ম্মং ন সমাপ্য মৃতো ভবেৎ।
স তৎপুণ্যফলং প্রেত্য প্রাপ্নুয়াদঙ্গিরাব্রবীৎ॥
'প্রেত্য পরলোকে' শাম্বপুরাণং—
লোভান্মোহাৎ প্রমাদাদ্বা ব্রতভঙ্গো যদা ভবেৎ।
উপবাসত্রয়ং কুর্য্যাৎ কুর্য্যাদ্বা কেশমুণ্ডনম্॥
মোহো ভ্রমঃ, প্রমাদোঽনবধানতা, বা শব্দঃ সমুচ্চয়ে, তেন মুণ্ডনঞ্চ কার্য্যং মুণ্ডনাকরণে দ্বিগুণং প্রায়শ্চিত্তং। উপবাসত্রয়াশক্তৌ চতুর্বিংশতি পণা দেয়াঃ।
বপনং নৈব নারীণাং নানুব্রজ্যা জপাদিকম্।
ন গোষ্ঠে শয়নং তাসাং ন চ দধ্যাদ্গবাজিনম্॥
সর্ব্বান্ কেশান্ সমুদ্ধৃত্য ছেদয়েদঙ্গুলদ্বয়ং।
এবমেব তু নারীণাং মুণ্ডমুণ্ডনমাদিশেৎ॥
প্রায়শ্চিত্তমিদং কৃত্বা পুনরেব ব্রতী ভবেৎ।
জীবন্ ভবতি চাণ্ডালো মৃতঃ শ্বা চাভিজায়তে॥"

(প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃত বচন)

ব্রতগ্রহণ বিষয়ে পূর্ব্বাহ্ণ কালে সঙ্কল্প করিতে হয়। পূর্ব্ব দিনে সংযতচিত্ত হইয়া ব্রতদিন প্রাতঃকালে স্নানসন্ধ্যাদি করিয়া আচমন, সূর্য্যার্ঘ্য, গণেশ, শিবাদি পঞ্চ দেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল প্রভৃতির পূজা, সূর্য্য, সোম ইত্যাদি স্বস্তিবাচন করিয়া পরে সঙ্কল্প করিবে।

"প্রাতঃ সঙ্কল্পয়েদ্বিদ্বানুপবাসব্রতাদিকম্।
নাপরাহ্ণে ন মধ্যাহ্নে পিত্র্যকালৌ হি তৌ স্মৃতৌ॥"

একাহারং পূর্ব্বদিনে কৃত্বা পরদিনে স্নাত্বাচম্য সূর্য্যাদিদেবেভ্যো নিবেদ্য ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ' ইত্যাদি মন্ত্রেণ সান্নিধ্য প্রার্থ্য ব্রতমাচরেৎ, ততঃ সঙ্কল্পয়েৎ।
যাবন্ন দীয়তে চার্ঘ্যং ভাস্করায় মহাত্মনে।
তাবন্ন পূজয়েদ্বিষ্ণুং শঙ্করং বা মহেশ্বরীম্॥
নবগ্রহমখং কৃত্বা ততঃ কর্ম্ম সমাচরেৎ।
অন্যথা ফলদং পুংসাং ন কার্য্যং জায়তে কচিৎ॥
আদিত্যং গণনাথঞ্চ দেবীং রুদ্রং যথাক্রমং।
নারায়ণং বিশুদ্ধাখ্যং অন্তে চ কুলদেবতাম্॥' (হেমাদ্রিব্রতখ°)
ইত্যাদি রূপে পূজাদি করিয়া ব্রতাচরণ করিবে।

ব্রত যে কয় বৎসর সাধ্য হইবে, সেই কয় বৎসর একই নিয়মে ব্রতানুষ্ঠান করিয়া নিয়মিত বৎসর পূর্ণ হইলে বিধি অনুসারে সেই ব্রত প্রতিষ্ঠা করিবে। প্রতিষ্ঠাকালে যদি জন্ম বা মরণাশৌচ হয়, তাহা হইলেও পূর্ব্ব সঙ্কল্পানুসারে প্রতিষ্ঠা

কার্য্য সিদ্ধ হইবে, তাহাতে কোনরূপ দোষ হইবে না। কিন্তু যাহার ব্রত, তিনি উপবাসাদি ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারিবেন না।

যদি কোন দৈবগতিকে প্রতিষ্ঠা বৎসরে প্রতিষ্ঠা না হয়, তাহা হইলে অশৌচে হইবে না। যদি ঐ বৎসর গুরু শুক্রের বাল্য, অস্ত ও বৃদ্ধজনিত অকাল ও মলমাসাদি হয়, তাহা হইলেও প্রতিষ্ঠা হইবে না। যে বৎসর অকাল, মলমাস প্রভৃতি না হয়, এবং অশৌচাদি না থাকে, সেই বৎসরেই প্রতিষ্ঠা হইবে. কিন্তু প্রতিষ্ঠা-বৎসরে প্রতিষ্ঠা না করায় অবশ্য পাপভোগী হইতে হইবে।

ব্রতকারী ব্রতানুষ্ঠানের পর ব্রতকথা শ্রবণ করিবেন। ব্রত প্রতিষ্ঠা হইয়া গেলে আর কথা শুনিতে হয় না। কিন্তু কোন কোন ব্রতে বিশেষ আছে যে, প্রতিষ্ঠার পরও কথাশ্রবণ, ও ডোরোৎসর্গ করিতে হয়, যেমন কুকুটীসপ্তমীব্রতে প্রতিষ্ঠার পরও যাবজ্জীবন ব্রতকথা শ্রবণ ও ডোর ধারণ করিতে হয়।

প্রত্যেক ব্রতের বিশেষ বিবরণ তত্তদ্ শব্দে লিখিত হইয়াছে, এই জন্য এই স্থলে আর লিখিত হইল না। অকারাদি ক্রমে কতকগুলি ব্রতের নাম নির্দ্দিষ্ট হইল। ভবিষ্য পুরাণ, মৎস্যপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি পুরাণ সমূহে এই সকল ব্রতের বিধান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

১। অক্ষয়তৃতীয়া ব্রত—এই ব্রত ভবিষ্যোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে। বৈশাখ মাসের চান্দ্র শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই তিথিতে স্নান, জপ, হোম, স্বাধ্যায়, পিতৃতর্পণ, দান প্রভৃতি যাহা কিছু করা যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। এই তিথি সত্য যুগাদ্যা। এই তিথিতে সকল ফল অক্ষয় হইয়া থাকে, এই জন্য এই তিথির নাম অক্ষয়া তৃতীয়া।

২। অক্ষয়ফলাবাপ্তি ফলকাখ্য তৃতীয়া ব্রত—এই ব্রত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত হইয়াছে। অক্ষয়া তৃতীয়ার দিন উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩। অখণ্ডৈকাদশী ব্রত—এই ব্রতবিধান বামনপুরাণে লিখিত আছে। আশ্বিন মাসের শুক্ল একাদশীর দিন এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়।

৪। অগ্নিচতুর্থী ব্রত—এই ব্রত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে। ফাল্গুন মাসের শুক্লাচতুর্থীর দিন এই ব্রত করিতে হয়।

৫। অঘোরাখ্যচতুর্দ্দশী—ভবিষ্যোত্তরে এই ব্রতবিধান আছে, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর নাম অঘোরাখ্য চতুর্দ্দশী, এই তিথিতে ব্রত করিতে হয়। রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে এই ব্রতের বিধান উল্লেখ করিয়াছেন।

৬। অঙ্গারচতুর্থী ব্রত—মৎস্যপুরাণে এই ব্রতের বিধান আছে। যে কোন মাসের মঙ্গলবারে চতুর্থী তিথি হইলে সেই দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

৭। অচলা সপ্তমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে। মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৮। অদারিদ্র্যষষ্ঠীব্রত—স্কন্দপুরাণে এই ব্রত উক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক মাসের ষষ্ঠী তিথিতে এক বৎসর কাল ধরিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৯। অনঘাষ্টমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরে এই ব্রত লিখিত আছে। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১০। অনঙ্গত্রয়োদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরে এই ব্রত উক্ত হইয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। এই ব্রত এক বৎসরসাধ্য।

১১। অনঙ্গত্রয়োদশীব্রত—কালোত্তরে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে। চৈত্র মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২। অনন্তচতুর্দ্দশীব্রত—এই ব্রত ভবিষ্যপুরাণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। এই ব্রত চতুর্দ্দশ বর্ষসাধ্য। ব্রতারম্ভের পর চতুর্দ্দশ বৎসর এই ব্রত প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

১৩। অনন্ততৃতীয়া ব্রত—এই ব্রতের বিধান পদ্মপুরাণে লিখিত আছে। নির্দ্দিষ্ট তৃতীয়া তিথিতে ব্রত করিলে অনন্ত ফল লাভ হয়, এই জন্য ইহার নাম অনন্ত তৃতীয়া ব্রত। শ্রাবণ, বৈশাখ বা অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৪। অনন্তদ্বাদশীব্রত—বিষ্ণুরহস্যে এই ব্রতের বিষয় লিখিত আছে। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে। ইহা এক বৎসরসাধ্য।

১৫। অনন্তপঞ্চমী ব্রত—এই ব্রত স্কন্দ পুরাণের প্রভাস খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। ফাল্গুন মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬। অনন্তফলসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত, ইহা ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে বিহিত হইয়াছে।

১৭। অনোদনসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। বৈশাখ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে উপবাস করিয়া পরদিন সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৮। অপরাজিতাসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত, ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। ইহা বর্ষ সাধ্যব্রত।

১৯। অমাবস্যা ব্রত—কূর্ম্মপুরাণোক্ত ব্রত। যে কোন

অমাবস্যা তিথিতে এই ব্রত করা যায়। অমাবস্যা তিথিতে মহাদেবের উদ্দেশে যে কোন দ্রব্য বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে দান করিলে মহাদেব তাহার উপর প্রীত হন, এবং তৎক্ষণাৎ তাহার সপ্ত জন্ম কৃত পাপ বিনষ্ট হয়।

২০। অভীষ্ট সপ্তমী ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। যে কোন সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করা যায়।

২১। অভুক্তভরণসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২২। অরুন্ধতী ব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। বসন্ত ঋতুতে তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২৩। অর্কব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত এক বৎসর করিতে হয়। প্রত্যেক মাসের শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষের ষষ্ঠী ও সপ্তমী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৪। অর্কসপ্তমী ব্রত—ব্রহ্মপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত দুই বৎসর সাধ্য। ফাল্গুন মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৫। অর্কসম্পুটসপ্তমী ব্রত। ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে সূর্য্যের উদ্দেশে উপবাসাদি করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৬। অর্কাষ্টমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। যে কোন মাসে শুক্লপক্ষে রবিবারে যদি অষ্টমী তিথি হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

২৭। অর্দ্ধশ্রাবণকব্রত—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত ব্রত। শ্রাবণ মাসের শুক্ল পক্ষে এই ব্রত হইয়া থাকে।

২৮। অর্দ্ধোদয় ব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। যে দিন অর্দ্ধোদয় যোগ হয়, সেই দিন এই ব্রত করিতে হয়। মাঘ মাসের অমাবস্যার দিন যদি রবিবার, ব্যতীপাত যোগ ও শ্রবণা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে তাহাকে অর্দ্ধোদয় কহে। প্রথমে বসিষ্ঠ দেব, পরে জামদগ্ন্য ও সনকাদি ঋষিগণ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন।

২৯। অলবণতৃতীয়া ব্রত—ভবিষ্যোক্ত ব্রত। এই ব্রত যাবজ্জীবন করিতে হয়। দ্বিতীয়াতিথিতে উপবাস করিয়া তৃতীয়ার দিন লবণ ভক্ষণ করিতে নাই। প্রতিমাসেই এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত করিলে, পুরুষ মনোরমা পত্নী, এবং স্ত্রী মনোরম পতি লাভ করিয়া থাকে।

৩০। অবিঘ্ন-বিনায়ক চতুর্থী ব্রত—বরাহপুরাণোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়, এই ব্রতের ফলে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয়।

৩১। অবিয়োগ-তৃতীয়া ব্রত—কালিকাপুরাণোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে উপবাস ও রাত্রিতে চন্দ্রদর্শন করিয়া পায়স ভোজন এবং পর দিন তৃতীয়ায় এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত স্ত্রীদিগের অবৈধব্যকর।

৩২। অবিয়োগ দ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া করিতে হয়।

৩৩। অব্যঙ্গসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়। শ্রাবণের শুক্লসপ্তমী তিথিতে এই ব্রত শেষ হয়।

৩৪। অশূন্য-শয়ন দ্বিতীয়া ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। চাতুর্ম্মাস্যে অর্থাৎ শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই চারিমাসে কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৩৫। অশোকত্রিরাত্রব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ, জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র এই তিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৬। অশোকপূর্ণিমা ব্রত। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। ফাল্গুনী পূর্ণিমার নাম অশোক-পূর্ণিমা, এই পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৭। অশোক-প্রতিপদ ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লা প্রতিপদ্ তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত করিলে পিতা, ভ্রাতা, পতি, পুত্র প্রভৃতির শোক হয় না।

৩৮। অশোকাষ্টমী ব্রত—লিঙ্গপুরাণোক্ত ব্রত, এই ব্রত চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে করিতে হয়। এই দিনে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ৮টী অশোকপুষ্পকলিকা পান করিতে হয়। এই ব্রত ফলে শোক হয় না।

ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে অন্য প্রকার আরও একটী অশোকাষ্টমী ব্রত আছে।

৩৯। অহিংসা ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। অব্দান্তে এই ব্রত করিতে হয়।

৪০। আগ্নেয়ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। যে কোন নবমী তিথিতে এই ব্রত করা যায়।

৪১। আজ্ঞাসংক্রান্তি ব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। সংক্রান্তিতে এই ব্রত করিতে হয়। ইহার ফলে আজ্ঞা অপ্রতিহত হইয়া থাকে।

৪২। আদিত্য ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত, এক বৎসর করিতে হয়। যে মাসের রবিবারে এই ব্রত গ্রহণ করা হয়, তাহার দ্বাদশ মাস পরে এই ব্রত শেষ হইবে।

৪৩। আদিত্যশয়ন ব্রত—আদিত্যপুরাণোক্ত ব্রত। যদি রবিবারে কিংবা সংক্রান্তির দিন হস্তা নক্ষত্র ও সপ্তমী তিথি হয়, তাহা হইলে সেই দিনে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৪৪। আদিত্য-নন্দাদি ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। রবিবারে যদি দ্বাদশী তিথি ও হস্তানক্ষত্র হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

৪৫। আনন্দব্রত—মৎস্যপুরাণোক্ত ব্রত। চৈত্র মাস হইতে আরম্ভ করিয়া চারিমাস এই ব্রত করিতে হয়।

৪৬। আনন্দ-পঞ্চমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। নাগ পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৭। আনন্দনবমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লা নবমী তিথিকে আনন্দ নবমী কহে। এই ব্রত করিতে হইলে ফাল্গুন মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে একবার ভোজন এবং ষষ্ঠী তিথিতে রাত্রিকালে ভোজন, এবং সপ্তমী তিথিতে অযাচিত রূপে ভোজন এবং অষ্টমীতে উপবাস করিয়া পরে নবমী তিথিতে এই ব্রত কবিবে।

৪৮। আয়ুদব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই চারিমাস কাল রাত্রিতে ভোজন করিয়া করিতে হয়।

৪৯। আরোগ্যব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের পূর্ণিমার পর প্রতিপদ হইতে আশ্বিনের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই ব্রত কবিতে হয়।

বরাহপুরাণে আরও একটী অন্য প্রকার আরোগ্যব্রতের উল্লেখ আছে। মাঘ মাসের সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৫০। আরোগ্য-দশমী ব্রত—গরুড়পুরাণোক্ত ব্রত। নবমী তিথিতে উপবাস করিয়া দশমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৫১। আয়ুব্রত—গরুড়পুরাণোক্ত ব্রত। চতুর্দ্দশী তিথিতে সংযত হইয়া পূর্ণিমার দিন এই ব্রত করিতে হয়।

৫২। আয়ুঃসংক্রান্তিব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। সংক্রান্তিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৫৩। আশাদিত্যব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। আশ্বিন মাসের মধ্যে রবিবার দিন এই ব্রত আরম্ভ করিয়া এক বৎসর কাল করিতে হয়।

৫৪। আশ্রমব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৫৫। আষাঢ়ব্রত—মহাভারতোক্ত ব্রত। আষাঢ় মাস ধরিয়া এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রতে আষাঢ়ের প্রতিদিন একবার ভোজন ও বিষ্ণুপূজা করিতে হয়।

৫৬। ইন্দ্রপৌর্ণমাসব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত পূর্ণিমার দিন করিতে হয়। পূর্ণিমার উপবাস করিয়া ৩০ জন দম্পতীকে অলঙ্কারাদিদ্বারা ভূষিত করিয়া তাহাদের পূজা করিবে।

৫৭। ঈশানব্রত—কালিকাপুরাণোক্ত ব্রত। চতুর্দ্দশীতিথিতে বৃহস্পতিবার হইলে এই ব্রত করিতে হয়।

৫৮। ঈশ্বরব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। চতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৫৯। উদকসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত সপ্তমী তিথিতে করিতে হয়।

৬০। উভয়দ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত অগ্রহায়ণ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর করিতে হয়। মাসের উভয় একাদশীর দিন উপবাস করিয়া দ্বাদশীর দিন এই ব্রত করিতে হয়।

৬১। উভয়নবমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রতও এক বৎসর করিতে হয়। মাসের উভয় নবমীতিথিতে এই ব্রতের অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে।

৬২। উভয়সপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রতও একবৎসরসাধ্য। মাসের উভয় সপ্তমীতে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

৬৩। উমামাহেশ্বরতৃতীয়াব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাতৃতীয়াতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

দেবীপুরাণ, ভৃগুসংহিতা ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে আরও তিন প্রকার এই ব্রত আছে।

৬৪। উত্থানবমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লানবমীর নাম উত্থানবমী। এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৬৫। ঋতুব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্তব্রত। এই ব্রত বসন্ত ঋতু হইতে আরম্ভ করিয়া ৬টী ঋতুতে করিতে হয়।

৬৬। ঋষিপঞ্চমীব্রত—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত ব্রত। শ্রাবণের শুক্লাপঞ্চমীর নাম ঋষিপঞ্চমী। এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৬৭। একভক্ত ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্রমাসে একবারমাত্র ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৬৮। ঐশ্বর্য্যতৃতীয়াব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৬৯। কদলীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্তব্রত। এই ব্রত ভাদ্র মাসের শুক্লাচতুর্দ্দশী তিথিতে করিতে হয়।

৭০। কন্দুচতুর্থীব্রত—মাঘমাসের শুক্লাচতুর্থীর নাম কন্দুচতুর্থী। এই দিনে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৭১। কপিলাষষ্ঠীব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষষ্ঠীতিথিতে যদি ব্যতীপাতযোগ ও রোহিণী নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে তাহাকে কপিলাষষ্ঠী কহে। এই ষষ্ঠীতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৭২। করণব্রত—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘমাসের শুক্ল পক্ষে যে দিন ববকরণ হয়, সেই দিন এই ব্রত করিতে হয়।

৭৩। কমলসপ্তমীব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লাসপ্তমীকে কমলসপ্তমী কহে, এই তিথিতে ঐ ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৭৪। কল্কিদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৭৫। কল্পবৃক্ষব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। পয়োব্রতের নিয়মানুসারে তিন দিন অবস্থান ও কাঞ্চনকল্পপাদপ প্রস্তুত করিয়া এই ব্রত করিবে।

৭৬। কল্যাণসপ্তমীব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। রবিবারে যদি শুক্লাসপ্তমী হয়, তাহাকে কল্যাণসপ্তমী কহে। এই তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৭৭। কাঞ্চনপুরীব্রত - গরুড়পুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত শুক্লাতৃতীয়া, কৃষ্ণাএকাদশী, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, অমাবস্যা ও অষ্টমী এই সকল পর্ব্বদিনে করিতে হয়।

৭৮। কামব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত চৈত্রমাসের ত্রয়োদশীতিথিতে করিতে হয়।

৭৯। কামদাসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। ফাল্গুনমাসের শুক্লাসপ্তমীর নাম কামদাসপ্তমী। এই তিথিতে ঐ ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৮০। কামদেবব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত বৈশাখমাসের শুক্লাত্রয়োদশীতিথিতে আরম্ভ করিয়া চৈত্রশুক্লাত্রয়োদশীতে শেষ করিতে হয়।

৮১। কামধেনুব্রত—বহ্নিপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত কার্ত্তিক মাসে করিতে হয়।

৮২। কামব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত ত্রয়োদশী তিথিতে বিহিত হইয়াছে।

৮৩। কামষষ্ঠীব্রত—বরাহপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘমাসের শুক্লাষষ্ঠী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত এক বৎসরসাধ্য।

৮৪। কামাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৮৫। কার্ত্তিকমাসব্রত—নারদোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসে এই ব্রত করিতে হয়।

৮৬। কার্ত্তিকেয়ষষ্ঠীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাষষ্ঠীতিথিকে কার্ত্তিকেয়ষষ্ঠী কহে। এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৮৭। কালরাত্রিব্রত—কালিকাপুরাণোক্তব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৮৮। কালাষ্টমীব্রত—বামনপুরাণোক্তব্রত। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতিথিতে যদি মৃগশিরা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে তাহাকে কালাষ্টমী কহে। এই তিথিতে উক্ত ব্রত অভিহিত হইয়াছে।

৮৯। কীর্ত্তিব্রত—পদ্মপুরাণোক্তব্রত। এই ব্রত অষ্টমীতিথিতে করিতে হয়।

৯০। কুক্কুটীব্রত—ভবিষ্যোক্তব্রত। এই ব্রত ভাদ্র মাসের শুক্লাসপ্তমীতিথিতে করিতে হয়।

৯১। কুবেরতৃতীয়াব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্তব্রত। এই ব্রত তৃতীয়াতিথিতে করিতে হয়।

৯২। কুমারষষ্ঠীব্রত—কালোত্তরোক্তব্রত। এই ব্রত শুক্লাষষ্ঠী হইতে আরম্ভ করিয়া করিতে হয়।

৯৩। কুম্ভীব্রত—স্কন্দপুরাণোক্তব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লাএকাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৯৪। কূর্ম্মদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যোক্তব্রত। এই ব্রত পৌষ মাসের শুক্লাদ্বাদশীতে করিতে হয়।

৯৫। কৃচ্ছ্রব্রত—বিষ্ণুরহস্যোক্তব্রত। এই ব্রত কার্ত্তিক মাসের শুক্লৈকাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত করিতে হয়।

৯৬। কৃচ্ছ্রচতুর্থীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্তব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাচতুর্থীতিথিতে ইহা করিতে হয়।

৯৭। কৃত্তিকাব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্তব্রত। কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৯৮। কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্তব্রত। ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতিথিতে মহাদেবের উদ্দেশে রাত্রিকালে এই ব্রত করিতে হয়।

৯৯। কৃষ্ণাদ্বাদশীব্রত—বরাহপুরাণোক্তব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাদ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১০০। কৃষ্ণব্রত—পদ্মপুরাণোক্তব্রত। একাদশী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১০১। কৃষ্ণষষ্ঠীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্তব্রত। এই ব্রত অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষষ্ঠীতিথিতে বিহিত হইয়াছে।

১০২। কৃষ্ণাষ্টমীব্রত—দেবীপুরাণোক্তব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১০৩। কৃষ্ণৈকাদশীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্তব্রত। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাএকাদশীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১০৪। কোকিলাব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্তব্রত। আষাঢ়-

পূর্ণিমার দিন আরম্ভ করিয়া শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

১০৫। কোটীশ্বরীতৃতীয়াব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতিথিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া ৪ বৎসর পরে ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। এই ব্রতফলে দরিদ্রও কোটি-পতি হইয়া থাকে।

১০৬। কৌমুদীব্রত—বিষ্ণুরহস্যোক্ত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১০৭। ক্ষেমব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। চতুর্দ্দশীতে যক্ষ ও রক্ষোগণের পূজা করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১০৮। গণপতিচতুর্থীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। গণপতি চতুর্থীতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত ২ বৎসরসাধ্য। ইহাতে গণপতি পরিতুষ্ট হইয়া অভীষ্ট ফলপ্রদান করেন।

১০৯। গন্ধব্রত—শিবধর্ম্মোক্ত ব্রত। পূর্ণিমার দিন উপবাস করিয়া মহাদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত একবৎসরসাধ্য।

১১০। গলন্তিকাব্রত—শিবরহস্যোক্ত ব্রত। গ্রীষ্মকালে মহা-দেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১১১। গায়ত্রীব্রত—গরুড়পুরাণোক্ত ব্রত। শুক্লাচতুর্দ্দশী তিথিতে ভগবান্ সূর্য্যদেব উদয়ের পূর্ব্বে গায়ত্রীজপদ্বারা সূর্য্যের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রতফলে সকল রোগ প্রশমিত হয়।

১১২। গুড়তৃতীয়াব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্তব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লাতৃতীয়াতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১১৩। গুণাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুপুরাণোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে এই ব্রত করিতে হয়।

১১৪। গুরুব্রত—ভবিষ্যোক্ত ব্রত। বৃহস্পতিগ্রহের প্রীতির জন্য এই ব্রত করিতে হয়।

১১৫। গুর্ব্বষ্টমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমীতিথিতে গুরুবার হইলে এই ব্রত করিতে হয়।

১১৬। গুহ্যকদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। দ্বাদশী তিথিতে গুহ্যকদিগের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১১৭। গৃহপঞ্চমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত পঞ্চমীতিথিতে করিতে হয়।

১১৮। গোপদত্রিরাত্রব্রত—ভবিষ্যোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া ও চতুর্থী এই দুই তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

১১৯। গোপালনবমীব্রত—গরুড়পুরাণোক্ত ব্রত। নবমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২০। গোময়াদিসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২১। গৌরীচতুর্থী ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্লাচতুর্থীর নাম উমাচতুর্থী। এই চতুর্থী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২২। গৌরীব্রত—কালোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্রশুক্লতৃতীয়াতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত স্ত্রীদিগের সৌভাগ্যবর্দ্ধক।

১২৩। গোবৎসদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২৪। গোবিন্দদ্বাদশীব্রত—বিষ্ণুরহস্যোক্ত ব্রত। গোবিন্দ দ্বাদশীতে বিষ্ণুর উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১২৫। চণ্ডিকাব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। প্রতি মাসের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীতিথিতে চণ্ডিকাদেবীর উদ্দেশে এই ব্রত এক বৎসর করিতে হয়।

১২৬। চতুর্দ্দশীজাগরণব্রত—কালিকাপুরাণোক্তব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লাচতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২৭। চতুর্দ্দশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। চতুর্দ্দশীতিথিতে মহাদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১২৮। চতুর্দ্দশ্যষ্টমীনক্তব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। শুক্ল পক্ষের চতুর্দ্দশীতিথিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া প্রতি মাসের দুই অষ্টমী ও দুই চতুর্দ্দশী তিথিতে মহাদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১২৯। চতুর্মাসীব্রত—ইহাকে চাতুর্মাস্যব্রতও কহে। ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশী পর্য্যন্ত এই চারি মাস করিতে হয়।

১৩০। চতুর্ম্মূর্ত্তিচতুর্থীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্তব্রত। চৈত্রমাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৩১। চতুর্যুগব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোক্ত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ হইতে চতুর্থী পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

১৩২। চন্দ্রব্রত—বরাহপুরাণোক্ত ব্রত। পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত পঞ্চদশবর্ষসাধ্য।

১৩৩। চন্দ্ররোহিণীশয়নব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। সোম-বারে যদি পূর্ণিমা তিথি বা রোহিণী নক্ষত্র হয় তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

১৩৪। চন্দ্রার্কব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্রসূর্য্য একত্র অবস্থান করেন, এই দিনে এই উভয়ের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১৩৫। চম্পাষষ্ঠীব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্রমাসের ষষ্ঠী

তিথিতে বৈধৃতিযোগ, বিশাখানক্ষত্র, মঙ্গলবার হয়, তাহা হইলে তাহাকে চম্পাষষ্ঠী কহে। এই তিথিতে উক্ত ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৩৬। চান্দ্রায়ণব্রত—ব্রহ্মপুরাণোক্ত ব্রত। পৌষ মাসের শুক্লাচতুর্দ্দশীতে, পাপনাশের জন্য এই ব্রত বিহিত হইয়াছে। শাস্ত্রে অপর প্রকার চান্দ্রায়ণব্রতেরও বিধান আছে। যেমন চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি হয়, সেইরূপ আহারের হ্রাসবৃদ্ধিমূলক এই চান্দ্রায়ণব্রত অভিহিত হইয়াছে। এই ব্রত পাপক্ষয়সাধন।

১৩৭। চিত্রভানুসপ্তমীব্রত— ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে যদি চিত্রানক্ষত্র হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

১৩৮। চৈত্রভাদ্রমাঘতৃতীয়াব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত চৈত্র, ভাদ্র ও মাঘমাসের শুক্লা তৃতীয়াতিথিতে করিতে হয়।

১৩৯। চৈত্রশুক্লপ্রতিপদ্‌বিহিততিলকব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। চৈত্রশুক্লা প্রতিপদে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৪০। জয়ন্তীসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘমাসের শুক্লাসপ্তমীর নাম জয়ন্তীসপ্তমী। এই তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

১৪১। জয়পৌর্ণমাসীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৪২। জয়াপঞ্চমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লাপঞ্চমীকে জয়াপঞ্চমী কহে। এই পঞ্চমী তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

১৪৩। জয়াবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমাতিথির পর প্রতিপদতিথি হইতে আরম্ভ করিয়া একমাস এই ব্রত করিতে হয়।

১৪৪। জয়াসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। যদি শুক্লপক্ষের সপ্তমীতিথিতে রোহিণী, অশ্লেষা, মঘা বা হস্তানক্ষত্র হয়, তাহাহইলে তাহাকে জয়াসপ্তমী কহে। ঐদিনে এই ব্রত করিবে।

১৪৫। জাতিত্রিরাত্রব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসের ত্রয়োদশীতিথি হইতে আরম্ভ করিয়া তিন দিন এই ব্রত করিতে হয়।

১৪৬। জামদগ্ন্যদ্বাদশীব্রত—ধরণীকথিত ব্রত। ইহা বৈশাখমাসের দ্বাদশীতে করিতে হয়।

১৪৭। জ্ঞানাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। সমস্ত বৈশাখমাসে রাত্রিকালে ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১৪৮। জ্যেষ্ঠাব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। এই ব্রত ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের যে দিনে জ্যেষ্ঠানক্ষত্র হয়, সেই দিন এই ব্রত করিতে হয়।

১৪৯। জ্যৈষ্ঠব্রত—মহাভারতবর্ণিত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসে এই ব্রত করিতে হয়।

১৫০। তপশ্চরণসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের সপ্তমীতিথিতে ইহা করিতে হয়।

১৫১। তপোব্রত—পদ্মপুরাণবর্ণিত ব্রত। মাঘ মাসের সপ্তমী তিথিতে আদ্রবাস হইয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১৫২। তাম্বূলসংক্রান্তি ব্রত - স্কন্দপুরাণকথিতব্রত। এই ব্রত চৈত্রসংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর প্রতি সংক্রান্তিতে করিতে হয়।

১৫৩। তারকদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে তারকদ্বাদশী কহে। সেই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

১৫৪। তিথিনক্ষত্রবারব্রত—কালোত্তরকথিত ব্রত। তিথি, নক্ষত্র ও বারবিশেষের যোগ হইলে সেইদিনে এই ব্রত করিতে হয়। বুধবার, রোহিণীনক্ষত্র ও অষ্টমীতিথি এবং বৃহস্পতিবার শুক্লা চতুর্দ্দশী ও পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত হইলে এই ব্রত হয়। এইরূপ প্রায় সকল নক্ষত্র, বার ও তিথিবিশেষের যোগে এই ব্রত হইবে।

১৫৫। তিথিযুগলব্রত—যমস্মৃত্যুক্ত ব্রত। মাসের দুই অষ্টমী, দুই চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা এই যুগল তিথিতেই উক্ত ব্রত করিতে হয়।

১৫৬। তিন্দুকাষ্টমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণকথিত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিকে তিন্দুকাষ্টমী কহে। সেই দিনে ঐ ব্রত করিতে হয়।

১৫৭। তিলদাহী ব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। পৌষ মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৫৮। তিল দ্বাদশীব্রত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে যদি পূর্ব্বাষাঢ়া বা মূলা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

১৫৯। তীর্থব্রত—সৌরপুরাণোক্ত ব্রত। শিবক্ষেত্রে নিজ চরণদ্বয় ভেদ করিয়া যাবজ্জীবন অবস্থান করিলে অন্তে মুক্তি হয়।

১৬০। তুরগ সপ্তমীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬১। তুষ্টিপ্রাপ্তিতৃতীয়াব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে যদি শ্রবণা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে সেই দিনে এই ব্রত হয়। কিন্তু শ্রাবণের কৃষ্ণা তৃতীয়ার দিন শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ অতি দুর্ঘট।

১৬২। তেজঃসংক্রান্তিব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত বিশেষ। এই ব্রত চৈত্র সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি

সংক্রান্তিতে করিতে হয়। এক বৎসর পরে ব্রত প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

১৬৩। ত্রয়োদশদ্রব্যসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। উত্তরায়ণ অতীত হইলে শুক্লপক্ষে রবিবারে সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬৪। ত্রিগতিসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬৫। ত্রিবিক্রমতৃতীয়া ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬৬। ত্রিবিক্রমত্রিরাত্রশত ব্রত—বিষ্ণুরহস্যকথিত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬৭। ত্রিবিক্রম ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। কার্ত্তিক মাস হইতে আরম্ভ করিয়া তিন মাস যাবৎ ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬৮। ত্র্যম্বকব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। চতুর্দ্দশী তিথিতে মহাদেবের উদ্দেশে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৬৯। দশাদিত্য ব্রত—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কথিত ব্রত। এই ব্রত শুক্লপক্ষের রবিবারে যদি দশমীতিথি হয়, তাহা হইলে ঐদিনে ভগবান্ সূর্য্যদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়, এই ব্রত ফলে দুর্দ্দশা দূর হয়।

১৭০। দশাবতারব্রত—বিষ্ণুপুরাণে লিখিত ব্রত। একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৭১। দাম্পত্যাষ্টমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৭২। দিবাকর ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। রবিবারে যদি হস্তা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে উক্ত ব্রত হইবে।

১৭৩। দীপ্তি ব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। এই ব্রতে সন্ধ্যাকালে দীপ দান করিতে হয়।

১৭৪। দুর্গন্ধদৌর্ভাগ্যনাশনত্রয়োদশী ব্রত—ভবিষ্যকথিত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন এই ব্রত করিতে হয়।

১৭৫। দুর্গানবমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। আশ্বিন শুক্লা নবমী তিথিতে ভগবতী দুর্গা দেবীর উদ্দেশে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৭৬। দুর্গাব্রত—দেবীপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১৭৭। দুর্গাগণপতি-চতুর্থী ব্রত—সৌরপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের শুক্লা চতুর্থী বা কার্ত্তিক মাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৭৮। দূর্ব্বাত্রিরাত্র ব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৭৯। দূর্ব্বাষ্টমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত ৮ বৎসর পর্য্যন্ত করিয়া পরে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

১৮০। দেবমূর্ত্তি ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর কথিত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া চারিদিন এই ব্রত করিতে হয়।

১৮১। দেবব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। এক বৎসর পর্য্যন্ত রাত্রিকালে এই ব্রত করিতে হয়। কালোত্তরোক্ত ব্রত ভেদ। চতুর্দ্দশী তিথিতে বৃহস্পতিবারে এই ব্রত হইয়া থাকে।

১৮২। দেবীব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এইরূপ কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতেও দেবীপুরাণোক্ত ব্রত বিশেষের বিধান আছে।

১৮৩। দ্বাদশসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর যাবৎ দ্বাদশ মাসের ১২টী সপ্তমী তিথিতেই এই ব্রত করিতে হইবে। এই ব্রতে প্রতিমাসে ভিন্ন ভিন্ন বিধি আছে।

১৮৪। দ্বাদশসাধ্যতৃতীয়া ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। এই ব্রত তৃতীয়া তিথিতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ মাসের সকল তৃতীয়াতেই উপবাস করিয়া করিতে হয়। এক বৎসর পরে ইহার প্রতিষ্ঠা হইবে।

১৮৫। দ্বাদশাদিত্যব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া ১২ মাসে ধাতা প্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্যের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১৮৬। দ্বাদশীব্রত—কূর্ম্মপুরাণে কথিত ব্রত। শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতিথিতে এই ব্রত করিবে।

১৮৭। দ্বীপব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর কথিত ব্রত। চৈত্র শুক্ল পক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন জম্বু প্রভৃতি সপ্ত দ্বীপের পূজা করিতে হয়।

১৮৮। ধনসংক্রান্তি ব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। মহাবিষ্ণু সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর প্রতি সংক্রান্তিতে এই ব্রত করিতে হয়। বৎসর পূর্ণ হইলে প্রতিষ্ঠা বিধেয়।

১৮৯। ধনাবাপ্তি ব্রত—ধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। শ্রাবণী পূর্ণিমার পর প্রতিপদ্ তিথি হইতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে। এই ব্রতের ফলে নির্ধন ধনবান্ হইয়া থাকে।

১৯০। ধন্তব্রত—বরাহপুরাণে কথিত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ তিথিতে উপবাস করিয়া রাত্রিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৯১। ধরাব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। উত্তরায়ণে শুভদিনে কাঞ্চনময়ী ধরা প্রস্তুত করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১৯২। ধর্ম্মব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে ধর্ম্মরাজের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১৯৩। ধান্তব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। বিষুবসংক্রান্তিতে সূর্য্যদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১৯৪। ধান্তসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। শুক্লা সপ্তমীতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৯৫। ধাম ত্রিরাত্রব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত—ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা হইতে তিন দিন এই ব্রত করিতে হয়।

১৯৬। ধারাব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। চৈত্রমাস হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১৯৭। ধ্বজনবমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। পৌষ মাসের শুক্লা নবমীর নাম ধ্বজনবমী। ঐ তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৯৮। ধ্বজব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। চৈত্র মাস হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত দ্বাদশবৎসরসাধ্য।

১৯৯। নক্তচতুর্থীব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। বিনায়ক চতুর্থীতে এই ব্রত করিতে হয়।

২০০। নক্ষত্রপুরুষ ব্রত—মৎস্তপুরাণোক্ত ব্রত। চৈত্রমাসে এই ব্রত করিতে হয়।

২০১। নক্ষত্রার্থব্রত—দেবীপুরাণোক্ত ব্রত। মৃগশিরা নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২০২। নদীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত—চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন যথাক্রমে হ্লদিনী, হ্লাদিনী, পাবনী, সীতা, ইক্ষু, সিন্ধু ও ভাগীরথী নদীর পূজা করিবে।

২০৩। নন্দব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিবে।

২০৪। নন্দাদিব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। রবিবারে এই ব্রত করিতে হয়।

২০৫। নন্দাব্রত—দেবীপুরাণোক্ত ব্রত। শ্রাবণ মাসে এই ব্রত করিতে হয়।

২০৬। নন্দাসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা সপ্তমীর নাম নন্দাসপ্তমী। এই সপ্তমী তিথিতে উক্ত ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২০৭। নয়নপ্রদসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে যদি হস্তানক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে তাহাকে নয়নপ্রদসপ্তমী কহে। এই সপ্তমীতে ঐ ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত বর্ষসাধ্য।

২০৮। নরকপূর্ণিমা ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। পূর্ণিমা তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর প্রতি পূর্ণিমাতে এই ব্রত করিতে হয়।

২০৯। নরসিংহচতুর্দ্দশী ব্রত—নরসিংহপুরাণোক্ত ব্রত। বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীকে নরসিংহ চতুর্দ্দশী কহে। এই চতুর্দ্দশী তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত প্রতি বর্ষে করিবার বিধান আছে।

২১০। নরসিংহত্রয়োদশীব্রত—নরসিংহপুরাণে কথিত ব্রত। বৃহস্পতিবারে যদি ত্রয়োদশী তিথি হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

২১১। নবম্যাদ্যুপবাস ব্রত—মৎস্তপুরাণে কথিত ব্রত। নবমী, অষ্টমী, পূর্ণিমা ও চতুর্দ্দশী এই সকল তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২১২। নবরাত্রি ব্রত—দেবীপুরাণে কথিত ব্রত। দেবী ভাগবত প্রভৃতি পুরাণেও এই ব্রতের বিশেষ বিধান আছে। আশ্বিন শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে ভগবতী দুর্গা দেবীর প্রীতি কামনায় নবমী পর্য্যন্ত ৯ দিন এই ব্রত করিতে হয়।

২১৩। নাগদষ্টোদ্ধরণপঞ্চমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২১৪। নাগপঞ্চমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। নাগপঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২১৫। নাগব্রত—কূর্ম্মপুরাণে কথিত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষে এই ব্রত করিতে হয়।

২১৬। নানাফলপূর্ণিমা ব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা পূর্ণিমা তিথিতে নানাবিধ ফল দ্বারা এই ব্রত করিতে হয়।

২১৭। নামতৃতীয়া ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত প্রতি মাসের তৃতীয়া তিথিতে করিতে হয়। ইহা বর্ষসাধ্য।

২১৮। নামদ্বাদশীব্রত—বিষ্ণুরহস্যোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২১৯—নামনবমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে ভগবতী দুর্গাদেবীর উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

২২০। নামসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্র

মাসের শুক্লপক্ষের, সপ্তমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি-মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হইবে।

২২১। নিক্ষুভার্কসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ষষ্ঠী, সপ্তমীতিথি, সংক্রান্তি বা রবিবার দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

২২২। নির্জলৈকাদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২২৩। নীরাজলদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে নীরাজন দ্বাদশী কহে। এই তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

২২৪। নৃসিংহদ্বাদশী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২২৫। পক্ষসন্ধিব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। পক্ষসন্ধি প্রতিপদ্ তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২২৬। পঞ্চঘটপূর্ণিমা ব্রত—ভবিষ্যোত্তরে কথিত ব্রত। পাঁচটী পূর্ণিমা তিথিতে পাঁচটী ঘটদানরূপ ব্রত।

২২৭। পঞ্চপিণ্ডিকাগৌরীব্রত—স্কন্দপুরাণের নাগর খণ্ডোক্ত ব্রত। শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২২৮। পঞ্চমহাপাপনাশনদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যপুরাণে বর্ণিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিবে।

২২৯। পঞ্চমহাভূত পঞ্চমীব্রত - বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কথিত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২৩০। পঞ্চমূর্ত্তি ব্রত—বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। ইহা চৈত্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও পৃথিবী এই পঞ্চমূর্ত্তির উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

২৩১। পঞ্চাগ্নিসাধনরম্ভাতৃতীয়া ব্রত—ভবিষ্যোত্তরে কথিত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে নিয়মযুক্ত হইয়া এই ব্রত করিবে।

২৩২। পত্রব্রত—ভবিষ্যোত্তরে কথিত ব্রত। ইহা তাম্বুল ভক্ষণের আদিতে করিতে হয়, এই ব্রত এক বৎসর করিয়া পরে তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

২৩৩। পদার্থব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া এক বৎসর ব্যাপ করিতে হয়।

২৩৪। পদ্মনাভ দ্বাদশী ব্রত—বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে কথিত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৩৫। পয়োব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। এই ব্রত অমাবস্যা তিথিতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত করিতে হয়।

২৩৬। পর্ব্বনক্ত ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। এই ব্রতও অমাবস্যার দিন আরম্ভ করিয়া এক বৎসর করিতে হয়।

২৩৭। পর্ব্বভোজন ব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। পর্ব্ব দিনে পৃথিবীতে অন্ন রাখিয়া ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৩৮। পাতালব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কথিত ব্রত। চৈত্র মাসের কৃষ্ণা প্রতিপদ্ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন এই ব্রত করিতে হয়।

২৩৯। পাত্রব্রত—নরসিংহপুরাণে কথিত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্লা একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

২৪০। পাপনাশনীসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে যদি হস্তানক্ষত্র হয়, তাহাকে পাপ-নাশিনী সপ্তমী কহে। এই সপ্তমী তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

২৪১। পাপমোচন ব্রত—সৌরপুরাণে কথিত ব্রত। বিল্ব-বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া দ্বাদশ দিন উপবাস রূপ এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রতফলে ভ্রূণ হত্যার পাপ বিনষ্ট হয়।

২৪২। পাপত্রাণসংক্রান্তি ব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। সংক্রান্তিতে পাপত্রাণের জন্য এই ব্রত করিতে হয়।

২৪৩। পালী চতুর্দ্দশী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরে কথিত ব্রত। ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৪৪। পাশুপত ব্রত—বহ্নিপুরাণে কথিত ব্রত। দ্বাদশী তিথিতে একবার ভোজন, ত্রয়োদশীতে অযাচিত ভোজন এবং চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিয়া মহাদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

২৪৫। পিতৃব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। ইহা চৈত্র প্রতিপদ্ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া করিতে হয়।

২৪৬। পিপীতকী দ্বাদশীব্রত—তিথিতত্ত্ব ধৃত ব্রত। বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে পিপীতকী দ্বাদশী কহে। এই দ্বাদশীতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

২৪৭। পুণ্ডরীকপ্রাপ্তি ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৪৮। পুত্রকামব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পুত্র কামনা করিয়া সপত্নীক এই ব্রত করিতে হয়।

২৪৯। পুত্রপ্রাপ্তি ষষ্ঠীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত।

বৈশাখ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে উপবাস করিয়া ষষ্ঠী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়, এই ব্রত এক বৎসর সাধ্য।

২৫০। পুত্রপ্রাপ্তিব্রত—দেবীপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৫১। পুত্রসপ্তমীব্রত—বরাহপুরাণে কথিত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে উপবাস করিয়া পুত্র কামনায় এই ব্রত করিতে হয়।

২৫২। পুত্রীয়ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৫৩। পুত্রীয়সপ্তমীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২৫৬। পুত্রোৎপত্তি ব্রত—আদিত্যপুরাণে কথিত ব্রত। প্রত্যেক শ্রবণা নক্ষত্রে এই ব্রত করিতে হয়। ইহা এক বৎসর সাধ্য।

২৫৭। পুরশ্চরণসপ্তমী ব্রত—স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডোক্ত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২৫৮। পুষ্পদ্বিতীয়া ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত এক বৎসর সাধ্য।

২৫৯। পূর্ণিমা ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন অগ্নিপুরাণে শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন আরও একটী পূর্ণিমাব্রতের বিধান আছে।

২৬০। পৃথিবীপঞ্চমীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৬১। পৌরন্দর পঞ্চমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্তব্রত। পঞ্চমী তিথিতে ইন্দ্রের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

২৬২। প্রকৃতিপুরুষদ্বিতীয়াব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্রমাসের শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে উপবাসী থাকিয়া ব্রত করিবে।

২৬৩। প্রতিপৎক্ষীরপানব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত কার্ত্তিক বা বৈশাখ মাসের প্রতিপদ তিথিতে করিবে।

২৬৪। প্রতিমাব্রত—কালোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত কার্ত্তিমাসের চতুর্দ্দশী তিথিতে আরম্ভ করিয়া একবৎসর পর্য্যন্ত প্রতিমাসের চতুর্দ্দশী তিথিতে করিতে হয়।

২৬৫। প্রদোষব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ত্রয়োদশী তিথিতে প্রদোষকালে এই ব্রত করিতে হয়।

২৬৬। প্রভাব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। এক পক্ষ পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া কপিলাধর দানরূপ ব্রত।

২৬৭। প্রাজাপত্যব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। একবৎসর যাবৎ একবেলা ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হইবে।

২৬৯। ফলব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। বিষ্ণু শয়ন হইতে উত্থান পর্য্যন্ত চারিমাস ব্যাপিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৭০। ফলতৃতীয়াব্রত—পদ্মপুরাণের প্রভাসখণ্ডোক্ত ব্রত। শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে আরম্ভ করিয়া একবৎসর পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

২৭১। ফলষষ্ঠীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। মাঘমাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৭২। ফলসংক্রান্তি ব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিসংক্রান্তিতে বিভিন্ন ফলদান দ্বারা এই ব্রত করিতে হয়। একবৎসর পরে ইহার প্রতিষ্ঠা বিধেয়।

২৭৩। ফলসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৭৪। ফাল্গুনব্রত—মহাভারতোক্ত ব্রত। ফাল্গুনমাসে প্রতিদিন একবার মাত্র ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৭৫। বাণিজ্যলাভব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। বাণিজ্য লাভ কামনায় পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে এই ব্রত করিতে হয়।

২৭৬। বুদ্ধদ্বাদশীব্রত—ধরণীব্রতোক্ত ব্রত। শ্রাবণ মাসের শুক্লা দ্বাদশীর দিন এই ব্রত করিতে হয়।

২৭৭। বুধব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। বিশাখা নক্ষত্রে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন এই ব্রত করিতে হয়।

২৭৮। বুধাষ্টমীব্রত—শুক্লাষ্টমী তিথিতে যদি বুধবার হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

২৭৯। ব্রহ্মকূর্চ্চব্রত—ব্রহ্মপুরাণোক্ত ব্রত। চতুর্দ্দশী তিথিতে উপবাস করিয়া পূর্ণিমায় এই ব্রত করিতে হয়।

২৮০। ব্রহ্মণ্যপ্রাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপৎ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৮১। ব্রহ্মণ্যাবাপ্তিব্রত—প্রভাসখণ্ডোক্ত ব্রত। ইহা জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে বিহিত হইয়াছে।

২৮২। ব্রহ্মাব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। দ্বিতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৮৩। কূর্ম্মব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। যে কোন পুণ্য দিনে এই ব্রত করা যায়।

২৮৪। ব্রহ্মসাবিত্রীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের ত্রয়োদশী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া তিন দিন এই ব্রত করিতে হয়।

২৮৫। ভর্ত্তৃপ্রাপ্তিব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৮৬। ভদ্রকালী ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথি হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৮৭। ভদ্রচতুষ্টয় ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে পঞ্চমী তিথি পর্য্যন্ত এই ব্রত বিহিত হ'য়াছে।

২৮৮। ভদ্রাতৃতীয়াব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। ইহা কার্ত্তিক মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে করিতে হয়।

২৮৯। ভদ্রাসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে যদি হস্তা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে তাহাকে ভদ্রাসপ্তমী কহে। এই ব্রত করিতে হইলে চতুর্থীর দিন একবার ভোজন, পঞ্চমীতে রাত্রি ভোজন, ষষ্ঠী তিথিতে অযাচিত ভোজন করিয়া পরে এই সপ্তমী তিথিতে ব্রতাচরণ করিতে হইবে।

২৯০। ভবানীতৃতীয়াব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। তৃতীয়া তিথিতে শিবালয়ে ভবানী দেবীর উদ্দেশে এই ব্রত করিবে।

২৯১। ভবানীব্রত—লিঙ্গপুরাণোক্ত ব্রত। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে ভবানীর প্রীতিকামনায় ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়।

২৯২। ভাদ্রপদব্রত—মহাভারতে লিখিত ব্রত। সমস্ত ভাদ্র মাসে একাহারী হইয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৯৩। ভানুব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে রাত্রিতে ভোজন করিয়া সূর্য্যের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

২৯৪। ভাস্করব্রত—কালিকাপুরাণোক্ত ব্রত। ষষ্ঠী তিথিতে উপবাস করিয়া সপ্তমীতে সূর্য্যের প্রীতিকামনায় এই ব্রত করিতে হয়।

২৯৫। ভীমদ্বাদশীব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে ভীমদ্বাদশী কহে। এই দ্বাদশী তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

২৯৬। ভীমব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। উপবাস করিয়া ধেনুদানরূপ ব্রত।

২৯৭। ভীষ্মপঞ্চকব্রত—নারদপুরাণোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক শুক্লা একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তিথিকে ভীষ্মপঞ্চক কহে। এই ভীষ্মপঞ্চকে ব্রতাচরণ করিতে হয়।

২৯৮। ভূভাজনব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রতে এক বৎসরকাল মাটীতে অন্নাদি রাখিয়া ভোজন করিতে হয়।

২৯৯। ভূমিব্রত—কালোত্তরোক্ত ব্রত। সংক্রান্তিতে যদি শুক্লা চতুর্দ্দশী হয়, তাহা হইলে ঐদিনে এই ব্রত করিতে হয়।

৩০০। ভোগসংক্রান্তিব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। সংক্রান্তিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩০১। ভোগাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমার পর প্রতিপৎ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রত করিবে।

৩০২। ভৌমবারব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। মঙ্গলবারে এই ব্রত করিতে হয়।

৩০৩। ভৌমব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। মঙ্গলবারে যদি স্বাতি নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে এই ব্রত বিধেয়।

৩০৪। মঙ্গলাব্রত—দেবীপুরাণোক্ত ব্রত। আশ্বিন, মাঘ, চৈত্র বা শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী হইতে শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

৩০৫। মঙ্গল্যসপ্তমীব্রত—গরুড়পুরাণোক্ত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩০৬। মৎস্যদ্বাদশীব্রত—ধরণীব্রতোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৩০৭। মদনদ্বাদশীব্রত—মৎস্যপুরাণোক্ত ব্রত। চৈত্র শুক্লা দ্বাদশীকে মদনদ্বাদশী কহে। এই দ্বাদশী তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩০৮। মধুকতৃতীয়াব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। ফাল্গুনের শুক্লা তৃতীয়ার নাম মধুকতৃতীয়া, এই তিথিতে উক্ত ব্রত হয়।

৩০৯। মনোরথদ্বাদশীব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত, ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১০। মনোরথ পূর্ণিমাব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর এই ব্রত করিতে হয়।

৩১১। মনোরথসংক্রান্তি ব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া এক বৎসরকাল করিতে হয়।

৩১২। মন্দারষষ্ঠীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতিথিকে মন্দারষষ্ঠী কহে। এই ষষ্ঠীতিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩১৩। মন্দারসপ্তমীব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘ-মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১৪। মরীচসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১৫। মরুৎসপ্তমীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১৬। মল্লদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের দ্বাদশী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর প্রতি দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১৭। মহাজয়া সপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। সংক্রান্তির দিন যদি শুক্লা সপ্তমী হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

২১৮। মহাতপোব্রত—মহাভারতোক্ত ব্রত। প্রতিমাসে তিন দিন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়, এই ব্রত এক বৎসর সাধ্য।

৩১৯। মহাফলদ্বাদশীব্রত—বিষ্ণুরহস্যোক্ত ব্রত। পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষে একাদশী তিথিতে যদি বিশাখা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিবে।

৩২০। মহাফল ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। এই ব্রত প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত করিতে হয়, এই ব্রতে ভোজন বিষয়ে বিশেষ আছে। যথা—প্রতিপদে ক্ষীরভোজন, দ্বিতীয়ায় পুষ্পাহার, তৃতীয়ায় লবণবর্জ্জিত ভোজন, চতুর্থীতে তিল ভোজন, পঞ্চমীতে ক্ষীরভোজন, ষষ্ঠীতে ফল, সপ্তমীতে শাক, অষ্টমীতে বিল্ব, নবমীতে পিষ্টক, দশমীতে অনগ্নিপকাহার, একাদশীতে উপবাস, দ্বাদশীতে ঘৃত, ত্রয়োদশীতে পায়স, চতুর্দ্দশীতে যাবকাহার, পূর্ণিমায় গোমূত্র ও কুশোদক ভোজন, এইরূপ নিয়মে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

২২১। মঙ্গলব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্রমাসের শুক্লা প্রতিপৎ তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১২। মহারাজ ব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। চতুর্দ্দশী তিথিতে আর্দ্রা বা ভাদ্রপদ নক্ষত্র হইলে এই ব্রত হইবে।

৩২৩। মহালক্ষ্মী ব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত হয়।

৩২৪। মহাব্রত—কালিকাপুরাণোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩২৫। মহাসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত হইবে।

৩২৬। মহেশ্বরব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। ফাল্গুনমাসের শুক্লপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া মহেশ্বরের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

৩২৭। মহেশ্বরাষ্টমী ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩২৮। মহোৎসব ব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। চৈত্র মাসে মহাদেবের উদ্দেশে মহোৎসবের সহিত এই ব্রত করিতে হয়।

৩২৯। মাঘমাসব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। সমস্ত মাঘ মাস ধরিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩৩০। মাতৃনবমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। আশ্বিন মাসের নবমী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৩১। মাতৃব্রত—বরাহপুরাণে কথিত ব্রত। অষ্টমী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৩২। মার্গশীর্ষ ব্রত—মহাভারতে কথিত ব্রত। সমস্ত অগ্রহায়ণ মাসে প্রতিদিন একবার ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩৩৩। মার্ত্তণ্ডসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। পৌষ মাসের শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিকে মার্ত্তণ্ডসপ্তমী কহে। এই সপ্তমীতে সূর্য্যদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৩৪। মাসব্রত—দেবীপুরাণোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ দ্রব্যদানরূপ ব্রত ভেদ। ইহা সংক্রান্তিতে করিতে হয়।

৩৩৫। মাসোপবাস ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত গ্রহণপূর্ব্বক এক মাস পর্য্যন্ত করিতে হয়।

৩৩৬। মুক্তাদ্বারসপ্তমীব্রত—মৎস্যপুরাণে কথিত ব্রত। হস্তানক্ষত্রযুক্ত সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৩৭। মুখব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। এক বৎসর মুখবাস পরিত্যাগ করিয়া এই ব্রত করিবে। বৎসরান্তে গোদান করিতে হয়।

৩৩৮। মূলব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত হইয়া থাকে।

৩৩৯। মৃগশীর্ষব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপৎ তিথি হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৪০। মেঘপালী তৃতীয়া ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৩৪১। মৌনব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রতের বিধান আছে।

৩৪২। যমচতুর্থীব্রত—কূর্ম্মপুরাণে কথিত ব্রত। চতুর্থী তিথি ও ভরণী নক্ষত্র হইলে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৩৩। যমদ্বিতীয়া ব্রত—ভবিষ্যোত্তর কথিত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াকে যম দ্বিতীয়া কহে। এই দিনে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৩৪৪। যমব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। দশমী তিথিতে রোগনাশ কামনায় যমের উদ্দেশে এই ব্রত করিবে। ইহা ভিন্ন কূর্ম্মপুরাণ, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর মহাভারত প্রভৃতিতেও অন্য প্রকার যমব্রতের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়।

৩৪৫। যমাদর্শনত্রয়োদশী ব্রত—ইহা ভবিষ্যোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের ত্রয়োদশী তিথিতে যদি সোম্যবার হয়, তাহা হইলে ঐ দিন হইতে আরম্ভ করিয়া নিরন্তর এক বৎসর যাবৎ ঐ ব্রত করিতে হয়।

৩৪৬। যুগাদিব্রত—এটী আদিপুরাণোক্ত। যুগাদ্যা তিথিতে অর্থাৎ যেমন বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া সত্যযুগাদ্যা, এইরূপ সকল যুগাদ্যা তিথিতেই এই ব্রত করিতে হয়।

৩৪৭। যুগাবতার ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৪৮। যোগব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। বিষ্কম্ভ যোগ হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩৪৯। যোগেশ্বরদ্বাদশী ব্রত—ধরণীব্রতোক্ত। কার্ত্তিক মাসের একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া পরদিন এই ব্রত করিতে হয়।

৩৫০। রক্ষাবন্ধনপৌর্ণমাসী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৫১। রথনবমী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণানবমী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৫২। রথসপ্তমী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। ইহা মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে করিতে হয়।

৩৫৩। রথাঙ্গসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্য পুরাণোক্ত। এই ব্রত মাকরী সপ্তমীতে বিহিত হইয়াছে।

৩৫৪। রম্ভাত্রিরাত্র—স্কন্দপুরাণোক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী তিথি হইতে তিন দিন এই ব্রত করিতে হয়।

৩৫৫। রবিব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। সমস্ত মাঘ মাসে ভগবান্ সূর্য্যদেবের উদ্দেশে ত্রিসন্ধ্যায় যথাকালে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৫৬। রসকল্যাণিনী তৃতীয়া—ব্রহ্মপুরাণোক্ত। মাঘ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিকে রসকল্যাণিনী তৃতীয়া কহে। এই তিথিতে উক্ত ব্রত এক বৎসর পর্য্যন্ত করিতে হয়।

৩৫৭। রাঘবদ্বাদশী—ধরণীব্রতোক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বাদশীতিথিতে আরম্ভ করিয়া রামচন্দ্রের উদ্দেশে ইহা করিতে হয়।

৩৫৮। রাজরাজেশ্বর ব্রত—কালোত্তরোক্ত। বুধবারে স্বাতিনক্ষত্র ও অষ্টমী তিথি হইলে ঐ দিনে ইহা করিতে হয়।

৩৫৯। রাজ্যতৃতীয়া—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৬০। রাজ্যদ্বাদশী—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে রাজ্য কামনায় ইহা করিতে হয়।

৩৬১। রাজ্যাপ্তিদশমী—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের দশমী তিথিতে ইহা করিবার বিধান আছে।

৩৬২। রাম নবমী—অগস্ত্যসংহিতোক্ত। চৈত্র মাসের শুক্লা নবমীকে রামনবমী কহে। এই তিথিতে রামচন্দ্রের উদ্দেশে ইহা করিতে হয়।

৩৬৩। রাশিব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর যাবৎ ইহা করিতে হয়।

৩৬৪। রুক্মিণ্যষ্টমী—স্কন্দপুরাণোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীকে রুক্মিণ্যষ্টমী কহে। এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৩৬৫। রুদ্রব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। এক বৎসর কাল প্রতিদিন একবার মাত্র ভোজন করিয়া পাপ ও শোকনাশের জন্য রুদ্রদেবের উদ্দেশে ইহা করিতে হয়।

৩৬৬। রূপনবমী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। পৌষমাসে ইহা করিতে হয়।

৩৬৭। রূপসত্র—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৬৮। রূপসংক্রান্তি—স্কন্দপুরাণোক্ত। সংক্রান্তির দিনে ইহা করিতে হয়।

৩৬৯। রূপাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। ফাল্গুনীপূর্ণিমার পর প্রতিপদ হইতে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৭০। রোহিণীদ্বাদশী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশীকে রোহিণীদ্বাদশী কহে। এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৩৭১। রোহিণী ব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। রোহিণী নক্ষত্রে ইহা করিতে হয়।

৩৭২। লক্ষণার্দ্রা ব্রত—মৎস্যপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসীয় অষ্টমী তিথিতে যদি আর্দ্রা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে উমা-মহেশ্বরের উদ্দেশে ইহা করিতে হয়।

৩৭৩। লক্ষ্মীনারায়ণ ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে লক্ষ্মীনারায়ণের উদ্দেশে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৭৪। লক্ষ্মীপঞ্চমীব্রত—যমপুরাণে কথিত ব্রত। পঞ্চমী তিথিতে উপবাস করিয়া ইহা করিতে হয়। এটী বর্ষসাধ্য।

৩৭৫। ললিতাতৃতীয়া—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। মাসের শুক্ল

পক্ষের তৃতীয়া তিথির নাম ললিতাতৃতীয়া। এই তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩৭৭। ললিতাব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত। আশ্বিন শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৭৮। ললিতাষষ্ঠী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। ভাদ্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৭৯। লাবণ্যাব্যাপ্তি—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। কার্ত্তিকী পূর্ণিমার পর প্রতিপদ হইতে ইহা করিতে হয়।

৩৮০। লোকব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্রমাসের শুক্ল পক্ষের প্রতিপৎ তিথি হইতে ৭ দিন ইহা করিতে হয়।

৩৮১। বটসাবিত্রী—স্কন্দপুরাণোক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৮২। বরচতুর্থী—অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাচতুর্থী তিথিকে বরচতুর্থী কহে, এই দিনে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩৮৩। বরব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। শুভদিনে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন ইহা করিতে হয়।

৩৮৪। বরাটিকাসপ্তমী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। যে কোন সপ্তমী তিথিতে ইহা করিতে পারা যায়।

৩৮৫। বরাহদ্বাদশী—ধরণীব্রতোক্ত। মাঘ মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে বরাহদ্বাদশী কহে। এই দিনে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩৮৭। বরুণব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। রাত্রিকালে জলে অবস্থান করিয়া প্রভাতকালে গোদানরূপ ব্রত।

৩৮৮। বহুব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা করিতে হয়।

৩৮৯। বস্ত্রত্রিরাত্র ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। চৈত্র মাসে তিন দিন রাত্রিকালে ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩৯০। বহ্নিব্রত—বিষ্ণুপুরাণোক্ত। চৈত্র মাসের অমাবস্যার দিন ইহা করিতে হয়।

৩৯১। বামনদ্বাদশীব্রত—ধরণীব্রতোক্ত। চৈত্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে বামনদ্বাদশী কহে। এই দিনে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩৯২। বায়ুব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা করিতে হয়।

৩৯৩। বারিব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। চৈত্রাদি চারি মাস ধরিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩৯৪। বাসুদেবদ্বাদশাব্রত—ধরণীব্রতোক্ত। বাসুদেবের উদ্দেশে আষাঢ় মাসে দ্বাদশী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৯৫। বিজয়াদ্বাদশী—আদিত্যপুরাণোক্ত। শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে পুষ্যানক্ষত্র হইলে সেই দিনে এই ব্রত করিলে মহাপুণ্য হয়। ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণে ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে অন্য আরও একটী বিজয়াদ্বাদশী ব্রতের বিধান আছে।

৩৯৬। বিজয়াসপ্তমী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে রবিবার হইলে তাহাকে বিজয়াসপ্তমী কহে। এই সপ্তমীতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩৯৭। বিজয়াসপ্তমীসত্র—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। সংক্রান্তিতে সপ্তমী তিথি হইলে সেই দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৯৮। বিদ্যাপ্রতিপদ্ ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। পৌষ মাসের পূর্ণিমার পর প্রতিপৎ তিথি হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৯৯। বিদ্যাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। পৌষী পূর্ণিমার পর প্রতিপৎ তিথি হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪০০। বিধানদ্বাদশসপ্তমী ব্রত—আদিত্যপুরাণোক্ত। চৈত্র মাসের শুক্লাসপ্তমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত সমাপ্ত করিতে হয়। পরে দ্বাদশমাসের সপ্তমী তিথিতে একই নিয়মে ঐ ব্রত করিতে হইবে। যথাবিধানে দ্বাদশ সপ্তমীতে এই ব্রত করা হয় বলিয়া ইহাকে বিধানদ্বাদশসপ্তমী ব্রত কহে।

৪০১। বিভূতিদ্বাদশী—মৎস্যপুরাণোক্ত। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন, বৈশাখ বা আষাঢ় মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে লঘু ভোজন এবং তৎপর একাদশীর দিন উপবাস করিয়া দ্বাদশীর দিন এই ব্রত করিবে।

৪০২। বিবস্ত্রিরাত্রব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে জ্যেষ্ঠানক্ষত্র হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

৪০৩। বিশোকদ্বাদশী—পদ্মপুরাণোক্ত। আশ্বিন মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪০৪। বিশোকষষ্ঠী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। মাঘ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে শোকনাশ কামনায় এই ব্রত করিতে হয়।

৪০৫। বিশোকসংক্রান্তি—স্কন্দপুরাণে লিখিত। বিষুব সংক্রান্তির দিন ব্যতীপাত যোগ হইলে ঐ দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

৪০৬। বিশ্বব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। একাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪০৭। বিশ্বরূপব্রত—কালোত্তরোক্ত। শুক্লাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪০৮। বিষ্টিব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। যে দিন বিষ্টিভদ্রা তিথি হয়, সেই দিনে এই ব্রত করিতে হইবে।

৪০৯। বিষ্ণুদেবকীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিন হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪১০। বিষ্ণুব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। আষাঢ় মাসের পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪১১। বিষ্ণুপ্রাপ্তিদ্বাদশী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

৪১২। বিষ্ণুব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। এই ব্রতও দ্বাদশী তিথিতে করিতে হয়। পদ্মপুরাণ এবং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও এই বিষ্ণুব্রতের বিধান আছে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর মতে পৌষ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করাই কর্ত্তব্য।

৪১৩। বেদব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্র মাসের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

৪১৪। বৈতরণী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিকে বৈতরণী তিথি কহে। এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৪১৫। বৈনায়কচতুর্থী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। চতুর্থী তিথিতে রাত্রিভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪১৬। বৈশাখ ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। বৈশাখ মাসের প্রতিদিন একবার ভোজন করিয়া ইহা করিতে হয়।

৪১৭। বৈশ্বানর ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। বর্ষা ঋতু হইতে আরম্ভ করিয়া চারিটী ঋতুতে কাষ্ঠাদি দানরূপ ব্রত।

৪১৮। বৈষ্ণব ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। আষাঢ় হইতে চারি মাস প্রাতঃস্নান করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪১৯। ব্যতীপাত ব্রত—বরাহপুরাণোক্ত। ব্যতীপাত দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

৪২০। ব্যোমব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। অগস্ত্যকে অর্ঘ্য-দানের পর এই ব্রত করিতে হয়।

৪২১। ব্যোমষষ্ঠীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। ষষ্ঠী তিথিতে ব্যোম প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সূর্য্য দেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিবে।

৪২২। ব্রতরাজতৃতীয়া—দেবীপুরাণোক্ত। শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪২৩। শক্রব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ইন্দ্রের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়। পদ্ম-পুরাণে আরও একটী শক্রব্রতের বিধান আছে।

৪২৪। শঙ্করনারায়ণ ব্রত—দেবীপুরাণোক্ত। শুভ দিনে শঙ্কর ও নারায়ণের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

৪২৫। শঙ্করার্ক ব্রত—কালিকাপুরাণোক্ত। রবিবারে অষ্টমী তিথি হইলে এই ব্রত করিবে।

৪২৬। শনিব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। শনিবার দিন শনিগ্রহের প্রীতি কামনায় এই ব্রত করিতে হয়।

৪২৭। শর্করাসপ্তমী ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। বৈশাখ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রতের বিধান আছে।

৪২৮। শাকসপ্তমী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪২৯। শান্তাচতুর্থী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। মাঘ মাসের শুক্লা চতুর্থীর নাম শান্তাচতুর্থী। এই দিনে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৪৩০। শান্তিতৃতীয়া—গরুড়পুরাণোক্ত। তৃতীয়া তিথিতে শান্তি কামনায় ইহার বিধান।

৪৩১। শান্তিপঞ্চমী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। ভাদ্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৩২। শান্তিব্রত—বরাহপুরাণোক্ত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শান্তি কামনায় এই ব্রত অনুষ্ঠেয়।

৪৩৩। শাস্ত্ররায়ণী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। প্রতি মাসে বিষ্ণুর উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৩৪। শিলাচতুর্থী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। চতুর্থী তিথিতে এই ব্রতের বিধান আছে।

৪৩৫। শিবচতুর্দ্দশী—মৎস্যপুরাণোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীকে শিবচতুর্দ্দশী কহে। এই তিথিতে উক্ত ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪৩৬। শিবনক্ত ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। কৃষ্ণাষ্টমী ও কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে রাত্রি কালে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৩৭। শিবরথ ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। হেমন্ত ঋতুতে প্রতিদিন একবার করিয়া ভোজন এবং মাঘ মাসে সংযত হইয়া ফাল্গুন মাসে শিবের উদ্দেশে রথ নির্ম্মাণ করিয়া এই ব্রত করিবে।

৪৩৮। শিবরাত্রি—স্কন্দপুরাণোক্ত। মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর নাম শিবচতুর্দ্দশী, এই তিথিতে শিবের উদ্দেশে আচণ্ডাল সকলেই এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।

৪৩৯। শিবলিঙ্গ ব্রত—শিবধর্ম্মোত্তরোক্ত। অঙ্গুষ্ঠমাত্রপরি-মাণ শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পদ্মের কেশর মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক শ্বেত চন্দন ও পুষ্পাদিদ্বারা পূজা করিতে হয়।

৪৪০। শিবব্রত—কালোত্তরোক্ত। পক্ষের উভয় অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রত করিবার নিয়ম।

৪৪১। শিবাচতুর্থী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থীকে শিবাচতুর্থী কহে, এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৪৪২। শিবোপবীত ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত অনুষ্ঠেয়।

৪৪৩। শীলতৃতীয়া—পদ্মপুরাণোক্ত। তৃতীয়া তিথিতে অনগ্নিপক দ্রব্য ভোজন করিয়া এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।

৪৪৪। শীলাবাপ্তি ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাস অতীত হইলে এক মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন এই ব্রত করিতে হয়।

৪৪৫। শুক্র ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। শুক্রবারে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র হইলে এই ব্রত করা কর্ত্তব্য।

৪৪৬। শুদ্ধিব্রত—বহ্নিপুরাণোক্ত। দ্বাদশ মাসের একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪৪৭। শুভদ্বাদশী—বরাহপুরাণোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪৪৮। শুভ সপ্তমী—পদ্মপুরাণোক্ত। আশ্বিন মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিবার বিধান আছে।

৪৪৯। শূলদান—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। এক বৎসর যাবৎ অমাবস্যার দিন উপবাস করিয়া এই ব্রত করিবে।

৪৫০। শৈলব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন পর্য্যন্ত এই ব্রত করিবার বিধান।

৪৫১। শৈবনক্ষত্রপুরুষব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে যে দিন হস্তানক্ষত্র হয়, সেই দিনে এই ব্রত হইবে।

৪৫২। শৈবমহাব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। পৌষ মাসে নক্ত ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪৫৩। শৈবোপবাস ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত: উভয় পক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে শিবের উদ্দেশে উপবাস করিয়া এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।

৪৫৪। শৌর্য্যব্রত—বরাহপুরাণোক্ত। আশ্বিন মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪৫৫। শ্রদ্ধাব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। শুভ দিনে শম্ভু বা কেশবের অগ্রে উপলেপন করিয়া এই ব্রত করিবে।

৪৫৬। শ্রবণা দ্বাদশী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। শুক্লা একাদশী তিথিতে যদি শ্রবণা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে ঐ একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশী তিথিতে ব্রত করিবে।

৪৫৮। শ্রীপঞ্চমী—গরুড়পুরাণোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা পঞ্চমীকে শ্রীপঞ্চমী কহে। ঐ তিথিতে লক্ষ্মীর উদ্দেশে এই ব্রত অনুষ্ঠেয়।

৪৫৮। শ্রীপ্রাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। বৈশাখী পূর্ণিমার পর প্রতিপৎ তিথি হইতে এই ব্রত করিবে।

৪৫৯। শ্রীবৃক্ষনবমী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। ভাদ্রমাসের শুক্লা নবমী তিথিতে এই ব্রতের ব্যবস্থা।

৪৬০। শ্রীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্র শুক্লা পঞ্চমীতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৬১। ষষ্ঠীব্রত—ব্রহ্মপুরাণোক্ত। ষষ্ঠী তিথিতে এই ব্রত করিবে।

৪৬২। সংবৎসর ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া সংবৎসর পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

৪৬৩। সজ্যাটকব্রত—বরাহপুরাণোক্ত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিবার নিয়ম।

৪৬৪। সন্তানদব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪৬৫। সন্তানাষ্টমীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪৬৬। সপ্তর্ষিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্র শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তমী পর্য্যন্ত ৭ দিন সপ্তর্ষিগণের উদ্দেশে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।

৪৬৭। সপ্তসারস্বতব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। এই ব্রতও চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন পর্য্যন্ত করিবার বিধান।

৪৬৮। সপ্তসুন্দরক ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। প্রতিদিন একবার মাত্র ভোজন করিয়া ৭ দিন ধরিয়া এই ব্রত করা কর্ত্তব্য।

৪৬০। সমুদ্রব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন পর্য্যন্ত এই ব্রত পালন করিবে।

৪৭০। সম্পূর্ণব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। শুভদিনে যথা-বিধানে এই ব্রত করা কর্ত্তব্য।

৪৭১। সম্ভোগ ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। মাসের দুইটী পঞ্চমী ও প্রতিপৎ তিথিতে এই ব্রত করিবে।

৪৭২। সর্পপঞ্চমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। নাগপঞ্চমীতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৭৩। সর্পবিষাপহপঞ্চমীব্রত—স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডোক্ত। শ্রাবণ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৭৪। সর্ব্বকাম ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া একবৎসর পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

৪৭৫। সর্ব্বকামাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৭৬। সর্ব্বব্রত—সৌরপুরাণোক্ত। শনিবারে শুক্লাত্রয়োদশী হইলে ঐ দিনে এই ব্রত আচরণীয়।

৪৭৭। সর্ব্বাপ্তিসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪৭৮। সর্ষপসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। সপ্তমীতিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪৭৯। সাগরব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। শ্রাবণাদি চারিমাসে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৮০। সাধ্যব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত অনুষ্ঠেয়।

৪৮২। সারস্বত পঞ্চমী—পদ্মপুরাণোক্ত। ইহাতে শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমীতে শুক্লমাল্যানুলেপনাদিদ্বারা বীণাক্ষমালাদিধারিণী গায়ত্রীদেবীর পূজা করিতে হয়।

৪৮৩। সারস্বত ব্রত—প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে একাগ্রচিত্তে ইষ্টপূজন করিতে হয়; পরে বৎসরান্তে ব্রাহ্মণকে ঘৃতকুম্ভ, বস্ত্রযুগ্ম তিল ও ঘণ্টা দান করার নিয়ম আছে। (পদ্মপুং)

৪৮৪। সার্ব্বভৌমব্রত—কার্ত্তিকী শুক্লা দশমীতে নক্তাশী হইয়া প্রত্যেক দিকেই বলি প্রয়োগ করিবে। (বরাহপুং)

৪৮৫। সিতসপ্তমী—অগ্রহায়ণ মাসীয় শুক্লা সপ্তমীতে উপবাসী থাকিয়া শ্বেতকমল বা অন্য কোন শ্বেতপুষ্প এবং শ্বেতচন্দন ও শ্বেতবটকাদিদ্বারা সূর্য্যদেবের পূজা করিবে। (বিষ্ণুধর্ম্ম)

৪৮৬। সিদ্ধার্থকাদিসপ্তমী—অগ্রহায়ণ বা মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত ঐ পক্ষীয় সাতটী সপ্তমী পর্য্যন্ত সিদ্ধার্থক (শ্বেতসর্ষপ) আদিদ্বারা সূর্য্যদেবের পূজা বিধাতব্য। (ভাবিষ্যপুং)

৪৮৭। সিদ্ধিবিনায়ক চতুর্থী—যে কোন মাসে ভক্তির উদয় হইলে তত্তৎ মাসের শুক্লা চতুর্থীতে শুক্ল তিলাদি দ্বারা গণপতির পূজা করিতে হয়। (স্কন্দপুং)

৪৮৮। সুকলত্রপ্রাপ্তি—পতিকামা কুমারীর উত্তরফল্গুনী, উত্তরষাঢ়া বা উত্তরভাদ্রপদ, ইহার একতম নক্ষত্রে "মাধবায় নমঃ" এই মন্ত্রে নিয়ত হরির আরাধনা করিবে। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

৪৮৯। সুকুলত্রিরাত্র—ত্রিরাত্রোবাস পূর্ব্বক অগ্রহায়ণ মাসীয় ত্র্যহস্পর্শ তিথিতে শ্বেত, পীত ও রক্ত, এই তিন বর্ণের পুষ্পদ্বারা ত্রিবিক্রমদেবের পূজা বিধেয়। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

৪৮০। সুকৃতদ্বাদশী—ফাল্গুনমাসের শুক্লা একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া পরদিন তদবস্থায়ই শ্রীহরির অর্চ্চনা কর্ত্তব্য।

৪৯১। সুখব্রত—ভবিষ্যপুরাণমতে কৃষ্ণা অষ্টমী বা সপ্তমীতে অথবা মঙ্গলবারে চতুর্থী তিথি হইলে তাহাতে উপবাসান্তর সমস্ত রাত্রি যাপিয়া ইষ্টদেবের পূজা করিতে হয়।

৪৯২। সুখষষ্ঠী ব্রত—ষষ্ঠীতিথিতে ঋষিদিগের যথাযথ ভাবে পূজা বিধেয়। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

৪৯৩। সুখসুপ্তিব্রত—কার্ত্তিকী অমাবস্যায় দেবগণ সুখনিদ্রায় অভিভূত থাকেন; ঐদিনে বালক এবং আতুর ব্যতিরেকে সকলে উপবাসী থাকিয়া প্রদোষ সময়ে লক্ষ্মীপূজা এবং দেবগৃহ, চত্বর, চতুষ্পথ প্রভৃতি স্থানে যথাশক্তি দীপমালা প্রদান কর্ত্তব্য। (আদিত্যপুং)

৪৯৪। সুগতিব্রত—অষ্টমী তিথিতে নক্তাশী হইয়া বৎসরান্তে গাভী প্রদান করিতে হয়। (পদ্মপুং)

৪৯৫। সুগতিদ্বাদশী—ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশী তিথিতে ইষ্টদেবের অর্চ্চনা পূর্ব্বক অষ্টোত্তরশত "কৃষ্ণ" নাম জপ করিবে। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

৪৯৬। সুজন্মদ্বাদশী—পৌষ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের যোগ হইলে, সেই দিবসে শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা আরম্ভ করিয়া বৎসরাবধি যাবৎ প্রতিমাসের ঐ তিথিতে উপবাসানন্তর বিষ্ণুপূজা করিয়া দান-ধ্যানাদি করিতে হয়। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

৪৯৭। সুজন্মাবাপ্তিব্রত—রবির মেষসংক্রমণ দিবসে উপবাসী থাকিয়া যথাবিধি পরশুরামের পূজা করিতে হয়, পরে বৃষসংক্রমণে ঐরূপ শ্রীকৃষ্ণের, মিথুন সংক্রমণে শ্রীবিষ্ণুর, কর্কট সংক্রান্তিতে বরাহদেবতার, সিংহসংক্রমণে নরসিংহদেবের, কন্যাসংক্রমণে বামনদেবের, তুলাসংক্রমণে কূর্ম্মাবতারের, বৃশ্চিকসংক্রমণে কল্কীদেবের, ধনুঃসংক্রমণে বুদ্ধদেবের, মকরসংক্রান্তিতে দাশরথি রামচন্দ্রের, কুম্ভসংক্রমণে বলরামদেবের এবং মীনসংক্রমণে মীনাবতারের অর্চ্চনা করিবার নিয়ম আছে। (বিষ্ণুধর্ম্ম)

৪৯৮। সুদর্শনষষ্ঠী—রাজন্যগণ ষষ্ঠীতিথিতে উপবাসানন্তর একটী চক্রাব্জ প্রস্তুত করিয়া তাহার কর্ণিকা মধ্যে সুদর্শন এবং প্রতিদলে অন্যান্য আয়ুধ সমূহের যথাবিধি পূজা করিয়া থাকেন। (গরুড়পুং)

৪৯৯। সুনামদ্বাদশী—অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দ্বাদশীর অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দশমীর দিন একবেলা হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া পরদিন একাদশীতে নিরম্বু উপবাসানন্তর যথারীতি জনার্দ্দন বিষ্ণুর পূজা করিয়া তৎপর দিবস দ্বাদশীতে ভোজন করিবে, এইরূপ বৎসরাবধি করিতে হইবে। (বহ্নিপুং)

৫০০। সুরূপদ্বাদশী-পৌষমাসীয় পুষ্যানক্ষত্র সংসৃষ্ট রাত্রিতে সংযতচিত্তে বিষ্ণুর ধ্যান করিতে হয়, পরে নিরবচ্ছিন্ন শ্বেতবর্ণ গাভীর গোময়াগ্নিতে তিলদ্বারা অষ্টোত্তরশত আহুতি দিতে হয়; অতঃপর পরবর্ত্তী কৃষ্ণৈকাদশীতে উপবাসী থাকিয়া স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্ম্মিত হরিমূর্ত্তি তিলপূর্ণ পাত্রের উপরিস্থ কুম্ভোপরি স্থাপনপূর্ব্বক যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিতে হয়। (উমামহেশ্বরসং)

৫০১। সূর্য্যব্রত—রবিবারে শুক্লা চতুর্দ্দশী ও অশ্বিনীনক্ষত্রের যোগ হইলে রোচনাদ্বারা পরমাত্মশিবের অঙ্গরাগ এবং রক্তপুষ্প কপিলাগাভীর দুগ্ধ ও ঘৃত প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। (কালোত্তর)

এতদ্ভিন্ন বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, সৌরধর্ম্মোত্তর, পদ্মপুরাণ, ভবিষ্য-পুরাণ প্রভৃতিতেও সূর্য্যব্রতের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

৫০২। সূর্য্যনক্তব্রত—প্রতি রবিবারে অথবা হস্তানক্ষত্রযুক্ত রবিবার হইতে আরম্ভ করিয়া সংবৎসর যাবৎ প্রত্যেক রবিবারে দিবাভাগে উপবাসী থাকিয়া সূর্য্যাস্তকালে রক্তচন্দনদ্বারা দ্বাদশদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তদুপরি অনন্তোপায় ভাবিয়া একান্তমনে সূর্য্যদেবের পূজা করিয়া রাত্রিতে হবিষ্যান্ন ভোজন করিলে নিশ্চয়ই যাবতীয় ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। (মৎস্যপুরাণ)

৫০৩। সূর্য্যষষ্ঠী—ভাদ্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া সূর্য্যাস্তকালে রক্তচন্দনাঙ্কিতপদ্মোপরি সূর্য্যমূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক পঞ্চগব্যাদিদ্বারা স্নান ও রক্তবক বা রক্তকরবীর পুষ্প দ্বারা তাঁহার পূজা করার নিয়ম। (ভবিষ্যোত্তর)

৫০৪। সূর্য্যসপ্তমীব্রত—চৈত্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া পরদিন সপ্তমীতে পঞ্চবর্ণ-গুড়িকা দ্বারা অঙ্কিত অষ্টদলকমলে দেবদেবের অর্চ্চনা করিতে হয়। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

৫০৫। সোমদ্বিতীয়াব্রত—শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে ব্রাহ্মণকে সৈন্ধবলবণের সহিত ভোজ্যান্ন দান করণীয়। (পদ্মপু°)

৫০৬। সোমব্রত—বৈশাখী পূর্ণিমার দিন যখন সূর্য্যদেব পশ্চিমদিকে অবস্থিত এবং সোমদেব পূর্ব্বদিকে উদিত হন, সেই সময়ে বারিপূর্ণ তাম্রপাত্রাভ্যন্তরে চন্দ্রচূড়-মূর্ত্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক যথাবিধি তদীয় পূজা সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। (ভবিষ্যপু°)

এতদ্ভিন্ন কালোত্তর ও কালিকা-পুরাণাদিতেও এই ব্রতের উল্লেখ আছে।

৫০৭। সোমবারব্রত—প্রথমতঃ চিত্রানক্ষত্রযুক্ত সোমবারে নক্তবিধানানুসারে সোমদেবের পূজা করিয়া পরে তাহা হইতে সপ্তম সোমবারে চতুর্দ্দশীর মহারাজতোক্ত রজতনির্ম্মিত সোম-মূর্ত্তি কাংস্যপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক তদীয় পূজা যথাবিধি করিতে হয়। (ভবিষ্যোত্তর)

৫০৮। সোমাষ্টমীব্রত—উভয় পক্ষের সোমবারে অষ্টমী তিথিতে নিশাকালে হরগৌরী মূর্ত্তির যথাবিধি পূজা করা কর্ত্তব্য। (স্কন্দপু°)

৫০৯। সৌখ্যব্রত—মাঘ মাসের অষ্টমী, একাদশী চতুর্দ্দশী তিথিতে একাহারী হইয়া অগ্নিজনকে শ্বেতবস্ত্র, উপানহ, কম্বল প্রভৃতি দান করিতে হয়। (ভবিষ্যপু°)

৫১০। সৌগন্ধব্রত—এই ব্রতাবলম্বী হেমন্ত ও শিশির ঋতুতে সৌগন্ধি পুষ্প পরিত্যাগ করিয়া ফাল্গুন মাসে যথাশক্তি কাঞ্চন নির্ম্মিত পদ্মত্রয় দান এবং যথাশক্তি হরিহর মূর্ত্তির পরি-তুষ্টিসাধন অবশ্য করণীয়। (পদ্মপু°)

৫১১। সৌভাগ্যব্রত—ফাল্গুন মাসের শুক্লা তৃতীয়ায় দিবা-ভাগে উপবাসী থাকিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ বা হরপার্ব্বতী মূর্ত্তির উপা-সনানন্তর রাত্রিতে হবিষ্যান্ন ভোজন করিতে হয়। (বরাহপু°)

গরুড়পুরাণেও এই ব্রতের উল্লেখ আছে।

৫১২। সৌভাগীব্রত—এই ব্রতে পৌর্ণমাসী তিথিতে সাতি-শয় ভক্তি-সহকারে সোমদেবের পূজা করিতে হয়। (ভবিষ্যপু°)

৫১৩। সৌভাগ্যশয়নব্রত—মৎস্যপুরাণোক্ত। চৈত্র মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া এক বৎসর ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। প্রতি মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে যথাবিধানে এই ব্রত কর্ত্তব্য। এই ব্রতে প্রতি মাসে এক একটী দ্রব্য ভোজন করিতে হয়। চৈত্র মাসে গোশৃঙ্গোদক, বৈশাখে গোময়, জ্যৈষ্ঠে মন্দারকুসুম, আষাঢ়ে বিল্বপত্র, শ্রাবণে দধি, ভাদ্রে কুশোদক, আশ্বিনে দুগ্ধ, কার্ত্তিকে দধিমিশ্র ঘৃত, অগ্রহায়ণে গোমূত্র, পৌষমাসে ঘৃত, মাঘে কৃষ্ণতিল, ফাল্গুনে পঞ্চ-গব্য, এইরূপে দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ দ্রব্য ভোজনের বিধান আছে। এই ব্রতফলে সকল কামনা সিদ্ধি হয়।

৫১৪। সৌভাগ্যসংক্রান্তিব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত। বিষুব-সংক্রান্তিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

৫১৫। সৌভাগ্যাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। মাঘী-পূর্ণিমার পর প্রতিপদ হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

৫১৬। সৌরনক্ত ব্রত—নৃসিংহ পুরাণোক্ত। রবিবার দিন হস্তা নক্ষত্র হইলে সেই দিনে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৫১৭। সৌর সপ্তমী—পদ্ম পুরাণোক্ত। সপ্তমী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিবে। ইহা এক বৎসর সাধ্য।

৫১৮। স্ত্রীপুত্রকামাবাপ্তিব্রত—ভবিষ্য পুরাণোক্ত। কার্ত্তিক মাসে এক মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন একবার ভোজন ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া এই ব্রত করা বিধেয়।

৫১৯। স্নেহব্রত—পদ্ম পুরাণোক্ত। আষাঢ় মাস হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্বিন পর্য্যন্ত চারিমাস এই ব্রত করিতে হয়। এই কালমধ্যে তৈলাভ্যঙ্গ নিষিদ্ধ।

৫২০। হয় পঞ্চমী—শালিহোত্রোক্ত, চৈত্র মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৫২১। হরতৃতীয়া—স্কন্দ পুরাণোক্ত। মাঘ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে উপবাসী থাকিয়া এই ব্রত অনুষ্ঠেয়।

৫২২। হরব্রত—ভবিষ্য পুরাণোক্ত। যে কোন অষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিতে পারা যায়।

৫২৩। হরিব্রত—বরাহ পুরাণোক্ত, দ্বাদশী তিথিতে হরির উদ্দেশে এই ব্রত করণীয়।

৫২৪। হরিকালী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত, ভাদ্র মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রতের বিধান। ইহার ফলে দুর্ভাগ্য নাশ এবং স্বর্গ লাভ হয়।

এই সকল ব্রতের বিশেষ বিবরণ উক্ত পুরাণ বা হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে বিশেষ রূপে লিখিত আছে, এবং এই সকল ব্রতের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্রতের বিষয় তত্তৎ শব্দেও অভিহিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

যথা বিধানে ব্রত করিয়া পরে বিধি অনুসারে তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

মহিলা ব্রত।

উপরিউক্ত ব্রতসমূহ ব্যতিরেকে ফল গছান, এয়োসংক্রান্তি প্রভৃতি অনেক প্রকার যোষিদ্ ব্রত আছে, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিশেষ কোন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল স্ত্রীলোক পরম্পরায়ই ইহার প্রচলন দৃষ্ট হয়।

আমাদের দেশের বালিকারা শৈশবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পিত্রালয় এবং বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে বাস কালেও ঐ সকল ব্রত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। উহাদের অধিকাংশই পুরাণাখ্যায়িকা অবলম্বনে গঠিত না হইলেও কতকগুলিতে পুরাণের ভাব কথঞ্চিৎ পরিমাণে গুপ্ত ভাবে সংমিশ্রিত দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাও এতদূর পৃথক্ যে প্রথম দৃষ্টিতেই তাহাতে মেয়েলী ছায়া প্রতিভাত হয়। ঐ সকল ব্রতের অল্পাংশ কোন সাধু চরিত্র পুরুষ বা সুশীলা রমণী অথবা নিয়ত ব্রতনিয়মপরায়ণ ও সাধু সেবারত দম্পতীর পুণ্যময় আখ্যান লইয়া কল্পিত। ঐ ব্রতকথাগুলি কোথাও গদ্যে, কোথাও বা পদ্যে গ্রথিত হইয়াছে। বৎসরের কোন্ কোন্ মাসে কি কি ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয় নিম্নে তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

ব্রত	মাস	বিষয়
গোকাল	চৈত্র সংক্রান্তি হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত	গাভী পূজা
দশপুত্তলি	,,	দশরথ, রাম, কৌশল্যা প্রভৃতি
রণে এয়ো	,,	রণচণ্ডী
হরির চরণ	,,	শ্রীহরি
অশ্বথ পত্র	,,	অশ্বথ মহিমা
পুণ্য-পুষ্করিণী	,,	জলাশয়োৎসর্গ বিশেষ
ভোয়াখুরী	,,	মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক যথাস্থানে গৃহদ্রব্যবিন্যাস
অক্ষয় ফল	বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়া	নারায়ণের উৎসৃষ্টবস্তু ব্রাহ্মণকে দান
অক্ষয় ধন	ঐ	ঐ
অক্ষয় সিন্দুর	ঐ	ব্রাহ্মণকন্যা
রূপ হলুদ	বৈশাখ মাস	ব্রাহ্মণকন্যাকে তৈলহরিদ্রা মাখান
বৈশাখ চাপা	,,	শিবপূজা
সন্ধ্যামণি	,,	নক্ষত্রপূজা
এয়োসংক্রান্তি	চৈত্র সংক্রান্তি হইতে প্রতি সংক্রান্তি	(ভগবতী ব্রাহ্মণকন্যা)
নিত্যসিন্দুর	চৈত্র সংক্রান্তি হইতে বৈশাখ সংক্রান্তি	ঐ
ফলগছান	,,	ব্রাহ্মণকে ফলদান
ধনগছান	,,	ঐ ধনদান
জ্যৈষ্ঠচাঁপা	বৈশাখ সংক্রান্তি হইতে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি	শিবপূজা (শুষ্কচম্পক)
জয়মঙ্গলবার	জ্যৈষ্ঠমাসের প্রতি মঙ্গল	মঙ্গলচণ্ডী
প্রবোধদ্বাদশী		
আল-দুর্গা	অগ্রহায়ণ হইতে পূর্ণ বৎসর	দুর্গা
কুলুইচণ্ডী	অগ্রহায়ণ মাসের মঙ্গলবার	চণ্ডিকা
যমপুকুর (ধর্ম্মপুকুর)	কার্ত্তিক মাস	যমরাজ
সেঁজুতি	অগ্রহায়ণ	গৃহোপকরণ
নখছুট	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তিতে নখ কাটিয়া দান
তুঁষ তুষলী	অগ্রহায়ণ	তুষ ও গোবর
গুপ্তধন	প্রতি সংক্রান্তি	গুপ্তভাবে দান
মধুসংক্রান্তি	,,	পাত্রে মিষ্টান্ন দান
কলাছড়া	চারি বৎসর প্রতি সংক্রান্তি	কলাদান
ঘৃতসংক্রান্তি	প্রতি সংক্রান্তি	প্রস্তর পাত্রে ঘৃত দান
একাদুধে-পঞ্চামৃত	সারা বৈশাখ	নারায়ণ পূজা
তেজপত্র-সংক্রান্তি	,,	ঐ
দর্পণ-সংক্রান্তি	,,	ঐ
দধি-সংক্রান্তি	,,	ঐ
আদা সিংহাসন	সারা বৈশাখ	ভগবতী ভাবে ব্রাহ্মণকন্যার পূজা
হরিষ-মঙ্গলচণ্ডী	বৈশাখ প্রতি মঙ্গলবার	মঙ্গলচণ্ডিকা
জয়মঙ্গলচণ্ডী	যারমাসের যে কোন মঙ্গলবার	চণ্ডিকাদেবী
রাই-আরাধনা	বৈশাখ সংক্রান্তি	শ্রীরাধিকা
সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী	অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার	চণ্ডী (সঙ্কটা)
অরণ্যষষ্ঠী	জ্যৈষ্ঠ মাস	ষষ্ঠীদেবী
শীতলষষ্ঠী	মাঘ মাস	ঐ
লোটনষষ্ঠী	পৌষ মাস	ঐ
মূলাষষ্ঠী	অগ্রহায়ণ	ঐ
চাওড়াষষ্ঠী	আষাঢ় (মতান্তরে ভাদ্র)	ঐ
জামাইষষ্ঠী	জ্যৈষ্ঠ মাস	ঐ
লুণ্ঠনষষ্ঠী	শ্রাবণ	ঐ
অক্ষয়া ষষ্ঠী	ভাদ্র	ঐ
বোধন বা দুর্গাষষ্ঠী	আশ্বিন	ঐ
শ্মশান ষষ্ঠী	কার্ত্তিক মাস	ঐ
দুর্ব্বাষষ্ঠী	চৈত্র	ঐ
দাহ ষষ্ঠী	বৈশাখ	ঐ
অশোকষষ্ঠী	চৈত্র	ঐ

ব্রত	মাস	বিষয়
গুণোষষ্ঠী	ফাল্গুন	ঐ
নাগপঞ্চমী	শ্রাবণ	মনসা
নীলষষ্ঠী	চৈত্র	দুর্গা
গাড়শী	আশ্বিন সংক্রান্তি	লক্ষ্মীপূজা
ক্ষেত্র	অগ্রহায়ণ, শুক্লপক্ষের ১ম শনিবার	ক্ষেত্রপাল
বুড়াঠাকুরাণী	ঐ	বনদেবী
ইতুরা'ল বা ইতুপূজা	কার্ত্তিক সংক্রান্তির পর প্রতি রবিবার	সূর্য্যপূজা
নাটাই	অগ্রহায়ণ, রবি সন্ধ্যাকাল	
পাটাই বা পাষাণ চতুর্দ্দশী	পৌষ শুক্লাচতুর্দ্দশী	দুর্গা
দুর্গা সোহাগা (বিজয়া দশমী)		
লক্ষ্মী পূর্ণিমা	কোজাগর পূর্ণিমা	লক্ষ্মী
শিবদুর্গা	শিবচতুর্দ্দশী	শিব ও দুর্গা
কুলইব্রত	অগ্রহায়ণ, রবি বা বৃহস্পতিবার	কুলদেবতা

ব্রতক (ক্লী) ব্রতশব্দার্থ।

ব্রতচর্য্যা (স্ত্রী) ব্রতস্য চর্য্যা। ব্রতাচরণ, ব্রতানুষ্ঠান।

ব্রতচারিতা (স্ত্রী) ব্রতচারিণো ভাবঃ তল্ টাপ্। ব্রতচারীর ভাব বা ধর্ম্ম, ব্রতানুষ্ঠানকারীর কার্য্য।

ব্রতচারিন্ (ত্রি) ব্রতেন চরতীতি চর-ণিনি। ব্রতাচরণকারী, ব্রতানুষ্ঠানকারী।

ব্রততি (স্ত্রী) প্র-তন বিস্তারে-ক্তিচ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ পস্য ব। ১ বিস্তার। ২ লতা।

"অপি বৃশ্চ্-পুরাণবদ্ ব্রততেরিব" (ঋক্ ৮।৪০।৬)

'ব্রততেরিব যথা লতায়াং গুল্মফলং নির্গতাং শাখাং' (সায়ণ)

ব্রততী (স্ত্রী) ব্রততি-পক্ষে-ঙীষ্। ১ বিস্তার। ২ লতা।

(ভরত দ্বিরূপকোষ)

ব্রতদণ্ডিন্ (ত্রি) ব্রতজন্য দণ্ডধারী। (হরিবংশ)

ব্রতদান (ক্লী) ব্রতবিষয়ক দান।

ব্রতদুগ্ধ (ক্লী) ১ ব্রতরূপ দুগ্ধ। ২ ব্রতের নিমিত্ত দুগ্ধ।

(কাত্যা° শ্রৌ° ৮।২।২)

ব্রতদুঘা (স্ত্রী) ব্রতদোহনকারিণী। (শতপথব্রা° ৬।২।২।১৪)

ব্রতধর (ত্রি) ধরতীতি ধৃ-অচ্ ধরঃ, ব্রতস্য ধরঃ। ব্রতধারী, ব্রতাচরণকারী, যিনি ব্রতানুষ্ঠান করেন। (ভাগবত ৬।১৭।৮)

ব্রতধারণ (ক্লী) ব্রতস্য ধারণং। ব্রতচর্য্যা, ব্রতানুষ্ঠান, ব্রতের আবরণ। (ভাগবত ১১।১১।৩৭)

ব্রতনিমিত্ত (ত্রি) ব্রতের উদ্দেশভূত। ব্রতের জন্য।

ব্রতনী (স্ত্রী) পয়ঃপ্রদান দ্বারা কর্ম্মের নেত্রী। (ঋক্ ১০।৬৫।৬)

ব্রতপক্ষ (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যা° ১।৬।৩৩) (পুং) ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষকে ব্রতপক্ষ কহে, এই পক্ষে অনেক ব্রতের বিধান আছে, বলিয়া ইহা ব্রতপক্ষ নামে অভিহিত।

ব্রতপতি (পুং) ব্রতস্য পতিঃ। ব্রত পালক। অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের পালক। "অগ্নে ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং তন্মে রাধ্যতাং" (শুক্ল যজু° ১।৫) 'হে ব্রতপতে, ব্রতস্য অনুষ্ঠেয়স্য কর্ম্মণঃ পতে পালক হে অগ্নে' (মহীধর) এই স্থলে ব্রতপতি অগ্নির বিশেষণ।

ব্রতপত্নী (স্ত্রী) ১ ব্রতপতির স্ত্রী। ২ আপ। (কৌশিতকী ৫৬)

ব্রতপা (ত্রি) ব্রতং পাতি পা-ক্বিপ্। ব্রত পালক। "ব্রতপা যা তব তনূরিয়ং" (শুক্ল যজু° ৫।৬) 'ব্রতপাঃ ত্বমস্মদীয়স্য বর্ত্তমানব্রতস্য পালকো ভবসীতি' (মহীধর)

ব্রতপারণ (ক্লী) ব্রতস্য পারণং ব্রতান্তে পারণ, ব্রতানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণ ও আত্মীয় দিগকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং পারণ করিতে হয়।

ব্রতপ্রতিষ্ঠা (ত্রি) ব্রতগ্রহণ পূর্ব্বক তাহার উদ্‌যাপন ক্রিয়া।

ব্রতপ্রদ (ত্রি) ব্রতফলপ্রদানকারী পশু। (ঐতরেয়ব্রা° ৭।১)

ব্রত প্রদান (ক্লী) ব্রতপুঞ্জ দান।

ব্রতভঙ্গ (ত্রি) নিয়মপূর্ব্বক ব্রতপালন বা উদ্‌যাপন করিতে অসমর্থ হওন।

ব্রতভিক্ষা (স্ত্রী) ব্রতে উপনয়ন কালে ভিক্ষা। উপনয়নকালীন ভিক্ষা, উপনয়ন সংস্কার হইলে তাহাব পরে যে ভিক্ষা করিবার বিধান আছে, তাহাকে ব্রত-ভিক্ষা কহে।

অথ ভৈক্ষ্যঞ্চরতি, অথ শব্দস্তূষ্ণীমাদিত্যোপস্থান অগ্নিপ্রদক্ষিণঞ্চ সংসতি।

প্রতিগৃহ্যেপ্সিতং দণ্ডমুপস্থাপ্য চ ভাস্করম্ প্রদক্ষিণং পরীত্যাগ্নিং চরেদ্ ভৈক্ষ্যং যথাবিধি ॥ ইতি মনু বচনাৎ, ভিক্ষাসমূহং ভৈক্ষ্যং তচ্চাতি মাতরমেবাগ্রে যে চান্যে সুহৃদঃ যাবত্যো বা সন্নিহিতাং স্যুঃ। যাচতে ইত্যধ্যাহার্য্যং।

মাতরং বা স্বসারং বা মাতুর্বা ভগিনীং নিজাম্।
ভিক্ষেত ভিক্ষাং প্রথমাং যা চৈনাং নাবমানয়েৎ ॥

ইত্যাদি।" (সংস্কারতত্ত্ব°)

উপনয়ন সংস্কারকালে উপবীতগ্রহণের পর মাতা প্রভৃতির নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়, এই ভিক্ষা গ্রহণের নাম ব্রত ভিক্ষা। প্রথমে মাতার নিকট, "ভবতি! ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিবে, পরে ভগিনী প্রভৃতির নিকট ভিক্ষা করিয়া তৎপরে পিতা ও সেই স্থলে যে সকল লোক থাকে তাহাদের সকলের নিকট হইতেই ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। ভিক্ষায় যাহা কিছু পাওয়া যায়, সে সমস্তই আচার্য্যকে দিতে হয়।

ব্রতভৃৎ (ত্রি) ব্রতং বিভর্ত্তি ভৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। ব্রতগ্রহণকারী ব্রতধারী।

ব্রতলুপ্ত (ত্রি) ব্রত (উপবাসাদি)-ভ্রষ্ট।

ব্রতলোপন (ক্লী) ব্রতভঙ্গ। যে নিজের পবিত্রতা বা ব্রতাচার নষ্ট করিয়াছে।

ব্রতবৎ (ত্রি) ব্রত অস্ত্যর্থে-মতুপ্, মস্য ব। ব্রতবিশিষ্ট, ব্রতধারী।

ব্রতবৈকল্য (ত্রি) ব্রতোদ্‌যাপন না হওয়া।

ব্রতশয্যা গৃহ (ক্লী) ব্রতানুষ্ঠান স্থান। যে গৃহে ব্রতযোগ্য দ্রব্যাদি বিন্যস্ত থাকে।

ব্রতশ্রপণ (ক্লী) ব্রতজন্য দুগ্ধ জ্বাল দেওয়া।

ব্রতসংগ্রহ (পুং) ব্রতস্য সংগ্রহঃ। দীক্ষা। (হেম)

ব্রতস্থ (ত্রি) ব্রতে তিষ্ঠতীতি-স্থা-ক। ব্রতস্থিত, ব্রতে অবস্থানকারী, ব্রতধারী। ব্রহ্মচারী।

"ব্রতস্থমপি দৌহিত্রং শ্রাদ্ধে যত্নেন ভোজয়েৎ।" (মনু ৩।২৩৪)

'ব্রতস্থং ব্রহ্মচারিণং' (কল্লূক)

ব্রতস্থিত (ত্রি) ব্রতে স্থিতঃ। ব্রতে অবস্থানকারী। ব্রতধারী।

ব্রতস্নাত (ত্রি) ব্রতৈঃ স্নাতঃ। ব্রতস্নাতক, ব্রহ্মচারিভেদ। বিদ্যাস্নাতক, ব্রতস্নাতক ও বিদ্যাব্রতস্নাতক এই তিন প্রকার ব্রহ্মচারী। যে ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে বিদ্যা সমাপ্ত করিয়া ব্রত অসমাপ্ত থাকিতে সমাবর্ত্তন করেন, তাহাকে বিদ্যাস্নাতক; যিনি ব্রত সমাপন করিয়া বেদ অসমাপ্ত থাকিতে সমাবর্ত্তন করেন, তাহাকে ব্রতস্নাতক, এবং যিনি বিদ্যা ও ব্রত উভয়ই শেষ করিয়া সমাবর্ত্তন করেন, তাহাকে বিদ্যাব্রতস্নাতক কহে।

"বেদবিদ্যাব্রতস্নাতান্ শ্রোত্রিয়ান্ গৃহমেধিনঃ।

পূজয়েদ্ধব্যকব্যেন বিপরীতাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥" (মনু ৪।৩১)

"যঃ সমাপ্য বেদানসমাপ্য ব্রতানি সমাবর্ত্ততে স বিদ্যা-স্নাতকঃ, যঃ সমাপ্য ব্রতানি অসমাপ্য বেদান্ সমাবর্ত্ততে স ব্রতস্নাতকঃ, উভয়ং সমাপ্য যঃ সমাবর্ত্ততে স বিদ্যাব্রতস্নাতকঃ। (কুল্লূক)

ব্রতস্নাতক (পুং) ব্রতস্নাত। (পারস্করগৃ° ২।৫)

ব্রতস্নান (ক্লী) ব্রত সমাপনপূর্ব্বক সমাবর্ত্তন। (ভাগবত° ১।১০।২৮)

ব্রতাতিপত্তি (স্ত্রী) ব্রতভঙ্গ। ব্যাঘাতজন্য ব্রতের অসমাপ্তি। (আশ্ব° শ্রৌ° ৩।১৩।২)

ব্রতাদেশ (পুং) ব্রতস্য আদেশঃ। উপনয়ন।

"আ-দন্তজননাৎ সদ্য আচূড়াদেকরাত্রকম্।

ত্রিরাত্রমাব্রতাদেশাৎ দশরাত্রমতঃ পরম্ ॥ (শুদ্ধিতত্ত্ব)

ব্রতাদেশন (ক্লী) ব্রতস্য আদেশনং। বেদোপদিষ্ট উপনয়ন সংস্কারের পর ব্রহ্মচারীকে বেদোপদেশ দিতে হয়।

"কৃতোপনয়নস্যাস্য ব্রতাদেশনমিষ্যতে।

ব্রহ্মণো গ্রহণঞ্চৈব ক্রমেণ বিধিপূর্ব্বকম্ ॥" (মনু ২।১৭৩)

'কৃতোপনয়নস্য ব্রহ্মচারিণো ব্রতাদেশনমিষ্যতে ক্রিয়তে চাচার্য্যৈঃ'। (কুল্লূক)

ব্রতিক (ত্রি) ব্রতিন্-কন্। ব্রতধারী, এই শব্দ প্রায় একটী উপপদপূর্ব্বক ব্যবহার হইয়া থাকে। যথা বিড়ালব্রতিক ইত্যাদি।

ব্রতিন্ (পুং) ব্রতমস্যাস্তীতি-ব্রত-ইনি। ১ মুনিবিশেষ। ২ যজমান, (অমর) ৩ ব্রহ্মচারী, যতি।

"ভৈক্ষ্যেণ বর্ত্তয়েন্নিত্যং নৈকান্নাদী ভবেদ্‌ব্রতী।

ভৈক্ষ্যেণ ব্রতিনো বৃত্তিরুপবাসসমা স্মৃতা" ॥ (মনু ২।১৮৮)

(ত্রি) ৪ 'ব্রত বিশিষ্ট, ব্রতানুষ্ঠানকারিমাত্র। ব্রতধারী তিথি বা উৎসবের অন্তে যথাবিধানে পারণ করিবেন।

"তিথ্যন্তে চোৎসবান্তে বা ব্রতী কুর্ব্বীত পারণম্"। (তিথিতত্ত্ব)

ব্রতেয়ু (পুং) রৌদ্রাশ্বের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।২০।৪)

ব্রতেশ (পুং) শিব।

ব্রতোপনয়ন (ক্লী) ব্রতাদেশ। শিক্ষার জন্য উপনয়ন।

ব্রতোপহ (ক্লী) সামভেদ।

ব্রতোপায়ন (ক্লী) ব্রতার্থে প্রবেশ। (শতপথব্রা° ৪।১।৭।১)

ব্রত্য (ত্রি) ব্রতকর্ম্মপরায়ণ। ব্রহ্মচারী। (ঋক্ ৮।৪৮।৮)

ব্রন্দিন্ (ত্রি) ১ মৃদুভাব প্রাপ্ত। ২ সমূহবিশিষ্ট। ব্রন্দিনঃ মৃদুভাবঃ-প্রাপ্তান্ যদ্বা সমূহবতঃ। (ঋক্ ১।৫৪।৪ সায়ণ)

ব্রয়স্ (ক্লী) বর্জ্জন। (ঋক্ ২।২৩।১৬, সায়ণ)

ব্রশ্চ, ছেদে। তুদাদি° পরস্মৈ° সক° বেট্। লট্ বৃশ্চতি। লুঙ্ অব্রশ্চীৎ, অব্রাক্ষীৎ।

ব্রশ্চন (পুং) বৃশ্চত্যনেনেতি ব্রশ্চ করণে ল্যুট্। ১ স্বর্ণাদি-ছেদিকা, চলিত ছেনী, যে অস্ত্র দিয়া স্বর্ণাদি ধাতু ছেদন করা যায়। পর্য্যায়—পত্রপরশু, পত্রপশু, স্বর্ণ লোহাদি ভেদক। (জটাধর) ২ বৃক্ষ ছেদন জাত নির্য্যাস, গাছ কাটিলে যে আটা গলে, তাহাকেও ব্রশ্চন কহে।

"দেবতার্থং হবিঃ শিগ্রুং লোহিতান্ ব্রশ্চনাংস্তথা।

অনুপাকৃত মাংসানি বিড়্জানি কবকানি চ ॥"

ব্রশ্চনাং বৃক্ষছেদনজাতান্ লোহিতানপি।" (মিতাক্ষরা আচারাধ্যায়) ৩ কুঠার। (কাতন্ত্র) (ক্লী) ব্রশ্চ-ল্যুট্। ৪ ছেদন। "স রক্তেমনা-ব্রশ্চনায় ভবতি" (শত° ব্রা° ৩৬।৪।৭)

ব্রস্ক (ত্রি) কর্ত্তক, কর্ত্তনকারী, ছেদনকারী।

ব্রা (স্ত্রী) ১ রাত্রি। ২ উষা। 'তমসা সর্ব্বং আচ্ছাদয়তীতি ব্রা রাত্রি বা প্রকাশেন বৃণোতীতি ব্রা উষাঃ।' (ঋক্ ১।১২১।২ সায়ণ) ৩ সমূহ, দল। (নিরুক্ত ৫।৩)

ব্রাচড় (পুং) অপভ্রংশ ভাষাবিশেষ।

ব্রাজ (পুং) ১ গ্রাম কুক্কুট্। (হেম) ২ গমন, গতি। ৩ দল, সমূহ। (অথর্ব্ব ১।১৬.১)

ব্রাজপতি (পুং) দলপতি, নায়ক। "কুলপা ন ব্রাজপতিং চরন্তম্।" (ঋক্ ১০।১৭।২)

ব্রাজবাহু (পুং) মৃত্যুর হস্তবিস্তার। "মৃত্যোর্হ বা এতৌ ব্রাজবাহূ।" (শাঙ্খায়নব্রা° ৭।৯)

ব্রাজি (স্ত্রী) ব্রজতি গচ্ছতীতি ব্রজ গতৌ (বসিবপিযজীতি। উণ্ ৪।১২৪) ইতি ইঞ্। বায়ু।

ব্রাজিন্ (ত্রি) স্থানস্থায়ী, গমনশীল নহে। (শতপথব্রা° ৫।৫।১।১২)

ব্রাত (পুং) ১ সমূহ। (অমর)

"নানারণ্যমৃগব্রাতৈরনাবাধে মুনিব্রতৈঃ।" (ভাগ° ৪।২৫।১৯)

২ ব্যাধাদি। (ব্রাত্যশব্দটীকা ভরত)

৩ মনুষ্য। (নিঘণ্টু ২।৩)

'বৃঞ্ বরণে—তাত ব্রতে লাভ ফুপিত্ত' ইত্যাদি সূত্রেণ ভোজরাজেন কৃৎপ্রত্যয়ে আড়াগমো নিপাত্যেতে বৃণুত্তি স্বমতিমতং দেবতাভ্যঃ তপসা রাধিতেভ্যঃ প্রব্রিয়ন্তে বা যজ্ঞাদৌ, যথা ধান্যাদি সঞ্চয়ঃ, তদস্তো ব্রাতা মত্বর্থীয়োঽকারঃ। যথা ব্রতমিতি কর্ম্ম নাম অন্নং বা, অন্নমপি ব্রতাষৈতস্মাদেবেত্যুক্তেঃ শুণীয়াঃ 'তস্তেদং' ইত্যণ্।

"কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণেব প্রমুচ্যতে" ইত্যুক্তেঃ কর্ম্মণামধিকারিত্বাচ্চ মনুষ্যাণাং কর্ম্মসম্বন্ধিত্বং ইত্যাদি। (দেবরাজ যজ্বা) (ক্লী) ৪ শরীরায়াস জীবিকর্ম্ম। (কাশিকা ৫।২।২১)

ব্রাতজীবন (ত্রি) শারীরিক বা পরস্পরের পরিশ্রমে জীবিকানির্ব্বাহকারী।

ব্রাতপতি (ত্রি) ব্রতপতি সম্বন্ধীয়। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

(আশ্বশ্রৌ° ২।১২।৬)

ব্রাতপতি (পুং) দলপতি। (শুক্লযজু° ১৬।২৫)

ব্রাতসাহ (ত্রি) দলপতি। 'সমূহানামভি ভবিতারঃ'।

(ঋক্ ৬।৭৫।৯ সায়ণ)

ব্রাতিক (ত্রি) ব্রতসম্বন্ধীয় (সংবৎসর)। (গোভিল ৩।১।১৩)

ব্রাতীন (পুং) শরীরায়াসেন যে জীবন্তি তেষাং কর্ম্ম ব্রাতং তেন জীবতীতি ব্রাত (ব্রাতেন জীবতি। পা ৫।২।২১) ইতি খঞ্। সঙ্ঘজীবি। (হেম)

"ব্রাতীনব্যালদীপ্রাস্ত্রঃ সুত্বনঃ পরিপূজয়ন্।" (ভট্টি ৪।১২)

ব্রাত্য (পুং) ব্রাতো ব্যালাদিঃ স ইব (শাখাদিভ্যো যৎ। পা ৫।৩।১০৩) ইতি যৎ। ১ ব্রতসম্বন্ধীয়। (পঞ্চবিংশব্রা° ১৮।৭।১৩) ২ দশসংস্কাররহিত। ৩ উপনয়ন সংস্কাররহিত। পর্য্যায়—সংস্কারহীন, সাবিত্রীপতিত, বাগ্দুষ্ট, পুরুষোক্তিক। (জটাধর)

"আষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে।
আ-দ্বাবিংশাৎক্ষত্রবন্ধোরাচতুর্বিংশতের্বিশঃ॥
অত ঊর্দ্ধং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ॥" (মনু ২।৩৮-৩৯)

ব্রাহ্মণের ১৬ বৎসর, ক্ষত্রিয়ের ২২ বৎসর এবং বৈশ্যের ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত উপনয়ন কাল। এই কালের মধ্যে যদি ইহাদের উপনয়ন-সংস্কার না হয়, তাহা হইলে ইহাদিগকে ব্রাত্য কহে এবং ইহারা আর্য্যবিগর্হিত।

এক সময়ে সাবিত্রীসংস্কার বা উপনয়নহীন দ্বিজ (ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়) মাত্রই ব্রাত্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু অথর্ব্ববেদের ১৫।৮।১ ও ১৫।৯।১ মন্ত্রদ্বয় হইতে আমরা জানিতে পারিবে, ব্রাত্য দেবপ্রতিম, এমন কি পরম পিতারই অনুকল্প। ইহাদিগের দ্বারা রাজন্য ও ব্রাহ্মণগণ সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন।

সাবিত্রীপতিত উপনয়নাদি সংস্কারবিহীন ব্যক্তিই ব্রাত্যনামে অভিহিত। ব্রাত্যের যজ্ঞাদি বেদবিহিত ক্রিয়ায় অধিকার নাই—ব্রাত্য ব্যবহারযোগ্যও নহে, ইহাই এক শ্রেণীর শাস্ত্র-সম্মত সিদ্ধান্ত; কিন্তু অথর্ব্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডটী কেবল ব্রাত্যমহিমাতে পরিপূর্ণ। ব্রাত্য বৈদিককার্য্যে অধিকারী, ব্রাত্য মহানুভব, ব্রাত্য দেবপ্রিয়, ব্রাত্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতির পূজ্য, অধিক কথা কি, ব্রাত্য স্বয়ং দেবাধিদেব। ব্রাত্য যেখানে গমন করেন, বিশ্বজগৎ ও বিশ্বদেবগণও সেইখানে তাঁহার অনুগমন করেন। তিনি যেখানে অবস্থান করেন, বিশ্বদেবগণ সেই স্থানে অবস্থান করেন, তিনি তথা হইতে গমন করিলে তাঁহারাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করেন। সুতরাং তিনি যখন যেখানে গমন করেন, তখন যেন রাজার ন্যায় গমন করিয়া থাকেন।

সমগ্র পঞ্চদশ কাণ্ডেই এইরূপ কেবল ব্রাত্যমহিমা দেখিতে পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডোক্ত ব্রাত্য বাচ্যবিষয়ে ধর্ম্মসংহিতোক্ত ব্রাত্য হইতে সম্যক্ স্বতন্ত্র। এই ব্রাত্য-সকল বৈদিক পুরুষসূক্তের পুরুষ এবং পৌরাণিকগণের বর্ণিত বিরাট্ পুরুষ বলিয়াই ধর্ত্তব্য। এস্থলে অথর্ব্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ড হইতে এতদ্বিষয়ক কতিপয় প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"ব্রাত্য আসীদীয়মান এব স প্রজাপতিং সমৈরয়ৎ।
স প্রজাপতিঃ সুবর্ণমাত্মন্নপশ্যৎ তৎ প্রাজনয়ৎ॥
তদেকমভবৎ, তল্ললামমভবৎ, তন্মহদভবৎ তজ্জ্যেষ্ঠমভবৎ
তদ্ব্রহ্মাভবৎ তত্তপোঽভবৎ তৎসত্যমভবৎ তেন প্রাজায়ত।
সোঽবর্ধত স মহানভবৎ স মহাদেবোঽভবৎ।
স দেবানামীশাং পর্য্যৈৎ স ঈশানোঽভবৎ।
স একো ব্রাত্যোঽভবৎ স ধনুরাদত্ত তদেবেন্দ্রধনুঃ।
নীলমস্যোদরং লোহিতং পৃষ্ঠম্।

নীলেনৈবাপ্রিয়ং ভ্রাতৃব্যং প্রোর্ণোতি লোহিতেন দ্বিষন্তং
বিধ্যতীতি ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি। (১৫।১।১-৮)
স উদতিষ্ঠৎ স প্রাচীং দিশমনু ব্যচলৎ। ১
তং বৃহচ্চ রথন্তরং চাদিত্যাশ্চ বিশ্বে চ দেবা অনুব্যচলন্। ২
বৃহতে চ বৈ স রথন্তরায় চাদিত্যেভ্যশ্চ বিশ্বেভ্যশ্চ
দেবেভ্য আ বৃশ্চতে য এবং বিদ্বাংসং ব্রাত্যমুপবদতি। ৩
বৃহতশ্চ বৈ স রথন্তরস্য চাদিত্যানাঞ্চ বিশ্বেষাঞ্চ
দেবানাং প্রিয়ং ধাম ভবতি তস্য প্রাচ্যাং দিশি। ৪
শ্রদ্ধা পুংশ্চলী মিত্রো মাগধো বিজ্ঞানং বাসো
হরোষ্ণীষং রাত্রীকেশা হরিতৌ প্রবর্ত্তৌ কল্মলির্ম্মণিঃ। ৫
তং বৈরূপঞ্চ বৈরাজং চাপশ্চ বরুণশ্চ রাজানুব্যচলন্। ১০
বৈরূপায় চ বৈ স বৈরাজায় চাদ্ভ্যশ্চ বরুণায় চ
রাজ্ঞ আ বৃশ্চতে য এবং বিদ্বাংসং ব্রাত্যমুপবদন্তি। ১৭

এই পঞ্চদশ কাণ্ডের প্রথম অনুবাকের সপ্তম পর্য্যায় সূক্ত পাঠে জানা যায় যে, এই ব্রাত্য পুরুষই যজ্ঞ শ্রদ্ধা প্রজাপতি পরমেষ্ঠী পিতা পিতামহ প্রভৃতির লক্ষীভূত বিষয়। তদ্ যথা

"তং প্রজাপতিশ্চ পরমেষ্ঠী চ পিতা চ পিতামহশ্চাপশ্চ
শ্রদ্ধা চ বর্ষ ভূত্বানুব্যবর্ত্তয়ন্ত"। (১৫।৭।২)

দ্বিতীয় অনুবাকের অষ্টম পর্য্যায়সূক্ত পাঠে ব্রাত্যপুরুষকে বিরাট্ পুরুষেরই নামান্তর বলিয়া বলবতী ধারণা জাগিয়া উঠে; তদযথা—"ব্রাত্যস্য সপ্তপ্রাণাঃ সপ্তাপানাঃ সপ্ত ব্যানাঃ।
তস্য ব্রাত্যস্য যোঽস্য প্রথমঃ প্রাণ উর্দ্ধোনামায়ং স অগ্নিঃ।
দ্বিতীয়ঃ প্রাণঃ প্রৌঢ়ো নামাসৌ স আদিত্যঃ * *
তৃতীয়ঃ প্রাণোঽভ্যূঢ়ো নামাসৌ চন্দ্রমাঃ।
চতুর্থঃ প্রাণোবিভূর্নামায়ং স পবমানঃ।
পঞ্চমঃ প্রাণো যোনি নাম তা ইমা আপঃ।
ষষ্ঠঃ প্রাণঃ প্রিয়োনাম ত ইমে পশবঃ।
সপ্তমঃ প্রাণো পরিমিতো নাম তা ইমাঃ প্রজাঃ।"

ব্রাত্যের অপান সম্বন্ধেও এইরূপ লিখিত হইয়াছে; যথা—
"তস্য ব্রাত্যস্য যোঽস্যপ্রথমোঽপানঃ সা পৌর্ণমাসী"

এইরূপ দ্বিতীয় অপান সাষ্টকা, তৃতীয় অপান আমাবস্যা, চতুর্থ অপান শ্রদ্ধা, পঞ্চম অপান দীক্ষা, ষষ্ঠ অপান যজ্ঞ।

পঞ্চদশ কাণ্ডের দ্বিতীয় অনুবাকের নবম পর্য্যায় সূক্তে ব্রাত্যের ব্যান সম্বন্ধে লিখিত আছে—

ব্রাত্যের প্রথম ব্যান ভূমি, দ্বিতীয় ব্যান অন্তরীক্ষ, তৃতীয় ব্যান দ্যৌ, চতুর্থ ব্যান নক্ষত্র, পঞ্চম ব্যান ঋতু, ষষ্ঠ ব্যান আর্ত্তব ও সপ্তম ব্যান সংবৎসর।

এই কাণ্ডের উপসংহারে অর্থাৎ দ্বিতীয় অনুবাকের একাদশ পর্য্যায় সূক্তে লিখিত হইয়াছে—

"তস্য ব্রাত্যস্য। যদস্য দক্ষিণমক্ষ্যসৌ স আদিত্যো
যদস্য সব্যমক্ষ্যসৌ স চন্দ্রমাঃ।

যোঽস্য দক্ষিণঃ কর্ণোঽয়ং সোঽগ্নির্যোঽস্য সব্যঃ কর্ণোঽয়ং স পবমানঃ। অহোরাত্রে নাসিকে দিতিশ্চাদিতিশ্চ শীর্ষকপালে সংবৎসরঃ শিরঃ অহ্না প্রত্যঙ্ ব্রাত্যো রাত্র্যা প্রাঙ্ নমো ব্রাত্যায়।"

পঞ্চদশ কাণ্ডের প্রথম অনুবাকের ষষ্ঠ পর্য্যায় সূক্তের প্রথম সূক্তে লিখিত আছে "স মহিমা সক্রুর্ভূত্বা পৃথিব্যা অগচ্ছৎ স সমুদ্রোঽভবৎ।"

আমরা ঋগ্‌বেদের পুরুষসূক্তে আরও দেখিতে পাই—
"এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। ১০।৯০।৩
তস্মাদ্বিরাড় জায়ত বিরাজো অধিপূরুষঃ
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ১০।৯০।৫
যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ॥ ১০।৯০।৬
চন্দ্রমা মনসো জাত শ্চক্ষোঃ অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত॥
নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষ, শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দ্দিশঃ শ্রোত্রাৎ তথা লোকাঁ অকল্পয়ৎ॥"

ঋগ্বেদের এই পুরুষ-মহিমার সূক্ত এবং অথর্ব্ববেদের ব্রাত্য-মহিমার সূক্ত এক প্রকার ও একভাববিশিষ্ট।

অথর্ব্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডের দ্বিতীয় অনুবাকের পঞ্চম পর্য্যায় সূক্তে যেরূপ ভাবে ব্রাত্যমহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া মনে হয় যে, প্রাচীন বৈদিককালে এক শ্রেণীর পুণ্যবান্ ব্রতকর্ম্মশীল বিদ্বান্ পুরুষই কোন কারণে ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত হইতেন। ব্রাত্য অতিথিরূপে যাহার গৃহে বাস করিতেন, তাহার অশেষ পুণ্যের সঞ্চার হইত। যথা—

"তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্য একাং রাত্রিমতিথির্গৃহে বসতি।
যে পৃথিব্যাং পুণ্যা লোকাস্তানেব তেনাবরুন্ধে।
তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যো দ্বিতীয়াং রাত্রিমতিথির্গৃহে বসতি
যেঽন্তরীক্ষে পুণ্যা লোকাস্তানেব তেনাবরুন্ধে।" ইত্যাদি

এইরূপ এই সূক্তে ব্রাত্যের আতিথ্যপ্রদানের ফল বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে মনে হয় যে, ব্রাত্য সম্ভবতঃ সাধু পরিব্রাজক। কিন্তু এই ব্রাত্য-মহিমার উপক্রমোপসংহার পাঠ করিলে প্রতীতি হয় যে, ব্রাত্য অনাদিকারণ পুরুষ। এখানে যে ব্রাত্যকে গৃহে আতিথ্যদানের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, সেই পরম পুরুষকে যিনি আপন হৃদয়ে স্থান দান করেন, তাঁহার বহুল পুণ্য অর্জ্জিত হইয়া থাকে।

এক পরম পুরুষই যে বৈদিক যুগে ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত হইত, প্রশ্নোপনিষদেও তাহার প্রমাণ আছে, এবং কেন যে তাহাকে ব্রাত্য বলা হইত তাহারও কারণ উক্ত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্‌যথা—

"ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈকঋষিরত্তা বিশ্বস্য সৎপতিঃ।
বয়মাদ্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্বন্‌॥"

(প্রশ্নোপনিষৎ ২।১১।)

অর্থাৎ হে পরম পুরুষ তুমি প্রথমে জন্মিয়াছ বলিয়া তোমার সন্ধারক কেহই ছিল না, তাই তুমি ব্রাত্য কিন্তু তুমি অতীব পবিত্র। হে প্রাণ তুমিই একমাত্র ঋষি, তুমি ভোজক, তুমি সকলের সৎপতি, আমরা তোমায় আজ্য দিতেছি, তুমি বায়ুর পিতা।

প্রশ্নোপনিষদের এই ব্রাত্য ও ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের পুরুষ এবং অথর্ব্ববেদের ব্রাত্য ব্রহ্মের অনুরূপ পদার্থ।

(১৭।১৬ এবং ২৪।১৮ দ্রষ্টব্য।)

এতদ্ব্যতীত সামবেদীয় তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণে আমরা ব্রাত্য শব্দের অপর এক বাচ্যবিষয় দেখিতে পাই। তৎপাঠে জানা যায়, দেবতাগণ যখন স্বর্গে গমন করেন, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে, কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাদের সঙ্গে না যাইয়া এই মর্ত্ত্য-লোকেই পরিভ্রমণ করেন, ইঁহারাই ব্রাত্য নামে অভিহিত হইতেন। অবশেষে ইঁহারা স্বর্গগমনেচ্ছু হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে পুনরায় স্বর্গের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হয়েন। অর্থাৎ ইঁহাদের সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ যে স্থান হইতে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হয়েন। কিন্তু ইঁহারা বৈদিক মন্ত্র জানিতেন না। সুতরাং ইঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। ইঁহাদের এই অবস্থা দেখিয়া স্বর্গগামী দেবগণ মরুতের প্রতি ইঁহাদিগকে বেদশিক্ষার ভার প্রদান করেন। মরুৎ ইঁহাদিগকে অনুষ্টুপ্‌ ছন্দে "ষোড়শ" উপদেশ প্রদান করেন, তৎপরে ইঁহারা স্বর্গে গমন করেন।*

আবার কৌষীতকী তাণ্ড্যমহা ব্রাহ্মণও ব্রাত্য নামে অভিহিত হইয়াছে।†

ব্রাত্যগণ অনাহূত যুদ্ধরথের চালকত্বকার্য্য করিতেন, ধন ও বর্ষা বহন করিতেন, তাঁহারা মস্তকে উষ্ণীষ ও রক্ত-প্রান্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, পরিচ্ছদগুলি বায়ুবেগে আলোড়িত হইত। তাঁহাদের নেতৃগণ কপিলবর্ণ পরিচ্ছদ ও রৌপ্যনির্ম্মিত কণ্ঠাভরণ ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতি করিতেন না। তাঁহাদের শাসনবিধিরও শৃঙ্খলা ছিল না। তাঁহাদের ভাষা সংস্কৃত হইলেও উচ্চারণের অনেক বৈষম্য ছিল। তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণের এই ব্রাত্য-দেবগণ প্রথমতঃ হয়ত সম্মানিত ছিলেন, পরে বেদানভিজ্ঞতানিবন্ধন তাঁহারা সমাজে অনাদৃত হইয়া পড়েন। বস্তুতঃ প্রাচীন আর্য্যসমাজে সম্মানহীন এই ব্রাত্যগণই প্রকৃতপক্ষে সাবিত্রীভ্রষ্ট ব্রাত্য কি না তাহা অনুসন্ধেয়। ফলতঃ আমরা বাজসনেয়সংহিতাতেও এক শ্রেণীর লোককে ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত হইতে দেখিতে পাই।

(শুক্লযজুঃ ৩০।৮)

এতদ্ব্যতীত লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (৮।৬।২,৭,৮) এবং কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (২২।৪।৩) আমরা ব্রাত্য শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই। অসবর্ণগণই শ্রৌতসূত্রে ব্রাত্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কি প্রকারে ব্রাত্য শব্দের এইরূপ অর্থাবনতি সংঘটিত হইল, পরব্রহ্মের বাচক শব্দটী কি প্রকারে মানব সমাজের অসম্মানিত জনের অর্থবোধকরূপে ব্যবহৃত হইল, তাহারও অনুসন্ধান প্রয়োজন। বৌধায়ন-ধর্ম্মসূত্রে লিখিত আছে, ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জাতসন্তান ব্রাহ্মণ, বৈশ্যার গর্ভে জাতসন্তান অম্বষ্ঠ, শূদ্রার গর্ভে জাতসন্তান নিষাদ বা পারশব। ক্ষত্রিয়বৈশ্যায় জাতসন্তান ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়শূদ্রায় জাতসন্তান উগ্র, বৈশ্যশূদ্রায় জাতসন্তান রথকার, শূদ্রবৈশ্যায় মাগধ, বৈশ্যক্ষত্রিয়ায় আয়োগব ইত্যাদি। এই সকল অসবর্ণজাত সন্তানগণ ব্রাত্য নামে প্রসিদ্ধ।" (বৌধায়নধর্ম্মসূত্র ১।৯।১৬-১৭)

মনুসংহিতায় আমরা ব্রাত্যতার অপর একটী হেতু দেখিতে পাই। যথা—

"দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্‌।
তান্‌ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্‌ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ॥"

(মনু ১০।২০ অঃ)

অর্থাৎ দ্বিজাতিগণের সবর্ণাভার্য্যায় উৎপন্ন সন্তান সাবিত্রী-ভ্রষ্ট হইলে তাহারা ব্রাত্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রের ব্রাত্য ও মনুসংহিতার ব্রাত্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। মনুসংহিতায় আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ভেদে ত্রিবিধ ব্রাত্য দেখিতে পাই, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাত্য, ক্ষত্রিয় ব্রাত্য ও বৈশ্য-ব্রাত্য। দেশভেদে ইঁহারা আবার ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তদ্‌যথা—

---

* "দেবা বৈ স্বর্গং লোকং আয়ংস্তেষাং দেবা অহীয়ন্ত ব্রাত্যাং প্রবসন্তস্ত আগচ্ছন্‌ যতো দেবাঃ স্বর্গং লোকম্‌ আয়ংস্তেন তং স্তোমং ন ছন্দোঽবিন্দন্‌ যেন তান্‌ আপ্সংস্তে দেবা মরুতোঽব্রুবন্‌ এতেভ্যস্তং স্তোমস্তচ্ছন্দঃ প্রাযচ্ছত যেন অস্মাৎ আপ্নুবানিতি তেভ্য এতং ষোড়শং স্তোমং প্রাযচ্ছন্‌ পরোক্ষমনুষ্টুভং ততো বৈ তে তানাপ্নুবান্‌ ইতি তেভ্য এতং ষোড়শং স্তোমং প্রাযচ্ছন্‌ পরোক্ষমনুষ্টুভং ততো বৈ তে তানাপ্নুবান্‌" (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ১৭ অধ্যায়।)

† "এতেন বৈ……তস্মাৎ কৌষীতকীনাং ন কশ্চন অতীব জিহীতে যজ্ঞাযকীর্ণাহি" (তাণ্ড্য ১৭,৪,৩)।

"ব্রাত্যাৎ তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জকণ্টকঃ।
আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈখ এব চ ॥
ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ ॥
বৈশ্যাত্তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এব চ।
কারুষশ্চ বিজন্মা চ মৈত্রঃ সাত্বত এব চ ॥" (মনু ১০।২১-২৩)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ব্রাত্য হইতে ভূর্জকণ্টক, আবন্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ ও শৈখ; ক্ষত্রিয়-ব্রাত্য হইতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস ও দ্রবিড় এবং বৈশ্য-ব্রাত্য হইতে সুধন্ব, আচার্য্য, কারুষ, বিজন্মা, মৈত্র ও সাত্বতগণের উৎপত্তি হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের প্রথম অধ্যায়েও আমরা ব্রাত্যের উল্লেখ দেখিতে পাই। তদ্‌যথা—

"সৌরাষ্ট্রাবন্ত্যাভীরাশ্চ শূরা অর্ব্বুদমালবাঃ।
ব্রাত্যা দ্বিজা ভবিষ্যন্তি শূদ্রপ্রায়া জনাধিপ ॥ ৩৬
সিন্ধোস্তটং চন্দ্রভাগাং কৌন্তীং কাশ্মীরমণ্ডলং।
ভোক্ষ্যন্তি শূদ্রা ব্রাত্যাদ্যা ম্লেচ্ছাশ্চাব্রহ্মবর্চ্চসঃ ॥" ৩৭

শ্রীধরস্বামী এই দুই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—'সৌরাষ্ট্রাদিদেশবর্ত্তিনো দ্বিজা ব্রাত্যা উপনয়নরহিতা ভবিষ্যন্তি। অব্রহ্মবর্চ্চসঃ বেদাচারশূন্যাঃ।' শ্রীমদ্‌বীর রাঘবাচার্য্য ভাগবতচন্দ্রিকানাম্নী টীকায় লিখিয়াছেন, 'সৌরাষ্ট্রাদিদেশবর্ত্তিনো দ্বিজা ব্রাত্যা উপনয়নাদিসংস্কাররহিতা' অতএব শূদ্রপ্রায়াঃ ভবিষ্যন্তি জনাধিপেতি সম্বোধনং। জনাধিপা ইতি পাঠে তে শূদ্রপ্রায়া শূদ্রপ্রচুরা ভবিষ্যন্তীত্যর্থঃ।'

শ্রীভাগবতের সুবিখ্যাত টীকাকার বিজয়ধ্বজ লিখিয়াছেন—'সৌরাষ্ট্রশ্চ আবন্ত্যাশ্চ আভীরাশ্চ শূদ্রাশ্চ মালবাশ্চ ব্রাত্যা সংস্কারহীনাঃ দ্বিজাঃ শূদ্রপ্রায়া জনাধিপতয়ো ভবিষ্যন্তি।'

যাঁহারা মনে করেন, ব্রাত্যগণ শূদ্র—শ্রীভাগবতের এই মূল শ্লোক এবং সুপ্রসিদ্ধ উক্ত টীকাকারগণের টীকা পাঠ করিলেই অবশ্যই ভ্রান্তসংস্কার উন্মূলিত করিতে সমর্থ হইবেন।

স্মৃতি ও পুরাণাদিতে ব্রাত্যসম্বন্ধে আরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

১। সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতা।
(মনু ২।৩৯, বিষ্ণু ২০।২৭)

২। সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ব্রাত্যস্তোমাদৃতে ক্রতৌ।
(যাজ্ঞবল্ক ১।৩৮)

৩। সংস্কারা অতিপত্যেরন্ স্বকালশ্চ কথঞ্চন।
হুত্বৈতদেব কর্ত্তব্যা যে তূপনয়নাদধঃ ॥
(কাত্যায়ন ২৫।১৭)

৪। বেদব্রতচ্যুতো ব্রাত্য স ব্রাত্যস্তোমমর্হতি। (ব্যাস ১।২০)

৫। দ্বিজাতয়স্ত্রয়োপেতো যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ ॥ (শঙ্খ ২।৮)

৬। আষোড়শাদ্ব্রাহ্মণস্যাতীতকাল আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রিয়স্য বৈশ্যস্য অত ঊর্দ্ধং পতিতসাবিত্রীকা ভবন্তি। নৈনানুপনয়েন্নাধ্যাপয়েন্নযাজয়েন্নৈতি বিবাহয়েয়ুঃ। পতিতসাবিত্রীক উদ্দালকব্রতং চরেৎ। (বশিষ্ঠ ১১শ অধ্যায়)

ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত।

উপনয়নাদি সংস্কারবিহীনতা-নিবন্ধন যে ব্রাত্যতা দোষ ঘটে, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেই দোষদুষ্ট ব্যক্তিদের শুদ্ধির বহুল বিধান শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। যথাকালে উপনয়ন না হইলে ব্রাত্যতা ঘটে। এই ব্রাত্যতা দোষখণ্ডনের জন্য ধর্ম্মসূত্রকার আপস্তম্ব যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। আপস্তম্ব বলেন—

১। অতিক্রান্তে সাবিত্র্যাঃ কালঋতুং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং চরেৎ। (১ম। ১প। ২৮ সূত্র)

হরদত্ত কৃত উজ্জ্বলটীকানুসারে এই সূত্রের মর্ম্ম এই যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের মধ্যে যাহার যে সাবিত্রীকাল উক্ত হইয়াছে, তাহা অতিক্রান্ত হইলে ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ত্রৈবিদ্যক শব্দের ব্যাখ্যা এইরূপ—'ত্রিঅবয়বা বিদ্যা ত্রিবিদ্যা তদধিকারভূত-বিষয়া ত্রৈবিদ্যা তৎসম্বন্ধীয়ং' এইরূপ অর্থে ত্রৈবিদ্যক পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অগ্নি পরিচর্য্যা, অধ্যয়ন এবং গুরুশুশ্রূষা এই তিনটী বিষয়ই ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্য নামে অভিহিত।

২। অথোপনয়নম্।

এইরূপ ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের পরে উপনয়ন সংস্কার।

৩। ততঃ সংবৎসরমুদকোপস্পর্শনম্।

অর্থাৎ উপনয়নের পর হইতে যথারীতি স্নান অনুষ্ঠেয়। যাহারা সমর্থ তাহারা ত্রিসবর্ণ স্নান করিবে। যাহারা সমর্থ নহে তাহাদের পক্ষে যথাশক্তি স্নান বিধেয়।

৪। অথাধ্যাপ্যঃ।

অর্থাৎ এই প্রকার অনুষ্ঠানের পর সংস্কৃত ব্যক্তি অধ্যাপনীয়।

৫। অথ যস্য পিতাপিতামহ ইত্যনুপেতৌ স্যাতাং তে ব্রহ্ম হসন্ স্তুতাঃ।

অর্থাৎ যাহার পিতা পিতামহ অনুপেত থাকে তাহারা ব্রহ্মহসন্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। "পিতা পিতামহ" শব্দ দ্বারা প্রপিতামহ মাতামহ প্রভৃতি এবং ইহাদের ভ্রাতাদিকেও বুঝিতে হইবে।

৬। তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি চ বর্জ্জয়েৎ

অর্থাৎ ইহাদের সহিত অভ্যাগমন (গতাগত ব্যবহার

ভোজন ও বিবাহাদি ব্যাপার বর্জ্জনীয়। অভ্যাগমন শব্দের অর্থ মৈত্রচেষ্টা আলাপাদিও বুঝিতে হইবে।

৭। তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তম্।

অর্থাৎ ইচ্ছাশীল ব্যক্তিগণই প্রায়শ্চিত্তযোগ্য, কিন্তু অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক পরোপদেশে বলাৎকারে প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠেয় নহে।

৮। যথা প্রথমেতিক্রম ঋতুরেবং সংবৎসরঃ।

মাণবকের উপনয়নকাল অতিক্রান্ত হইলে এক ঋতুকাল এবং তদীয় পিতা অনুপনীত হইলে সম্বৎসরকাল ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠেয়।

৯। অথোপনয়নং তত উদকোপস্পর্শনম্।

অতঃপর উপনয়ন সংস্কার দিতে হইবে, তৎপরে উদকোপস্পর্শনের ব্যবস্থা।

১০। প্রতিপূরুষং সঙ্খ্যায় সংবৎসরান্ যাবন্তোহনুপেতাঃ স্যুঃ।

পিতা অনুপেত হইলে সংবৎসর কাল ও পিতামহ অনুপেত থাকিলে দুই বৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে। ইহা আপস্তম্বের টীকাকার হরদত্তের মত। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর রামমিশ্র শাস্ত্রী লিখিয়াছেন—'মাণবকস্য পিতামহমারভ্য স্বপর্য্যন্তং কালাতিক্রমে পূর্ণং সংবৎসরং যাবৎ পূর্ব্বোক্তরীত্যা উপনয়নস্বরূপ-যোগ্যতৌপয়িক ব্রহ্মচর্য্যাত্মক প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানমিত্যর্থঃ।'

অর্থাৎ মাণবকের পিতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া নিজ পর্য্যন্ত কালাতিক্রমে পূর্ণ সংবৎসর পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত রীত্যনুসারে উপনয়নের উপযোগী ব্রহ্মচর্য্যাত্মক প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

উদকোপস্পর্শন সময়ে বৈদিক মন্ত্র ব্যবহার্য্য। তদ্‌যথা—

(১) "সপ্তভিঃ পাবমানীভিঃ যদন্তি যচ্চদূরকে।"(ঋগ্‌বেদীয়)

(২) "আপো অস্মান্মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু" ইত্যাদি (যজুর্ব্বেদীয়)

(৩) "কয়া নশ্চিত্র আভুবৎ" ইত্যাদি (সামবেদীয়)

এই মন্ত্রানুসারে স্বশিরে জলসেচন করিতে হয়।

১১। অথ যস্য প্রপিতামহাদের্নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তে শ্মশানসংস্তুতা।

যে মাণবকের প্রপিতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধতন পুরুষগণের উপনয়ন স্মরণে আসে না। অর্থাৎ প্রপিতামহ হইতে কত পুরুষ ব্রাত্যতা দোষ ঘটিয়াছে, তাহা ঠিক করা যায় না, তাদৃশ মাণবকগণ শ্মশানসংস্তুত।

১২। তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি চ বর্জ্জয়েত্তেষা-মিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং দ্বাদশবর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং চরেদথোপনয়নং তত উদকোপস্পর্শনং পাবমান্যাদিভিঃ।

ইহাদের সহিত মৈত্রালাপ ভোজন বিবাহাদি বর্জ্জনীয়। ইহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনঃ সংস্কৃত হইতে ইচ্ছা করিলে দ্বাদশবর্ষব্যাপী ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। অতঃপর পাবমান্যাদি মন্ত্রে উদকোপস্পর্শন করিতে হইবে।

১৩। তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তম্।

অর্থাৎ ইহাঁদের মধ্যে যাহারা ইচ্ছা করিবে, তাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে। এস্থলে হরদত্ত বলেন যে "তেষাং" শব্দে মাণবকগণকে বুঝাইতেছে। কিন্তু "ব্রাত্যসংস্কারমীমাংসা" নামক গ্রন্থে পণ্ডিতপ্রবর রামমিশ্র শাস্ত্রী হরদত্তের এই ব্যাখ্যাকে যুক্তিতর্কপূর্ণ বিচারসহ একবারে নিরস্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই প্রায়শ্চিত্ত পিতা পিতামহ প্রভৃতির জন্যই ব্যবস্থিত হইয়াছে। আপস্তম্ব সূত্রের উপক্রমোপসংহার সমন্বয়-বিচারে এস্থলে তেষাং শব্দের বাচ্য মাণবক, ইহাই হরদত্তের মত; তিনি বলেন, ইহা দ্বারা ব্রাত্যের অনুপবীত পিতা পিতামহ প্রভৃতির প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থিত হয় নাই। কিন্তু রামমিশ্র শাস্ত্রি মহাশয় তাঁহার সকল আপত্তি অতি সূক্ষ্মবিচারে খণ্ডন করিয়া তাণ্ড্য-মহাব্রাহ্মণ হইতে একটী প্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বীয় সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন, মাণবকের অনুপবীত পিতৃপিতামহাদিরও যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়—

'অনুমোদিতশ্চায়মর্থস্তাণ্ড্যব্রাহ্মণে সপ্তদশাধ্যায়ে চতুর্থ খণ্ডে প্রথম ব্রাহ্মণে তদ্‌যথা—"অথৈষ শমনীচামেঢ্রাণাং স্তোমো যে জ্যেষ্ঠাঃ সন্তো ব্রাত্যাং প্রবসেয়ুস্ত এতেন যজেরন্।"

ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ—"শমেন মনোনিগ্রহেণ মনোনিগ্রহং-শ্চতুর্থ-বয়সি প্রায়ঃ সম্ভবাৎ যৌবনাবসানেন নীচং অনুদ্ধতং পুংব্যাপারাসমর্থং আসমন্তাৎ মেঢ্রমুপস্থেন্দ্রিয়ং যেষাং তে হনেন ব্রাত্যস্তোমেন যজেরন্নিত্যুক্ত্যা বৃদ্ধানামপি সংস্কার্য্যত্বং সুব্যক্তম্।"

ইহার মর্ম্ম এই যে, স্বভাবতঃই ইন্দ্রিয়ব্যাপারে মনোনিগ্রহ হইয়া থাকে। যৌবনের অবসানে পুং-ব্যাপারাসমর্থ বৃদ্ধ ব্রাত্য-দিগেরও ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ দ্বারা সংস্কার করা বিধেয়। এতদ্দ্বারা বৃদ্ধ ব্রাত্যগণেরও সংস্কার উক্ত হইয়াছে।

মহর্ষি কাত্যায়নের সিদ্ধান্ত দ্বারাও হরদত্তের অভিমত খণ্ডিত হইতেছে। এসম্বন্ধেও তিনি কাণ্ডত্রয়াত্মক গ্রন্থের দ্বিতীয় কাণ্ডে লিখিয়াছেন—

১। "ত্রিপুরুষং পতিতসাবিত্রীকাণাং অপত্যে সংস্কারো নাধ্যাপনঞ্চ"।

অর্থাৎ ত্রিপুরুষ পর্য্যন্ত পতিতসাবিত্রীক ব্যক্তিদের অপত্য সম্বন্ধে সংস্কার বা অধ্যাপনা নাই।

২। "তেষাং সংস্কারেপ্সুর্ব্রাত্যস্তোমেনেষ্ট্বা কামমধীয়ীরন্ ব্যবহার্য্যা ভবন্তি।"

ইহাদের মধ্যে সংস্কারাভিলাষী প্রাচীন ব্রাত্যগণ ব্রাত্য-স্তোম দ্বারা ব্যবহার্য্য হইয়া থাকেন।

দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত ত্রৈবিদ্যক-ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের পর উপনয়নের ব্যবস্থা। উপনয়ন হইলে পাবমান্যাদি মন্ত্র দ্বারা উদকোপস্পর্শের বিধান। এই সকল কার্য্য দ্বারা মাতৃ কৌষিক দেহারম্ভক অবয়বনিচয় সংস্কৃত হইয়া থাকে। উদকস্পর্শের পরে আপস্তম্ব গৃহমেধানুষ্ঠানের উপদেশ করিয়াছেন। যথা—

"অথ গৃহমেধোপদেশনম্।"

অর্থাৎ গৃহকর্ম্মের উপযোগী বেদের একদেশ মাত্র অধ্যয়ন করিতে হইবে, কিন্তু নিজশাখান্তর্গত সরহস্য বেদের সমগ্রাংশ অধ্যয়ন করার অধিকার তখনও প্রদেয় নহে। কেন না তৎপরের সূত্রেই লিখিত আছে :—

"নাধ্যাপনম্"

অর্থাৎ নিজশাখান্তর্গত সমগ্র বেদ অধ্যাপনীয় নহে।

হরদত্ত বলিয়াছেন—"নাধ্যাপনং কৃৎস্নবেদস্য কিন্তু গৃহমন্ত্রাণামেব" অর্থাৎ সমগ্র বেদপাঠে অধিকার না হইলেও গৃহ্যমন্ত্রপাঠের অধিকার হইবে।

এইরূপে সংস্কৃত হইয়া গৃহস্থ হইলে তাহাদের ব্রাত্যদোষ খণ্ডিত হয়। অতঃপর এইরূপ বংশে আবার কেহ ব্রাত্য হইলে তাহাদের সংস্কার প্রথমাতিক্রমের ন্যায় হইবে। অর্থাৎ ঋতুকাল ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনেই তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। যথা আপস্তম্বে—

"ততো যো নিবর্ত্তেত তস্য সংস্কারেণ প্রথমাতিক্রমৈঃ"

অর্থাৎ প্রাগুক্তরূপে প্রায়শ্চিত্ত করণানন্তর গৃহস্থ হইলে তদ্বংশের ব্রাত্যদোষের মোচন হয়। এতাদৃশ বংশ্য কোন ব্যক্তির উপনয়ন কাল অতিক্রম হইলে দুই মাস কাল ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই আবার সংস্কার প্রাপ্তির অধিকার জন্মে। এইরূপ উপনীত ব্যক্তি হইতে যে মাণবকের জন্ম হয়, সে প্রকৃতিবৎ উপনীত হইয়া থাকে অর্থাৎ তজ্জন্য আর কোন প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিতে হয় না। তাই আপস্তম্ব লিখিয়াছেন—

"তত ঊর্দ্ধং প্রকৃতিবৎ"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের বিধিনির্দ্দিষ্ট উপনয়নের যে কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই কালে প্রাগুক্ত উপনীত ব্যক্তির সন্তানের উপনয়ন হইবে।

আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্রানুসারে বহুপুরুষ পতিতসাবিত্রীক ব্যক্তিদিগেরও এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পুনঃ সংস্কার ব্যবস্থিত হইয়াছে। এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ব্রাত্যগণের ত্রৈবর্ণিকোচিত কার্য্যকরণে অধিকার জন্মে। "তত ঊর্দ্ধং প্রকৃতিবৎ" সূত্রের ব্যাখ্যা হরদত্তের উজ্জ্বলা টীকায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"ততস্তু যো নিবর্ত্তেত তস্য প্রকৃতিবৎ যথাপ্রাপ্তমুপনয়নং কর্ত্তব্যম্।" এ কথায় প্রতিবাদ যোগ্য কোন আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু পরে তিনি লিখিয়াছেন—

"যস্য তু প্রপিতামহস্য পিতুরারভ্য নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তস্য প্রায়শ্চিত্তং নোক্তম্। ধর্ম্মজ্ঞেভ্য ঊহিতব্যম্"।

অর্থাৎ যাহার প্রপিতামহের পিতা হইতে আরম্ভ করিয়া উপনয়নের অভাব হইয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হয় নাই, হরদত্ত মহাশয়ের এই টীকা যে সমীচীন নহে, রামমিশ্র শাস্ত্রি মহাশয় তদীয় গ্রন্থে ইহার যথেষ্ট খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি তাণ্ড্যব্রাহ্মণ ও কাত্যায়নসূত্র উদ্ধৃত করিয়া এতৎসম্বন্ধে সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বহুপুরুষ কাল পতিতসাবিত্রীক ব্যক্তিগণও আপস্তম্বের ধর্ম্মসূত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ত্রৈবর্ণিকোচিত কার্য্যকরণের অধিকারী হয়। যথা—

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং য ঔপনায়নিকো মুখ্যঃ প্রাতিষ্ঠিকঃ কালস্তস্মিন্নেব তে উপনেতব্যাস্তেষাং পূর্ব্বপুরুষীয় ব্রাত্যতাপ্রযুক্তো ন কশ্চিদধমো ভাবো, ন চাপ্যনুষ্ঠেয়ং কিঞ্চিদধিকমিতি ভাবঃ। সাধু তদ্বহুপুরুষপতিতসাবিত্রীকানামপ্যাপস্তম্বাচার্য্যৈরুক্তেনোপনোদকদীর্ঘপ্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানে ত্রৈবর্ণিকোচিতকার্য্যকরণেঽধিকার ইতি সমর্থিতম্।"

পণ্ডিতপ্রবর রামমিশ্র শাস্ত্রি মহোদয় কাত্যায়নসূত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়াও স্বীয় মতের সমর্থন করিয়াছেন। তদ্যথা—

"আষোড়শাদ্ব্রাহ্মণস্যাতীতঃ কালো ভবত্যাদ্বাবিংশাদ্রাজন্যস্যাচতুর্ব্বিংশাদ্বৈশ্যস্য অত ঊর্দ্ধং পতিতসাবিত্রীকা ভবন্তি নৈনানুপনয়েয়ুর্নাধ্যাপয়েয়ুর্ন যাজয়েয়ুঃ কালাতিক্রমে নিয়তবৎ ত্রিপুরুষং পতিতসাবিত্রীকানামপত্যে সংস্কারো নাধ্যাপনং চ তেষাং সংস্কারেপ্সুর্ব্রাত্যস্তোমেনেষ্ট্বা কামমধীয়ীরন্ ব্যবহার্য্যা ভবন্তীতি শ্রুতেঃ।"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়নের মুখ্য কাল নির্দ্দেশ করিয়া পরে আষোড়শাদি দ্বারা গৌণকালের উল্লেখ করা হইয়াছে। গৌণ কাল লঙ্ঘন করা হইলেও যে পাতিত্য জন্মে, তাহা বলা হইল। এইরূপ স্থলে উপনয়ন, অধ্যাপন ও যজনাদি ব্যবহার পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ।

তৎপরে সূত্রকার বলিয়াছেন,—"কালাতিক্রমে নিয়তবৎ"

উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় নিম্নোক্ত প্রকারে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়া লিখিয়াছেন—

"কালাতিপাতে যথা শ্রৌতেষু স্মার্ত্তেষু চ কর্ম্মসু প্রায়শ্চিত্তমনুষ্ঠায় প্রকৃতিকর্ম্মানুষ্ঠানং নিয়তং, ন তু সর্ব্বথা কর্ম্মলোপঃ। কাললোপমপেক্ষ্য কর্ম্মলোপস্যাতিজঘন্যত্বাৎ তথৈবাত্রাপি প্রায়শ্চিত্তমনুষ্ঠায় ভবত্যুপনয়নার্হতা।"

অর্থাৎ শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ক্রিয়াদি সম্বন্ধে কালাতিপাত হইলে যেরূপ শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মসমূহে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিয়া পরে প্রকৃত কর্ম্মানুষ্ঠান করাই নিয়মসিদ্ধ; কিন্তু কোন প্রকারে

সেই কর্ম্মলোপ বিধেয় নহে, কেননা কাললোপ অপেক্ষা কর্ম্মলোপ অতি জঘন্য। এস্থলেও সেই প্রকার কাললোপ নিবন্ধন ব্রাত্যদোষ ঘটিলে তন্নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া পুনরায় উপনয়নার্হতা জন্মে, তাহার পরে বৈদিক কার্য্যের অধিকার প্রদান করাই শাস্ত্রীয় বিধি, কাত্যায়নসূত্রের ইহাই অভিপ্রায়। আপস্তম্ব ও কাত্যায়ন এই উভয়েই বহুপুরুষপতিত-সাবিত্রীক ব্যক্তিগণের প্রায়শ্চিত্তানন্তর উপনয়নসংস্কারের অভিমত প্রদান করিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে সংহিতাকারগণও যেরূপ প্রায়শ্চিত্তবিধি প্রদান করিয়াছেন, নিম্নে তাহাও উল্লেখ করা গেল—

"যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানূচ্যেত যথাবিধি।
তাংশ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথা বিধ্যুপনায়য়েৎ॥"
(মনু ১১।১৯২ ; বিষ্ণু ৫৪।২৬)

মনু এবং বিষ্ণু উক্ত বিষয়ে এই বিধান করিয়াছেন, যে সকল দ্বিজের শাস্ত্রোক্ত বিধিমতে (উপনয়ন না হওয়ায়) সাবিত্রী অভ্যাস হয় নাই, তাহাদিগকে তিনটী কৃচ্ছ্র বা প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া যথাবিধি উপনয়ন দেওয়া যাইতে পারে।

এ বিষয়ে বশিষ্ঠ বলিয়াছেন যে,—পতিতসাবিত্রীক উদ্দালকব্রতং চরেৎ। দ্বৌ মাসৌ যাবকেন বর্ত্তয়েৎ মাসং পয়সা। অর্দ্ধমাসমামিক্ষয়া অষ্টরাত্রং ঘৃতেন ষড়্‌রাত্রমযাচিতং হবিষ্যং ভুঞ্জীত। ত্রিরাত্রম্ অব্‌ভক্ষঃ। অহোরাত্রমুপবসেৎ। অশ্বমেধাবভৃথং বা গচ্ছেৎ। ব্রাত্যস্তোমেন বা যজেত ইতি।" (১১শ অধ্যায়)

যাহার সাবিত্রী পতিত হইয়াছে, সে উদ্দালকব্রত আচরণ করিবে। দুই মাস যবের মণ্ড মাত্র ভোজন করিবে। এক মাস কেবল দুগ্ধ পান করিবে। মাসার্দ্ধ আমিক্ষা বা ছানা মাত্র খাইবে। অষ্টরাত্র কেবল ঘৃত ভক্ষণ করিবে। ষড়্‌রাত্র অযাচিত হবিষ্য ভোজন করিবে। ত্রিরাত্র কেবল জল খাইবে এবং অহোরাত্র উপবাস করিবে। অথবা অশ্বমেধ কিংবা ব্রাত্যস্তোম নামক যজ্ঞ করিবে।

মিতাক্ষরাকার ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত বিধানপূর্ব্বক ক্রমশঃ ব্রাত্যোপনয়নের বিষয় ব্যবস্থা করিয়াছেন ; তদ্‌যথা—

"গোবধো ব্রাত্যতা স্তেয়ম্ ঋণানাং চানপক্রিয়া। ২৩৪।
ভার্য্যায়া বিক্রয়শ্চৈষামেকৈকমুপপাতকং। ২৪২।
পঞ্চগব্যং পিবেৎ গোঘ্নো মাসমাসীত সংযমঃ।
গোষ্ঠেশয়ো গোঽনুগামী গোপ্রদানেন শুদ্ধ্যতি। ২৬৩।
কৃচ্ছ্রং চৈবাতি কৃচ্ছ্রং চ চরেদ্ বাপি সমাহিতঃ।
দদ্যাৎ ত্রিরাত্রং চোপোষ্য বৃষভৈকাদশাস্তু গাঃ। ২৬৪।
উপপাতক-শুদ্ধিঃ স্যাদেবং চান্দ্রায়ণেন বা।
পয়সা বাপি মাসেন পরাকেনাথ বা পুনঃ॥" ২৬৫।

অতো ব্রাত্যতাদিষু অস্মিন্ শাস্ত্রে শাস্ত্রান্তরে বা দৃষ্টৈঃ প্রায়শ্চিত্তৈঃ সহোপপাতকশুদ্ধিঃ স্যাদেবমিত্যাদিনা প্রতিপাদিত ব্রতচতুষ্টয়স্য সমবিষয়তা কল্পনেন বিকল্পো বিষয়বিভাগো বা আশ্রয়নীয়ঃ। তানি স্মৃত্যন্তরদৃষ্টপ্রায়শ্চিত্তানি পরিক্রমেণ ব্রাত্যাদিষু যোজয়িষ্যামঃ। তত্র ব্রাত্যতায়াং মনুনেদমুক্তম্,—

যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানূচ্যেত যথাবিধি।
তাংশ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথা বিধ্যুপনায়য়েৎ॥ ১১।১৯২॥
যচ্চ যমেনোক্তম্—
সাবিত্রী পতিতা যস্য দশবর্ষাণি পঞ্চ চ।
সশিখং বপনং কৃত্বা ব্রতং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
একবিংশতিরাত্রঞ্চ পিবেৎ প্রসৃতিযাবকং।
হবিষা ভোজয়েচ্চৈব ব্রাহ্মণান্ সপ্ত পঞ্চ চ॥
ততো যাবকশুদ্ধস্য তস্যোপনয়নং স্মৃতমিতি॥
তদুভয়মপি যাজ্ঞবল্কীয়মাসপয়োব্রতবিষয়ম্
যত্তু বশিষ্ঠেনোক্তম্ (১১শ অধ্যায়ে)

অত্রেয়ং ব্যবস্থা যস্য উপনেত্রভাবেন তৎকালাতিক্রমঃ তস্য যাজ্ঞবল্কীয়ানামন্যতমং শক্ত্যপেক্ষয়া ভবতি। অনাপত্ত্যতিক্রমে তু মানবং ত্রৈমাসিকং। তত্রৈব পঞ্চদশবর্ষাদূর্দ্ধমপি কিয়ৎকালাতিক্রমে তু উদ্দালকব্রতং ব্রাত্যস্তোমো বা ইতি।

যেষান্তু পিত্রাদয়োঽপ্যনুপনীতাঃ তেষামাপস্তম্বোক্তম্।—
যস্য পিতাপিতামহাবনুপনীতৌ স্যাতাং তস্য সংবৎসরং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং। যস্য প্রপিতামহাদের্নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তস্য দ্বাদশবর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যমিতি।

এই সকল উল্লেখ করিয়া মিতাক্ষরাকার মীমাংসা করিয়াছেন যে গোবধ, ব্রাত্যতা প্রভৃতি উপপাতক প্রায়শ্চিত্তার্হ। যাজ্ঞবল্ক্য গোবধপ্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "গোঘাতক একমাস সংযমী থাকিবে, সে গোষ্ঠে শয়ন করিবে, গো চরিতে গেলে তাহার অনুগামী হইবে এবং পঞ্চগব্য পান করিবে, (এইপ্রকারে একমাস অতীত হইলে) একটী গো প্রদান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। এই প্রকারে যথাযথভাবে কিংবা চান্দ্রায়ণ দ্বারা একমাস দুগ্ধ পান করিয়া অথবা পরাকদ্বারা অন্যান্য উপপাতকের শুদ্ধি হয়।"

ইহার ব্যাখ্যাবসরে মিতাক্ষরাকার আরও বলিয়াছেন,—'ব্রাত্যতা প্রভৃতি উপপাতক এই শাস্ত্র বা শাস্ত্রান্তর বিহিত উক্ত রূপাদি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিনষ্ট হয়। উক্ত বচনে "এই প্রকারে" ইত্যাদি শব্দদ্বারা প্রতিপাদিত ব্রতচতুষ্টয়ের সমানবিষয়তা কল্পনা করিলে বিকল্প স্বীকার অথবা বিষয় বিভাগ করিতে হইবে। সেই সকল স্মৃত্যন্তরদৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত পাঠক্রমে ব্রাত্যাদিতে যোজনা করিতেছি। তন্মধ্যে ব্রাত্যতা বিষয়ে

এইরূপ বলা হইয়াছে,—'যে সকল দ্বিজের যথাবিধি সাবিত্রী অভ্যস্ত হয় নাই, তাহাদিগকে তিনটী কৃচ্ছ্র বা প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া যথাবিধি উপনয়ন দেওয়া যাইতে পারে।"

এসম্বন্ধে যমও বলিয়াছেন,—"যাহার পঞ্চদশ বৎসর সাবিত্রী পতিত হইয়াছে, সে যাবতীয় নিয়ম প্রতিপালনপূর্ব্বক শিখা সহিত মস্তক মুণ্ডন করিয়া ব্রত আচরণ করিবে। একবিংশতি দিন একাঞ্জলিপরিমিত যাবক পান করিবে। এবং দ্বাদশটী ব্রাহ্মণকে হবিঃ দ্বারা ভোজন করাইবে। তাহার পর যাবক দ্বারা পরিশুদ্ধ ঐ ব্যক্তির উপনয়ন দেওয়া বিহিত।"

এই উভয়ই যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত মাসব্যাপী পয়োব্রতের সমান বিষয়। কিন্তু বশিষ্ঠ বলিয়াছেন,—"যাহার সাবিত্রী পতিত হইয়াছে, সে উদ্দালক ব্রত আচরণ করিবে; অর্থাৎ দুই মাস যবমণ্ড দ্বারা জীবন ধারণ করিবে, একমাস দুগ্ধদ্বারা, একপক্ষ ছানাদ্বারা, আটদিন ঘৃতদ্বারা, ছয়দিন অযাচিতলব্ধদ্রব্য দ্বারা জীবন রক্ষা করিবে, ত্রিরাত্র কেবল জল পান করিবে এবং এক দিনরাত্র উপবাস করিবে, অথবা অশ্বমেধ কিংবা ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ করিবে।"

ব্যবস্থান্তর যথা—যাহার উপনয়নদাতা লোকের অভাব হেতু উপনয়নের কালাতিক্রম ঘটিয়াছে, তাহার শক্তি অনুসারে যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত প্রায়শ্চিত্তের যে কোন একটী করিলেই হইবে। কিন্তু আপদ্ না থাকিলেও যদি অতিক্রম ঘটে, সে স্থলে মনুবিহিত ত্রৈমাসিক প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। এরূপ স্থলে যদি পঞ্চদশ বৎসরেরও অতিরিক্ত কিয়ৎকাল অতিক্রান্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উদ্দালকব্রত বা ব্রাত্যস্তোম কর্ত্তব্য। কিন্তু যাহাদের পিত্রাদিও অনুপনীত, তাহাদের আপস্তম্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। তদ্‌যথা—যাহার পিতা ও পিতামহ পর্য্যন্তও অনুপনীত, তাহার পক্ষে ত্রৈবিদ্যক প্রায়শ্চিত্ত বিহিত। আর যাহার প্রপিতামহ প্রভৃতিরও উপনয়ন অনুস্মৃত হয় না, তাহার দ্বাদশবর্ষব্যাপী ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যারূপ প্রায়শ্চিত্ত অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপে প্রায়শ্চিত্তানন্তর ব্রাত্যোপনয়ন বিহিত হইয়াছে।

রঘুনন্দনের সংগ্রহে পিতৃ-পিতামহ প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন পুরুষেরা অনুপনীত থাকিলে কিরূপ প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ত্তব্য তাহা উদ্ধৃত হয় নাই। তিনি যে ব্যক্তির প্রথম সাবিত্রী পতিত হইয়াছে, তাহারই প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা সঙ্কলন করিয়াছেন। যথা,—

অথোপনয়নং। অত্র গোভিলঃ—"গর্ভাষ্টমেষু ব্রাহ্মণমুপনয়েৎ। গর্ভৈকাদশেষু ক্ষত্রিয়ং গর্ভদ্বাদশেষু বৈশ্যং। আষোড়শাদ্‌ব্রাহ্মণস্যাতীতঃ কালো ভবতি আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রিয়স্য, আচতুর্ব্বিংশাদ্ বৈশ্যস্য অত ঊর্দ্ধং পতিতসাবিত্রীকা ভবন্তি। নৈতান্ উপনয়েয়ুর্নাধ্যাপয়েয়ুর্ন এভি বিবাহয়েয়ুঃ॥"

অধ্যাপনার্থমাচার্য্যসমীপং নীয়তে যেন কর্ম্মণা তদুপনয়নম্ ইতি কর্ম্মনামধেয়ং তেন কর্ম্মণা যোজয়েৎ।

গৃহ্যোক্তকর্ম্মণা যেন সমীপং নীয়তে গুরোঃ।

বালো বেদায় তদ্‌যোগাৎ বালস্যোপনয়ং বিদুঃ॥

যত্তু পৈঠীনসিবচনং—দ্বাদশষোড়শবিংশতিশ্চেদতীতা, অবরুদ্ধকালা ভবন্তীতি। তদ্দ্বাদশবর্ষাদ্যুপরি ব্রাহ্মণাদীনাং মহাব্যাহৃতিহোমরূপপ্রায়শ্চিত্তার্থং ষোড়শবর্ষাদ্যুপরি গুরুপ্রায়শ্চিত্তমিতি।

ইহার পর আপদ্ অনাপদভেদে লঘুগুরু প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দুইটী বচন অনুসারে করা হইয়াছে। ইহাতে উপস্থিত বিবেচ্য বিষয়ের কোন কথা নাই।

পরাশরমাধব নামক মাধবাচার্য্যরচিত পরাশরস্মৃতির ব্যাখ্যায় সর্ব্বপ্রকার ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত বর্ণিত আছে। তাহা এ স্থলে বিস্তারিত উদ্ধৃত করা আবশ্যক।

পরাশরমাধবীয় প্রায়শ্চিত্তকাণ্ডোক্ত ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত যথা—

"যস্য পিত্রাদয়োঽপ্যনুপনীতাঃ তস্য আপস্তম্বোক্তং দ্রষ্টব্যং।

যস্য পিতা পিতামহ ইত্যনুপনীতৌ স্যাতাং তে ব্রহ্মহসংস্তুতাঃ তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি বর্জ্জয়েৎ। তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং, যথা প্রথমে অতিক্রমে ঋতুঃ এবং সম্বৎসরঃ। অথ উপনয়নং। ততঃ সংবৎসরং উদকোপস্পর্শং প্রতিপুরুষং সংখ্যায় সংবৎসরান্ যাবন্তোঽনুপনীতাঃ স্যুঃ। সপ্তভিঃ পাবমানীভিঃ যদন্তি যচ্চ দূরক ইত্যেতাভিঃ যজুঃপবিত্রেণ আঙ্গিরসেন ইতি অথবা ব্যাহৃতিভিরেব। অথাধ্যাপ্যঃ। যস্য প্রপিতামহাদের্ন অনুস্মর্য্যতে উপনয়নং তে শ্মশান-সংস্তুতাঃ। তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি বর্জ্জয়েৎ। তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং দ্বাদশবর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং চরেৎ, অথ উপনয়নং। ততঃ উদকোপস্পর্শনম্।"

পরাশর-মাধবীয় প্রায়শ্চিত্ত-কাণ্ডেও মনুর ব্যবস্থিত ত্রিকৃচ্ছ্র এবং বশিষ্ঠের ব্যবস্থাপিত উদ্দালক ব্রতাচরণের বিধান বিহিত হইয়াছে। উদ্দালক ব্রতের বিধান ইতঃপূর্ব্বে বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে।

সামবেদীয় তাণ্ড্যব্রাহ্মণে ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তের যে বিধান দেখিতে পাওয়া যায় তাহা ব্রাত্যস্তোম নামে অভিহিত। ব্রাত্যস্তোমের বহুল প্রকার ভেদ আছে। এস্থলে মাত্র "হীনব্রাত্য" ও "গরগির" ব্রাত্যস্তোমের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রিমহোদয় তদীয় ব্রাত্যসংস্কারমীমাংসাগ্রন্থের ১০৫ হইতে কয়েক পৃষ্ঠায় এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। আমরা নিম্নে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

'কিঞ্চ বৃদ্ধব্রাত্যানামপি সংস্কারো ভবতি বেদানুমতো যথা

তাণ্ড্যব্রাহ্মণ সপ্তদশ অধ্যায়ে চতুর্থখণ্ডে "অথৈষ শমনীচামেঢ্রাণাং স্তোমো যে জ্যেষ্ঠাঃ সন্ত ব্রাত্যাং প্রবসেয়ুস্ত এতেন যজেরন্" তদর্থশ্চ—অথ পূর্ব্বোক্ত কনীয়সাং ব্রাত্যানাং সংস্কারবিধানান্তরম্ এব বক্ষ্যমাণো বক্তঃ শমনীচামেঢ্রাণাম্—শমেন যৌবনোপরমেণ নীচমমুদ্ধতং মেঢ্রেন্দ্রিয়ং যেষাং তে তথাবিধাঃ স্থাবির্য্যাদ্বিনষ্টবীর্য্যা ইত্যর্থঃ তেষাং স্তোমস্তৈরনুষ্ঠেয় ইত্যর্থঃ। তস্মাদ্ যে জ্যেষ্ঠা বৃদ্ধতমাঃ সন্তোঽপি ব্রাত্যাস্তেষামপি ব্রাত্য স্তোমাধিকারিত্বং সিধ্যতি ততশ্চ ব্রাত্যস্তোমানুষ্ঠানেন উপনয়নাধ্যয়নাধিকারিতা সিদ্ধিরিতি ন পাণিনিহিতম্। ন চ সংস্কারোত্তরং কেনাপি কারণেন পতিতানাং বৃদ্ধব্রাত্যানাং সংস্কার্য্যত্বং ততঃ সিধ্যতি পুনরাবালমসংস্কৃতানাং জাতাপত্যানাং সংস্কার্য্যতাঽপি ততঃ সেদ্ধুমর্হতি। তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তশ্রুতির্ন স্বদভিমতার্থসাধিকেতি বাচ্যম্।'

পুনশ্চ, তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে সপ্তদশাধ্যায়ে—"হীনা বা এতে হীয়ন্তে যে ব্রাত্যাং প্রসবন্তি নহি ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি। ন কৃষিং ন বণিজ্যাং ষোড়শ বা এতৎস্তোমঃ সমাপ্তুমর্হতি। ইত্যুক্ত্যা জাতাপত্যানামপি বৃদ্ধব্রাত্যানাং সংস্কার্য্যতয়াস্ততঃ সিদ্ধেঃ।"

এতদ্দ্বারা স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে যে বৃদ্ধব্রাত্যগণেরও সংস্কার করার বিধান আছে। "অথৈষ শমনীচামেঢ্রাণাম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যা ইতঃপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে হীন ব্রাত্যদের কথা বলা যাইতেছে। ব্রাত্য সাধারণতঃ চারি প্রকার,—নিন্দিত, কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ ও হীন, সকল ব্রাত্যই সংস্কারার্হ।

নিন্দিতব্রাত্য—যাহারা অনধ্যাপ্য, অনধ্যাপক, ভৃতকাধ্যাপক, অযাজ্যযাজক, তাহারাই নিন্দিত ব্রাত্য।

কনিষ্ঠ ব্রাত্য—যাহাদের মাতাপিতা সংস্কৃত, কিন্তু নিজেরা সাবিত্রীপতিত, তাহারাই কনিষ্ঠ ব্রাত্য।

বৃদ্ধ বা জ্যেষ্ঠ ব্রাত্য—যাহাদের যথাকালে উপনয়ন হয় নাই, অথচ এইরূপ অবস্থায় যাহারা বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছে, তাহারাই বৃদ্ধব্রাত্য।

হীনব্রাত্য—যাহাদের মাতা পিতার সংস্কার হয় নাই, নিজেরাও অনুপেত, এই অবস্থাতেই যাহাদের বিবাহ সন্তানোৎপাদনাদি হইয়াছে তাহারাই হীন ব্রাত্য।

প্রাগুক্ত তাণ্ড্যশ্রুতির মর্ম্মানুবাদ এই যে হীন ব্রাত্যগণের ব্রহ্মচর্য্যাভ্যাস নাই, ইহারা কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতি কোন আশ্রমাচারও করে না।

এই যে চারি প্রকার ব্রাত্যের কথা বলা হইল, তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণের উক্তি অনুসারে ইহাদের সকলেই ব্রাত্যস্তোমপ্রায়শ্চিত্তার্হ। সেই প্রায়শ্চিত্তের পরে ইহাদের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাদিতে প্রবেশের অধিকার জন্মে। ইহাদের সকলের পক্ষেই "চতুঃষোড়শী" প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থিত হইয়াছে।

উক্ত তাণ্ড্যব্রাহ্মণের সপ্তদশ অধ্যায়ে আরও লিখিত হইয়াছে—"গরগিরো বা এতে যে ব্রহ্মাদ্যং জন্যমন্নমদন্ত্যদুরুক্তবাক্যং দুরুক্তমাহুরদণ্ড্যং দণ্ডেন ঘ্নন্তশ্চরন্ত্যা দীক্ষিতাদীক্ষিতবাচং বদন্তি ষোড়শ বা এতেষাং স্তোমঃ পাপ্মানং নির্হন্তুমর্হতি যদেতে চত্বারঃ ষোড়শা ভবন্তি তেন পাপ্মনোঽধি নির্মুচ্যন্তে।"

বিষভক্ষণকারীরা "গরগিরঃ" নামে উক্ত। বিষভক্ষণ করিলে যেমন মোহাক্রান্ত হয়, পাপনিষেবণ দ্বারাও মানুষ সেই প্রকার মোহাক্রান্ত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান পরিভ্রষ্ট হয়। সুতরাং পাপাচারী ব্যক্তিরাও "গরগির" সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। এই গরগির ব্রাত্যগণ অসংস্কৃত অনুপেত ব্রাহ্মণ হইয়াও বেদপারগ ব্রাহ্মণাদির অদনীয় অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে। (মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রামমিশ্র বলেন, প্রাগুক্ত শ্রুতিতে ব্যবহৃত "জন্য" শব্দের অর্থ জন্যং—জনপদসম্বন্ধি অথবা 'জনেরুৎপত্তেঃ সাধনং ভোজ্যাপেয়াদেরেব মাতাপিত্রোরুপভুক্তস্য শুক্রশোণিতাদি দ্বারা বালশরীরারম্ভকত্বাৎ। এবঞ্চ পরকীয়মেব ভোজ্যং ভুঞ্জতে ইত্যয়মর্থোঽথবা জন্যপদস্য দ্বিতীয়ার্থাদরপক্ষে পরকীয়দ্রব্যভোজিন এতে দুষ্টসন্তানহেতব ইত্যর্থঃ।') এবং শোভনার্থোপদেশজনক শ্রুতিস্মৃত্যাদির বাক্যগুলিকে দুষ্টার্থপ্রতিপাদকরূপে প্রচারিত করে, অদীক্ষিত হইয়া দীক্ষিতের ন্যায় কথা বলে, অদণ্ড্যকে দণ্ডিত করে। চতুঃষোড়শী স্তোম দ্বারা ইহারা পাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত হয়।

ব্রাত্যসংস্কার-মীমাংসাকার ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন—"অথ ক্ষত্রিয়াণাং বিশিষ্টপাতিত্যহেতুমাহ—অদণ্ড্যং দণ্ডেন ঘ্নন্তশ্চরন্তি অদণ্ড্যং দণ্ডয়ন্তোঽপি ন পরিতপ্যন্তীত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ অদণ্ড্য জনকে দণ্ডদ্বারা হনন করিয়াও ইহারা পরিতাপ করে না। পরিতাপ দ্বারা পাপের শৈথিল্য হয়। কিন্তু ইহারা এতই অধম যে এজন্য ইহারা পরিতাপ করিতে কুণ্ঠিত হয়। অপরন্তু ইহারা অসংস্কৃত অনুপেত হইয়া দীক্ষিত বাক্য অর্থাৎ বেদবাক্যাদি বলিয়া থাকে। বর্ণাশ্রমচ্ছেদী বিবিধ পাপাচারী ব্রাত্যগণের পাপনির্হরণের নিমিত্ত অর্থাৎ নিঃশেষরূপে দূরীকরণের নিমিত্ত ষোড়শস্তোমের বিধান করা হইয়াছে।

ব্রাত্যস্তোমকারী নিম্নোক্ত দ্রব্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে; যথা—

"উষ্ণীষশ্চ প্রতোদশ্চ জ্যাহ্রোড়শ্চ বিপথশ্চ ফলকাস্তীর্ণঃ কৃষ্ণশং বাসঃ কৃষ্ণবলক্ষে অজীনে রজতো নিষ্কস্তদ্ গৃহপতেঃ"। (তাণ্ড্যব্রাহ্মণ ১৭।১।১৪) "বলূকান্তানি দামতূষাণীতরেষাং দ্বে দ্বে দামনী দ্বে দ্বে উপানহৌ দ্বিষং হিতানি অজিনানি।" (১৭।১।১৫) 'তৎগৃহপতেরিতোতৎ সর্ব্বং গৃহপতিরাহরেৎ ত্রয়স্ত্রিংশত্তঞ্চ।'

অর্থাৎ উষ্ণীষ, প্রতোদ, বাণহীন ক্ষুদ্র ধনু, ফলকাস্তীর্ণ রথ, বিপথ, কৃষ্ণবর্ণ দশাবিশিষ্ট কাপড়, দুই খানি কৃষ্ণশুক্লবর্ণ অজীন, রৌপ্যভূষা, লালপাড় কাপড় ও এক জোড়া জুতা।

লাট্যায়নসূত্রে লিখিত আছে—"ব্রাত্যেভ্যো ব্রাত্যধনানি যে ব্রাত্যচর্য্যায়া অবিরতাঃ স্যুঃ ব্রহ্মবন্ধবে বা মগধদেশীয়ায় যস্মা এতদ্দদাতি তস্মিন্নেব মৃজানা যস্মীত্যাহ।" (লাট্যায়ন শ্রৌতসূ° ৮।৫)

অর্থাৎ ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ হওয়ার পরে এই সকল দ্রব্য ও ধনাদি ব্রাত্য অথবা মগধদেশীয় হীন ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মবন্ধুদিগকে দান করিতে হইবে। কাহারও মতে এই ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞকার্য্য করার জন্য অন্ততঃপক্ষে ৩৩ জন ব্রাত্যের প্রয়োজন। এই ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে ব্রাত্যগণ শুদ্ধ হয় এবং দ্বিজাতির অধিকার প্রাপ্ত হয়। অতঃপর ইহারা বেদাদি অধ্যয়ন এবং দ্বিজাতিবিহিত সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করিতেই অধিকার লাভ করিয়া থাকে। [ব্রাত্যস্তোম দেখ।]

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আপস্তম্বাদির ব্যবস্থানুসারে বহু পুরুষ পতিতসাবিত্রীক-ব্রাত্যগণেরও প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থিত হইয়াছে। আপস্তম্বসূত্রার্থবিবেচনায় মদনরত্ন ও অপরার্ক প্রভৃতি দ্বারা এইরূপ ব্যাখ্যাই সমর্থিত হইয়াছে, মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় তৎকৃত ১৯৪৪ সংবতে প্রকাশিত ব্রাত্যসংস্কার-মীমাংসাগ্রন্থের ৯৩ পৃষ্ঠাতে স্পষ্টরূপে এই অভিপ্রায়ের সমর্থন করিয়াছেন।

আর একটী প্রশ্ন এই উত্থাপিত হইতে পারে যে বৃদ্ধ বিবাহিত ব্রাত্যগণ যখন প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সংস্কৃত হয়, তখন কি তাঁহারা তাঁহাদের পরিণীতা স্ত্রীগণকে ত্যাগ করিবেন, অথবা তাহাদিগকেও সংস্কৃতা করিয়া লইবেন কিম্বা শাস্ত্রবিহিত কোনরূপ প্রায়শ্চিত্তবিশেষই এতাদৃশ স্ত্রীগণের কর্ত্তব্য হইবে? একপস্থলে মহাপ্রায়শ্চিত্তই পত্নীগণের কর্ত্তব্য বলিয়া সুপণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন।*

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, অনুপনীত অথচ বিবাহিত বৃদ্ধ ব্রাত্যদিগের কয়টী প্রায়শ্চিত্ত হওয়া প্রয়োজনীয়। ইহাদের পিতামাতার অসংস্কার এক পাপ, স্বয়ং অসংস্কৃত দ্বিতীয় পাপ, ব্রহ্মচর্য্যভ্রংশনিমিত্ত তৃতীয় পাপ, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও গৃহস্থাশ্রমের বিপর্য্যয়নিমিত্ত চতুর্থ পাপ, আর অনুপনীত বিবাহাদি কর্ম্ম করিয়া পুত্রাদি উৎপাদন পঞ্চম পাপ। ইহার প্রত্যেক পাপের জন্য পৃথক্ পৃথক্ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন কি না? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে গুরুলঘুপাতকসমবায়ে গুরুপাতকের প্রায়শ্চিত্তদ্বারাই লঘুপাতকের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রাত্যস্তোম প্রায়শ্চিত্তদ্বারাই সকল প্রকার পাপের নিবৃত্তি হয়।

মৎস্যসূক্তেও ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তের বিষয় লিখিত আছে। ব্রাত্যস্তোম দ্বারা তাহার বিশুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। যজ্ঞ করিতে অশক্ত হইলে সে ঔদ্দালিকব্রত আচরণ করিবে। ইহাতে দুই মাস কাল যাবকাহার করিয়া থাকিতে হয়, একমাস দুগ্ধ ভোজন, একপক্ষ দধি, ৭ দিন ঘৃত, অযাচিত ভাবে ৬ দিন, তিন দিন কেবল মাত্র জলপান ও এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া তৎপরে তাহার সংস্কার কার্য্য হইবে। প্রায়শ্চিত্ত যথা—

শিখার সহিত কেশ বপন কার্য্য করিয়া সমাহিত চিত্তে ব্রতানুষ্ঠান করিবে। ৫ বা ৭ জন ব্রাহ্মণকে হবিষ্যান্ন ভোজন করাইতে হইবে, এবং নিজে ২১ দিন প্রসৃত পরিমাণে যাবকাহার করিয়া থাকিবে, এইরূপে যাবকদ্বারা বিশুদ্ধ হইলে তাহার উপনয়ন সংস্কার হইবে। এইরূপ ব্রতাচরণে যিনি অশক্ত হন, তিনি তিনটী চান্দ্রায়ণানুষ্ঠান করিয়া উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতে পারেন।

সুপ্রসিদ্ধ স্বামী রামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় এ সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা গেল—

"দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য মহাব্রত জো নহীং কর সকতে হৈং উন্‌হেং উসকা প্রত্যাম্নায়স্বরূপ ৩৬০ গোপ্রদান করনা হোগা, গোকা নিষ্ক্রয়মান রজতমান, তাম্রমান, কপর্দ্দিকামান, ভেদসে তিন প্রকারকা হোগা, জিস্‌কী জৈসী শক্তি হৈ উসকে অনুসার করনা হোগা, ধনী, দীন, দরিদ্র, অতি দরিদ্রভেদসে প্রায়শ্চিত্তকা আধিক্য ঔর সঙ্কোচ করনা হোগা।"

অর্থাৎ যিনি দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্যস্বরূপ মহাব্রত পালন করিতে অসমর্থ, তাঁহাকে উহার প্রত্যাম্নায়স্বরূপ ৩৬০ গোদান করিতে হইবে। ধনী, দরিদ্র, অতিদরিদ্রভেদে প্রায়শ্চিত্তের আধিক্য ও সঙ্কোচ করিতে হইবে অর্থাৎ ধনীর পক্ষে গোর মূল্য, মূল্যের পরিবর্ত্তে ৩৬০৲ টাকা, দরিদ্রের পক্ষে ৩৬০ পয়সা এবং অতি দরিদ্রের পক্ষে ৩৬০ কপর্দ্দক দিলেই চলিবে। বস্তুতঃ যাঁহার যেরূপ শক্তি, তাঁহাকে তদনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

দেশকালাদি বিপর্য্যয়ে যাহার সাবিত্রী পতিত হয়, তিনি একটী চান্দ্রায়ণ করিয়া উপনীত হইতে পারিবেন।

"অথ ব্রাত্যবিধিং দেবি প্রায়শ্চিত্তস্তু যদ্ভবেৎ।
তং শৃণুষ্ব মহেশানি সর্ব্ব বর্ণে বিশেষতঃ॥
গায়ত্রীপতিতা ব্রাত্যা ব্রাত্যস্তোমেন সংস্কৃতঃ।
অশক্তে চৈব যজ্ঞস্য চরেদৌদ্দালিকং ব্রতম্॥
দ্বৌ মাসৌ যাবকাহারো মাসমেকং পয়ঃ পিবেৎ॥
দধ্না চ পক্ষমেকন্তু সপ্তরাত্রং ঘৃতেন তু॥
অযাচিতেন ষড়্‌রাত্রং ত্রিরাত্রং বর্ত্তয়েজ্জলৈঃ।
অহোরাত্রং ন ভুঞ্জীত ততঃ সংস্কারমর্হতি॥

* ব্রাত্যসংস্কারমীমাংসা ১২৭-১৩৩ পৃঃ।

পতিতা যস্য গায়ত্রী দশবর্ষাণি পঞ্চ চ।
প্রায়শ্চিত্তং ভবেত্তস্য প্রোবাচ ভগবান্ শিবঃ ॥
সশিখং বপনং কৃত্বা ব্রতং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
হবিষ্যং ভোজয়েদন্নং ব্রাহ্মণান্ সপ্ত পঞ্চ বা ॥
একবিংশতিরাত্রন্তু পিবেং প্রসৃতিযাবকম্।
ততো যাবকশুদ্ধস্য তস্যোপনয়নং স্মৃতম্ ॥
ব্রতস্যাচরণাশক্তৌ কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণত্রয়ম্।
সাবিত্রীপতিতা যেষাং দেশকালাদিবিপ্লবাৎ ॥
চান্দ্রায়ণং চরেদ্যস্তু ব্রতান্তে ধেনুমুৎসৃজেৎ।
ক্ষীরং বাপি পিবেন্মাংসং দদ্যাৎ গাং বৎসশালিনীম্ ॥"

(মৎস্যসূক্ত প্রায়শ্চিত্ত প্র° ৩৮ পটল)

ব্রাত্য ও বৃষলত্ব এক নহে। অধুনা অনেকেরই ধারণা, যিনি ব্রাত্যতাপ্রাপ্ত তিনিই বৃষল, সুতরাং তাঁহার পাতিত্য অবশ্যম্ভাবী এবং তিনি প্রায়শ্চিত্তার্হ নহেন। বাস্তবিক একথা ঠিক নহে, একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই এই বিষম সঙ্কটের একটী বিশদ তাৎপর্য্যার্থ লাভ করা যায়। মনুর মতে পতিত-সাবিত্রীক ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তার্হ, কিন্তু সর্ব্ব ক্রিয়ালোপী বৃষলের আদৌ প্রায়শ্চিত্ত নাই। মনু বলিয়াছেন—

'শনৈকস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥" (মনু ১০।৪৩)

মেধাতিথি লিখিয়াছেন, 'ক্রিয়ালোপাৎ যত্র সংস্কার্য্যাতয়া সম্বধাতে তপোপনয়নাদিষু যত্র যা কর্ত্তৃতয়া যথা নিত্যাগ্নিহোত্রসন্ধ্যোপাসনাদিষু তাসাং লোপ উভয়াসামপ্যনুষ্ঠানমতশ্চ ন কেবল-মুপনয়নসংস্কারাভাবেন জাতি-ভ্রংশঃ। অপিতুপনীতানাং বিহিতক্রিয়াত্যাগেনাপি। তথাচাহ শনকৈরিতি। পুত্রপৌত্রাদি সন্ততেঃ প্রভৃতি শূদ্রত্বং নতু জাতস্যৈব উপনয়নাভাবে তু তস্যৈব ব্যপদেশান্তরং প্রবর্ত্ততে। যদ্যপি সা জাতির্ন নিবর্ত্ততে তৎপুত্র-পৌত্রাণাং ভূর্জ্জকণ্টকাদি জাত্যন্তরমেব ব্যপদেশহেতুকমপি। ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ ব্রাহ্মণবিধিবিহিতাতিক্রমেণেত্যর্থঃ। অথবা শাস্ত্রার্থসংশয়ে প্রায়শ্চিত্তে বা পরিষদগমনভাবঃ।'

মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্রও বলেন যে, "পূর্ব্বং যথাবদুপ-নয়নাদিসংস্কারবন্তোহপি ক্ষত্রিয়াদয়ঃ শনকৈঃ অত্যন্তং শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদেকৈকসংস্কারাঃ তত্রাপি চ বেদবিদাং ব্রাহ্মণানাং যাজনাধ্যাপনপ্রায়শ্চিত্তাদিরূপশোধকব্যাপারাপ্রবৃত্তৌ বৃষলত্বং পাতিত্যং গতাঃ।"

কুল্লূকের মতেও উপনয়নাদি সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়ালোপ হেতু ক্ষত্রিয়াদির এবং যাজনাধ্যাপনাদি না করায় ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণাদিও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

উপরি কথিত টীকা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, একমাত্র উপনয়নসংস্কাররহিত হইলেই জাতিভ্রংশ ঘটে না। যদি পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ঐরূপ ভাবে সকল ক্রিয়ার ও সকল সংস্কারাদির বিলোপ ঘটে, তাহা হইলেই তাহারা বৃষলপদ বাচ্য। ব্রাহ্মণের পক্ষে যাজনাধ্যাপন, বেদবিহিত কর্ম্মাতিক্রম, শাস্ত্রার্থে সংশয় এবং প্রায়শ্চিত্তে অনাস্থাই বৃষলত্ব।

ব্রাত্যতা (স্ত্রী) ব্রাত্যস্য ভাবঃ ধর্ম্মো বা। তল্-টাপ্। ব্রাত্যের ভাব বা ধর্ম্ম। ব্রাত্যত্ব।

ব্রাত্যব্রুব (পুং) আপনাকে ব্রাত্য বলিয়া ঘোষণাকারী।

(অথর্ব্ব ১৫।১৩।৬)

ব্রাত্যযাজক (পুং) ব্রাত্যের যজনকারী।

ব্রাত্যস্তোম (পুং) ব্রাত্যযোগ্যঃ স্তোমঃ। যজ্ঞভেদ। কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে ইহার চতুর্ব্বিধ ভেদ দৃষ্ট হয়; যথাক্রমে তাহাদের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে,—

সাধারণতঃ ত্রিপুরুষ পতিতসাবিত্রীকদিগকেই ব্রাত্য বলা হয়। ইহাদের প্রায়শ্চিত্তার্থ লৌকিকাগ্নিই গ্রহণীয়, ইহাতে আধানাগ্নির কোন প্রয়োজন নাই, কেননা ইহা তদঙ্গীভূত ক্রিয়া নহে।

"ব্রাত্যস্তোমশ্চত্বারঃ"

'ব্রাত্যস্তোমসংজ্ঞকাশ্চত্বারঃ ক্রতবো ভবন্তি ব্রাত্যাঃ প্রসিদ্ধা এব ত্রিপুরুষং পতিতসাবিত্রীকাঃ। প্রায়শ্চিত্তার্থত্বাচ্চ লৌকিকেহগ্নৌ ভবন্তি নহ্যেতৈরাধানং প্রযুজ্যতে অতদঙ্গত্বাৎ।'

(কাত্যা° শ্রৌতসূত্রভাষ্য)

"দ্বিতীয়ঃ উক্থঃ"

"ব্রাত্যগণস্য যে সম্পাদয়েয়ুস্তে প্রথমেন যজেরন্" সূ°

'যে ব্রাত্যা নৃত্যগীতবাদ্যশস্ত্রধারণাদৌ স্বয়ং প্রবীণাঃ সন্ত-উপদেষ্টারো ভূত্বা স্বাং বিদ্যাং ব্রাত্যসমূহস্য সম্পাদয়েয়ুঃ শিক্ষেয়ুঃ পাঠয়েয়ুঃ তে প্রথমেন যজেরন্'

দ্বিতীয় উক্থ যথা —

যে সকল ব্রাত্যগণ নৃত্য, গীত, বাদ্য ও শস্ত্রধারণ প্রভৃতি কার্য্যে সম্যক্ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া স্বয়ং উপদেষ্টা হইয়া স্বীয় স্বীয় বিদ্যা অন্য ব্রাত্যগণকে যথাযথভাবে শিক্ষাপ্রদান করেন, তাঁহারা প্রথম প্রকারে যজ্ঞসম্পন্ন করিবেন।

"দ্বিতীয়েন নিন্দিতা নৃশংসাঃ"

'যে নৃশংসা নিন্দিতা নৃভির্মনুষ্যৈরভিশংসনেন পাপাধ্যা-রোপণেন নিন্দিতাঃ গর্হিতাঃ জ্ঞাতিভির্বহিষ্কৃতাঃ তে দ্বিতীয়েন যজেরন্' (কর্কঃ)

যে সকল নৃশংসব্যক্তি মনুষ্যের নিকট পাপী বলিয়া সতত নিন্দিত এবং স্বজাতিকর্ত্তৃক বিতাড়িত, তাহাদের প্রায়শ্চিত্তার্থ দ্বিতীয় প্রকারের যজ্ঞ অনুষ্ঠেয়।

"তৃতীয়েন কনিষ্ঠাঃ" 'কনিষ্ঠাঃ লঘবঃ'

"জ্যেষ্ঠাশ্চতুর্থেন"

'জ্যেষ্ঠশব্দার্থমাহ—অপেত প্রজননাঃ স্থবিরাস্তদাখ্যাস্তেষাং যো নৃশংসতমঃ স্যাদ্‌দ্রব্যবত্তমো বানূচানতমো বা তস্য গার্হপত্যে দীক্ষেরন্'

কনিষ্ঠ অর্থাৎ যাহারা নিতান্ত লঘু তাহাদের তৃতীয় প্রকারে যজ্ঞানুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ যৌবনাপগমে বীর্য্যহীনতাপ্রযুক্ত প্রজননা-সমর্থ বৃদ্ধগণের মধ্যে যে অত্যন্ত ক্রূরকর্ম্মা এবং যে দ্রব্যবত্তম অর্থাৎ দ্রব্যসংগ্রহণে সমর্থ অথবা যে অনূচানতম অর্থাৎ শিক্ষাদি ষড়ঙ্গবেদাধ্যয়নে পারদর্শী, তাহাদের পক্ষে গার্হপত্য (গৃহপতি বা গৃহস্থ কর্ত্তৃক যাবজ্জীবনস্থায়ী সংস্কৃত) অগ্নিতে চতুর্থ প্রকারে যজ্ঞানুষ্ঠান বিধেয়।

ব্রাধ্, বৈদিক প্রয়োগ, সম্ভবতঃ বৃধ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। মহৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। (নিঘণ্টু ৩।৩)

ব্রাধনতম (ত্রি) প্রবৃদ্ধতম। (ঋক্ ১।১৫০।৩)

ব্রিশ্ (স্ত্রী) ১ অঙ্গুলীসমূহ। (নিঘণ্টু ২।৫) ২ পরস্পরবিশ্লিষ্ট।

"ব্রিশঃ বিশঃ পরস্পরবিশ্লিষ্টঃ।" (ঋক্ ১।১৪৪।৫ সায়ণ)

ব্রী, ১ প্রার্থনা, ক্র্যাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ ব্রীণাতি, ব্রিণাতি। লঙ্ অব্রীণাৎ, অব্রিণাৎ। লিট্ বিব্রায়। লুট্ ব্রেতা। লৃট্ ব্রেষ্যতি। লুঙ্ অব্রৈষীৎ। সন্ বিব্রীষতি। যঙ্ বেব্রীয়তে। ব্রী-২ বৃতি। ৩ গতি। দিবাদি° আত্মনে° সক° অনিট্। লট্ ব্রীয়তে।

ব্রীড়, ১ লজ্জা। ২ প্রেরণ, ক্ষেপণ। দিবাদি° পরস্মৈ° সক° লজ্জার্থে অক° সেট্। ব্রীড্যতি। লিট্ বিব্রীড়। লুট্ ব্রীড়িতা। লুঙ্ অব্রীড়ীৎ।

ব্রীড় (পুং) ব্রীড় ভাবে ঘঞ্। ১ লজ্জা। (অমর)

ব্রীড়ন (ক্লী) ব্রীড়-ল্যুট্। লজ্জা।

"অথ মন্দাক্ষমন্দাস্যং লজ্জা লজ্যা চ হ্রীস্ত্রপা।

ব্রীড়ো ব্রীড়া ব্রীড়নঞ্চ লজ্জা পর্য্যায় ঈরিতঃ॥" (শব্দরত্না°)

ব্রীড়া (স্ত্রী) ব্রীড়) গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) ইতি অ-টাপ্। লজ্জা।

"প্রাতরুপাগত্য মৃষা বদতঃ সখিনাস্য বিদ্যতে ব্রীড়া।

মুখলগ্নয়াপি যোঽয়ং ন লজ্জতে দগ্ধকালিকয়া॥"

(আর্য্যাসপ্তশতী ৩৫৭)

ব্রীড়াবৎ (ত্রি) ব্রীড়া বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। লজ্জা-বিশিষ্ট।

ব্রীস, বধ। চুরাদি° পক্ষে ভ্বাদি° সক° সেট্। লট্ ব্রীসয়তি। পক্ষে ব্রীসতি।

ব্রীহি (পুং) বর্হতি বৃদ্ধিং গচ্ছতীতি বৃহ-বৃদ্ধৌ (ইগুপধাৎ কিৎ। উণ্ ৪।১১৯) ইতি ইন্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ধান্য মাত্র। আশুধান্য। ধান্যের সাধারণ নাম ব্রীহি। প্রাবৃট্ কালজাত আশুধান্য।

"বার্ষিকাঃ কাণ্ডিতাঃ শুক্লাঃ ব্রীহয়শ্চিরপাকিনঃ।

কৃষ্ণব্রীহিপাটলশ্চ কুক্কুটাণ্ডক ইত্যপি॥

শালামুখো জতুমুখ ইত্যাদ্যা ব্রীহয়ঃ স্মৃতাঃ॥" (ভাবপ্র°)

বর্ষাকালে যে ধান্য জন্মে, তাহার নাম ব্রীহি, ইহার মধ্যদেশ কণ্ডন অর্থাৎ ছাটনযুক্ত ও শুক্লবর্ণ এবং এই ধান্য চিরপাকী অর্থাৎ বহু বিলম্বে পাকিয়া থাকে। ইহা কৃষ্ণব্রীহি, পাটল, কুক্কুটাণ্ডক, শালামুখ ও জতুমুখ ভেদে নানা প্রকার। যে ধান্যের তুষ ও চাউল কৃষ্ণবর্ণ, তাহার নাম কৃষ্ণব্রীহি, যাহার বর্ণ পাটল পুষ্প সদৃশ তাহাকে পাটল, এবং যাহার আকৃতি কুকড়ার ডিম্বের ন্যায় তাহাকে কুক্কুটাণ্ডক ব্রীহি, ও যাহার মুখ লাক্ষার ন্যায় রক্তবর্ণ, তাহাকে জতুমুখ ব্রীহি কহে। গুণ—মধুর, বিপাক, শীতবীর্য্য, ঈষৎ অভিষ্যন্দী, মলরোধক এবং ষষ্টিক ধান্যের গুণ সদৃশ। এই সকল ধান্যের মধ্যে কৃষ্ণব্রীহি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত। (ভাবপ্র°)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত আছে, শরৎকালে যে ধান পাকে, তাহাকে ব্রীহি কহে। পক্ক ব্রীহি ধান্য দ্বারা যজ্ঞ করিতে হয়। ধান্য পাকিলে তদ্দ্বারা প্রথমে নবান্ন শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ ও বন্ধুবান্ধবকে ভোজন করাইয়া পরে স্বয়ং ভোজন করিতে হয়। ব্রীহি ধান্যের অভাব হইলে শালি ধান্য দ্বারা ঐ সকল শ্রাদ্ধাদি করিবে।

"ব্রীহিভির্যজেত যবৈর্যজেত ইতি শ্রূয়তে। তত্র ব্রীহিপ্রয়োগে প্রতীতযবপ্রামাণ্যপরিত্যাগঃ অপ্রতীতযবাপ্রামাণ্যকল্পনং।"

(একাদশীতত্ত্ব)

'ব্রীহ্যপ্রাপ্তৌ শালিধান্যেন কর্ম্ম কর্ত্তব্যং' (তিথিতত্ত্ব)

ব্রীহিক (ত্রি) ব্রীহিরস্যাস্তীতি ব্রীহি (ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।১১৬) ইতি ঠন্। ধান্যবিশিষ্ট।

ব্রীহিকাঞ্চন (পুং) ব্রীহিঃ কাঞ্চনমিব অভিধানাৎ পুংস্ত্বম্। মসুর। (ত্রিকা°)

ব্রীহিতুণ্ডিকা (স্ত্রী) দেবধান্য, দেধান। (বৈদ্যকনি°)

ব্রীহিদ্রোণ (পুং) গুল্মভেদ।

ব্রীহিদ্রৌণিক (ত্রি) ১ ব্রীহিদ্রোণসম্বন্ধীয়। ২ ব্রীহিদ্রোণ-ব্যবসায়ী।

ব্রীহিন্ (ত্রি) ব্রীহিরস্যাস্তীতি ব্রীহি (ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।১১৬) ইতি ইনি। ব্রীহিযুক্ত ক্ষেত্রাদি।

ব্রীহিপর্ণিকা [ণী] (স্ত্রী) ব্রীহেঃ পর্ণমিব পর্ণমস্যাঃ ঙীব্। শালপর্ণী। (রাজনি°)

ব্রীহিভেদ (পুং) ব্রীহের্ভেদঃ। ধান্যবিশেষ, চীনাক, চীনা ধান। পর্য্যায় অনু। (অমর)

ব্রীহিমৎ (ত্রি) ব্রীহি অস্ত্যর্থে মতুপ্। ব্রীহিবিশিষ্ট।

ব্রীহিমত (পুং) অনিয়তবৃত্তিজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। (পা ৫।৩।১১৩)

ব্রীহিময় (পুং) ব্রীহেঃ পুরোডাশঃ ব্রীহিঃ (ব্রীহেঃ পুরোডাশে। পা ৪।৩।১৪৮) ইতি ময়ট্। ব্রীহিনির্ম্মিত পুরোডাশ, চাউলের পিটা। (ত্রি) ২ ব্রীহ্যাত্মক, ব্রীহিস্বরূপ।

"শ্রূয়তে হি পুরাকল্পে নৃণাং ব্রীহিময়ঃ পশুঃ।
যেনাযজন্ত যজ্বানঃ পুণ্যলোকপরায়ণাঃ॥" (ভারত ১৩।১১৫।৫৬)

ব্রীহিমুখ (ক্লী) ব্রীহের্মুখমিব মুখং যস্য। ব্যধনার্থ ব্রীহিমুখাকার মুখবিশিষ্ট শস্ত্র। এই শস্ত্রের ছয় আঙ্গুল আয়ত, দুই আঙ্গুল বৃত্ত ও চারি আঙ্গুল ফল করিতে হয়। (সুশ্রুতসূ° ৮ অ°)

ব্রীহিরাজক (পুং) ব্রীহীণাং রাজা টচ্ সমাসান্তঃ। ততঃ কন্। কঙ্গুধান্য, চীনাকধান্য, চীনাধান। (মেদিনী)

ব্রীহিরাজিক (পুং) চীনাকধান্য, কঙ্গুধান্য।

ব্রীহিল (ত্রি) ব্রীহি-ইলচ্ মত্বর্থে। ব্রীহিবিশিষ্ট। (পা ৫।২।১১৭)

ব্রীহিবেলা (স্ত্রী) শরৎকাল। (লাট্যা° ৮।৩।৭)

ব্রীহিশ্রেষ্ঠ (পুং) ব্রীহিষু শ্রেষ্ঠং। শালিধান্য। (রাজনি°)

ব্রীহ্যগার (ক্লী) ব্রীহীনামগারম্। ধান্যগৃহ, ধানের গোলা, যেথানে ধান রাখা হয়। পর্য্যায় কুসূল। (ত্রিকা°)

ব্রীহ্যপূপ (পুং) ব্রীহিনির্ম্মিতঃ অপূপঃ। ব্রীহিনির্ম্মিত পিষ্টক, চাউলের পিঠা। (কাত্যা° শ্রৌ° ৪।১১।৮)

ব্রীহ্যগ্রয়ণ (ক্লী) প্রথমোৎপন্ন ব্রীহিশীর্ষ দেবার্থে অর্পণ। (কাত্যা° শ্রৌ° ১।৮।৬)

ব্রীহ্যুর্ব্বরা (স্ত্রী) ধান্যক্ষেত্র। (লাট্যায়ন ৮।৩।৪)

ব্রুড়্, ১ সংবৃতি। ২ সংহতি। ৩ মজ্জন। তুদাদি° কুটাদি° পরস্মৈ° সক° অক° সেট্। লট্ ব্রুড়তি। লিট্ বুব্রোড়। লুঙ্ অব্রুড়ীৎ।

ব্রুস (স্ত্রী) বধ, হিংসা। চুরাদিপক্ষে ভ্বাদি° সক° সেট্ লট্ ব্রুসয়তি পক্ষে ব্রুসতি। লুঙ্ অব্রুসীৎ, অবুব্রুসৎ।

ব্রৈণী (স্ত্রী) গমনশীল মেঘোদরস্থিত জল। "ব্রৈণীনাং ত্বা পশুন্" (শুক্লযজু° ৮।৪৮) 'ব্রৈণীনাং ব্রজতো মেঘস্য উদরে শেরতে তা ব্রৈণ্যঃ মেঘোদরস্থা আপঃ'। (মহীধর)

ব্রৈহ (ত্রি) ব্রীহেরবয়বো বিকারো বা (ব্রীহিবিল্বাদিভ্যো অণ্। পা ৪।৩।১৩৬) ইত্যণ্। ব্রীহিনির্ম্মিত।

ব্রৈহিমত্য (পুং) অনিয়ত বৃত্তিজীবী জাতিবিশেষ। (পা ৫।৩।১১৩)

ব্রৈহেয় (ত্রি) ব্রীহীনাং ভবনং ক্ষেত্রং ব্রীহি (ব্রীহিশাল্যোর্ঢক্। পা ৫।২।২) ইতি ঢক্। আশুধান্যোপযুক্ত ভূম্যাদি।

ব্লগ্, ব্লঙ্গ, বৈদিক গত্যর্থক। (ঋক্ ১।১৩৩।১)

ব্লী, ১ গতি, ২ বৃতি। ক্র্যাদি° প্বাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ ব্লিনাতি। লিট্ বিব্লায়, বিব্লিয়তুঃ। লুট্ ব্লেতা। লৃট্ ব্লেষ্যতি। লুঙ্ অব্লৈষীৎ। সন্ বিব্লীষতি। যঙ্ বেব্লীয়তে, বেব্লয়ীতি বেব্লেতি। ণিচ্ ব্লেপয়তি। লুঙ্ অবিব্লিপৎ, ক্ত, ব্লীন।

ব্লেক্ষ্, দর্শনার্থ। ব্লেক্ষয়তি, ব্লেক্ষাপয়তি।